

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ

বা

[শ্রীশ্রীদশম-চরিতম্]

শ্রীশ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ-বিরচিতঃ

শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীশ୍ରীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছঃ ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ

বা

শ্রীশ্রীদশমচরিতম্ ।

শ্রীপাদ শ্রীশ্রীসনাতন-গোস্বামি-বিরচিতঃ ।

শ্রীহরিদাস দাসেন প্রকাশিতঃ

[শ্রীনবদ্বীপ 'হরিবোল কুটীরতঃ']

১৫৮ শ্রীগৌরানন্দঃ

প্রকাশক—

শ্রীহরিদাস দাস

নবদ্বীপ, পোড়াঘাট,

নদীয়া ।

প্রিণ্টার—শ্রীনিমাইচরণ বিশ্বাস

অক্ষয় প্রেস

২৭।৫ নং তারক চ্যাটার্জীর লেন

কলিকাতা ।

উৎসর্গ-পত্র



গিরিবর-তটরম্যে কাসলাশ্চকধন্যে
নিরবধি বিলসন্ যঃ শ্রীলগোবিন্দকুণ্ডে ।
সকলগুণনিধিঃ শ্রীকৃষ্ণসেবানুরক্তঃ
জয়তি জয়তি ধন্যো বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যঃ ॥ ১ ॥
“অটন্যাহর”-গুণনামা বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তিমান্ ।
রসরাজরসোল্লাসী মহাভাবানুভাবকঃ ॥ ২ ॥
সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রোহপি সর্বথা স্নেহ-যন্ত্রিতঃ ।
কৃপামৃত-প্রবর্য্য যঃ সর্বশাস্ত্র-বিশারদঃ ॥ ৩ ॥
নির্ম্মানো মানদাতা চ বিরক্তানাং শিখামণিঃ ।
সর্বদা ভজনাবিষ্টঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৪ ॥
সদগ্রন্থ-সঙ্গনির্দেষ্টো তৎপ্রকাশে প্রয়োজকঃ ।
মহাবাৎসল্য-মুক্তি যন্তুস্মৈ নৈবেদ্যমস্থিদম্ ॥ ৫ ॥

আশ্রবস্ত দীনাতিদীনস্ত

শ্রীহরিন্দাসদাসস্ত

অবতরনিকা :

শ্রীশ্রীরূপসনাতনের জীবনী* । কর্ণাটাধিপতি সর্বভূ—
ভরদ্বাজ গোত্র যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ—তৎপুত্র অনিরুদ্ধ—তৎপুত্র রূপেশ্বর
ও হরিহর—হরিহরের রাজ্য-লালসায় রূপেশ্বর নীলাচলে যাত্রা করেন—
বর্দ্ধমানের নিকটবর্তী শিখরদেশের রাজা মহেন্দ্রসিংহের সহিত তথায়
পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন হয় । পরে তিনি মহেন্দ্রসিংহের রাজত্বে গমন ও
মন্ত্রিত্ব-পদ লাভ করেন । তথায় রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভের জন্ম
হয় । যজুজীবন তর্কপঞ্চানন নামক রাজপণ্ডিতের কন্যা রমাদেবীর সহিত
পদ্মনাভের বিবাহ হয় । ইঁহার শ্বশুর ও পিতৃদেবের পরলোক হইলে ইনি
শিখরদেশ ত্যাগ করিয়া নবহট্ট (নৈহাটি) গ্রামে বাস করেন—তথায়
পদ্মনাভের ১৮ কন্যা ও ৫ পুত্র হয় । সর্বকনিষ্ঠ পুত্র—মুকুন্দ । পদ্ম-
নাভ নবহটে কিছুদিন থাকিয়া পরে বুদ্ধা শাশুড়ীর উত্তরাধিকারী হইয়া
বাকলাচন্দ্রদ্বীপে গমন করেন । মুকুন্দদেবের পুত্র—কুমারদেব । গোড়-
নগরে উত্তর সীমান্ত মহানন্দা নদীর তীরে মোরগ্রাম মাধাইপুরে কাশ্যপ-
কুলজাত হরিনারায়ণ বিশারদ মহাশয়ের কন্যা রেবতীর সহিত কুমার-
দেবের বিবাহ হয় । বিবাহের পরে কুমারদেব শ্বশুরালয়ে বাস করেন—
ইঁহার তিন পুত্র—সনাতন, রূপ ও অনুপম (বল্লভ) ।

তৎকালে গোড়নগর হুসেন সাহ পাৎসাহের রাজধানী ছিল ।
বহু দেশের কৃতবিদগণ তথায় গমনাগমন করিতেন, স্মরণ্য ইঁহারা
অনার্যাসেই সর্ববিদ্যা-পারদর্শী হইয়া উঠিলেন ।

গোড়েশ্বর হুসেন সাহের আদেশানুসারে পিরুসাহ নামক রাজমিস্ত্রি
জলগড়ের পাশ্বে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করিতেছিল ; কেবলমাত্র
শিরাবরণ (ছাদ) ব্যতীত আর সকল কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন
সময় একদিন হুসেনসাহ মন্দির দেখিতে গিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া
বলিলেন—পিরু ! মন্দির আশাতীত সুন্দরভাবে নির্মিত হইয়াছে । পিরু
বলিল যে সে ইহা হইতেও উৎকৃষ্ট মন্দির নির্মাণ করিতে পারে । ইহা

* 'শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবনচরিত' নামক গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে
লিখিত । এই গ্রন্থখানা জয়পুরে শ্রীরাধাদানোদরের গ্রন্থাগারে পাইয়াছি ; কিন্তু দুঃখের
বিষয় ইঁহার আদ্যোপাত্ত নাই ।

শুনিয়া নরপতি ক্রোধাবেশে সরফরাজখাঁকে আদেশ করিলেন যে পিরুকে মন্দিরার শিরোদেশ হইতে ভূপাতিত কর—ইহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। অত্য়দিন হুসেন সাহ মন্দিরার উপরে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে উহার শিরাবরণ প্রস্তুত হয় নাই। উহার নির্মাণ অত্যাৱশ্যক বিবেচনায় সম্মুখে ‘হিঙ্গা’ নামক পদাতিককে দেখিয়া বলিলেন ‘তুই অতি সহর মোরগ্রাম মাধাইপুরে গমন কর’। যে কার্য্যে পাঠাইতেছেন তাহা না বলিতেই পাতসাহের মুরসীদ আসিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে ডাকিলেন। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন—এমন সময় হিঙ্গা প্রয়োজন না জানিয়াই মাধাইপুরে গমন করিল। কথাপ্রসঙ্গে হুসেনসাহ মুরসীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হজরৎ! গোড়রাজত্ব আমার দখলে কতদিন থাকিবে বলুন দেখি। তখন সিদ্ধ ফকির সাহজাদতুল্লা আলি কহিলেন—“বৎস হুসেন! সনাতনরূপের মস্তিষ্ককালের স্থায়িত্ব পর্য্যন্ত নৃপাসন তোমার অধিকারে থাকিবে। পরে তাঁহার। শ্রীচৈতন্যদেৱের দর্শন-লাভ করিয়া বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অত্য়ত্র চলিয়া গেলে গোড়রাজত্বের অবনতি হইবে। তাঁহারাই তোমার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, আবার কালে তাঁহারাই তোমার অবনতির কারণ হইবেন।” পাতসাহ মুরসিদের বাক্য-শ্রৱণে ‘রূপসনাতন কে?’ তাহা জানিবার জন্ত উৎসুক হইলেন, এবং চিন্তা করিতেছেন যে হিঙ্গা পদাতিককে যে মাধাইপুরে পাঠাইলাম, কিন্তু কি প্রয়োজন তাহা ত বলি নাই। এদিকে হিঙ্গা মাধাইপুরে গিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। সনাতন নিজ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া রূপের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে দেখিলেন যে পথিমধ্যে জনৈক রাজকর্মচারী ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। সনাতনের আদেশে শ্রীরূপ তাহার তথায় ভ্রমণের কারণ অবগত হইলেন। তখন পুনরায় সনাতনের নির্দেশমত হিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘গোড়েশ্বর যে সময় তোমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি কোথায় ছিলেন?’ পদাতিক কহিল—‘মন্দিরার উপরিভাগ দর্শন করিয়া নিম্নে অবতরণ করতঃ আমাকে এখানে আসিতে হুকুম দিয়াছেন।’ রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘মন্দিরার নির্মাণে কিছু অবশিষ্ট আছে কি?’ সে বলিল সব কার্য্য শেষ হইয়াছে, কেবল ছাদমাত্র বাকি আছে।’ তখন শ্রীরূপ বলিলেন—‘বুঝিয়াছি, তুমি এখান হইতে দুই চারি জন রাজমিস্ত্রি লইয়া যাও।’ রাজমিস্ত্রি-সঙ্গে হিঙ্গাকে দেখিয়া নরপতি ভাবিলেন যে এই

কার্যামধ্যে অবশ্যই কোনও গুট রহস্ত থাকিবে। তখন জিজ্ঞাসাক্রমে জানিলেন যে মাধাইপুরের দুই ভাইর পরামর্শমত সে এই কার্য্য করিয়াছে। গোড়েশ্বর ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুভব-ক্ষমতা দেখিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইলেন এবং মুরসিদ-কথিত রূপসনাতনের কথাই একাগ্রমনে ভাবিতে লাগিলেন। পরে কেশব ছত্রি নামক কোতোয়ালকে পাঠাইয়া শিবিকাযোগে দুই ভাইকে রাজদরবারে আনাইয়া তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন এবং সনাতনকে মস্ত্রিত্ব ও রূপকে অনুমস্ত্রিত্বে বরণ করিয়া দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধি প্রদান করেন। ইঁহারা গোড়ের সন্নিধানে উপনিবেশ স্থাপন করতঃ উহার নাম সাকর মল্লিকপুর রাখেন—কালক্রমে ইঁহাই ‘সাকরমা’ নামে অভিহিত হইয়াছে। সনাতনের বাসা বাড়ীর নাম ছিল বড়বাড়ী এবং তৎকর্তৃক খনিত জলাশয়ের নাম—সনাতন সাগর। শ্রীকৃপের বাসার নাম ছিল গির্দাবাড়ী এবং জলাশয়ের নাম—শ্রীকৃপসাগর।

একদা সনাতন বিষয়কার্য্যে বীতরাগ হইয়া বিষণ্ণমনে ভাবিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃপ আসিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সনাতন বিষয়জ্ঞানির কথা নিবেদন করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃপের পরামর্শানুসারে শ্রীসনাতন শ্রীরাধামদনমোহনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতঃ ভাবের উদ্দীপন জন্ত রাধাকুণ্ড, শ্রামকুণ্ড ও অষ্টসখীকুণ্ডাদি প্রকাশ করিয়া অর্চন-বন্দনাবেশে কাল কাটাইতে লাগিলেন। বাহ্যে রাজকার্য্যও পরিচালনা করিতে লাগিলেন; এবং অন্তরে সদা ব্রজভাবে ভাবিতমতি হইলেন।

একদিন রাত্রিতে স্বপ্নযোগে শ্রীগোরাঙ্গ তাঁহাকে দর্শন দিয়া আজ্ঞা করেন—‘সনাতন! আর বিলম্বের কার্য্য নাই। তোমরা ব্রজের মঞ্জরী, জীবের উদ্ধার জন্ত মনুষ্য-নাট্যে অবতরণ করিয়াছ। দুই জন শীঘ্র ব্রজগমন করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কর এবং শ্রীভগবদ্ ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া পথভ্রান্ত জীবের সদগতি-সোপান নির্মাণ কর।’ মহাপ্রভু অন্তর্হিত হইলে সনাতন সাত্ত্বিক-বিকারে বিভূষিত-দেহ হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় রূপ আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। দুই ভাই পরামর্শ করিয়া নবদ্বীপে মহাপ্রভুর নিকট সংসার বন্ধন-মোচন করিবার জন্ত দৈত্য়পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

দৈত্য়পত্র লিখি মোরে পাঠাইলে বার বার।

সেই পত্র দ্বারায় জানি তোমার ব্যবহার ॥ চৈ চ মধ্য

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৃন্দাবন-গমনের ছলে রামকেলি গ্রামে কেলি-কদম্ব মূলে যাইয়া কিয়দিন অবস্থান করিয়াছেন—এই ঘটনা প্রসিদ্ধ। ক্রমে ক্রমে শ্রীগোরাঙ্গের আগমন বার্তা হুসেন শাহের কণ্ঠগোচর হইল। সনাতনমুখে পাতসাহা সবিশেষ পরিচয় পাইয়া মহাপ্রভুর স্বচ্ছন্দ বিহার জন্ত সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে রূপসনাতন দীনহীনবেশে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উপনীত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীরূপসনাতন-প্রদত্ত ভিক্ষার গ্রহণ করিলে পর ভক্তগণ নিতাই গোরাঙ্গের অধরামৃত পাইয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ইহা জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির কথা, অষ্টাবধি ঐ দিনে রামকেলিতে মহামহোৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীগোরাঙ্গের দর্শনাবধি শ্রীরূপসনাতনের বিষয়ে বিশেষ বিতৃষ্ণা হইল—নিরবধি শ্রীগোরাঙ্গের রূপ-গুণে ছুই ভাই ঝুরিতে লাগিলেন। লোকমুখে শ্রীপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনবার্তা শুনিয়া অবধি ইহাদের সবিশেষ চিন্তা-চাঞ্চল্য ঘটিল। শ্রীরূপ শ্রীগোরাঙ্গ-দর্শনলালসায় অধীরতর হইয়া কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। প্রয়াগে বিন্দুমাধবের আশ্রয়ে শ্রীগোরাঙ্গের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয়। মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গনে উভয়কে কৃতার্থ করিয়া সনাতনের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিয়া বৃন্দাবনে বাইতে আদেশ দিলেন।

শ্রীরূপ ও অনুপমের গৃহত্যাগের পরে সনাতন একেবারে বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া ‘হা গোরাঙ্গ’ বলিয়া দিবানিশি কাঁদিতে লাগিলেন—রাজকার্য্য পরিচালনায় ক্রমশঃ যথেষ্ট শৈথিল্য আসিল। হুসেন সাহ গোড়ে রাজা হইবার পূর্বে আলাউদ্দিন হোসেন সাহ গোড়ের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার অধীনে সুবুদ্ধি রায় নামক জমিদার বাস করিতেন। সৈয়দবংশজাত হুসেন সাহ তখন তাঁহার চাকরি করিতেন। সুবুদ্ধি রায় কোনও জলাশয়-খননের ভার হুসেনের উপর দিয়াছিলেন—তাহাতে হুসেনের ক্রটি দেখিয়া সুবুদ্ধি রায় তাহার উরুদেশে কঠোর কশাঘাত করেন। পরে হুসেন সাহ রাজা হইলে রাজ্যে ঐ চিহ্ন দেখিয়া সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণনাশের জন্ত রাজাকে অনুরোধ করেন। হুসেন সাহ নিজপোষ্টা সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় রাগী নিজেই প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। হুসেন সাহ প্রমাদ গণিয়া কেশব ছত্রিকে ডাকাইয়া দবির খাসকে তৎ-

ক্ষণে আনয়ন করিতে আদেশ করেন। অক্ষর রাত্রি, তাহাতে আবার আকাশে ঘনঘটা, পথ চলা মহাছুর হইলেও তখন কেশব ছত্রি রাজাজ্ঞায় সনাতনের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সনাতন একে গৌরাজ-বিরহে বাকুল প্রাণে ‘হা হতাশ’ করিতেছেন—তত্পরি ভ্রাতৃদ্বয়ের সহসা গৃহ ত্যাগে আরো বাথা পাইয়া ছটকট করিতেছেন—এমন সময় রাজাজ্ঞা শুনিয়া অগত্যা রাজভবনে শিবিকাযোগে উপনীত হইলেন। আনুপূর্বিক বাপার সব শুনিয়া সনাতন প্রথমতঃ নানা কৌশলে ও অনুন্নয় বিনয়পূর্বক রাজ্যীর মত-পরিবর্তনের চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অসমর্থ হইয়া শেষে বলিলেন ‘উহার জাতি নাশ করুন।’ সনাতন মনে মনে ভাবিলেন—ব্রাহ্মণ প্রাণে রক্ষা পাইলে পরে প্রারশ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারিবে। রাজ্যীকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া সনাতন বাসায় ফিরিতেছেন, এমন সময় পথি মধ্যে বৃক্ষমূলে এক কুটীরে এক ফকির ও তাঁহার পত্নী কথাবার্তা কহিতেছেন, শুনিতে পাইলেন। পত্নী ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘এই দুঃসময়ে পথি মধ্যে কে বাইতেছে?’ পরে বলিলেন—‘বোধ হয় কুকুর বাইতেছে।’ ফকির বলিলেন—‘তাহারই বা কি গরজ, সে কোনও গৃহস্থের আশ্রয়ে শায়িত রহিয়াছে। পত্নী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—‘তবে কে বাইতেছে?’ ফকির বলিলেন ‘নিশ্চয়ই কোনও পরাধীন ব্যক্তি বাইতেছে।’ সনাতন বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষাজীবী ফকির-দম্পতির কথা শুনিয়া নিজের জীবনে শত শত বিকার দিতেছেন, আর রূপ ও অনুপমের মহাভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন!! আবার ‘প্রাণ গোর’ বলিয়া আর্তনাদে কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণে মোন, ক্ষণে বাচালতা, ক্ষণে হর্ষ, ক্ষণে রোদন, ক্ষণেই আবার চীৎকার করিয়া ভূত ঈশানকে বলিতেছেন—ঈশান! ঐ শুন! প্রভু আমার ‘সনাতন! সনাতন!’ বলিয়া ডাকিতেছেন। ঈশান অনেক প্রবোধ দিয়া সনাতনকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন।

শ্রীসনাতনের এইরূপভাবে দিনযামিনী অতিবাহিত হইতেছে—এমন সময়ে জনৈক লোক তাঁহার হস্তে একখানা পত্র দিল। অক্ষর দেখিয়া সনাতন বুঝিলেন ইহা শ্রীরূপের লিখিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পত্রিকায় একটি শ্লোক লিখা ছিল—‘ষত্পতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক গতান্তরকোশলা’ ইত্যাদি। ইহাতে সনাতনের অবিলম্বে বিষয়-ত্যাগই সংস্থচিত হইয়াছে। কাহারও মতে শ্রীরূপ আটটি অক্ষর লিখিয়াছিলেন

যথা—‘শু, হি, রা, হু, ষ, পা, কু, কং।’ মহানুভব সনাতন প্রতি অক্ষরে এক একটা নাম ধরিয়া এই অর্থ করিলেন—শুস্ত্র নামক দৈত্যরাজ, হিরণ্যকশিপু নামক তুর্দান্ত দৈত্যোদ্ভ, লঙ্কেশ্বর রাবণ, সূর্য্যবংশ, যদুবংশ, পাণ্ডবগণ, কুরুপতি দুর্যোধন এবং কংস রাজা—ইহাদের প্রত্যেকের প্রত্যাপে একদিন পৃথিবী কম্পিত হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহারা কোথায়? অতএব অবিলম্বে বিষয়-ত্যাগই বাঞ্ছনীয়। পত্নী পাঠ করিয়া সনাতনের মানসজালা অধিকতর বদ্ধিত হইল এবং নিবেদন ক্রমশঃই সনাতনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। সনাতন বিষয়-পরিত্যাগের সংকল্প করিয়া রাজসভায় গমনে বিরত হইয়া গৃহে বসিয়া ভাগবৎগণসহ শ্রীমদ্ভাগবতপ্রসঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনদিবস মন্ত্রির অনুপস্থিতি দেখিয়া পাতসাহা সনাতনের বার্তা জানিবার জন্ত একজন পদাতিক পাঠাইলেন। সনাতন তাহাকে বলিয়া দিলেন ‘আমার শরীর অসুস্থ।’ পদাতিকের মুখে অসুস্থতার বার্তা পাইয়া হুসেন সাহ রাজবৈদ্য পাঠাইয়া দিলেন। রাজবৈদ্য সনাতনকে সুস্থ এবং ভাগবতপ্রসঙ্গে আছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন “সনাতন আর রাজকার্য্য করিতে পারিবেন না; অতঃ লোকদ্বারা পাতসাহ মন্ত্রিকার্য্য নির্বাহ করুন।” বৈদ্যমুখে এই সকল বার্তা জানিয়া নরপতি স্বয়ং আসিয়া সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন ‘দবির খাস! আপনার তিন দিনের অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্যে বহু বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছে। অতএব আপনি শীঘ্র গমন করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করুন।’ সনাতন নিজের অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। পাতসাহের বহু অনুরোধ পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করায় তিনি ক্রোধিত হইয়া বলিলেন—‘তোমার ভাই রূপ সাকর মল্লিক আমার চাকলা নষ্ট করিয়া দরবেশ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। তোমারও তাহাই ইচ্ছা’। এই বলিয়া সনাতনকে বন্দী করিয়া ‘সেখ হবু’ নামক জমাদারকে তাহার রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সনাতন কারারুদ্ধ হইলে পুরন্দর বসু মন্ত্রির আসনে আরুঢ় হইলেন। পুরন্দর বসু স্বভাবতঃ হিংস্র, অনর্থপ্রিয় ও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন—প্রজাপীড়ক বলিয়া তাহার বখেষ্ঠ ছুর্নাম ছিল। পুরন্দর বসুর কনিষ্ঠ শ্রীকান্ত বসু উড়িষ্যা হইতে কর সংগ্রহ করিয়া গোড়ে প্রেরণ করিত। এদিকে সংবাদ আসিল—তাহার দুর্ব্যবহারে প্রজাগণ কর না দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। গৌড়পতি এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে সৈন্ত-সমাবেশ

করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাত্রিকালে রাজ্ঞীর নিকট উড়িষ্যা-গমনের জন্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাজ্ঞী সনাতনের উপদেশ গ্রহণীয় বলায় রাজা তৎক্ষণাৎ কারাগৃহে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। সনাতন যুক্তি দিলেন যে এক্ষণে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সনাতনের কথায় রাজা যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন, কিন্তু পরদিন প্রভাতে চণ্ডিবুদ্ধি পুরন্দর বসুর প্ররোচনায় যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন।

সনাতন কারাগৃহের দুর্বিষহ যন্ত্রণাও গৌরানুরাগে সুখময় ভাবিয়া অন্তরে অন্তরে গৌরেরই সঙ্গসুখ আশ্বাদন করিতেছেন। সনাতন যুক্তিবলে এবং সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা প্রদানে সেখ হবুকে বাধ্য করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত হইলেন। সনাতন মুক্তিলাভ করিয়া গৃহের ধনাদি গুরু ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও অতিথি-প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিলেন। প্রাতঃকালে ঈশানের সহিত গৌরান্দ্র-দর্শনে যাত্রা করিয়া সনাতন হাবাসথানার ঘাটে উপনীত হইলেন। শ্রাবণ মাস—গঙ্গা জলে ভরপুর। সনাতন গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গা পার হইয়া বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গমন করিতে লাগিলেন। পাতোড়া পর্বতে পার্বতীয় ভূঁইঞা জাতিদের এক উপনিবেশে উপনীত হইলেন। তাহাদের একজন গণক স্বভাষায় নিজগণকে কহিল ‘ইহাদের নিকট আটটি সুবর্ণ মুদ্রা আছে। ইহাদিগকে কপট-প্রণয়ে আতিথ্য করিয়া ইহাদের প্রাণবধ করিয়া মুদ্রাগুলি লইতে হইবে।’ সনাতন তাহাদিগকে বৃন্দাবনের পথ দেখাইতে বলায় তাহারা বহু সমাদর জ্ঞাপন করিয়া সেইস্থলে রাত্রিবাস করিতে বলিল। ইহাতে রাজমন্ত্রী সনাতনের মনে সন্দেহ হওয়ায় ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমার সঙ্গে পাথের কিছু আছে কি?’ ঈশান একটি গোপন করিয়া বলিল—সাতটি সুবর্ণমুদ্রা আছে। সনাতন ঐ মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিয়া ভূঁইঞাগণকে দিলেন। তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া ষড়যন্ত্রের কথা সব বিবৃত করিল। তৎপরে ভূঁইঞাগণের নিদ্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে ঈশানের নিকট আরো কিছু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় ঈশান বলিল পাথের জন্ত একটি মুদ্রা অবশিষ্ট আছে। ইহাতে সনাতন ব্যথিত হইয়া ঈশানকে গৃহে বিদায় দিয়া একাকী গৌরানুরাগে চলিতে লাগিলেন। পার্বত্য হিংস্রজন্তু-সমাকুল পথে সনাতন নির্ভয়ে ‘গৌর গৌর’ বলিয়া চলিয়াছেন—তাহার কুসুম-সুকোমল চবণধরের তালুকায় শোণিত-শ্রাব হইতে লাগিল, অক্ষিপ না করিয়া সনাতন

শ্রীগৌর-সন্দর্শনে চলিয়াছেন !! এইরূপে তিনি গমন করিতে করিতে দশম দিবসের সায়াকে হাজিপুর নামক গ্রামে উপনীত হইলেন। তত্রত্য তমালতলায় উপবেশন করিয়া সনাতন মুক্তকণ্ঠে গৌরগুণানুবাদ কীর্তন করিতে লাগিলেন। সেই হাজিপুরে শ্রীকান্ত সেন নামক এক ব্যক্তিকে সনাতন গ্রাম্যসম্বন্ধে ভগ্নীপতি বলিতেন—তিনি তথায় পাতসাহের জন্ম ঘোটক ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীকান্ত বঙ্গভাষায় এত গভীর রজনীতে কে গান করিতেছে জানিতে আগ্রহান্বিত হইয়া গায়কের নিকটে আসিয়া একেবারে স্তব্ধপ্রায় হইয়া রহিলেন। গায়কের কিন্তু গৌরগানের বিরাম নাই। শ্রীকান্ত মস্তিষ্কপ্রবর সনাতনের ধূলিধূসরিত অবস্থা দর্শনে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার রোদন-ধ্বনিতে সনাতনের বাহুস্মৃতি হইল। সনাতন আত্মপূর্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাঁহার অনেক চেষ্টাতেও সনাতন কিছুতেই তাঁহার বাসায় যাইতে সম্মত হইলেন না; পরে একথানা ভোটকম্বল আনিয়া সনাতনকে দিলেন। সনাতন ঐ কম্বল লইয়া প্রাতঃকালে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীতে উপনীত হইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে সনাতন গুনিতে পাইলেন যে মহাপ্রভু তত্রত্য চন্দ্রশেখরের ভবনে বিরাজ করিতেছেন। পুলকিত-কলেবরে সনাতন গাত্রোত্থান করিয়া চন্দ্রশেখরের বহির্দ্বারের পার্শ্বে এক প্রাচীরে পৃষ্ঠাবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—‘দেখ দেখি, তোমার বহির্দ্বারে জনৈক বৈষ্ণব আগমন করিয়াছেন, সমাদরে তাঁহাকে লইয়া আস।’ মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া চন্দ্রশেখর বহির্দ্বারে গিয়া কোনও বৈষ্ণব দেখিতে পাইলেন না; মহাপ্রভুর পুনর্বীর ইঙ্গিত পাইয়া চন্দ্রশেখর দরবেশরূপী সনাতনকে প্রভুর সমীপে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে প্রাক্ষণে দেখিবা মাত্রই বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গনজন্তু ধাবিত হইলেন; সনাতন পশ্চাৎপদ হইতেছেন দেখিয়া মহাপ্রভু বলপূর্বক তাঁহাকে স্বেচ্ছা আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বদেশে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার অঙ্গ-সম্মার্জন করিতে করিতে রূপ অনুপমাদির কথা বলিতে লাগিলেন। তপন মিশ্র আসিয়া মধ্যাহ্ন ভিক্ষার জন্ত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাপ্রভু সনাতনকে ‘ভদ্র’ হইবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন। সনাতন ক্ষৌরকার্য্য সমাধান ও গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুর সমক্ষে আসিলে প্রভু শ্রীকরে তুলসীমালাদি পরাইয়া দিলেন।

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সম্পাদনজন্তু বিষ্ণুমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে সনাতন তপনমিশ্র হইতে একথণ্ড জীর্ণ বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া কোপীন ও বহির্বাসরূপে পরিধান করিলেন। প্রভু সনাতনের বেশাবলোকনে ঈষদ্বাক্ত করিলেন এবং ভোটকম্বলের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সনাতন প্রভুর মনোভাব বুঝিয়া এক গোড়ীয়াকে ভোট দিয়া তাঁহা হইতে এক জীর্ণ কল্লা সংগ্রহ করিলেন। মিশ্রগৃহে মহাপ্রভু ভোজন করিয়া শেষপাত্র সনাতনকে দেওয়াইলেন। সনাতন সেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া জঠর-জ্বালা হইতে চিরদিনের তরে মুক্তিলাভ করিলেন।

তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে স্বপ্রভাবে মায়াবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিলে কাশীবাসী সকলেই মহাপ্রভুর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন এই দৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দে ভাসিয়া গেলেন। মহাপ্রভু দুইমাস কাশীতে থাকিয়া শ্রীসনাতনকে জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ে শিক্ষা দেন—শক্তিসম্ভার করেন এবং বৈষ্ণবস্বৃতি করিবার জন্ত আজ্ঞা দিয়া নিজেই তাহার সূত্র বর্ণনা করেন। এই সব কাহিনী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা আছে। সর্বশক্তি সম্ভার করিয়া পরে প্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে বাইয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন করিবার জন্ত আদেশ করেন। শ্রীপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সনাতন প্রয়াগ ও আগ্রা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং কিয়দ্দিন বাস করিবার পরে পুনরায় শ্রীগৌরঙ্গ-দর্শন-লালসায় নীলাচলে যাত্রা করেন; ঝারিখণ্ড-পথে দূষিত জল-পানে সনাতনের গাত্রে কণ্ডু হইল, তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণ দর্শন করিয়া রথচক্রতলে প্রাণ-পরিত্যাগের সংকল্প করিয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন এবং ভুবনপাবন শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু তথায় সনাতনকে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিতে বাহু প্রসারণ করিলে সনাতন নানাবিধ দৈন্ত্যোক্তি দ্বারা মহাপ্রভুকে নিরসন করিতে চেষ্টা করিলেন। সনাতন নিজেকে নীচজাতীয়, নীচসঙ্গী ইত্যাদি মনে করিয়া কখনও শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চতুঃসীমায় বাইতেন না। সনাতনের দেহত্যাগ-সংকল্প জানিয়া মহাপ্রভু একদিন তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিলেন এবং সনাতনের দেহকে প্রভু নিজদেহ বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। একদা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে

যমেশ্বর টোটা হইতে সনাতনকে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া আনাইয়া প্রভু সনাতনের মুখে তাঁহার আত্মদীনতা শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং প্রেমালিঙ্গনে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিলেন। সর্বভক্তের আশীর্বাদ প্রাপ্তি করাইয়া প্রভু সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে বিদায় করিলেন।

একদা পরিক্রমা করিয়া সনাতন বংশীবটমূলে রূপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—রূপ তখন নিবিষ্টমনে শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা-সূচক নয়টি শ্লোক রচনা করিতেছিলেন! ‘মুকুন্দমুরলীকলশ্রবণফুল্লহৃদবল্লরী’ ইত্যাদি পাঠ করিয়া সনাতন রূপকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। পরে শৃঙ্গার-বটে গিয়া মহাপ্রভুকর্তৃক উপদিষ্ট লুপ্ততীর্থ উদ্ধার কি ভাবে করা যায়—চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিয়াছেন; স্বপ্নচ্ছলে কেহ বলিলেন—‘সনাতন! তুমি গুপ্ততীর্থের উদ্ধার-সাধন জ্ঞাত চিন্তা করিও না—আমার কার্য্য আমিই করিব—তুমি কেবল উপলক্ষ হইয়া থাক।’ তৎপরে প্রণালীক্রমে মধুবনাদি দ্বাদশ বন নির্ণয় করিলেন, নিকুঞ্জ বন, নিধুবন, ব্রহ্মকুণ্ড, বেণুকুণ্ড, দাবানল কুণ্ডাদিও নিরূপণ করিলেন, ক্রমশঃ চৌরাশী ক্রোশের লীলাস্থলী সকলই প্রকাশ করিলেন। সনাতন ফলমূল শাক ইত্যাদি যথालাভে সন্তুষ্টচিত্তে ভোজন করিয়া, কখনও বা বিপ্রগৃহে মাধুকরী ইত্যাদিদ্বারা জীবিকানির্বাহ করতঃ বৃন্দাবনে যমুনাতীরে ‘মদনটের’ নামক স্থানে মৌনী হইয়া সদা সর্বক্ষণ ভজন করিতেন।

কথিত আছে দিল্লীখর আকবর সাহ শ্রীরূপ সনাতনের গুণ-গরিমা-শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া বহু সজ্জা করতঃ মদনটেরের নিকটে শিবির স্থাপন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। প্রাতঃকালে আকবর সাহ সনাতনের দর্শনার্থে যাইয়া বহুবিধ অনুনয় বিনয় করিলেও সনাতন কিছুতেই মোন-ব্রত ভঙ্গ করিলেন না। পরে রাজা ব্যকিঞ্চিৎ অর্থ অঙ্গীকার করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় সনাতন ইঙ্গিত করিলেন যে তাঁহার কুটীরটী যমুনা-তরঙ্গে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে—ইহার সংস্কার করিলেই তিনি সুখী হইবেন। শ্রীরূপ রাজাকে সঙ্গ করিয়া সেই নির্দিষ্ট স্থলটি দেখাইলে রাজা কিয়ৎকালের জ্ঞাত দেখিলেন যে যমুনাঘাটের সোপানপঙ্ক্তি স্পর্শমণি-সমূহের দ্বারা খচিত রহিয়াছে। পাতসাহ অবাক হইয়া দৃষ্টি পাত করিয়া আছেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন যে সনাতন কি অতুল বৈভবের অধিকারী।

অতঃপর রাজা সনাতনকে বহু স্তুতি নতি এবং প্রার্থিত-সম্পাদনে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীরূপ ‘চাটুপুষ্পাঞ্জলি’ নামক স্তোত্ররত্নে শ্রীরাধার বেণীর উপমা দিতে ‘বেণী-ব্যালাঙ্গনাফণা’ লিখিয়াছিলেন—সনাতন সর্পিণীর সহিত শ্রীরাধার বেণীর উপমা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। একদা সনাতন শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন করিয়া তাহার অগ্নিকোণে ‘মদনান্দোলন’ নামক নিত্য-বিলাসকুঞ্জের দর্শনার্থ গমন করিতেছেন—এমন সময় দেখিলেন যে শ্রীমতী রাধা শ্রামরসাল-বৃক্ষের ঝুলনায় ঝুলিতেছেন এবং শিরোবেণী পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইয়া ঠিক নাগিনীর প্রতিক্রম ধারণ করিয়াছে। বেণী-ফণিনীর দর্শনে সনাতন প্রেমভরে সাত্ত্বিকভাব-ভুষণে বিভূষিতদেহ হইয়া ভূতলে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরূপের কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীসনাতন বৃন্দাবন হইতে মাধুকরী গ্রহণ করিতে প্রতিদিন মথুরায় এক চৌবের গৃহে যাইতেন। ঐ মথুরায় সেই চৌবেজীর ব্রাহ্মণী বাৎসল্য-রসে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহার বাৎসল্যভাবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীনন্দ-নন্দন ঐ ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সহিত খেলা করিতেন এবং উভয়ই ব্রাহ্মণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। একদিন বালকদ্বয় খেলা করিতেছেন—এমন সময় সনাতন মাধুকরীতে যাইতেছেন। বালবেশী শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় পাইয়া সনাতন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কাহাদের ছেলে হে?’ উত্তর হইল—‘গোসাইজি! আমি ব্রজবাসীর বালক, নাম মদনমোহন, ঐ সম্মুখের অট্টালিকা আমাদের গৃহ।’ সনাতন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া দেখেন—ব্রাহ্মণী পাক করিতেছেন এবং দন্তকাষ্ঠে দন্ত মার্জন করিয়া ঐ দন্তকাষ্ঠেই আবার অন্ন নাড়িতেছেন। সনাতন এই অবৈধ ব্যবহার দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ব্রজমায়ি! আপনি কাহার জন্ত রন্ধন করিতেছেন?’ তখন উত্তর হইল—‘আমার দুইটি বালক আছে, তাহাদের জন্ত বালভোগ প্রস্তুত করিতেছি।’ সনাতন মনে ভাবিলেন—‘এই ব্যাপারে ত ইঁহার অপরাধ হইতেছে, অতএব ইঁহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিব।’ এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—‘মা! আগামী কল্য হইতে স্নানাদি করিয়া পবিত্রভাবে বালকদ্বয়ের জন্ত রন্ধন করিবেন।’ পরদিন প্রাতঃকৃত্যাদি

সমাপনাগুে রক্ষন করিতে করিতে অপরাহু হইল। ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া মদনমোহন সনাতনকে বলিলেন—“গৌসাই! তুমি আমার জননীকে সদাচার ইত্যাদি করিতে উপদেশ দিয়া আমাকে ক্ষুধায় কাতর করিলে কেন? আমি যে ব্রজবাসিদের উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত, তাহা কি তুমি জান না? ইত্যাদি”। সনাতন মদনমোহনের বাক্যে নির্বাক হইয়া নিজকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন এবং ব্রজমায়ির নিকট গিয়া বলিলেন—‘মা! তোমার ইচ্ছামত পূর্ববৎ রক্ষন করিয়া বালকদ্বয়কে থাওয়াইবে। স্নানাদি কৃত্যের আবশ্যকতা নাই।’ সনাতন এই বলিয়া আসিতেছেন—পথিমধ্যে মদনমোহন সনাতনকে বলিলেন ‘গৌসাই! আমার ইচ্ছা, তোমার কাছে বাইব।’ সনাতন বলিলেন—‘আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করুন—আমি আপনাকে লইয়া বাইতে পারিব না। মা বশোদা নব লক্ষ ধেনুর ছুগ্ধ, সর, নবনীত ইত্যাদি প্রদান করিয়াও যাহার তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন নাই—আমি দীনাতিদীন, বৃক্ষতল-বাসী ও মাধুকরীজীবী হইয়া কি প্রকারে আপনার সেবা করিব?’ এই বলিয়া সনাতন বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এদিকে চোবে ব্রাহ্মণীকে স্বপ্নবোধে মদনমোহন বলিলেন—‘মা! আমি আগামী কলা মাধুকরী ভিক্ষুক গৌসাইর সহিত বৃন্দাবনে বাইব।’ এ বাক্য-শ্রবণেই ব্রাহ্মণী ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরদিন সনাতন মাধুকরীতে আসিলে তাঁহার সহিত মদনমোহনও বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং বলিলেন—‘গৌসাই! আমি বিগ্রহরূপে তোমার নিকট অবস্থান করিব এবং ভোগের জন্ত তুমি যাহা দিবে, তাহাতেই আমি পরিতৃপ্ত হইব।’ সনাতন অগত্যা স্বীকার করিয়া মাধবীলতার কুঞ্জ-কক্ষে তাঁহাকে স্থাপনা করিলেন এবং প্রত্যহ ‘আঙ্গাকড়ি’ ভোগ দিতে লাগিলেন। একদা অলবণ বস্ত্রশাক ভোগ প্রদান করিলে মদনমোহন কহিলেন—‘গৌসাই! কিঞ্চিৎ লবণ না হইলে আমি থাইতে ত পারিব না।’ সনাতন কহিলেন—‘আমিত পূর্বেই বলিয়াছি যে তোমার উপদ্রব সহ্য করিতে পারিব না। আমি বনবাসী, লবণ কোথায় পাই বলত!’ তখন মদনমোহন বলিলেন, ‘তোমার সম্মতি পাইলে আমি আপন প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ করিয়া লইব।’ সনাতন সম্মত হইলে এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইল। মূলতান দেশের এক সদাগর বহুমূল্য পণ্য-

দ্রব্য লইয়া নৌকাসোণে মথুরায় বাইতেছিল। কিন্তু মদনটেরের নিকট যমুনার চড়ায় তাহার এগারখানি নৌকাই আবদ্ধ হইয়া গেল। যখন সমস্ত যুক্তি কৌশল ব্যর্থ হইল, তখন সদাগর বড়ই বিপদ গণিলেন। এ দিকে মদনমোহন বালকরূপে সদাগরকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘এই মদনটেরে সনাতন গোস্বামী আছেন, তাঁহার রূপাকটাঞ্জে তোমার নৌকা সচল হইবে।’ এই বলিয়া বালক অন্তর্দ্বান করিলেন। সনাতনের নিকট আসিয়া সকল ব্যাপার নিবেদন করিলে সনাতন বলিলেন—
 ‘ঐ মাধবীকুঞ্জ-কক্ষে সেই বালক বিরাজমান আছেন—তাঁহার মন্দির নির্মাণ ও পরিচর্য্যার জন্তই এই চক্ৰী চক্র তুলিয়াছেন।’ সদাগর মদনমোহনের নিকট মূলধন ও ব্যবসায়ের লাভের উদ্ধৃত্ত অর্থ সমস্তই উপহার দিবে মনে মনে সংকল্প করিতেই নৌকা মুক্ত হইল। বলা-বাহুল্য সেই সদাগর ব্যবসায়ে প্রচুরতর অর্থ লাভ করিয়া সেই অর্থ দ্বারা সনাতনের আদেশানুরূপ মন্দির-নির্মাণ ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বীরভূম জেলায় জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া কানীধামে শিবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। একদিন দৈববাণী হইল ‘ব্রাহ্মণ! তুমি শীঘ্র বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামির নিকট গমন কর, তথায় তোমার সর্বার্থসিদ্ধি হইবে।’ ব্রাহ্মণ এই আকাশবাণী প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে সনাতনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজ প্রার্থিত-বিষয় নিবেদন করিলেন। সনাতন বলিলেন—‘ভাই! আমার একশত-গ্রন্থি কষ্ট ও এক করোয়া মাত্র সম্বল। আমি অর্থ কোথায় পাইব!’ ব্রাহ্মণ সনাতনের বাক্য শুনিয়া ও অবস্থা দেখিয়া শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময় সনাতনের মনে হইল এবং ব্রাহ্মণকে বলিলেন—
 ‘দেখ! আমি বহুদিন পূর্বে যমুনায় স্নান করিতে এক স্পর্শমণি পাইয়াছিলাম; তাহা বামহস্তে বালুকামণ্ডি দ্বারা অমুক স্থানে গোপন করিয়া রাখিয়াছি।’ এই কথা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণ সহ ঐস্থানে গমন করিয়া তীর্থনী-সঙ্কেতে স্থানটা দেখাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণের মনে সনাতনের ভাবভঙ্গী এতাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে তিনি ভাবিলেন যে গোসাইর নিকট ইহা হইতেও অত্যাংকুষ্ট মণি আছে, বিপ্রবর চিন্তা

করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সনাতনের ঐ উৎকৃষ্টতর মণির প্রার্থনা করিলেন। সনাতনের ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি যমুনাভূলে নিক্ষেপ করিলে সনাতন তাঁহাকে শিক্ষাদি দিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদ-বিরচিত গ্রন্থাবলী:—

সনাতন গোস্বামির গ্রন্থ-চতুষ্টয় ।

টীকা সহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয় ॥

হরিভক্তিবিলাস টীকা দিক্‌প্রদর্শনী ।

বৈষ্ণবতোষণী নাম দশম-টিপ্পনী ॥

‘লীলাস্তুব’ দশম-চরিত বারে কয় ।

সনাতন গোস্বামির এই চতুষ্টয় ॥ [ভক্তিরত্নাকর ৫৬পৃঃ]

এতদ্ব্যতীত ‘লঘুহরিনামামৃত-বাকরণ’ নামে একখানা ব্যাকরণও তিনি রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ ।* উহা বর্তমান মুদ্রিত সংস্করণেরই সংক্ষেপ বলিয়াই মনে হয় । শ্রীমন্ মহাপ্রভু-কর্তৃক সূচিত সূত্রানুসারে শ্রীপাদ সনাতনের আজ্ঞায় তাঁহারই ইঙ্গিতে ও সাহায্যকল্পে প্রথমতঃ শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী ‘শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস’ রচনা করেন । উহা ‘লঘু হরিভক্তিবিলাস’ নামে কথিত হয়েন এবং অত্য়াবধি শ্রীরাধারমণের গোস্বামিদের গৃহে ও অত্য় বর্তমান আছেন । এই গ্রন্থ-সাহায্যে শ্রীসনাতন পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন-সহকারে ‘দিগ্‌দর্শনী’ টীকা সহ বৃহদায়তন হরিভক্তি-বিলাস প্রণয়ন করিয়াছেন ।

আমাদের আলোচ্য এই ‘লীলাস্তুব’ নামক গ্রন্থরত্নে শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রথম পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ের লীলাসূত্র বর্ণনা করিয়াছেন । শ্রীপাদ শ্রীসনাতন তাঁহার প্রাণকোটীপ্রিয়তম শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকসমূহদ্বারা এই গ্রন্থখানি সূকৌশলে ও সুরসালভাবে গ্রন্থিত করিয়াছেন । কোথায় ৫৭টি শ্লোকের আশয় একটি শব্দে, আবার কোথায় বা একটি শ্লোককে উপজীব্য করতঃ সাত আটটি শব্দ

* বৈষ্ণবানাং হিতাভিলাষ-পরবশতয়া শ্রীনামগ্রহণপূর্বক-বিশিষ্ট-ব্যাংপত্তিবাহুযা শ্রীকৃষ্ণদেব প্রসাদমধিগমা শ্রীমচ্ছ্রীল সনাতনগোস্বামিনাং সূত্রানুসারেণ শ্রীজীব গোস্বামিনামা গ্রন্থকারঃ.....মঙ্গলমাচরতি ।—[শ্রীহরিনামামৃত-বাকরণস্ত শ্রীহরেকৃষ্ণাচার্য্য কৃত টীকায়াং প্রথমে] ।

যোজনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের [১১।২৭।৪৬] ‘শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা’ ইত্যাদি শ্লোকে যে অভীষ্টরূপের শ্রীচরণতলে দণ্ডবৎ প্রণতি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—তাহাই অবলম্বন করতঃ শ্রীপাদ সনাতন এই গ্রন্থরত্নে ৪৩২ শ্লোকে ১০৮ দণ্ডবতের ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রতি চারি শ্লোকে একটি দণ্ডবৎ অথবা প্রতিপ্রকরণে একটি করিয়া দণ্ডবৎ করাই অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য যে শ্রীগোঁস্বামিপাদ স্বয়ংই প্রকরণবিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ প্রকাশের বন্দনা করা হইয়াছে। তৎপরে মহাবিশ্বস্বরূপকে বন্দনা করিয়া চতুর্দশ মন্বন্তরের ও লীলাবতারাতির বন্দনা হইয়াছে। অতঃপর যুগাবতার বর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্বরূপ-দ্বয়ের [নৃসিংহ ও রামচন্দ্রের] পুনরায় বন্দনা করিয়া শ্রীদশমের প্রথমাধ্যায় হইতে আরম্ভ করতঃ ক্রমে ক্রমে পয়তাল্লিশ অধ্যায়ে মথুরা হইতে শ্রীনন্দবিদায় পর্য্যন্ত সমস্ত লীলার সূত্রসমূহ কথিত হইয়াছে। তৎপরে বিভিন্ন প্রকরণে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের বন্দনা, শ্রীশ্রীগোঁরাঙ্গের বন্দনা, শ্রীভগবদ্ বিভূতিসমূহের বন্দনা, এবং ভগবদর্চামূর্তিসমূহের বন্দনা করিয়া সর্বশাস্ত্র-মুকুটমণি শ্রীমদ্ ভাগবতের শতমুখে ভূয়সী স্ততিমালা সংযোগ করিয়াছেন। তৎপরে গ্রন্থের উপসংহারকালে প্রাণস্পর্শীভাষায় নিজের মহাদৈন্ত্য-সূচক শ্রীকৃষ্ণের করুণামাহাত্ম্যের বন্দনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আলোচনাফলও শ্রীপাদ ইঙ্গিত করিয়াছেন—‘যিনি অর্থ-জ্ঞানপূর্ব্বক ১০৮ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে এই লীলাস্তব পাঠ করিবেন—তাহাকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অচিরাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপে, নামে, লীলার ও বিহারস্থলে পরমা রতি দান করিবেন।’ বলা বাহুল্য যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত নিত্য পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন—অথচ গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া সঙ্কচিত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সবিশেষ উপযোগী। সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত লীলাসমূহের সমাবেশ পূর্ব্বক গোড়ীয় বৈষ্ণব গণের ভজনোপযোগী করিয়াই শ্রীগ্রন্থখানি রচিত হইয়াছেন। ‘বৈষ্ণব-তোষণী’ অবলম্বনে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত চূণিকাও দেওয়া হইয়াছে। যে পুঁথিখানার সাহায্যে এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলেন—তাহা শ্রীপাদ শ্রীসনাতন প্রভুর স্বহস্তাক্ষর বলিয়া ধারণা হয়। ইহারই একটি প্রতিলিপি বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদরের গ্রন্থাগারে নাগরাক্ষরে ১৮৮৫

সম্মতে (১২৩৫ বাং) লিখিত হইয়াছিল । ঐ গ্রন্থাগারে যে সকল পুঁথি শ্রীসনাতনের 'স্বহস্তাক্ষর' বলিয়া চিহ্নিত আছে, তাহাদের অক্ষর-সদৃশই আলোচ্য পুঁথিখানার অক্ষর-সন্নিবেশ দেখা যায় । নাগরাক্ষরের পুঁথিতে ইহারই শোধিত পাঠ স্বীকৃত হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনে বা জয়পুরের গ্রন্থাগারসমূহে বিশেষ প্রয়াস করিয়াও অল্প পুঁথি পাওয়া যায় নাই । কাজেই এস্থলে শ্রীপাদশ্রীসনাতনের লীলাস্তবের প্রথমপৃষ্ঠার অবিকল (স্বহস্তাক্ষর) প্রতিবিম্ব দেওয়া হইল । সিঁথির হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর দাস, বি, এ, ভাগবতভূষণ-প্রমুখ মহামনীষীগণের আনুকূল্যে ও আগ্রহাতিশয্যে এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলেন । আমি ইঁহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম । এক্ষণে রূপাময় পাঠকপাঠিকাগণ অনুবাদকের ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষনিচয় উপেক্ষা করিয়া মূলগ্রন্থের গুরুগম্ভীর তাৎপর্য্য আন্বাদন করিলেই দীনহীন প্রকাশকের সকল শ্রম সার্থক হয় । ইতি

শ্রীধাম নবদ্বীপ
হরিবোল কুটীর
শ্রীশ্রীগদাধর জয়ন্তী
৪৫৮ শ্রীগোরাধা

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিদাস দাস ।

541

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

শ্রীপাদ শ্রীশ্রীসনাতনপ্রভুর লীলাস্তবের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিবিম্ব।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ ।

শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ।

শ্রীকৃষ্ণস্ত কথাসূত্রং যথাভাগবত-ক্রমং ।

লিখ্যতেহষ্টোত্তরশত-প্রণামানন্দ-সিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

কৃপা-কণিকা ;

শ্রীচৈতন্যং প্রভুং বন্দে গদাধর-সমন্বিতং ।

যংকৃপয়া প্রবৃত্তোহয়মজ্ঞোহপি শাস্ত্রবাচনে ॥ ১ ॥

শ্রীকৃপং শ্রীসনাতনং বন্দে চ প্রযতেক্রিয়ঃ ।

শ্রীজীবং ভট্টযুগন্ধ শ্রীরঘুনাথদাসকং ॥ ২ ॥

বন্দেহং শ্রীগুরুদেবং গৌরভক্তশিরোমণিং ।

যদাশ্রয়াদধমোহপি সত্ত্বঃ কৃতার্থতামিয়াং ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণলীলা-মধুমত্ত-গৌরভক্তগণং তথা ।

নহেয়ং লিখ্যতে টীকা কৃপাপুরঃ সূকণিকা ॥ ৪ ॥

সংক্ষেপেণ তথোদ্দেশো যাবানত্র হি ক্রিয়তে ।

তোষণ্যাদৌ সন্দর্ভে চ সুবিস্তরোহস্ত দৃশ্যতাম্ ॥ ৫ ॥

প্রমাদাদ্ বা ভ্রমাদ্ বাপি লিখামি যদ্ যদসঙ্গতং ।

সর্বং শুধ্যন্ত সারজ্ঞাঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৬ ॥

অথ নিখিলশাস্ত্রনিষ্ণাতা বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাসভাজনাঃ পরমভাগবত-
বর্য্যাঃ শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামিপাদা নিখিলজীবহিতাভিলাষপরবশাঃ স্বহৃদয়-
মণিমঞ্জুয়া উদঘটয্যেব শ্রীকৃষ্ণলীলাখ্যস্তবরত্নং বহিঃ প্রকটয়ন্তঃ বস্ত্রনির্দেশ-
রূপমঙ্গলং নিবদন্তি—শ্রীকৃষ্ণেতি । ভাগবতমনতিক্রম্য শ্রীমদ্ভাগবত-
ক্রমবলন্যেব, এতেন স্বকপোল-কলিতত্ত্বং নিরাকৃতং ; প্রামাণ্যাকাঙ্ক্ষা-
দর্শিতং । শ্রীকৃষ্ণস্ত স্বয়ং ভগবতঃ লীলাবিনোদিনঃ প্রেমপুরুষোত্তমস্ত
কথানাং লীলাকর্মগুণাদি-সূচকানামিতি ভাবঃ । সূত্রং বীজমিতি যাবৎ ।

ব্রহ্মব্রহ্মন্যমামি ত্বামাত্মনন্দীশ্বরেশ্বর ।

নানাবতারকৃৎ † কৃষ্ণ মধুরানন্দ-পূরদ ॥ ২ ॥

[এবমাদৌ যথাবদারম্ভে নমস্কার একঃ ॥ *]

তত্ৰুক্তং—‘স্বল্লাঙ্করমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখং । অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং
সূত্রবিদৌ বিদুঃ’ ॥ এতেনাশ্রাঃ সংক্ষেপোক্তেঃ সন্তানেন খলু শ্রীমদ্-
ভাগবতাদি-বর্ণিতানাং লীলাকদম্বানাং সুবিকাশো ভবিত্যেতি ধ্বজ্যতে ।
লিখ্যতে—কর্মণি বাচ্যে প্রয়োগঃ, তেন চ লিখিত-গ্রন্থশ্চৈব প্রাধান্যং, নতু
লেখকশ্চেতি সূচ্যতে । দৈত্বোক্তিরিয়ং ; এবং গ্রন্থশেষেহপি বহুতরং
ব্যক্তীভাবি । নতু শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বশাস্ত্র-মুকুটায়মানে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে
বরীবর্তমানেহস্ত গ্রন্থস্ত কিং নাম প্রয়োজনমিতি চেতত্রাহ—অষ্টেতি ।
অষ্টোত্তরশতানাং প্রণামানাং যঃ আনন্দঃ হর্ষাতিরেক স্তস্ত সিদ্ধয়ে
প্রাপ্ত্যে, বৃদ্ধ্যে, সম্পত্ত্যে বা । ‘সিদ্ধিঃ স্ত্রী যোগ-নিষ্পত্তি-পাছকাস্তিধি-
বুদ্ধিষু’ ইতি মেদিনী । সম্পত্তিরিতি ধরণিচ্চ ॥ প্রণামঃ খলু চতুর্বিধঃ ;
অভিবাদনং, অষ্টাঙ্গং, পঞ্চাঙ্গং, করশিরঃসংযোগচ্চ । প্রথমো নামো-
চ্চারণ-পাদস্পর্শপূর্বকং—অভিবাদয়ে ভো অমুকশর্মাহমিত্যেবংরূপঃ ।
দ্বিতীয়ো যথা—‘পদ্মাং করাভ্যাং জাহ্নুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা । বচসা
মনসা চৈব প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥’ তৃতীয়ো যথা—‘বাহুভ্যাধৈব
জাহ্নুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা । পঞ্চাঙ্গেহয়ং প্রণামঃ শ্রাত্ব পূজাস্থ প্রবরা-
বিমৌ ॥ চতুর্থস্ত স্পষ্টঃ । কায়িক-বাচিক-মানসভেদেনাপি স ত্রিবিধঃ
আকরেষু দ্রষ্টব্যঃ । অস্ত স্বাপকর্ষবোধকব্যাপারবিশেষকত্বাং তত্ত্বাঙ্গত্বং ।
যত্ৰুক্তং—‘অত্রুর স্বভিবন্দন’ ইতি ॥ নারদীয়ে চ—একোহপি কৃষ্ণায়
কৃতপ্রণামো দশাশ্বমেধাবভূতৈ ন তুল্যঃ । দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণ-প্রণামী ন পুনর্ভবায়তি । তথা নারসিংহে চ—‘নমস্কারঃ স্মৃতো
বজ্রঃ সর্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ । নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেদिति ।
‘হৃদবাগ্‌বপুভি বিদধন্নমস্তে’ ইতি শ্রীভাগবতাচ্চ ॥ ১ ॥

অথ প্রকৃতমারভতে—ব্রহ্মেতি । সর্বত্র সম্বোধনং, কচিদ বা দ্বিতীয়া-
চতুর্থান্তং পদমিতি বোধ্যং । হে ব্রহ্মণোহপি ব্রহ্মন্, ‘প্রজাপতিপতি’

† অবতারাবতারিন্ হে ।

* প্রথমং শ্রীভগবন্তমতিমত-মধুররূপবেশমভিমুখে ধ্যানেন স্থিরীকৃত্য শিরো যৎ-

জয় কৃষ্ণ পরব্রহ্মন্ জগত্ত্ব জগন্ময় ।

অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশখিলাশ্রয় ॥ ৩ ॥

রিতি (ভাগ ১০।১২৬) ; যদ্বা ব্রহ্মণি বেদে প্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম, তন্ত্বে-
পনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শ্রুতেঃ । বেদ-প্রবর্তক বা, ‘বশু নিঃস্বসিতং
বেদাঃ’ ইত্যাদিভ্যঃ । হ্রাং নমামি মংস্বাতন্ত্র্যং মদব্যক্তিত্বং ত্বয়ি সম-
পর্যামীত্যর্থঃ, যদুক্তং—“অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্থানকার স্তন্বিবেষকঃ । তস্মাত্তু
নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে” ইতি পাণ্ডে । আত্মন্ ব্যাপক
অত সাতত্যাগমনে ইত্যস্মাদততি ব্যাপ্নোতীতি আত্মা । যদ্বা—আততাচ্চ
মাতৃহাদাত্মা হি পরমো হরিঃ, যদ্বা আত্মা প্রিয়তম ॥ (১০।১৪।৫৪) । নন্দী
শিবদ্বারপালঃ তস্মাৎ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ, নন্দী দুর্গা তস্মাৎ ঈশ্বরঃ পতি বর্ষ মহাদেবঃ
তস্মাপি ঈশ্বরঃ সর্বপুরুষার্থদাতাঃ । যদ্বা নন্দীশ্বরো নাম নন্দরাজধানী-
গ্রামবিশেষঃ, তমাশ্বশ্রুতে সর্বপ্রাধাত্তেন ব্যাপ্নোতীতি নন্দীশ্বরেশ্বর,
‘অশ্রোতে রাশুকর্মণি বরট’ চেতি উপধায়া ঈশ্বরং চ । নানাবতারান্
মংস্কৃৎসর্গাদীন্ স্বাংশেন কৰোতীতি নানাবতারকৃত্বং, উক্তঞ্চ ‘অবতারাবলি-
বীজ’ ইতি । কৃষ্ণ ইত্যেব তস্মাৎ স্বয়ং ভগবতো মুখ্যনাম । ‘একো বশী সর্বগঃ
কৃষ্ণ ঈডা’ ইতি শ্রুতেঃ ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়মিতি’ শ্রীভাগবতাত্ম ।
মধু মধুরস স্তং স্বপ্রিয়তম-ভক্তেভ্যঃ রাতি দদাতি গৃহ্নাতীতি বা মধুর ।
যদ্বা মধু পুষ্পরসঃ শ্রীরাধায়াঃ স্বস্যা বা মুখপদ্মকরন্দ ইতি যাবৎ তৎ
তস্মাৎ সকাশাৎ স্বয়ং রাতি গৃহ্নাতি, তসৌ স্বয়ং দদাতীতি বা । অত
আনন্দঃ সর্বেষামাঙ্ল্লাদকত্বাৎ ‘আনন্দং ব্রহ্মেতি নাজানাদিতি’ শ্রুতেঃ ।
সর্বেষাং সর্বব্যাঞ্জাপূরণাৎ পূরদ । পূর পূর্ত্তো । অশ্রাপ্যায়নার্থহে তৃপ্তি-
দেত্যর্থঃ । যদ্বা—মধুরানন্দপূরদ ইত্যেকনাম । মাধুর্যাময়ানাং আনন্দ-
রাশীনাং পরিবেষক ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অথ ‘ব্রহ্মেতি পরমায়ৈতি ভগবানিতি শব্দ্যতে’ ইত্যুক্তাদিশা তস্মাৎ
ব্রহ্মবাচ্যত্বং তাবদ্ দর্শয়তি—জয়েতি । উৎকর্ষং প্রাপ্নুহি, জি জয়ে উৎকর্ষ-

পাদয়োঃ কৃষ্ণে-তাদি [ভাগ ১১।২৭।৪৬] বচনানুরূপং এতদ্ব্যাক্রিংশদধিকচতুঃশত
শ্লোকানাং চতুর্ভিঃশতভিঃ শ্লোকৈকৈক একঃ প্রণামঃ কাব্যঃ । এবমষ্টোত্তরশত-প্রণামাঃ
স্বাঃ ॥ অপবা যথোদ্দিষ্টং প্রত্যেকমেকং প্রকরণমেক একো নমস্কারঃ । তদ্ব্যবচ্ছেদশচাঙ্ক-
ক্রমেণৈব জ্ঞাতব্যঃ । এবমেতেষাং শ্লোকানাং মুখে কীৰ্ত্তনেন হৃদি চ তদর্থচিন্তনেন দেহদণ্ডবৎ
পাতেন নমস্কারারম্ভো বধ্যবদারম্ভ স্তম্ভিন্ ।

নির্বিকারাপরিচ্ছিন্ন নিবিশেষ নিরঞ্জন ।

অব্যক্ত সত্য সন্মাত্র পরম জ্যোতি রক্ষর ॥ ৪ ॥

নমঃ ২ ॥

প্রাপ্তৌ অকর্মকোয়ং । যদ্বা—জয়েত্যেকং নাম, সর্বদৈব সর্বোৎকর্ষণে সহ
সুবিরাজমানেত্যর্থঃ । কৃষ্ণস্ত তস্ত ব্রহ্মণি তাৎপর্যং দর্শয়তি যাবৎ
প্রকরণ-সমাপ্তি ; পরব্রহ্মন্ পরাণাং শ্রেষ্ঠানামপি সর্বারাধ্যানাং দেবানাং
ব্রহ্মন্ বিধাতঃ । যদ্বা পরমবৃহত্ত্বযুক্ত, ‘মহতো মহীয়ানি’ ত্যুক্তত্বাৎ গুঢ়ং
পরং ব্রহ্ম মনুষ্যালিঙ্গমিতি চ ভাগবতে । জগতাং নিখিলব্রহ্মাণ্ডানাং তত্ত্ব
মূলীভূত-বস্তু, তদ্ব্যক্তং—‘সর্বকারণকারণমিতি’ ব্রহ্মসংহিতায়াং ; জন্মান্তস্ত
যত ইতি ব্রহ্মসূত্রে চ । জগন্ময়—একাংশেন জগদ্ ব্যাপ্য স্থিতত্বাৎ, তদ্ব্যক্তং
‘বিষ্টভাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ’ ইতি শ্রীগীতোপনিষৎসু ।
অদ্বৈত দ্বিতীয়রহিতঃ ‘ন তৎসমশ্চাত্ত্যধিকশ্চ দৃশ্যত’ ইতি শ্রুতেঃ ।
সচ্চিদানন্দ সন্ধিনী-সম্বিদ-হ্লাদিনীশক্তিবিশিষ্ট । তদ্ব্যক্তং শ্রীবৈষ্ণবে—
‘হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদ্ব্যেকা সর্বসংস্থিতা’ বিতি, তথা ‘হ্লাদিহ্মা সম্বিদা-
শ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর’ ইতি চ । স্বপ্রকাশ স্বয়ং প্রকাশমানত্বাৎ ।
যস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতীতি । অখিলানাং প্রথমপুরুষাদি-সর্বতত্ত্বা-
নামাশ্রয় আধার ‘মূলং বিষ্ণু হি দেবানামিতি’ বচনাৎ ॥ ৩ ॥

নির্বিকার—পরিণাম-রহিত, চিন্তামণ্যাদিবৎ স্বাচিন্ত্যশক্ত্যেব জগজ্জপেণ
পরিণমতোহপি সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তত্বাদিতি ভাবঃ । অপরিচ্ছিন্ন দেশ-
কালাদিভিরিয়ন্তর্য পরিচ্ছেত্তুমশক্য, তদ্ব্যক্তং—ন চাস্ত ন বহি র্ঘস্য
ন পূর্বং নাপি চাপরমিতি (ভাগ ১০।৯।২৩) নিবিশেষ নিতরামস্তি
স্বস্মিন্ বিশেষঃ প্রভেদঃ যস্ত স্বগতভেদযুক্ত ইত্যর্থঃ । যদ্বা প্রাকৃততৈর-
গুণ-বর্জিত ‘অপাণিপাদৌ জবনৌ গ্রহীতেত্যাди’ শ্রুতেঃ । নিরঞ্জন বিগত-
ক্লেশ যদ্বা নাস্তি স্বরূপাদজ্ঞানং গমনমশ্রেতি নাস্তি স্বরূপস্ত ব্যক্তীকরণং
স্বভক্তব্যতিরিক্তেস্বিতি বা । অঞ্জু ব্যক্তি-ব্রহ্মণ-কাস্তিগতিব্ ইতি ধাতু-
পাঠঃ । অতঃ অব্যক্ত অক্ষুট-প্রকাশ সর্বেন্দ্রিয়জ্ঞানাগোচর ইত্যর্থঃ ।
অদৃষ্টং চর্মচক্ষুষ্যেত্যুক্তত্বাৎ । তথাপি সত্য যথার্থস্বরূপ ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং
ব্রহ্মেতি’ শ্রুতেঃ । ত্রিষু কালেষু সৃষ্টেঃ পূর্বং স্থিতিকালে তথা প্রলয়-
বসানে চ অব্যভিচারেণ বর্তমানত্বাদ বা সত্য । সত্যবতমিত্যাদৌ ত্রিসত্য

পরমাত্মন্ব বাসুদেব প্রধান-পুরুষেশ্বর ।

সর্বজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদাত্রে তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৫ ॥

মিত্যুক্তত্বাং (ভাগ ১০।২।২৬) । সন্মাত্র স্বরূপতঃ এব স্থিত, ‘সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদিতি’ শ্রুতিঃ তথা অহমেবাসমেবাগ্রে নাত্তদ্ যৎ সদসংপরমিত্যাদি (ভাগ ২।১।৩২) চ । পরম আত্ম সর্বোৎকৃষ্টো বা । যদ্বা পরঃ ঈশ্বরশ্চাসৌ মা লক্ষ্মীঃ স্বরূপশক্তিশ্চেতি তয়োরেকাত্মনি স্থিতত্বাং পরম-স্বরূপশক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহ ইতি ভাবঃ । যজুঃস্তং বৃহদারণ্যকে “স এক আসীৎ ।...স একো ন রমতে, অথ দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ।...স হ এতাবানাস যথা জীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ বাহুং কিঞ্চন ন বেদ ন চাস্তুরমিতি ।” জ্যোতি স্তৎস্বরূপ ইত্যর্থঃ । যদ্বা পরমজ্যোতিরিত্যেকং নাম, ‘তস্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতীতি’ বচনাং । উক্তঞ্চ নারদপঞ্চরাত্রে—বাসুদেবাদভিন্নস্ত বহ্যকেন্দ্রুশতপ্রভং । স্বাং দীপ্তিং ক্ষোভয়ত্যেব তেজসা তেন বৈ যুতং । প্রকাশরূপো ভগবান্চ্যুতধামজদ্বিজ । সোহচ্যুতোহচ্যুততেজাশ্চ স্বরূপং বিতনোতি বৈ’ ইতি । ভাগবতে চ ‘স্বয়ংজ্যোতি রজঃ পরেশঃ’ (৫।১।১৩) ইত্যাদিনা । অক্ষর ন ক্ষরঃ চ্যবনমস্মাদিতি অচ্যুত ইত্যর্থঃ । যদ্বা প্রণব-রূপ—‘ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্’ ইতি গীতায়াম্ । ইদমত্র বিবেচ্যং—‘সত্যামপি তদীয়স্বরূপশক্তিবৈচিত্র্যাং তদ-গ্রহণাসামর্থ্যে চেতসি যথা সামাত্মতো লক্ষিতং তথৈব ক্ষুরদ্বা তদ্বদেব বা বিবিক্তশক্তিশক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং ব্রহ্মেতি । তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডত্বরূপোহসৌ ভগবান্, ব্রহ্ম তু ক্ষুটমপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তশ্চৈবাসম্যাগাবির্ভাব’ ইতি শ্রীজীব-গোস্বামিনাং ভগবৎ সন্দর্ভে ॥ ৪ ॥

অথ তশ্চৈব সর্বাস্তর্যামিত্বাং পরমাত্মস্বরূপতয়াবির্ভাবং স্তৌতি-পরমাত্মন্বিতি দ্বাভ্যাং । হে পরমাত্মন্ব সর্বাস্তর্যমনশীল ; “আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতশ্চাত্ম্যুপপত্ততে । স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শক্যতে ॥” ইতি ভাগ (২।১০।৭) পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পর’ ‘উত্তমঃ পুরুষ স্তুতঃ পরমাত্মেতাদাহতঃ’ ইত্যাদি বচনভ্যাং । অতো বাসুদেব—‘বাসঃ সর্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্ত লোমসু । তস্ম দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ’ ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে [শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৮৭] । যদ্বা—

হুংপদ্ম-কর্ণিকাবাস গোপাল পুরুষোত্তম ।

নারায়ণ হৃষীকেশ নমোহন্তর্যামিণেহন্ত তে ॥ ৬ ॥

নমঃ ॥ ৩

পরমেশ্বর লক্ষ্মীশ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ।

সর্বসল্লক্ষণোপেত নিত্যনূতনযৌবন ॥ ৭ ॥

সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রৈতি বৈ যতঃ । ততঃ স বাসুদেবেতি বিবৃদ্ধিঃ
পরিপঠ্যত' ইতি সর্বানি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি । ভূতেষুপি
চ সর্বাণ্য বাসুদেব স্ততঃ স্ততঃ ।.....ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেব
স্ততঃ প্রভুরিত্যাदि শ্রীবৈষ্ণবাং । প্রধানং প্রকৃতিঃ পুরুষ স্তৎপ্রবর্তক
আত্মা তয়োঃ ঈশ্বর ঈষ্টে নিয়ময়তীতি [ঈশ্ + বর] প্রধান-পুরুষেশ্বর ।
সর্বজ্ঞান-সর্বক্রিয়া-সর্বশক্তিপ্রদায়কায় তুভ্যং নমঃ । আদরাতিশয়ে বীপ্‌সা ॥৫

হুংপদ্মশ্চ কর্ণিকায়ামেব বাসো যশ্চ । যদুক্তং—‘তদুর্দ্ধেহন্যাহতং পদ্ম-
মুগ্ধদাদিত্যসন্নিভম্ । কাদিঠাস্তাক্ষরৈরকপত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতং ॥ শব্দব্রহ্ম-
ময়ং শব্দোহন্যাহত স্তত্র দৃশ্যতে । তেনান্যাহতাত্ম্যং পদ্মং তন্মুনিভিঃ
পরিকীৰ্ত্তিতং । আনন্দসদনং তত্ত্ব পুরুষাধিষ্ঠিতং পরমিতি’ তত্ত্বসারে ।
তথা ‘উদরমুপাসতে য’ ইত্যাদি শ্রুত্যাধ্যায়ে ‘হৃদয়-মারুণয়ো দহরমিতি ।
গোপাল গবাং বাগিন্দ্রিয়োপলক্ষিত-সর্বেন্দ্রিয়াণাং পালক তেষাং স্ব স্ব
বিষয়েষু প্রবর্তক ইত্যর্থঃ । পিপর্তি পূরয়তি বলং যঃ, পূষু শেতে ইতি
বা পুরুষঃ আত্মা তস্মাদপি উত্তম পরমাত্মন্যিতি ভাবঃ । নারশ্চ জীবসমূহ-
স্থায়নমাশ্রয়ো নারায়ণঃ । উক্তঞ্চ নারায়ণ স্তং ন হি সর্বদেহিন্যামাত্মাশ্চ-
ধীশাখিললোকসাক্ষীতি (ভাগ ১০।১৪।১৪) । অতো হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণা-
মীশ ক্ষেত্রজরূপত্বাং পরমাত্মরূপত্বাদ্ বা । উক্তঞ্চ ‘হৃষীকাণামধীশ্বরং
শারদেন্দীবরশ্চামমিতি (ভাগ ৩।২৬।২৮) ; পৌরাণিকা হেবমাছঃ—হৃষ্টা
জগৎপ্রীতিকরাঃ কেশা রশ্ময়োহশ্বেতি হৃষীকেশ পৃষোদরাদিত্বাং সাধুঃ ।
অতোহন্তঃকরণশ্চাপি নিয়ামকতয়াস্তর্যামিন্ তে তুভ্যং নমঃ অস্ত ॥ ৬ ॥

অথ প্রকরণান্তরেণ তশ্চৈব শ্রীকৃষ্ণশ্চ বিষ্ণু-স্বরূপতয়াবির্ভাববিশেষং
বক্তুং প্রবর্ততে—পরমেতি । পরা সর্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীরূপা শক্তিব্রয়ী
যস্মিন্ স পরমঃ, তদুক্তং ভাগবতে ‘রেমে রমাভি নির্জকালসংপ্লুত’ ইত্যাদিনা ।
স চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি তৎসম্বুদ্ধৌ । ঈশ্বরশব্দেন সর্ববশয়িতোচ্যতে ; তদপি

সর্বাঙ্গসুন্দর স্নিগ্ধঘনশ্যামাজ্জলোচন ।

পীতাম্বর সদা স্মেরমুখপদ্ম নমোহস্ত তে ॥ ৮ ॥

পরমাশ্চর্য্য-সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য-জিতভূষণ ।

সদা কৃপাস্নিগ্ধদৃষ্টে জয় ভূষণ-ভূষণ ॥ ৯ ॥

কন্দর্পকোটীলাবণ্য সূর্য্যকোটী-মহাদ্র্যতে ।

কোটীন্দুজগদানন্দিন্ শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠনায়ক ॥ ১০ ॥

শঙ্খপদ্মগদাচক্রবিলসচ্ছীচতুর্ভুজ ।

শেষাদি-পার্বদোপাস্ত্র শ্রীমদগুরুড়বাহন ॥ ১১ ॥

শ্রীভাগ (৩।২।২১) স্বয়ম্ভুসাম্যাতিশয় জ্যধীশেত্যাদিনোক্তং । অতো
লক্ষ্মীশ লক্ষ্মীপতে । ততঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সন্ধিনী-সম্বিন্দ-হ্লাদিগ্ৰাখ্যানাং
শক্তিীনাং যুগপৎ প্রাধাত্তেন পরতত্ত্বাত্মক-মূর্ত্তিধারিন্ । ব্রহ্মনিরূপণ-
প্রসঙ্গে খলু অস্পষ্টাবির্ভাবতয়া সচ্চিদানন্দেভ্যুক্তং, অত্র তু তদেব তত্ত্বং
পরিপূর্ণতয়াবির্ভাবাদ্ বিগ্রহ ইতি মন্তব্যম্ । অতএব সর্বৈঃ সদ্ভিঃ
অত্যুৎকৃষ্টৈঃ দ্বাত্রিংশলক্ষণৈরুপেত যুক্ত । তদুক্তং সামুদ্রিকে—পঞ্চদীর্ঘঃ
পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়্ভূতঃ । ত্রিহস্পথুগন্তীরো দ্বাত্রিংশলক্ষণো মহান্ ।
এতে গুণোথাঃ । অক্কাণ্থাস্তে ‘রেখাময়ং রথাস্তাদি শ্রাদক্কাণ্থং করাদিবু’ ।
নিত্যং কালত্রয়ব্যাপি নূতনং যৌবনং যশ্চ, সदैব কৈশোরে স্থিতত্বাং ॥ ৭ ॥
সর্বাঙ্গং আনথাং কেশ-পর্য্যন্তং সুন্দরং পরমমনোহরং যশ্চ । স্নিগ্ধশিচকণঃ
ঘনঃ জলধর ইব শ্যাম । অজ্জলোচন পদ্মপলাশনয়ন । পীতমম্বরং পরি-
ধেয়ং যশ্চ । স্মেরং মৃদুমধুরহাস্তযুক্তং মুখং পদ্মমিব যশ্চ ॥ ৮ ॥ পরমাশ্চর্য্যং
অত্যদুতং সৌন্দর্য্যং যশ্চ । মাধুর্য্যেণ স্বাঙ্গলাবণ্যাদিনা জিতানি পরা-
ভূতানি ভূষণানি যেন । কৃপয়া হেতুনা স্নিগ্ধা স্নেহসিক্তা দৃষ্টিরবলোকনং যশ্চ ।
ভূষণানামপি শোভা-সম্পাদকত্বাং ভূষণ, যদুক্তং ‘পর পদং ভূষণভূষণাঙ্গ-
মিতি’ [ভাগ ৩।২।১২] ॥ ৯ ॥ কন্দর্পাণাং কোটিভ্যোহপি লাবণ্যং সমধিকং
যশ্চ, অপ্রাকৃতমহামদনশ্চ বিলাসরূপত্বাদিতি ভাবঃ । সূর্য্যাণাং কোটিভ্যো-
হপি মহতী দ্র্যতি যশ্চ । যদুক্তং গীতায়াম্ (১।১।১২) দিবি সূর্য্য-
সহস্রশ্চ ভবেদ্যুগপদুখিতাঃ । যদি ভাঃ সদৃশী সা শ্রাদ্ ভাস স্তশ্চ মহাশ্মন
ইতি । কোটিভ্যঃ ইন্দুভ্য শ্চক্রেভ্য অপি জগৎসু আনন্দদায়ক ।
শ্রীমাংশাসৌ বৈকুণ্ঠনায়কশ্চেতি ॥ ১০ ॥ শেষাদিভিঃ পার্বদৈঃ উপাস্ত্র ।

স্বানুরূপ-পরীবার সর্বসদগুণসেবিত ।

ভগবন্ হৃদবচোহতীত * মহামহিম-পূরিত ॥ ১২ ॥

দীননাথৈকশরণ হীনার্থাধিক-সাধক ।

সমস্তদুর্গতিত্রাত বাজ্ঞাতীতফলপ্রদ ॥ ১৩ ॥ নমঃ ৪ ॥

তে যথা—শেষ-সুপর্ণবিষক্সেনাদয়ঃ ; উক্তং চ ভাগ [৮।২।১৬।১৭]
 ‘নন্দঃ স্তনন্দোহথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ । কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ
 বিষক্সেনঃ পতত্রিরাট্ । জয়ন্তঃ ঐতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোহথ সাক্তত’ ইতি ।
 এতে গণাধ্যক্ষা জ্ঞেয়াঃ ॥ ১১ ॥ স্বস্থানুরূপা স্তল্যাঃ পরীবারাঃ পরিকরা বশ্র ।
 তদুক্তং—‘সৰ্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ । কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো
 লসৎপুষ্করমালিনঃ ॥ সৰ্বে চ নুভবয়সঃ সৰ্বে চারুচতুৰ্ভুজাঃ । ধনুর্নিষঙ্গাসি
 গদাশঙ্খচক্রাশুজশ্রিয়ঃ’ ইত্যাদিনা (ভাগ ৬।১।৩৪-৫) ‘শ্রামাবদাতাঃ
 শতপত্রলোচনাঃ’ ইত্যাদিশ্চ (২।৯।১১) । সৰ্বে কল্যাণময়-গুণরাজিভিঃ
 সেবিত । তে চ গুণা যথা—‘অয়ং নেতা সুরমাঙ্গঃ’ ইত্যাদি হরিভক্তি
 রসামৃতসিক্তক্লদিশা ‘আত্মারামগণাকর্ষীতি’ পর্য্যন্তাঃ ষষ্টি এব গ্রাহ্যাঃ ।
 ভগবন্—ভগাদিশঙ্কানাং ব্যুৎপত্তিঃ যথা বৈষ্ণবে—সংভর্তেতি তথা ভর্তা
 ভকারোহর্থদ্বয়বিতঃ । নেতা গময়িতা স্রষ্টা ণকারার্থে স্থা য়ুনে ॥ ঐশ্বর্য্যশ্র
 সমগ্রশ্র বীর্য্যশ্র যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যন্মাং ভগ ইতীক্ষ্ণনা ॥
 বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মাশ্রয়খিলাশ্রয়ানি । স চ ভূতেষুশেষেষু বকারার্থ-
 স্ততোহব্যয়ঃ । জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাঃশ্রশেষতঃ । ভগবচ্ছব-বাচ্যানি
 বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ইতি । অতো হৃদয়শ্র বচসশ্চ অতীত, ত্রিপাদ-
 বিভূতিরূপে মহাবৈকুণ্ঠে সদা নিবাসাৎ । তেনৈব চ মহামহিমভিঃ
 ব্রহ্মাদীনামপি মোহোৎপাদকৈ ম’হামহৈশ্বর্য্যৈঃ পরিপূর্ণ । ১২ । নহু
 এতাদৃশশ্চেদসৌ তদা দীনানাং সর্বথৈব দুর্লভঃ শ্রাদিতি চেতত্রাহ দীনেতি ।
 দীনানামকিঞ্চনানাং নাথ প্রভু, যদ্বা দীনানেব নাথতে যাচতে সনাথী-
 ক্রিয়তে বা । অত স্তেষামেব একং মুখ্যং শরণং আশ্রয় ইত্যর্থঃ । এবঞ্চ
 হীনানাং অধনানাং অর্থান্ চতুর্বর্গতিরঙ্কারিপ্রেমরূপান্ অধিকং সাগ্নোতি
 দদাতীতি তথাভূত । সমস্তানাং লোকানাং সমস্তাং বা দুর্গতিং তাপত্রয়ং
 নিরাকুর্ষ্বন্ ত্রাতঃ । বাজ্ঞাতিরিক্তফলদানাং বাজ্ঞেতি ॥ ৭-১৩ ॥

সর্বাভতারবীজায় নম স্তে ত্রিগুণাত্মনে ।
 ব্রহ্মণে সৃষ্টিকর্ত্রে হৃথ সংহর্ত্রে শিবরূপিণে ॥ ১৪ ॥
 ভক্তেচ্ছাপূরণ-ব্যগ্র শুদ্ধসত্ত্বঘন প্রভো ।
 বন্দে দেবাধিদেবং ত্বাং কৃপালো বিশ্বপালক ॥ ১৫ ॥
 সর্বাধর্মস্থাপকায় সর্বাধর্মবিনাশিনে ।
 সর্বাশুরবিনাশায় মহাবিষেণ নমোহস্তু তে ॥ ১৬ ॥
 নানামধুররূপায় মানামধুরবাসিনে ।
 নানামধুরলীলায় নানাসংজ্ঞায় তে নমঃ ॥ ১৭ ॥ নমঃ ৫ ॥
 শ্রীচতুঃসনরূপায় তুভ্যং শ্রীনারদাত্মনে ।
 শ্রীবরাহায় যজ্ঞায় কপিলায় নমো নমঃ ॥ ১৮ ॥

মহাবিকুরূপং তং স্তোতি সর্বেতি । সর্বেষামবতারানাং মৎশ্রাদীনাং
 বীজায় মূলীভূতকারণায় । ‘তদৈক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েয়েতি’ শ্রুতেঃ ।
 অতঃ ত্রয়ো গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি এব আত্মা স্বরূপং যশ্চ । দৈবাং
 ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বশ্রাং যোনৌ পরঃ পুমান্ । আধত বীৰ্য্যং সাসূত মহত্ত্বং
 হিরণ্যমিতি’ ভাগ (৩২৬।১৯) । রজোগুণাবতারমাহ—ব্রহ্মণে সৃষ্টিকর্ত্রে ।
 তমোগুণাবতারমাহ সংহর্ত্রে শিবেতি । সত্ত্বগুণাবতারং সপ্রয়োজনমাহ
 —তন্মানামিচ্ছাপূর্ত্তৌ ব্যগ্র আকুল । অতঃ শুদ্ধং স্বচ্ছং শাস্তং যং সত্ত্বং
 তশ্চ তেন বা মূর্ত্তিধারিন্ । অতঃ প্রভো পালক ঈশিত বা । দেবানামপি
 অধিদেবং ত্বাং বন্দে স্তোমি ॥ ১৪।১৫ ॥ কালানুষ্ঠানাং সর্বেষাং ধর্মণাং
 পুনঃ স্থাপকায়, অতঃ সর্বাধর্মণাং বিনাশকৃতে ; ন কেবলং তদপিতু
 অধর্মবীজান্ সর্বানশুরানপি বিনাশয়তীতি সর্বাশুরবিনাশায় তুভ্যং নমঃ
 হে মহাবিষেণ ॥ ১৪-১৬ ॥

অথ ভক্তচিত্ত-বিনোদার্থং তশ্চ বিবিধরূপগুণলীলাদিকং লক্ষ্যীকৃত্য
 স্তোতি নানেতি । বিবিধ-মাধুর্য্যময়েষু দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গারাত্মকেষু
 বসতি তানাস্বাদয়তীতি মধুরবাসিনে । নানা পৃথক্ সংজ্ঞা নাম যশ্চ
 তথাভূতায় । পৃথক্ পৃথগবতারে বিভিন্ননাম-গ্রহণাং তথোক্তং ॥ ১৭ ॥

অথ চতুর্দশমবস্তয়েষু লীলাবতারান্ বক্তুং প্রক্ৰমতে—শ্রীতি । চতুঃসনাঃ
 ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ ; তদ্বক্তুং [ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্ম ১২৯] ‘জ্যেষ্ঠঃ সনৎ-

দত্তাত্রেয় নম স্তুভ্যং নর-নারায়ণৌ ভজে ।

হে হয়গ্রীব হে হংস ধ্রুবপ্রিয় নমোহস্ত তে ॥ ১৯ ॥

পৃথুং হামৃষভক্লেব বন্দে স্বায়ত্ত্ববেহন্তরে ।

দ্বিতীয়ে বিভূনামানং তৃতীয়ে সত্যসেনকং ॥ ২০ ॥

চতুর্থে শ্রীহরিং বন্দে বৈকুণ্ঠং পঞ্চমে তথা ।

ষষ্ঠেহজিতং মহামীনং শেষং চ ধরণীধরং ॥ ২১ ॥

শ্রীনৃসিংহঞ্চ কূর্মঞ্চ স-ধন্বন্তরি-মোহনীং ।

সপ্তমে বামনং বন্দে নমঃ পরশুরাম তে ॥ ২২ ॥

শ্রীরামচন্দ্র হে ব্যাস নমস্তে শ্রীহলায়ুধ ।

হে বুদ্ধ কন্ধিন্ মাং পাহি প্রপল্লাশনি-পঞ্জর ॥ ২৩ ॥

নমঃ ৬ ॥

অষ্টমে সার্বভৌম স্তমৃষভো নবমে ভবান্ ।

বিষক্সেনশ্চ দশমে ধর্মসেতু স্ততঃপরম্ ॥ ২৪ ॥

কুমারোভূঃ দ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ । তৃতীয়ঃ সনকো নাম চতুর্থশ্চ সনন্দনঃ
ইতি । স্বায়ত্ত্ববে প্রথমে মন্বন্তরে যজ্ঞঃ কল্লাবতারোপি মন্বন্তরাবতারঃ,
এবং শ্রীচতুঃসনাদারাভ্য ঋষভপর্য্যন্তাঃ দ্বাদশ কল্লাবতারাঃ পঠিতাঃ । অগ্নিন্
শ্বেতবরাহ-কল্পে বরাহরূপেণ দ্বিশঃ আবির্ভাবেহপি চতুঃসন-নরনারায়ণবদেক
এবাবতারঃ গণিত ইতি বোধ্যঃ ॥ দ্বিতীয়ে স্বারোচিষীয়ে বিভূঃ, তৃতীয়ে
ওত্তমীয়ে সত্যসেনঃ, চতুর্থে তামসীয়ে হরিঃ, পঞ্চমে রৈবতীয়ে বৈকুণ্ঠঃ,
ইতি মন্বন্তরাবতারাঃ । এষু কল্লাবতারো নাস্তি । ষষ্ঠে চাক্ষুষীয়ে চাজিতঃ
মন্বন্তরাবতার স্তথা মহামীন-শেষ-নৃসিংহ-কূর্ম-ধন্বন্তরি-মোহিত্যশ্চ কল্লা-
বতারাঃ । শেষ এব ধরণীধরঃ । ধন্বন্তরি-মোহিতৌ এক এব পঠিতঃ ।
সপ্তমে বৈবস্বতাখ্যে মন্বন্তরেহস্মিন্ বামনো মন্বন্তরাবতারঃ পরশুরাম-রামচন্দ্র
ব্যাস-বলদেব-বুদ্ধ-কন্ধিনশ্চ কল্লাবতারাঃ ॥ প্রপল্লাশনি শরণাগতাগাং পক্ষে
অশনি বজ্র ইব পঞ্জরং কায়াস্থিবৃন্দং যশ্র । ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং দৃশ্রং । ১৮-২৩ ॥

অথ ভবিষ্যমন্বন্তরাদীন কথয়তি—অষ্টম ইতি । অষ্টমে সার্বভৌমে
সার্বভৌমঃ, নবমে দক্ষসার্বভৌমে ঋষভঃ, দশমে ব্রহ্মসার্বভৌমে বিষক্সেনঃ,
একাদশে ধর্মসার্বভৌমে ধর্মসেতুঃ, দ্বাদশে রুদ্রসার্বভৌমে সুধামা, ত্রয়োদশে

সুধামা দ্বাদশে ভাবী যোগেশস্ত ত্রয়োদশে ।

চতুর্দশে বৃহদ্ভানুঃ সপ্তত্রিংশতনো * জয় ॥ ২৫ ॥

শুক্লঃ সত্যযুগে যঃ শ্রাদ্ধক্ৰেতাযুগে তথা ।

দ্বাপরে তু হরিদ্বর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণে মহাপ্রভো ॥ ২৬ ॥

তং ত্বাং শ্রীকৃষ্ণ ! বন্দেহং জগদেক-দয়ানিধে ।

নিজভক্ত-বিনোদার্থ-লীলানন্তাবতারকুৎ ॥ ২৭ ॥

নমঃ ৭ ॥

দেবসাবর্ণীয়ে যোগেশ্বরঃ, চতুর্দশে ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে চ বৃহদ্ভানুঃ মনন্তরাবতারাঃ এবং ত্রয়োবিংশতিঃ কল্লাবতারাঃ, চতুর্দশ চ মনন্তরাবতারাঃ মিলিত্বা সপ্তত্রিংশতনবো যন্ত তৎসম্বুদ্ধৌ । যজ্ঞ-বামনয়োঃ কল্লাবতারেহপি মনন্তরাবতার-ত্বাৎ একধৈব গণিত ইতি বোধ্যঃ । জয় প্রতিকল্পমাবিভূয় এভিঃ রূপৈঃ স্বভক্তান্ পরিপালয়েতি ॥ ২৪-২৫ ॥

অথ তস্মা যুগাবতারানাং—শুক্ল ইতি । সত্যযুগে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ ত্রেতায়াং রক্তঃ, দ্বাপরে হরিৎ, কলৌ তু কৃষ্ণ এব । ইদমত্র বিমর্ষণীয়ং প্রতিকলি কৃষ্ণবর্ণঃ কৃষ্ণনামা চ যুগাবতারঃ স্মর্য্যতে । কিন্তু বৈবস্বত-মনন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্য়ুগীয়ে কলৌ শ্রীমদ্ভাগবতোক্তদিশা শ্রীগৌরাঙ্গ এব স্বয়ং ভগবান্ অবতরতি । কৃষ্ণস্ত তস্মিন্নন্তঃপ্রবিষ্টঃ যুগাবতারকার্য্যং সাধোতীতি । বিশেষস্ত আকরে দৃষ্টব্য এব । মহাপ্রভাবত্বাৎ সর্বেষামীশত্বাচ্চ মহাপ্রভো ॥ ২৬ ॥

হে জগতাং মুখ্যদয়ানিধান, শত্রুষপি মহাকারুণ্যপ্রকটনাৎ । হে নিজভক্তানামেব বিনোদার্থং, (এতেন প্রয়োজনান্তরং নিরাকৃতং) লীলয়া অনন্তান্ অবতারান্ করোতি য স্তস্মা সম্বোধনে । হে শ্রীকৃষ্ণ ! অহং তং অনন্তলীলাকারিণং ত্বাং বন্দে স্তোমি ॥ ২৭ ॥

* সনকাদয় শক্ত্যার এক এবাবতারঃ ; তথা নর-নারায়ণৌ চেত্যেবং চতুঃসনাদয়ঃ বৃহদ্ভানুঃ সপ্তত্রিংশতনবোহবতারা যন্ত তস্মা সম্বোধনং । যদি চ ব্রহ্মা শিবশ্চ গুণাবতারৌ হৌ, চতুর্য়ুগাবতারাস্চ চতুর্বর্ণাশ্চত্বারোহবতারা গণ্যন্তে, তদা ত্রিচত্বারিংশদবতারাঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত ভবন্তি ইতি ।

প্রহ্লাদ-সংহ্লাদক ভক্তবৎসল ভক্তিপ্রভাব-প্রকটিন্‌সিংহ ।
স্বদেহ্‌বন্ধঃস্থলপাটন প্রভো শিষ্টেষ্টমূর্ত্তে জয় দুষ্টভীষণ ॥২৮॥
অন্তঃকৃপাতিমৃদুল বহিরাটোপ-সুন্দর ।

প্রহ্লাদাঙ্গাবলেহোৎক ফুটব্রহ্মাণ্ড-গর্জিত ॥ ২৯ ॥

নমঃ ৮ ॥

সীতাপতে দাশরথে রঘুদ্বহ শ্রীরাম হে কোশলজামৃতাজদৃক্ ।
শ্রীলক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ হনুমদীশ্বর সুগ্রীববন্ধো ভরতাগ্রজ প্রভো ॥৩০॥
হে দণ্ডকারণ্যচর্য্যশীল হে কোদণ্ডপাণে খরদূষণান্তক ।
বন্ধাক্রিসেতোহয়ি বিভীষণাশ্রিত লঙ্কেশঘাতিন্‌ জয় কোশলেন্দ্র ॥

॥ ৩১ ॥ নমঃ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ জীয়া মথুরাবতীর্ণ
স্বপ্রেমদানৈক-নিতান্তকৃত্য ।
নানাশুমাধুর্য্য-মহানিধান
সংব্যঞ্জিতৈশ্বর্য্যকৃপা-মহত্ত্ব ॥ ৩২ ॥

অথ তস্মৈ পরাবস্থ-স্বরূপদ্বয়ং যাড্‌গুণ্য-পরিপূরিতত্বাং পুনঃ স্তোতি-
প্রহ্লাদেতি । অত্রৈতিহাসাদিকং শ্রীসপ্তমেষ্টমাধ্যায়ে হরিভক্তি-সুধোদয়ে
স্কান্দপ্রহ্লাদ-সংহিতায়াঞ্চ মুগাম্ । অন্তঃকৃপেতি স্বভক্তং লক্ষ্যীকৃত্য বহিরিতি
তু স্বাভক্তান্‌ বীক্ষ্যেতি চিন্ত্যম্ ॥ ২৮-২৯ ॥

অস্মাদপি বহুবিধ-মাধুর্য্যগুণসম্ভাবাদ্‌ রামচন্দ্রং বিশিনষ্টি—সীতেতি ।
কোশলজায়াঃ কোশল্যায়াঃ স্মৃত । অজদৃক্‌ পদ্যালোচন । আৰ্য্যং শ্রেষ্ঠং
শীলং স্বভাবো বশু । বন্ধঃ অন্ধেঃ সাগরশ্চ সেতুঃ সঞ্চরো যেন । ননু
লক্ষ্মীশাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণে কথং বর্তন্ত ইতি চেৎ শৃণু 'লক্ষ্মীশনামাত্বেবাত্র
প্রবৃত্তে হেতুসাম্যতঃ । তথৈব হেতুভেদাচ্চ বর্তন্তে যদুপস্থবে । দৈত্যারিঃ
পুণ্ডরীকাক্ষঃ শার্ঙ্গী গরুড়বাহন । ইত্যাদীশ্চত্র নামানি প্রবৃত্তেহেতু-সাম্যতঃ ।
বসুদেবশ্চ পুত্রহাদ্‌ বাসুদেব নিগগতে ।...ইত্যাদীশ্চত্র নামানি প্রবৃত্তেহেতু-
ভেদতঃ ॥ ইতি সংক্ষেপভাগবতামৃতে (১২৯-১৩৯) দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩০-৩১ ॥

এতাবতা স্বাংশাবতারানুভব্‌ সাম্প্রতং স্বয়ং ভগবতঃ তশ্চৈবাবতারমাহ
শ্রীকৃষ্ণেতি । হে মথুরাবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ত্বং জীয়াঃ সর্বোৎকর্ষণে বর্তেথাঃ ।

পরীক্ষিৎপৃষ্ঠচরিত সর্বসেব্যকথামৃত ।

কৃত-পাণ্ডবনিস্তার-পরীক্ষিদেহ-গোপন ॥ ৩৩ ॥

বহিরন্তঃস্থতাহসাধুসাধুদুঃখসুখপ্রদ ॥

শুক্রবাকৃষ্টরাজান্ত নানাশঙ্কানুপৃষ্ট হে ॥ ৩৪ ॥

ত্যক্তোদান্ননৃপপ্রাণ শুকোদগীর্ণ-কথামৃত ।

নৃপব্যাজাসুরানীক-ভারার্ভক্ষিতি-রোদক ॥ ৩৫ ॥

মথুরাবতরণ-প্রয়োজনং দর্শিতং শ্রীবৃহদভাগবতামৃতে (২।৫।১০৩)—
কাষ্ঠামমুদ্রৈব পরাং প্রভো র্গতা । ক্ষুটাবিভূতিবিবিধাকৃপালুতা । সুরূপত্যা
শেষমহত্বমাধুরী বিলাসলক্ষ্মীরপি ভক্তবশ্রুতেতি । এতদেব চরণত্রয়েন
ব্যঞ্জিতমত্র—স্বপ্রেমদানং একং মুখ্যং নিতান্তং সাতিশয়ং কৃত্যমবশ্যকরণীয়ং
যশ্র ॥ ৩২ ॥

অধুনা শ্রীদশমশ্রু প্রথমাধ্যায়াদারভ্য প্রতিজ্ঞাতং লীলাস্তুত্রং বর্ণয়তি—
তত্র প্রথমশ্রু তাবদাহ পরীক্ষিদিতি । পরীক্ষিতা পৃষ্ঠং শ্রীশুকায় জিজ্ঞাসিতং
চরিতং যশ্র । ‘বিষেণ বীর্য্যাণি শংস নঃ’ ইত্যাদিনা (২) * সর্কৈঃ মুক্ত-
মুমুকু-বিষয়িভিঃ সেব্যং কথানামমৃতং যশ্র নিবৃত্ততর্ষেরিতি (৪)* । কৃতঃ
পাণ্ডবানাং পরীক্ষিৎপিতামহানাং দেবজিহ্বরৈঃ ভীষ্মাঞ্ঠরতিরথৈঃ
অধিষ্ঠিতাং মরণরূপাং ঘোরসংগ্রামাং নিস্তারো যেন (৫)* । তথা (কৃতং,
বিভক্তিবিপরিণামেনাস্বয়ঃ) অশ্বখায়ো ব্রহ্মাক্ষেণ দক্ষঃ পরীক্ষিতো দেহশ্রু
গোপনং মাহুকুর্ক্ষো প্রবিষ্টেন ধৃতচক্রেণ যেন (৬)* ॥ ৩৩ ॥

অসাধুনাং বহির্দৃষ্টীনাং কালরূপেণ দুঃখদ অথচ সাধুনাং অন্তর্দৃষ্টীনাং
অন্তর্যামিরূপেণ সুখপ্রদ (৭) । হে শ্রবণেচ্ছয়া আ সম্যক্ কৃষ্টশ্র রাজ্ঞঃ অন্তঃ
মনসি নানাভিঃ শঙ্কাভিঃ অনুপৃষ্ট, জিজ্ঞাসিতবার্ত (৮-১২) । ননু
ক্ষুত্বটুপীড়িতশ্র শ্রবণং ন শ্রাদিতি চেতদাহ ত্যক্তেতি । ত্যক্তং উদকং
অন্নঞ্চ যেন তশ্র নৃপশ্র পরীক্ষিতঃ প্রাণ তদ্রূপেণ বিরাজমাণত্বাৎ । তং কৃত
ইতি চেতত্রাহ—শুকেতি । শুকেন উদগীর্ণা নিষ্কাশিতা কথামৃতং যশ্র
যেন প্রয়োজকেন বা (১৩) নৃপাণাং ব্যাজেন ছিলেন যে অসুরাণামনীকাঃ

ধরার্ভনাদ-তুষ্কাক্ষিগত-ব্রহ্মাভ্যাপস্থিত ।

ব্রহ্মধ্যানশ্রুতাদেশকথাপ্যায়িত-ভূসুর ॥ ৩৬ ॥

নমঃ ১০ ॥

শূরসেন-মহারাজধানী-শ্রীমথুরাপ্রিয় ।

দেবকী-বসুদেবৈক-বিবাহোৎসব-কারণ ॥ ৩৭ ॥

বিয়দ্বাগ্ বদ্ধিতাত্ত্বশ্বপাশ-কংসাতিতুর্গয় ।

বসুদেব-বচোযুক্তিদেবকীপ্রাণরক্ষক ॥ ৩৮ ॥

সত্যবাক্ শৌরি-কংসাগ্রনীতপুত্রবিমোচন ।

দেবর্ষি-কথিতোদন্ত-কংসজ্ঞাতেহিতাব মাং ॥ ৩৯ ॥

কংস-শৃঙ্খলিতানেক-বসুদেবাদিবান্ধব ।

দেবকী-জাতষড়্ গর্ভ-তাত-ক.সারিঘাতন * ॥ ৪০ ॥

নমঃ ১১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

সেনাসমূহা স্তেষাং ভারেণার্ভায়াঃ ক্লেশিতায়াঃ ক্ষিত্যাঃ পৃথিবিয়াঃ রোদন-
কারক । (১৭) (অন্তর্ভাবিতার্থঃ) ॥ ৩৪-৩৫ ॥

ধরায় আর্ভনাদেন ক্ষীরোদতীরং গতানাং ব্রহ্মাদীনাং সান্নিধ্যে উপস্থিত
(২০)। ব্রহ্মণঃ ধ্যানে শ্রুতঃ যঃ আদেশঃ তস্মৈ কথয়া প্রচারেণ আপ্যায়িতাঃ
সন্তোষিতাঃ ভূসুরাঃ পৃথ্বীদেবাঃ বেন ! (২১-২৫) ॥ ৩৬ ॥

অথ ভোজেন্দ্র-বন্ধনাগারেহবতারায় প্রস্তাবকথামাহ শূরেতি ।
শূরসেনো যদুপতিঃ তস্মৈ মহতী রাজধানী যা শ্রীমথুরা সৈব প্রিয়া যন্ত,
তন্ত্যাঃ প্রিয়ো বা । যদুভ্যং (২৮) মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো
হরিরিতি । দেবক্যা বসুদেবস্ত একং প্রধানং বিবাহোৎসবস্ত কারণং
হেতুঃ । ততো বরবধোঃ গৃহপ্রয়াণ-কালে বিয়তঃ আকাশস্ত যা বাক্ বাণী
অস্তা স্বামষ্টমো গর্ভো হস্তা বাৎ বহসেহবুধেতি (৩৩) তয়া বদ্ধিতো বিপুলীকৃত

* নিজাগ্রজানাং কংসহস্তেন ঘাতনে কারণোপস্থাসরূপং হরিবংশোক্তাখ্যান-স্থলং
দেবকীতি । অত্রাপি কিল নিজপার্বদাবতারস্ত হিরণ্যকশিপো বর্চন-প্রতিপালনে
ভক্তবাৎসল্য-মহিমৈব ।

কংসাসুর-বলোদ্বিগ্ন-স্বযাদবকুলান্তিবিং ।

দেবকী-সপ্তমভ্রণধামন্ মায়ানিয়োজক ॥ ৪১ ॥

দেবকীপুত্রতাবাপ্তিদ্বারোৎসাহিতমায় হে ।

রৌহিণীপ্রাপিত-স্বাংশ রৌহিণেয়-প্রিয়াহব মাং ॥ ৪২ ॥

বসুদেবোল্লসচ্ছক্রে দেবক্যষ্টমগর্ভগ ।

স্বসবিত্রীলসজ্জ্যতিঃ কংসত্রাস-বিষাদকৃৎ ॥ ৪৩ ॥

সদা কংসমনোবর্তিন্ ব্রহ্মরুদ্রাভিষ্টুত !

সত্যাত্মক জগন্নাথ শুদ্ধ-সাত্ত্বিকরূপভূৎ ॥ ৪৪ ॥

আত্মাশ্বপাশস্ত প্রগ্রহিণঃ কংসস্ত অতিশয়ঃ দুর্গয়ো দেবকীপ্রাণহননায় তস্তাঃ
কচগ্রহণাদিরূপো যেন । ততো বসুদেবস্ত বচসা ‘শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈরিতি’
(৩৭-৪৬) ‘পুত্রাণ্ সমর্পয়িষ্যেহস্তা যত স্তে ভয়মুখিতমিতি’ (৫৩) চ যুক্ত্যা
দেবক্যাঃ প্রাণরক্ষক । অথ কালে উপাবৃন্তে প্রথমকুমারে জাতে সত্যবাক্
যঃ শৌরি বসুদেব স্তেন কংসস্ত্রাণভাগে সম্মুখং নীতস্ত পুত্রস্ত কীর্ত্তিমতঃ
বিমোচনং যস্মাৎ (৬০) কংসস্ত শাস্তি দেবকার্য্যানুগুণা ন ভবতীতি দেবর্ষণা
নারদেন কথিতঃ উদাস্তো বৃত্তাস্তো যস্ত ‘নন্দাত্মা যে ব্রজে গোপাঃ’ ইত্যাদিনা
(৬২-৬৩) । যদ্বা তেন কথিতঃ বৃত্তান্তঃ যস্মৈ তস্ত কংসস্ত জ্ঞাতানি
ঈহিতানি কর্ম্মাণি (৬৫-৬৬) দেবকীপুত্রাণাং সর্বেষাং হত্যারূপাণি যেন ।
হে তথাবিধ রুক্ষং মামব রক্ষস্ব । ন কেবলং পুত্রহত্যা কারিতা, অপি
তু কংসেন শৃঙ্খলিতাঃ নিগড়িতাঃ অনেকাঃ বসুদেবদেবক্যাদয়ঃ বান্ধবাঃ
যস্ত । তথা দেবক্যাং জাতা যে গর্ভাঃ শিশবঃ এব তাতাঃ পূজ্যাঃ অগ্রজা
ইতি যাবৎ তেষাং কংসরূপেণারিণা ঘাতনং হননং যেন যৎসম্বন্ধেনেতি
ভাবঃ । ‘তাতঃ পূজ্য’ ইতি শব্দরত্নাবলী ॥ ৩৭-৪০ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ ।

অথ কংসাসুরস্ত বলেন প্রলম্ববকচানুরাদি-সৈন্যসমূহেন ‘উদ্বিগ্নস্ত স্বস্ত
যাদবকুলস্ত আত্মিং কংসজং ভয়ং বেত্তি জানাতীতি তদ্বিং (২।১-৩) ।
দেবক্যাঃ সপ্তমে ভ্রণে গর্ভে শেযাখ্যং ধাম যস্ত (৮), তৎ সন্নিরুক্ষ্য রৌহিণ্যা
উদরে সন্নিবেশায় যোগমায়ায়াঃ নিয়োজক সমাদেশকৃৎ (৮-১৩) এবং
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্ত্যামীতি (৯) দেবক্যাঃ পুত্রতা-

ভক্তৈকলভ্য-সর্বস্ব সর্বসর্বার্থকৃদ্বপুঃ ।

রূপনামাশ্রিতাবিষ্ট জন্মমাত্র-ধরাভিহং ॥ ৪৫ ॥

স্বভূভূষণ-পাদাজ্জ বিনোদৈকার্থজাত হে !

জয় ভূভার-হরণ (*) দেবাস্থাসিতমাতৃক ॥ ৪৬ ॥

নমঃ ১২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

প্রাপ্তি-কথাদ্বারেণ উৎসাহিতা যোগমায়া যেন । অথ তয়া রোহিণ্যাং
প্রাপিতঃ স্বাংশঃ অনন্তঃ যেন অতো হে রোহিণেষু বলদেবসু প্রিয় মাং
অব মংপরিপালকতামায়াহি । অথ স্বস্তাবতরণমাহ—বস্বিত্তি । বস্তুদেবে
উল্লসন্তী প্রকাশমানা শক্তি যন্ত তদুক্তং—“আবিবেশাংশভাগেন মন
আনকহৃদুভেঃ (১৬) তস্মাৎ দেবক্যাঃ অষ্টমে গর্ভে গমনকৃতং (১৮) স্বস্ত
সবিত্র্যাঃ জনত্যাঃ লসতা দেদীপ্যমানেন জ্যোতিষা প্রভয়া কংসস্ত
বিবাদঞ্চ কারয়তীতি তথোক্তং (২০) অতঃ ‘আসীনঃ সংবিশং স্তিষ্ঠন্
ভুঞ্জানঃ পর্যাটন্ মহীং । চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যন্তময়ং জগদিতি (২৪)
রীত্যা সদৈব কংসস্ত মনোবর্তিন্ ! অথ গর্ভস্ততিমারভতে—ব্রহ্মেতি ।
ব্রহ্মরূদ্ভাদ্যোঃ দেবগণৈঃ অভিতঃ স্তুত প্রশংসিত (২৫) স্তবমেবাহ—সত্যাত্মক
‘সত্যব্রতং সত্যপর’মিত্যাदिना सर्वथैव सत्यस्वभाव । জগতাং নাথ সর্বেশ্বর
সর্বসৃষ্টাদিকারণত্বাৎ (২৭-২৯) । শুদ্ধং সাত্ত্বিকং সত্ত্বোপপন্নং সতাং সুখাবহং
মায়ালেশ-শূন্যং রূপং বিভক্তীতি (২৯) । ভক্তৈঃ একং কেবলং (নতু
বিমুক্তমানিভিঃ) লভ্যং সর্বস্বং পাদপোতরূপং যন্ত । সর্বেষাং চতুরাশ্রম-
ধর্মিণাং বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভিঃ স্তবনাহং সব’পুরুষার্থদানকারি বপু
দেহং যন্ত (৩৪) । যতপি তব নামরূপে গুণজন্মকর্ম’ভি ন’ নিরূপিতব্যে,
মনোবচসোরগোচরত্বান্তথাপি ভক্তানাং উপাসনাস্থ সাক্ষাৎকারার্থং রূপস্ত
নাম্শচ আশ্রিতত্বাৎ তত্রৈবাবেশাচ্চ রূপনামাশ্রিতাবিষ্ট (৩৬) যদ্বা তব
রূপনামাশ্রিতেষু ভক্তেষু আবিষ্ট তেষাং হৃদয়ং প্রবিষ্ট শ্রবণকীর্তনাদীনা-
মাস্বাদক (৩৭) । অতঃ স্বস্ত জন্মমাত্রমেব ধরায়াঃ আর্তিং ভারং হরণীতি
(৩৮) তথা স্বর্লোকস্ত ভূলোকস্ত চ ভূষণরূপং পাদপদ্মং যন্ত (৩৮) । ঈশস্ত
জন্মধারণং ন ধরাভার-হরণমেব কেবলমপিতু বিনোদঃ ক্রীড়ৈব একঃ

ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীজাত প্রাজাপত্যক্ষ-সম্ভবঃ ।

মহীমঙ্গল-বিস্তারিন্ সাধুচিত্ত-প্রসাদক ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষিমানসোল্লাস সন্তোষিতস্বরব্রজ ।

নিশীথ-সময়োদ্ধৃত বসুদেবপ্রিয়ান্বজ ॥ ৪৮ ॥

দেবকীগর্ভ-সদ্রত্ন বলভদ্র-প্রিয়ান্বজ ।

গদাগ্রজ প্রসীদাশু সুভদ্রাপূর্বজাহব মাং ॥ ৪৯ ॥

আশ্চর্য্যবাল মাং পাহি দিব্যরূপ-প্রদর্শক ।

কারাগারান্ধকারন্ন স্মৃতিকাগ্হভূষণ ॥ ৫০ ॥

নমঃ ১৩ ॥

মুখ্যতরঃ অর্থঃ প্রয়োজনং তস্মৈ জাত লঙ্কাবির্ভাব ইত্যর্থঃ (৩৯) যথা মৎশ্রাস্থ-
কচ্ছপাদিভি রবতারৈঃ অস্মাং জিভুবনঞ্চ পাসি তথাধুনাপি পাহীতি হে
ভূভার-হরণ (৪০) । দেবৈঃ 'দিষ্ট্যাম তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানি'ত্যাदिভি
(৪১) বাক্য আশ্বাসিতা মাতা যশ্র হে তথাভূত জয় প্রস্তুতকার্য্যং
সম্পাদয় ॥ ৪১—৪৬ ॥

ইতি দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অথাবির্ভাবকালমাহ—ভাদ্রেতি । ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টম্যাং জাত ।
প্রাজাপত্যক্ষে' রোহিণীনক্ষত্রে সম্ভবঃ প্রাত্তর্ভাবো বশু । মহাঃ পৃথিব্যাঃ
মঙ্গলানাং বিস্তারকারিন্ (৩১—৪) । সাধুনাং চিত্তানাং প্রসন্নকারক
(৫) মহর্ষীণাং মানসে চিত্তে উল্লাসো হর্ষাতিরেকো যস্মাং তথা সন্তোষিতাঃ
দেবসমূহাঃ যেন (৭) নিশীথসময়ে অর্দ্ধরাত্রে উদ্ধৃত আবির্ভূত (৮) বসুদেব-
প্রিয়ায়াঃ দেবক্যাঃ আশ্বনঃ জায়তে ইতি তথাভূত । অনেনাশ্র প্রাকৃতত্বং
নিরন্তং । উক্তঞ্চ (৮) 'দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীনুরিব পুঙ্কলঃ ।' মহোপনিষদি চ—
'সোহনুংপত্তিরলয় এব হরিরিতি' । দেবক্যাঃ গর্ভশ্র সঙ্কটং রত্ন
মিল্লনীলমণিরিত্যর্থঃ । বলভদ্রশ্র প্রিয়শাসো অনুজশ্চেতি । গদশ্র অগ্রে
জন্মহাং গদাগ্রজ, আশু প্রসীদ প্রসন্নো ভব । হে সুভদ্রায়াঃ পূর্বজ
মাং অব স্বলীলাস্মরণেন রক্ষস্ব ॥ অশ্রুজাফণ-শজাচক্রাদিভূজচতুষ্টয়-
শ্রীবৎসকোন্তভাদি-ধারণাং আশ্চর্য্যকুৎ বাল (৯) মহার্ঘ্যবৈদূর্য্যাকিরীট-

বসুদেব-স্তুতং সাক্ষাদদৃষ্টাত্ম-প্রদর্শকং ।

সংপ্রবিষ্টাপ্রবিষ্টং ত্বাং বন্দে কারণ-কারণং ॥ ৫১ ॥

সিদ্ধাকর্তৃকর্তৃত্বং জগৎক্ষেমকরোদয়ং ।

দৈত্যমুক্তিদকারুণ্যং স্বজন-প্রেমবর্দ্ধনং ॥ ৫২ ॥

দেবকীনয়নানন্দ জয় ভীত-প্রসুস্তুত ।

নিগুণাধ্যাত্মদীপাতিলয়-কারক কালমৃক্ ॥ ৫৩ ॥

স্বপাদাশ্রিত-মৃত্যুশ্চ মাংসদৃগ্দৃষ্টাযোগ্য হে ।

লোকোপহাস-ভীতাস্বাবৃতদিব্যাঙ্গ-সংবৃত ॥ ৫৪ ॥

নমঃ ১৪ ॥

কুণ্ডলাদিভি বিরোচমানত্বাং দিব্যশ্চ রূপশ্চ বসুদেবায় প্রদর্শনকৃতং (১০)
স্বরোচিষা কারাগারশ্চ অন্ধকারং হন্তীতি তথাভূত স্মৃতিকাগৃহশ্চ ভূষণ !
মাং পাহি (১২) ॥ ৪৭—৫০ ॥

অথ বসুদেবেন 'বিদিতোহসি ভবান্ সাক্ষাদি'ত্যাदिना (১৩) পুত্র-
বুদ্ধেরপগতত্বাং স্তুতং । সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষতঃ এব অদৃশশ্চ কেবলান্ত্ৰভবানন্দ-
স্বরূপশ্চ প্রদর্শকং সর্ববুদ্ধিদর্শকঞ্চৈতি (১৩) 'তং সৃষ্ট্বা তদেবান্ত্রপ্রাবিশ-
দিতি' শ্রুত্যা স্বপ্রকৃত্যা সৃষ্টশ্চ সংশকবাচ্যশ্চ বিশ্বস্তান্তঃপ্রবিষ্টোহপি
অপ্রবিষ্ট, অত্র সাদৃশ্যার্থে নঞ্, তেন চ তত্র সদরূপেণ প্রবিষ্টবৎ দৃশ্যসে
(১৪-১৫) সর্বত্র কারণতয়া প্রাগেব বিদ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ । অত স্তথাবিধং
কারণশ্চ ব্রহ্মণোহপি কারণং ত্বাং বন্দে । 'জন্মাগশ্চ যত' ইতি সূত্রাত্
তশ্চ কারণত্বৈ সিদ্ধেহপি বিকারাভাবমাহ—সিদ্ধেতি । সিদ্ধমকর্তৃত্বং নিষ্কির-
ত্বাং তথা কর্তৃত্বঞ্চ ঈশ্বরত্বাং যশ্চ ; বিরুদ্ধধর্মণাং তস্মিন্বেব সমবায়াত্ ;
গুণৈঃ কুর্ষদভিরপি তস্মিন্বেব সৃষ্টাদেঃ কর্তৃত্বোপচারাচ্চ । (১৬) জগতাং
ক্ষেমং সাধুরক্ষার্থং রাজত্বসংজ্ঞাস্বরকোটীযুথপ-নিহননাদিভিঃ মঙ্গলং
করোতীতি তথাবিধোদয়ঃ আবির্ভাবো যশ্চ তং (২১) হতারিগতি-
দায়কত্বমাহ দৈত্যোতি । দৈত্যানাং মারণেন মুক্তিং দদাতিতি তথাবিধং
কারুণ্যং যশ্চ তং । অতঃ স্বজনানাং প্রেম-বর্দ্ধনং ত্বাং বন্দে ॥ অথ
দেবকীকৃতস্তুতিং বক্তুং প্রযততে । দেবক্যাঃ নয়নয়োঃ আনন্দদায়ক
জয় সর্বোৎকর্ষং আবিষ্কৃত্য পিতরৌ নিগড়ান্মোচয়েত্যর্থঃ । কংস-ভীতা
যা প্রমুঃ দেবকী তয়া মহাপুরুষ-লক্ষণং দৃষ্ট্বা স্বপুত্রবুদ্ধিরহিতত্বাং স্তুত

পিতৃপ্রাগ্জন্ম-কথক স্বদত্তবর-যন্ত্রিত ।

মহারাধন-সন্তোষ ত্রিজন্মায়জতাংগত ॥ ৫৫ ॥

মহানন্দ-প্রসূতাত লীলামানুষ-বালক ।

নরাকৃতি পরব্রহ্মন্ প্রকৃষ্টাকার সুন্দর ॥ ৫৬ ॥

জনকোপায়নির্দেষ্টে যশোদাজাতমায় হে ।

শায়িতদ্বাঃস্থপৌরাদে মোহিতাগার-রক্ষক ॥ ৫৭ ॥

ঈড়িত (২৩) তদেবাহ—হে নিগুণ গুণাতিত নিরিকার নিবিশেষ নিরীহ অব্যক্ত । তথাহি অধ্যাত্মদীপ বুদ্ধাদিকরণসমূহ-প্রকাশক (২৪) মহাপ্রলয়কারক (২৫) তথা প্রলয়হেতুকালশ্রু স্রষ্টাঃ (২৬) । স্বপাদাশ্রিতানাং ভক্তানাং মৃত্যুং হন্তীতি তথাভূত (২৭) মাংসদৃশাং মাংসচক্ষুযাং দৃষ্টেঃ দর্শনশ্রাবোগ্য, ঐশ্বররূপশ্রু ধ্যানগম্যত্বাং (২৮) স্বতনৌ প্রলয়াবসানেহ-সঙ্কোচতঃ বিশ্বং ধৃতবত স্তব স্বগর্ভগত্বেন যো লোকোপহাসঃ তস্মাদ্ ভীতয়া অশ্রয়া দেবক্যা বৃতা যাচিতা স্বীকারিতেতি যাবৎ শঙ্খচক্রাণ্যলৌকিকরূপশ্রু সংবৃতি রূপসংহারো যশ্রু যেন বা (৩০-৩১) ॥ ৫১--৫৪ ॥

অথ ভগবদ্বচনাদিকমাহ—পিত্রোঃ দেবকী-বাসুদেবয়োঃ পূর্বজন্মনাং কথক ‘তমেব পূর্বসর্গেভূরিতি (৩২) স্মেন দত্তো যো বর স্তেন বশীভূত, যতঃ বর্ষবাতাতপহিমেত্যাদিভিঃ (৩৩-৩৫) মহারাধনেন সন্তোষো যশ্রু, তেন চ ত্রীণি জন্মানি ব্যাপ্য পৃথ্বীগর্ভ-বামন-বাসুদেবরূপেণ আত্মজতাং পুত্রত্বং গত । (৩১-৩৩) প্রাগ্জন্মস্মারণায় দর্শিতচতুর্ভূজত্বাদিকং সংস্রত্য প্রাকৃতশিশুবদবস্থানমাহ—মহেতি । প্রাগ্জন্মাদি-স্মরণাং মহানন্দৌ পরমানন্দিতৌ প্রসূতাতৌ জননীজনকৌ যশ্রু । তয়োঃ সম্প্রসূতোঃ পুনঃ লীলয়া মানুস-বালক ইব ভাতীতি তথোক্তং (৩৬) । নচৈতাবতা সর্বথৈব প্রাকৃত ইতি মন্তব্যং যতঃ নরাকৃতিত্বেহপি পরব্রহ্ম এব, ‘লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যমিতি’ ত্রায়াং । এবঞ্চ প্রকৃষ্টে সর্বমনোহারী আকারো যশ্রু । সুন্দর অভিনবরূপলাবণ্যানিধান ॥ ততো জনকায় বাসুদেবায় স্বগোকুল-নয়নরূপশ্রু উপায়শ্রু নির্দেশক ‘যদি কংসাদ্ বিভেষি ত্বং তর্হি মাং গোকুলং নয়েতি’ । যশোদায়াং জাতা প্রাতুর্ভূতা মায়ী যশ্রুশ্চভূতেতি শেষঃ (৩৭) । নতু তদা গমনং কথং সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ—শায়িতাঃ দ্বাঃস্থাঃ দ্বারপালাশ্চ পৌরাদয়শ্চ যেন তথা মোহিতাঃ আগারশ্রু স্মৃতিকাগহশ্রু

স্বশক্ত্যুদ্ঘাটিতশেষকবাট পিতৃবাহক ।

শেষোরগফণাছত্র যমুনাদত্ত-সংপথ ॥ ৫৮ ॥

ব্রজমূর্ত্তমহাভাগ্য যশোদাতল্ল-শায়িত ।

নিদ্রামোহিত-নন্দাদি যশোদাহবিদিতেহিত ॥ ৫৯ ॥

নমঃ ১৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

কংস-ঘাতিতদুর্গাং ত্বাং বন্দে দুর্গোদিতোদ্ভবং ।

কংস-বিস্মাপকং তাত-মাতৃবন্ধ-বিমোচকং ॥ ৬০ ॥

সভয়স্মৃতি-সংশুদ্ধচিত্ত-কংস-বিবেকদং ।

কংসাত্মজ্ঞান-সংশ্লাঘি-পিতৃমাতৃ-ক্ষমাপ্রদং ॥ ৬১ ॥

রক্ষকাঃ যেন তথাভূত । ততঃ স্বশক্ত্যা উদ্ঘাটিতা উন্মোচিতা নিখিলাঃ
কপাটী যেন । (৪৯) পিতা এব বাহকঃ যশ্চ তথাভূত । শেষোরগশ্চ
অনন্তনাগশ্চ ফণা এব ছত্রং যশ্চ, তেনৈব বর্ষাবারি-নিবারণাং (৪৯),
গম্ভীরতোয়া ভয়ানকবর্ভশতসঙ্কলাপি বা যমুনা তয়া দত্তঃ সংপথঃ
গমনোপযোগী মার্গঃ যস্মৈ (৫০) ব্রজশ্চ মূর্ত্তং বিগ্রহধরং মহাভাগ্যমিব,
তত্রৈব বিরাজমানত্বাং তথোক্তং । বসুদেবেন যশোদায়াঃ তল্লৈ শয্যায়াং
শায়িত । নিদ্রা অজয়া মোহিতঃ মুগ্ধীকৃতঃ নন্দাদি যেন । তথা
যশোদয়াপি অবিদিতঃ অজ্ঞাতমীহিতঃ বসুদেব-কর্তৃক-স্নানয়ননিত্যাदि
যশ্চ (৫০) ॥ ৫৫—৫৯ ॥

ইতি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

অথ কংসেন ঘাতিতা দুর্গা যেন যংসম্বন্ধেন তথাবিধং ত্বাং বন্দে
স্তৌমি । ততঃ কংসহত্যাং সমুৎপত্তিতয়া দুর্গয়া উদিতঃ কথিতঃ উদ্ভব
আবির্ভাবো যশ্চ তং । (১২) অতএব কংসশ্চ বিস্মাপকং, বিস্ময়ে হেতুঃ
কথং দৈবী বাণী অনূতা জাতেতি, ততঃ তাতশ্চ বসুদেবশ্চ মাতু দেবক্যাশ্চ
বন্ধশ্চ বিমোচকং (১৪) ॥ ভয়েন সহ স্বশ্চ শিশুহননরূপাকর্মাণাং সূত্যা
স্মরণেন সম্যক্শুদ্ধচিত্তশ্চ কংসশ্চ বিবেকদং তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়কমিত্যর্থঃ
(১৫-২০) । কংসশ্চ আত্মজ্ঞানশ্চ সম্যক্ শ্লাঘাং কুর্বতোঃ পিতৃমাত্রোঃ বসু-

দুর্মন্ত্ৰিগণ-বাগ্ জাল-কংসদুৰ্মানবর্দ্ধনং ।

সদতিক্রম-দুর্মন্ত্ৰ-ক্ষয়িতামুরজীবিতং ॥ ৬২ ॥

নমঃ ১৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥

প্রদত্তপূর্ব-স্বপদাজ-সৌহৃদ-

প্রদান-দীক্ষাচিতদেশ-সঙ্গত ।

স্বসেবক-ব্রহ্মসুখাধিকোৎসব

প্রেমাকর ক্রীড়নকুলমোহস্থ তে ॥ ৬৩ ॥

নন্দনন্দন সঞ্জাত-জাতকর্ম-মহোৎসব ।

নানাদানৌঘকৃত্যত শ্রীমদ্গোকুলমঙ্গল ॥ ৬৪ ॥

দেবদেবক্যোঃ ক্ষমাপ্রদং সহিষ্ণুতাপ্রদায়কং ॥ অথ যোগমায়োক্তং বিজ্ঞা-
পিতানাং দুষ্টমন্ত্ৰিগণানাং “এবঞ্চেত্ত্বহি ভোজেন্দ্র-পুরগ্রামব্রজাদিষু । অনির্দশা
নির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোহস্ত বৈ শিশুন ॥” ইত্যাদিভিঃ বাগ্জালৈঃ (৩১-৪২)
কুপারামর্শৈরিত্যি ভাবঃ কংসস্য দুৰ্মানং দুর্মতিং বর্দ্ধয়তীতি তথাভূতং ।
তৎকলমেবাহ—সতাং মহতামতিক্রমঃ লজ্জন এব দুর্মন্ত্ৰঃ অসং পরামর্শ
স্তেন ক্ষয়িতং অমুরাণাং জীবিতং যেন (৪৫) ॥ ৬০—৬২ ॥

ইতি চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

অথ গোকুললীলাদিকং স্তোতুমারভতে । প্রদত্তং পূর্বমেব বসুদেব-
বাহিতঃ সন্ স্বস্ত পদারবিন্দং বত্র, তথা সৌহৃদপ্রদানায় সুখাবিধানায়
বা দীক্ষা, তদুক্তং ‘তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্থাখং মৎপরিগ্রহং । গোপায়ৈ
স্বায়ুযোগেন সৌহৃদং মে ব্রত আহিত’ ইতি (ভাগ ১০।২৫।১৮) তদুপ-
যুক্তে দেশে সঙ্গত সম্যক্ স্থিত, ‘বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি’
ইতি চার্য্যং । স্বস্ত সেবকানাং ব্রহ্মসুখাদপি অধিক্রতরানন্দ-জনকং
প্রেমাণং আ সম্যক্ করোতীতি, প্রেম আকর ইতি বা, সর্বরসকদম্বময়-
মুর্তিদ্বয়ং । ক্রীড়নং লীলাবিনোদং করোতীতি তথাভূতং হে, তুভ্যং
নমঃ ॥ ৬৩ ॥

বসুদেবগৃহে প্রাচীভূতোহপি সাম্প্রতং নন্দনন্দন, তদুক্তং বৈষ্ণব-

কৃতালঙ্কার-গোপাল-গোপীগণ-কৃতোৎসব !

গোপীপ্রেমমুদাশীর্ভাক্ ব্রজগোরসকীর্ণ হে ॥ ৬৫ ॥

নন্দব্রজ-জনানন্দিন্ নন্দ-সন্মানিতব্রজ ।

দত্তব্রজমহাভূতে শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয় ॥ ৬৬ ॥

প্রাপ্তপুত্র-মহারত্ন-রক্ষা-ব্যাকুলতাত হে ।

করদানার্থমথুরাগতনন্দগৃহাবিত ॥ ৬৭ ॥

বসুদেব-শুভপ্রশ্ন-সমানন্দিতনন্দ মে ।

প্রসীদ নন্দসদ্বাক্যবসুদেবাতিনন্দক ॥ ৬৮ ॥

নমঃ ১৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

তোষণ্যাং—‘শ্রীবসুদেবগৃহে শ্রীভগবানেক এব জাতঃ, শ্রীনন্দগৃহে তু মায়া
সহেতি……তত্র তু শ্রীবসুদেবেন মায়াপরিবর্তেন বিগ্রস্তঃ পুত্রঃ শ্রীনন্দা-
জেনৈবৈক্যাং প্রাপ্ত’ ইতি । সজ্জাতঃ জাতকস্মরণঃ মহোৎসবো বশ্র (২),
ধেনু-তিলাদিপ্রভৃতীন্ নানাদানৌষান্ করোতীতি তথাবিধঃ তাতঃ পিতা
যশ্র (৩) শ্রীমদ্ শোভাসমৃদ্ধিমদ্ যদ্গোকুলং তশ্র মঙ্গলং বস্মাং, বহুভুং
‘সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূত-মাগধ-বন্দিनः । গায়কাস্চ জগু নের্ভু
ভের্যো হুন্ভয়ো মুহঃ’ ইত্যাদিনা (৫-৭) কৃতালঙ্কারেঃ মহার্ববজ্রাভরণ-
কঙ্ককোষীষভূষিতৈঃ গোপালৈঃ (৮) তথা বজ্রাকল্লাঞ্জনাदिभिঃ ভূষিতাभिঃ
গোপীগণৈঃ কৃতঃ নন্দালয়ে গমনোৎসবঃ বশ্র কৃতে (৯-১১) । গোপীনাং
প্রেম্মা মুদা চ চিরং পাহীতি আশীঃ ভজতি প্রাপ্নোতীতি তথাভূত (১২)
ব্রজশ্র গোরসৈঃ দধিকীরঘ্বতনবনীতাদিभिঃ কীর্ণ ব্যাপ্তদেহ । উপলক্ষণ
মেতং হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদীনাং (১২) ; নন্দব্রজশ্র জনানাং বিচিত্রবাদিত্রাণৈঃ
দধিরতক্ষীরাসুসিঞ্চনৈ স্তথা নবনীত-ক্ষেপণৈশ্চ প্রচুরতরানন্দদায়ক । (১৩)
নন্দেন বাসোল্লঙ্কার-গোধনাঐঃ সন্মানিতং ব্রজং সূতমাগধবন্দি-
প্রভৃতিকং যৎকৃতে (১৫) দত্তা ব্রজশ্র মহাবিভূতি যেন, রমাক্রীড়িত্বাং (১৮)
শ্রীযশোদায়াঃ স্তনং ধরতি পিবতীতি তথাভূত । প্রাপ্তং যৎ পুত্র এব
মহারত্নং তশ্র রক্ষায়ৈ ব্যাকুলঃ তাতো নন্দো বশ্র, করদানায় মথুরায়াং
গতশ্র নন্দশ্র গৃহে দারাভি যদ্বা গৃহবাসিभिঃ গোপৈঃ অবিত রক্ষিত (১৯)

বসুদেবোদিতোৎপাত-শঙ্কানন্দশুভাশ্রিত ।
 ব্রজমোহন-সদেব-বিষস্তন-বকীক্ষিত ॥ ৬৯ ॥
 লজ্জামীলিত-নেত্রাজ পূতনাস্থাধিরোপিত ।
 বকীপ্রাণপয়ঃপায়িন্ পূতনাস্তন-পীড়ন ॥ ৭০ ॥
 পূতনাক্রোশজনক পূতনাপ্রাণ-শোষণ ।
 ষট্ক্রোশী-ব্যাপিভাদায়ি-পূতনা-দেহপাতন ॥ ৭১ ॥
 নানারক্ষাবিধানজ্ঞ-গোপস্ট্রীকৃতরক্ষণ ।
 বিষ্ণুরক্ষাগোধূলে গোমূত্র-শকৃদাপ্লুত ॥ ৭২ ॥

বসুদেবশ্চ শুভৈঃ মঙ্গলৈঃ প্রশ্নৈঃ ‘কচ্চিৎ পশবাং নীরুজমি’ত্যাदिभिः
 (২৬-২৮) সম্যক্ আনন্দিতো নন্দো যেন বৎসস্বকেন । হে নন্দশ্চ সদ-
 বাকোন ‘অহো তে দেবকীপুত্রাঃ’ ইত্যাদিনা (২৯-৩০) বসুদেবশ্চ
 অতিশয়ম্ আনন্দদাতঃ ময়ি প্রসীদ ॥ ৬৪—৬৮ ॥

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

‘নেহ স্ত্বেয়ং বহুতিথং সন্ত্যৎপাতাশ্চ গোকূলে’ (৫।৩১) ইতি বসুদেবেন
 উদিতা উক্তা যা উৎপাতাগমশঙ্কা তয়া হেতুভূতয়া নন্দেন শুভায় ব্রজ-
 ক্ষেমায়া আশ্রিত প্রার্থিত, বহুজ্ঞঃ ‘ইরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ’
 (৬।১) । ব্রজজনানাং বস্তুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ মনোহরণী চ কেশবন্ধ-
 ব্যতিষিক্ত-গাল্লিকাদিহাং সদেবা অথচ বিষমিশ্রিত-স্তুত্যা চ বা বকী পূতনা
 তয়া ঈক্ষিত দৃষ্ট (৫-৭) ॥ লজ্জয়া নিমীলিতে নেত্রপদ্মে যেন (৮) তথা
 পূতনয়া স্বস্তা অঙ্কে ক্রোড়ে অধিষ্ঠাপিত (৮) । তদা বক্যাঃ প্রাণানেব
 পয়াংসি পিবতীতি যদ্বা প্রাণৈঃ সমং পরং পিবতীতি তথাভূত । কিং কৃত্বা
 পিবতীতি চেতত্রাহ—গাঢ়করাভ্যাং পূতনায়াঃ স্তন-পীড়ন (১০) ॥ তেন
 চ পূতনায়াঃ মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি আক্রোশশ্চ রোদনশ্চ জনক । ন কেবলং
 তদপি তু পূতনায়াঃ প্রাণস্তাপি শোষকং । অতঃ ষট্ক্রোশঃ ব্যাপি (১৪)
 তথা ভীদায়ি চ (১৫-১৭) বৎ পূতনা-দেহং তৎ পাতয়তীতি তথাভূত ॥
 অথ গোপীকৃতরক্ষাবন্ধনমাহ—নানেতি । বিবিধরক্ষাবিধিজ্ঞা যা গোপা
 স্তাভিঃ গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ (১৯) কৃতং রক্ষণং যশ্চ । বিষ্ণুস্তা রক্ষা
 গোধূলিভি র্যশ্চ, তথা গোমূত্রেণ শকৃতা গোময়েন চ আপ্লুত কারিত-

গোপিকা-বিহিতাজাদি-বীজ্ঞাসাভিমন্ত্রিত ।
 দহমান-বকীদেহ-সৌরভ্যব্যাপিতক্ষিতে ॥ ৭৩ ॥
 পূতনামোচন দ্বেষ্ট-রাক্ষসী-সদগতিপ্রদ ।
 নন্দাশ্রাত-শিরোমধ্য জয় বিস্মাপিতব্রজ ॥ ৭৪ ॥

নমঃ ১৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ঔথানিকোৎসবাস্বাভিষিক্ত সঞ্জাত-নিদ্রদৃক্ ।
 মহোচ্চশকটধঃস্থ-বালপর্য্যাক্ষ-শায়িত ॥ ৭৫ ॥
 অঞ্জনস্নিগ্ধনয়ন পর্য্যায়াক্কুরিত-স্মিত ।
 লীলাক্ষতরলালোক মুখার্চিত-পদাঙ্গুলে ॥ ৭৬ ॥

স্মান (২০) ॥ গোপিকাভি বিহিতঃ ‘অব্যাদজোহজিষ্মণিমাং স্তব জানথোরু’ ইত্যাদিঃ যো বীজ্ঞাসা স্তেনাভিতঃ সমস্তাং মন্ত্রিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বকং বিহিত-রক্ষ ইতি ভাবঃ (২২-২৯) । দহমানশ্চ বক্যাঃ দেহশ্চ কৃষ্ণনিভূক্ত-শ্রাতঃ পাপ্যমুক্তশ্চ অঙ্গশ্চ অগুরুবৎস্রগন্ধেন ব্যাপিতা বিকীরিতা ক্ষিতি র্বেন (৩৪) । অতঃ পূতনায়াঃ মোচনকৃতং (৩৫) দ্বেষ্টী জিহ্বাস্বরপি যা রাক্ষসী পূতনা তসৌ সদগতিং জননীগতিং প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি তথাভূত (৩৮) ॥ নন্দনাশ্রাতঃ শিরসঃ মধ্যঃ বস্যা (৪৩) তথা বিস্মাপিতং কারিত-বিস্ময়ং ব্রজং যেন, তদ্বক্তং ‘কটুধূমস্য সৌরভ্যমবদ্রায় ব্রজোকসঃ । কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযু’রिति (৪১) । হে তথাভূত ! জয় লীলাদিকং স্মারয়িত্বা মাং কৃতার্থীকুরু ॥ ৬৯—৭৪ ॥

ইতি ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অথ শকটাস্থর-মোক্ষলীলামারভতে । উত্থানং নাম শিশোরঙ্গপরিবর্তনং বহিনিষ্ক্রমণং বা তত্র করণীয়ে উৎসবে অস্থয়া যশোদয়া অভিষিক্ত (৭৪) ; সঞ্জাতনিদ্রে দশী নয়নে যশ্চ যদ্বা সঞ্জাতা নিদ্রায়াঃ প্রতি দৃক্ নয়নং যশ্চ তথাভূত, এতেন নিদ্রাব্যাজমুপাগত ইতি ধ্বজতে (৫) । মহোচ্চঃ যঃ শকট স্তশ্চ অধঃস্থিতে বালপর্য্যাক্ষে ক্ষুদ্রশকটীয়াং শায়িত । অঞ্জনে ন কজ্জলেন স্নিগ্ধে চিক্ধে নয়নে যশ্চ তথা পর্য্যায়েন পরিপাট্যা অবসরক্রমেণ

জয়োৎসব-ক্রিয়াসক্ত-ধাত্রীস্তুত্বার্থরোদন ।

উৎক্ষিপ্তচরণাস্তোজ হেহনো-বিপরিবর্তক ॥ ৭৭ ॥

ব্রজানির্ণেয়চরিত শকটাস্মুরভঞ্জন ।

দ্বিজাদিত-স্বস্তায়ন মন্ত্ৰপূত-জলাপ্লুত ॥ ৭৮ ॥

নমঃ ১৯ ॥

যশোদোৎসঙ্গপর্য্যঙ্কং লীলাবিষ্কৃত-গৌরবং ।

মাতৃ-বিস্ময়কর্তারং তৃণাবর্তাপবাহিতং ॥ ৭৯ ॥

জননী-মার্গিতগতিং তৃণাবর্তাতিদূর্বহং ।

গলগ্রহণনিশেচষ্ট-তৃণাবর্ত-নিপাতনং ॥ ৮০ ॥

তৃণীকৃত-তৃণাবর্তং রুদদ্গোপাঙ্গনেক্ষিতং ।

গোপীধাত্র্যর্পিতং বন্দে হ্যং ব্রজানন্দ-দায়কং ॥ ৮১ ॥

নমঃ ২০ ॥

বা অঙ্কুরিতং উদ্ভিন্নং স্মিতং যন্ত । লীলয়া [লীলায়াং বা] অক্ষি যন্ত, অতঃ তরলঃ চঞ্চল আলোকঃ অবলোকনং যন্ত । এবঞ্চ মুখে অর্পিতাঃ পদোঃ পদন্ত বা অঙ্গুল্যঃ যেন ॥ জয়োৎসবক্রিয়ায়ামাসক্তা ব্যাপৃতা যা ধাত্রী যশোদা তস্তাঃ স্তুত্বায় রোদনং যন্ত, অতঃ উৎক্ষিপ্তে উর্দ্ধচালিতে চরণপদে যেন (৬) এবং তেনৈব চ অনসঃ শকটন্ত ব্যাবর্তনকারিন্ (৭) ব্রজেণ ব্রজবাসিগণেন অনির্ণেয়ং চরিতং যন্ত (৮) অথচ শকটাস্মুরং ভনক্তি ব্যাপাদয়তীতি তথাবিধ । তদা দ্বিজৈভ্যঃ উদিতং উচ্চারিতং স্বস্তায়নং যস্মৈ (১৫) ; মন্ত্ৰপূতেন জলেন চ ব্যাপ্ত (১৪) ॥ ৭৫—৭৮ ॥

অথ তৃণাবর্তমোক্ষলীলামারভতে—যশোদায়া উৎসঙ্গ এব পর্য্যঙ্কং যন্ত তং, তত্রৈব সুলালিতহ্যং । লীলয়া আবিষ্কৃতং গৌরবং গুরুত্বং যেন তং (১৮), অতঃ হঠাদেব তদেহন্ত দুর্বিতক্যভাবাবিকরণং মাতৃঃ বিস্ময়ন্ত কারকং (১৯) তদেব তৃণাবর্তেন চক্রবাত-স্বরূপেণ অপবাহিতং উত্তোলিতং (২০) । তৃণাবর্তোথাপিতেন রজসা অন্ধকারপ্রায়ে ব্রজে সূতমদষ্টা জনন্তা যশোদয়া মার্গিতাঘেষিতা গতি যন্ত তং (২৪), কিন্তু তৃণাবর্তন্ত পক্ষে অতিশয়-দুঃখেন বহনাইং, অস্ত গুরুমত্তরা বোঢ়ুমশক্ত ইত্যর্থঃ । অতঃপরং গল-গ্রহণেণ হেতুনা নিশেচষ্টন্ত তৃণাবর্তস্য নিপাতনং যেন তং (২৭-২৮)

যশোদাস্তম্ভমুদিত যশোদামুখ-বীক্ষক ।

যশোদানন্দনাহং তে যশোদা-লালিতাহব মাং ॥ ৮২ ॥

জননীচুম্ব্যমানাস্ত্র-মধ্যদর্শিতবিশ্ব মে ।

প্রসীদ পরমাশ্চর্য্যদর্শিন্ বিস্মিতমাতৃক ॥ ৮৩ ॥

পুতনাদিবধালোকি-মাতৃশঙ্কাসতপ্রদ ।

স্বভাব-বিবিধাশ্চর্য্যময়তা-তন্নিরাসক ॥ ৮৪ ॥

নমঃ ২৩ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

গর্গবাক্চাতুরীহৃষ্ট-নন্দনীতরহঃস্থলং ।

প্রশস্তনামকরণং গর্গ-স্মৃচিতবৈভবম্ ॥ ৮৫ ॥

তণীকৃতঃ তৃণাবর্তো যেন তথাভূতং রুদতীভিঃ গোপাঙ্গনাভিঃ ঈক্ষিতং দৃষ্টং
(১৯) তদা গোপীভিঃ ধাত্র্যৈ যশোদায়ৈ অপিতং অতএব ব্রজবাসিনাং
আনন্দ-দায়কং স্থাং বন্দে (৩০) ॥ ৭৯—৮১ ॥

অথ স্বমুখে বিশ্ব-দর্শন-লীলামাহ—যশোদায়াঃ স্তম্ভেন মুদিত আনন্দিত
(৩৪) যশোদায়াঃ মুখস্ত বীক্ষক দ্রষ্টঃ । হে যশোদানন্দন যশোদয়া লালিত
হে ! মামব পালয় (৩৫) জনন্যা চুম্ব্যমানং বদাস্তং মুখং তন্মধো জৃস্তাবসরে
দর্শিতং বিশ্বং যেন ; তত্র চ পরমাশ্চর্য্যাণি ‘খং রোদসী জ্যোতিরগীকমাশা
সূর্য্যাদীনি স্থিরজঙ্গমানি’ (৩৬) দর্শয়তীতি অতঃ বিস্মিতা মাতা বশ্ত যেন
বা, হে তথাভূত মে মহং প্রসীদ প্রসন্নভব । পুতনাদীনাং বধানাং
আলোকিনী দ্রষ্ট্রী বা মাতা যশোদা তস্তাং শঙ্কানাং শতানি প্রদদাতীতি
তথাবিধোহপি স্বভাবস্ত্র বিবিধা বা আশ্চর্য্যময়তা চমৎকারকারিতা তয়া
তাসাং শঙ্কানাং নিরাসক বিনাশক ॥ ৮২—৮৪ ॥

ইতি সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ নামকরণমাহ—‘কিং ময়া হতয়া মন্দেত্যাদি’ (১০।৫।১২) দেবকী-
কন্যাবচঃ শ্রুত্বা ‘দেবক্যা অষ্টমগর্ভো ন স্ত্রী ভবিতেনি’ নিত্যং সন্ধিস্তয়ন্
কংসঃ সামায়েন কচিদস্তীতি জ্ঞাত্বা যুবরোশ্চ সখ্যং সন্ধিস্তয়ং স্তুদ্গৃহে
ভবেদিতি সম্ভাব্য মৎসংস্কারনিজেন চাগতাশঙ্কঃ সন্ যদি তে কুমারং হস্তা

সাধুরক্ষাকরং ছুষ্টমারকং ভক্তবৎসলং ।

মহানারায়ণং বন্দে নন্দানন্দবিবর্দ্ধনং ॥ ৮৬ ॥

নমঃ ২২ ॥

জয় রিঙ্গণলীলাঢ্য জানুচংক্রমণোৎসুক ।

যুষ্টজানুকরদ্বন্দ্ব মৌঞ্চ্যালীলা-মনোহর ॥ ৮৭ ॥

কিঙ্কিণী-নাদসংহৃষ্ট ব্রজকদম-বিভ্রম ।

ব্যালম্বি-চুলিকারত্ন-গ্রীবাব্যাব্রনখোজ্জল ॥ ৮৮ ॥

পঙ্কানুলেপরুচির মাংসলোরু-কটীতট ।

স্বমুখ-প্রতিবিস্বার্থিন্ প্রতিবিস্বানুকরক ॥ ৮৯ ॥

অব্যক্তবল্লবাগ্ বৃত্তে শ্মিত-লক্ষ্য-রদোদগম ।

ধাত্রীকর-সমালম্বিন্ প্রস্থলচ্চিত্র-চংক্রম ॥ ৯০ ॥

নমঃ ২৩ ॥

ভবতি, তদা নো মহাননয়ঃ শ্র্যং (৭-৯) ইতি গর্গশ্চ বাচঃ চাতুর্যা দৃষ্টেন নন্দেন নীতো রহঃস্থলং য স্তং । প্রশস্তং কৃষ্যতি বাসুদেবেতি নামকরণং যশ্চ তং (১৩-১৫) । গর্গেণ সূচিতঃ বৈভবঃ যশ্চ তথাভূতং (১৬) বৈভব-মেবাহ—সাধুনাং রক্ষাকরং তথা ছুষ্টানাং মারকং । অতো ভক্তবৎসলং । ‘নারায়ণ-সমো গুণৈ’ (১৯) রিত্যুক্তত্বাং মহানারায়ণং [নারায়ণঃ এব সমঃ সদৃশোঃ যশ্চ সঃ ইত্যর্থো নারায়ণশ্চ শ্রীকৃষ্ণাদুনত্মুররীকৃত্য তশ্চ মহা-নারায়ণত্বং সাধিতং] ইত্যেতদ্ গর্গবচনং শ্রাবয়িত্বা নন্দস্তানন্দং বিশেষণে বর্দ্ধয়তীতি তথাবিধং স্বাং বন্দে (২০) ॥ ৮৫—৮৬ ॥

অথ রিঙ্গাদিলীলামাহ—হে রিঙ্গণ-লীলয়া হস্তপাদাভ্যাং চলনরূপ-বিনোদেন আঢ্য পূর্ণ ! জয় মনোহরবাললীলামাবিকৃত্যস্মান্ সুখর । (২১) জানুভ্যাং চংক্রমণে উৎসুক ব্যগ্র ! তেন চ যুষ্টং জাবোঃ করয়োশ্চ দ্বন্দ্বং যুগলং যশ্চ, অথচ মৌঞ্চ্যালীলয়া মুঞ্চপ্রভীতবল্লীলাবিকরণেন মাতুরন্তিক-গমনেন মনোহর এবং কিঙ্কিণী-নাদেন সমাক্ হৃষ্ট তথা ব্রজশ্চ কদমেবু বিভ্রমো বিলাসঃ (ইতস্ততঃ গতাগতিরিতি বাবৎ) যশ্চ ! ব্যালম্বিনী লম্বমানা যা চুলিকা চুড়া তস্তাং নিহিতেন রত্নেন তথা গ্রীবায়াং ব্যাব্রনখেন চ উজ্জল ॥ অঙ্গে পঙ্কস্থানুলেপনেন রুচির শোভাসম্পন্ন (২৩) মাংসলঃ

জয়ঙ্গনাগণ-প্রেক্ষ্য-বাল্যলীলানুকারক ।

আবিষ্কৃতান্নসামর্থ্য পাদবিক্ষেপসুন্দর ॥ ৯১ ॥

বৎসপুচ্ছসমাকৃষ্ট বৎসপুচ্ছবিকর্ষণ ।

বিস্মারিতাত্মব্যাপার-গোপগোপী-প্রমোদন ॥ ৯২ ॥

গৃহকৃত্য-সমাসক্ত-মাতৃ-বৈয়গ্র্যকারক ।

ব্রহ্মাদিকাম্য-লালিত্য জগদাশ্চর্য্যশৈশব ॥ ৯৩ ॥

নমঃ ২৪ ॥

প্রসীদ বালগোপাল গোপীগণমুদাবহ ।

অনুরূপ-বয়শ্চাপ্ত চারু-কৌমার-চাপল ॥ ৯৪ ॥

স্থূলঃ উরুশ্চ কটীতটশ্চ যশ্চ । স্বমুখশ্চ প্রতিবিম্বঃ অর্থরতি বহুং তেন
ক्रीড়িতুং বা চেষ্টতে ইত্যর্থঃ তথা প্রতিবিম্বমনুকরোতীতি তথাভূত ।
অব্যক্তা অক্ষুটী চ বস্তু মনোহরা চ যা বাক্ তস্যাঃ প্রবৃতি র্যশ্চ ।
স্মিতাবকাশে লক্ষ্যঃ স্বমাত্রা দৃষ্টঃ রদানাং দন্তানামুদগমো যশ্চ ।
পাত্রাঃ জনত্রাঃ করং সম্যক্ আশ্রয়তীতি সমালম্বিন্, এবং প্রশ্নলংশ্চ চিত্রশ্চ
চংক্রমঃ পুনঃ পুনর্গমনচেষ্টা যশ্চ (১৬) ॥ ৮৭—৯০ ॥

অথ শৈশব-লীলামাহ—অঙ্গনাগণৈঃ প্রেক্ষ্য প্রকৃষ্টরূপেণ দর্শনীয়া যা
বাল্যলীলা তস্তাঃ অনুকরণকুং জয় লীলাবিক্ষারৈঃ সর্বজনান্ আকর্ষণ (২৪)
আবিষ্কৃত মল্লং সামর্থ্যং যেন এবঞ্চ পাদবিক্ষেপে পদভাং চলনে সুন্দর
(২৬) । বৎসশ্চ পুচ্ছগ্রহণাং তেনৈব সমাগাকৃষ্ট, অথচ বৎস-পুচ্ছশ্চ বিকর্ষণং
যেন তথাভূত । এতেন লীলাবিনোদেন বিস্মারিতা অগ্রে গৃহকৃত্যব্যাপারা
যেন তথাভূতোহপি গোপানাং গোপীনাঞ্চ প্রকৃষ্টমোদদায়িন্ । গৃহকৃত্যে
সমাগাসক্তা যা মাতা তস্তা বৈয়গ্র্যকুং (২৫) শৃঙ্গ্যাদিভ্যো নিবেদ্ধুং
গৃহোচিতানি কর্মণি সম্পাদয়িতুং নালমিতি ভাবঃ । অতঃ ব্রহ্মাদীনামপি
কাম্যং বাঞ্ছনীয়ং দ্রষ্টুমিতি শেষঃ সৌন্দর্য্যং যশ্চ । জগতাং চতুর্দশ-ভুব-
নানামাশ্চর্য্যং বিস্ময়করং শৈশবং বস্যা । ‘ব্রহ্মৈশবং ত্রিভুবনাদৃতমিতি’ ॥
৯১—৯৩ ॥

অথ কৌমারচাপলমাহ—হে বালগোপাল ! প্রসীদ তাস্তা লীলাঃ
স্ফোরয় মদুদয়ে । গোপী-গণানাং মুদাবহ আনন্দজনক । ননু কিং কৃত্বা

অকালবৎস-নির্মোক্ত ব্রজ-ব্যাক্রোশ-সুস্থিত ।

নবনীত-মহাচোর বানরাহারদায়ক ॥ ৯৫ ॥

পীঠোলুখলসোপান ক্ষীরভাণ্ড-বিভেদক ।

শিক্যভাণ্ড-সমাকর্ষিৎ ধ্বান্তাগার-প্রবেশকৃৎ ॥ ৯৬ ॥

স্বাস্ত্ররত্ন-প্রদীপাঢ্য গোপীধাষ্ট্য-তিবাদক ।

গোপীব্রাতোক্তিভীতাম্যন্নৈত্র মাতৃ-প্রহর্ষণ ॥ ৯৭ ॥

নমঃ ২৫ ॥

আনন্দং জনয়তীতি চেত্তব্রাহ—অনুরূপৈঃ তুল্যরূপবয়োগুণশীলৈঃ বয়ঃশ্রেঃ
আপ্ত সহিত (২৭) চারু মনোহারি চ কোমারঃ শৈশবোচিতং চাপলং চ যশ্চ
(২৮) । চাপলমেব ব্যনক্তি—অকালে বৎসানাং নির্মোক্তঃ বিমোচক,
অথচ ব্রজজনানাং ব্যাক্রোশেন হাহেতি রাবেণ সৃষ্টু স্মিতং যশ্চ । নব-
নীতানাং মহাচোর, তদ্বক্তং ‘স্তেয়ং স্বাবৃত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতেঃ স্তেয়বোগৈঃ’
ন কেবলং তং, বানরাণামপি ভোজ্যদায়ক (২৯) । চৌর্য্যপ্রকারং দর্শয়তি
হস্তাগ্রাহেষ্, শিক্যভাণ্ডেষ্, পীঠেন চ উলুখলেন চ রচিতং সোপানং
আরোহণং যেন । তেষাং মধ্যে তৃপ্তিপ্রদং কিঞ্চিদপি ন লভ্যতে চেৎ
ক্ষীরভাণ্ডস্ত বিভেদকৃৎ । উচ্চস্থস্ত শিক্যভাণ্ডস্ত সমাকৃ তত্রত্যদ্রব্যাদীনা-
মিতি ভাবঃ ছিদ্রাদিৎ কৃত্বা আকর্ষণশীল, তদ্বক্তং ‘ছিদ্রং হস্তনিহিতবয়ুনঃ
শিক্যভাণ্ডেষ্, তদ্বিৎ’ । চৌরস্ত্যাক্রকারত্বমেব রুচিদমিত্যাহ—ধ্বান্তাগারে
তমঃপূর্ণে গৃহে প্রবেশকৃৎ । ননু তত্রাপি দীপস্তাবশ্যকত্বমস্মতীতি চেত্তব্রাহ
স্বস্ত্রাস্ত্রহিত-রত্নানি এব প্রদীপ স্তেনাঢ্য সমায়ুক্ত (৩০) । ননু তেন চ
গৃহস্থেনাবশ্যমেব ধৃতোহপি স্তাদেবেতি চেত্তব্রাহ—গোপীষ্ এব ধাষ্ট্যস্য
স্বধৃষ্টতায়াঃ অতিবাদং ‘ত্বমেব চৌরোহহং গৃহস্বামীতি’ দিশা প্রতিবাদং
করোতীতি তথাভূত । বদ্বা গোপীভিঃ স্বমাতৃসমীপে স্বধাষ্ট্যস্ত পূর্ববর্ণিতস্ত
অতিশয়ং বাদয়তীতি তথাভূত । বদ্বক্তং—‘এবং ধাষ্ট্যগাহ্যশতি কুরুতে
মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈ বিরচিতকৃতিঃ স্প্রতীকৌ যথাত্তে’
ইত্যাদিন । অথচ গোপীগণানাং উক্তিভিঃ সঞ্জাতা বা ভী মাতুরুপালস্তাদি-
ভয়ং তয়া ভ্রাম্যতী নেত্রে যশ্চ, অতএব মাতুঃ প্রকৃষ্টরূপেণ হর্ষপ্রাপক-
(৩১) ॥ ৯৪—৯৭ ॥

ভক্তোপালন্তনানন্দ বাজ্ঞাভক্ষিতমৃত্তিক ।
 রামাদি-প্রোক্তমৃদ্বার্ত হিতৈষ্যস্বাতিভৎসিত ॥ ৯৮ ॥
 কৃতক-ত্রাসলোলাক্ষ মিত্রান্তগূঢ়বিগ্রহ ।
 বলাদিবচনাক্ষেপ্ত জর্জনী-প্রত্যায়াবহ ॥ ৯৯ ॥
 ব্যাত্তস্বল্লাননাজন্ত মাতৃদশিতবিশ্ব হে ।
 যশোদা-বিদিতৈশ্বর্য্য জয় স্বাচ্ছন্দ্যমোহন ॥ ১০০ ॥
 সবিত্রীস্নেহ-সংশ্লিষ্ট যশোদা-স্নেহবর্দ্ধন ।
 স্বভক্তব্রহ্মসন্দত্ত-ধরাদ্রোণ-বরার্থকুং ॥ ১০১ ॥

নমঃ ২৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধেষ্টিমোহধ্যায়ঃ ॥

অথ মৃদভক্ষণলীলামাহ—ভক্তানাং তিরস্কারেণ আনন্দো যন্ত, অতএব
 বাজ্ঞয়া বদচ্ছাক্রমেণ ভক্ষিতা মৃত্তিকা যেন । রামাদিভিঃ গোপবালকৈঃ
 প্রোক্তা জনৈঃ মৃদভক্ষণবার্তা যন্ত । (৩২) অতঃ হিতৈষিণী যা অম্বা
 যশোদা তয়াত্যাথং তিরস্কৃত (৩৩) । কৃতকেন কৃত্রিমেণ ত্রাসেন লোলে
 চঞ্চলে অক্ষিণী যন্ত । যদ্বা কৃতং কং স্মৃৎ তত্রত্যানাং যেন (ইতি পৃথক্
 পদঃ) । যদ্বা স্বার্থে কন । অতঃ মিত্রাণাং বালকানাং মধ্যে গূঢ়ঃ বিগ্রহঃ
 যন্ত (৩৪) । ‘নাহং ভক্ষিতবানস্ব সবে মিথ্যাভিশংসিন’ ইত্যুক্ত্বা বল-
 দেবাদীনাং কুমারাণাং বচসঃ আক্ষেপকুং প্রতিবাদিন্ । ‘যদি সত্যগির
 স্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখমিতি’ কৃত্বা জনগ্ৰাঃ প্রত্যয়ম্ বিশ্বাসমুৎপাদয়তীতি
 তথাভূত । মাত্রা চ ব্যাদেহীতি প্রোক্তঃ সন্ ব্যাত্তং প্রসারিতং স্বল্লং
 ক্ষুদ্রতরমাননাজং মুখকমলং যেন এবং তস্মিন্বেব মুখবিবরে মাত্রা দশিতং
 বিশ্বং যেন হে তথাভূত ! যশোদয়া বিদিতানি ঐশ্বর্যাণি যন্ত (৩৭-৪২) ॥
 জয় ঐশ্বর্য্যতিরস্কারি-মাধুর্য্যং প্রকাশয় । তদেবোক্তং স্বাচ্ছন্দ্যমোহন
 বৈষ্ণবীমায়াং বিস্তার্য্য মোহনকুং । পূনর্বাৎসল্যোদয়াং সবিত্রা যশোদয়া
 স্নেহেন আলিঙ্গিত (৪৪) । যশোদায়াঃ স্নেহং বর্দ্ধয়তীতি তথাভূত । স্বদ্য
 ভক্তো যো ব্রহ্মা তেন সমাক্ দত্তঃ ধরাদ্রোণাভ্যাং যো বরঃ তস্মৈ এব
 সর্বমেতং করোতীতি তথাবিধ (৪৮-৫০) ॥ ৯৮—১০১ ॥

ইত্যষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

দধিনির্মস্থনারস্তি-সবিব্রীস্ততালোলুপ ।
 জননীগীতচরিত দধিমস্থনদগুধুক্ ॥ ১০২ ॥
 মাতৃস্তত্লামৃতাতৃপ্ত ক্ষীরোত্তার-গতাস্থিক ।
 মৃষা-কোপ-প্রকম্পোষ্ঠ দধিভাজন-ভঞ্জন ॥ ১০৩ ॥
 শিক্যহৈয়ঙ্গব-স্তেন নবনীত-মহাশন ।
 হৈয়ঙ্গবীন-রসিক নবনীতাবকীর্ণক ॥ ১০৪ ॥
 নবনীত-বিলিপ্তাঙ্গ কিঙ্কিণী-ক্ৰগসূচিত ।
 নবনীত-মহাদাত মৃষাশ্রো চৌর্য-শঙ্কিত ॥ ১০৫ ॥
 মাতৃভী-ধাবনপর গোষ্ঠাঙ্গন-বিনোদন ।
 জননীশ্রমবিজ্ঞাত দর্শমোদর নমোহস্ত তে ॥ ১০৬ ॥
 দামাকল্প-চলাপাঙ্গ গাঢ়োলুখল-বন্ধন ।
 যশোদা-বৎসলানন্তদামবন্ধ-নিয়ন্ত্রিত ॥ ১০৭ ॥

নমঃ ২৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে নবমোহধ্যায়ঃ ॥

অথ দামবন্ধনলীলামারভতে—দধিঃ নির্মস্থনে আরস্তিগ্যা নিযুক্তায়াঃ
 সবিব্রা মাতুঃ স্তন্যপানার্থং লোলুপ (১) । জনন্যা গীতানি চরিতানি যন্ত
 (২) অথ বালচপলতয়া দধিমস্থনশ্চ দগুং ধরতীতি তথাভূত (৩) । মাতুঃ
 স্তন্যামৃतेन অতৃপ্ত, তদা ক্ষীরোত্তারায় গতা অস্থিকা মাতা যন্ত (৪) মৃষা
 কোপেন কপটক্ৰোধেন প্রকম্পঃ প্রক্ষুরিতঃ ওষ্ঠঃ অধরঃ যন্ত, তথা দধি-
 ভাজনশ্চ দধিপাত্রশ্চ ভঞ্জনং যন্তাং তথাভূত (৬) । শিক্যহৈয়ঙ্গবীনশ্চ
 স্তেন চৌর, যতঃ নবনীতশ্চ মহং ভ্রশনং ভোজনং যন্ত । হৈয়ঙ্গবীনশ্চ
 রসিক, নবনীতানাং চতুর্দিশু অবকীর্ণক বিক্ষেপকুং । নবনীতেন বিলিপ্ত-
 মঙ্গং যন্ত । কিঙ্কিণ্যেঃ ক্ৰণেন শব্দেন মাত্রে স্বাবস্থানাদিকং সূচিতং যেন ।
 মর্কটাদিভ্যো নবনীতশ্চ মহাদায়ক । মৃষা কপটতয়া অশ্রা যন্ত, যতঃ
 চৌর্যেণ শঙ্কিত (৮) অতঃ মাতু ভয়াদ্ ধাবনপর । গোষ্ঠাঙ্গনে মাতৃভয়াদিত-
 স্ততঃ প্রধাবনাদিবিনোদকুং (৯-১১) । পরমবিনোদমেবাহ-দাতা বন্ধুং কৃত-
 প্রযত্নায়া মাতুঃ স্বদেহস্যগুহ্বেহপি বৃহত্তাবিস্করণেন পুনঃ পুনঃ বন্ধনায়াসবত্যা
 তস্যাঃ শ্রমং বিশিষ্টরূপেণ জানাতি অনুভবতীতি তথাভূত, (১৮)

দৃষ্টার্জুন-তরুদ্বন্দ্ব কুবেরশুত-শাপভিৎ ।
 অপরাধিসমুদ্রারদয়া-নারদ-গীতবিৎ ॥ ১০৮ ॥
 অকিঞ্চনজন-প্রাপ্য শ্রীমদাক্ষাণ্যগোচর ।
 আকৃষ্টোলুখলালান জয় শ্রীনারদপ্রিয় ॥ ১০৯ ॥
 কৃতদেবর্ষিগীতার্থ-যমলার্জুন-ভঞ্জন ।
 ধনদাত্তজ-সংস্তোত্র-স্তুত সর্বেশ্বরেশ্বর ॥ ১১০ ॥
 জীব-দুজ্জৈয়মহিমন্ সদা ভক্তৈকচিত্তভাক্ ।
 অসাধারণলীলোহ বিশ্বমঙ্গল-মঙ্গল ॥ ১১১ ॥

অতঃ দায়ঃ বন্ধঃ উদরঃ বসেতি হে দামোদরনামক তুভ্যং নমোহস্ত ।
 দাম রজ্জুরেব আকল্পো বেষঃ যস্য, অথচ চলো চঞ্চলো অপাল্লো চক্ষুঃ
 কোণৌ যস্য তথাভূত । গাতৃং যথা স্যাত্তথা উলুখলে বন্ধনং যস্য । যশোদা
 বৎসলা স্নিগ্ধা যস্মিন্ যদা যশোদায়ৈ বৎসল বাৎসল্যরসদায়িন্নিত্যর্থঃ ।
 অনন্ত ‘ন চান্ত ন’ বহি র্যস্য’ত্যাদিনোক্তত্বাৎ (১৩) । অথচ দায়ঃ বন্ধেন
 নিয়ন্ত্রিত পরবশ ইত্যহো কৃপা-বৈভবম্ !! ১০২—১০৭ ॥

ইতি নবমোহধ্যায়ঃ ॥

অথ যমলার্জুনভঞ্জনলীলামাহ—দৃষ্টং অর্জুনবৃক্ষয়ো দ্বন্দ্বং যেন । নল-
 কুবর-মণিগ্রীবনামকয়োঃ কুবের-পুত্রয়োঃ শাপং ভিনতি নিরাকরোতীতি
 তথাবিধ । অপরাধিনো স্ত্রয়োঃ সমুদ্রারায় যা দয়া তত্ৰা হেতোঃ নারদস্য
 গীতং (১০।২৫) বাক্যমিতি শেষঃ বেতি জানাতীতি, যজুজ্জৈয়মহিমং—‘ন হস্তৌ
 জুযতো জোষ্যানিত্যাदिना (৮-২২) । যতোহকিঞ্চনে ভাগবতেন জনেন
 প্রাপ্য, এবঞ্চ শ্রীমদাক্ষানাং ধনাদিমদগর্বিতানাং গোচরো নেতি । আকৃষ্ট-
 মূলুখলস্য আলানং রজ্জু যেন শ্রীনারদপ্রিয় হে ! জয় ভক্তবাক্যসত্যাকর-
 গুণাদিকমাবিস্কৃত্য লীলাবিতানং কুরুষেতি । তদেবমাহ—কৃতং দেবর্ষে
 নারদস্য গীতায় বাক্যরক্ষায়ৈ যমলার্জুনয়োঃ ভঞ্জনং নিপাতনং যেন ।
 অতঃ ধনদস্য কুবেরস্য আত্মজাভ্যাং পুত্রাভ্যাং সংস্তবৈঃ স্তুত ‘কৃষ্ণ
 কৃষ্ণ মহাযোগিঃ স্বমাং পুরুষঃ পরঃ’ ইত্যাদিনা (২৯-৩৮) । স্তবমেবাহ-
 সর্বেষাং ঈশ্বর্যাণাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশ্বর নিয়ামক । জীবেন দুজ্জৈয়
 অবোধ্য মহিমানঃ যস্য (৩২), অথচ সদা ভক্তানামেব চিত্তং ভজতি

স্বদাস-দাসতা-প্ৰীত ভক্তভক্তাতিবৎসল ।

গুহ্যকার্থিত-সৰ্বাঙ্গ-স্বষীক-ভজনামৃত ॥ ১১২ ॥

শিবামিত্র-সুতস্তোত্র-সন্তোষামৃতবর্ষিবাক্ ।

স্বভক্তবীক্ষামাহাত্ম্যাবাদিন্ প্রেমবরপ্রদ ॥ ১১৩ ॥

নমঃ ২৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ঃ ।

গোপ-বিস্মাপনক্ৰীড়া বাল-সংকথিতেহিত ।

সম্ভ্রান্ত-নন্দ-সংদৃষ্ট স্মিতভিন্নৌষ্ঠসংপুট ॥ ১১৪ ॥

পতিতাজুঁনমধ্যস্থ মহোলুখল-কর্ষক ।

গোপাশালি-লসন্মধ্য নন্দমোচিত-বন্ধন ॥ ১১৫ ॥

তদানুকূলা-সংসাধনাদিনেতি । অসাধারণাভিঃ অসমানোদ্ধাভিঃ লীলাভিঃ
উহ্ বিতৰ্কা (৩৪) । বিশেষাং বিশ্বানাং বা মঙ্গলানামপি মঙ্গল (৩৬)
স্বদাস দাসস্য স্বয়ং দাসতয়া প্ৰীত সন্তুষ্ট, যদ্বা স্বদাসস্য দাসতা ভৃত্যত্বমেব
প্ৰীতিদায়িকা যন্ত । অতএব ভক্তস্ত কুবেরস্ত নারদস্ত বা ভক্তো নৌ
প্ৰতি অতিশয়ং বৎসল স্নেহকারিন্ (৩৭) গুহ্যকাভ্যাং প্রার্থিতং ‘বাণী
‘গুণানুকথন’ (৩৮) ইত্যাদিনা সৰ্বাঙ্গস্ত সৰ্ব্বেন্দ্ৰিয়াগাঞ্চ ভজনমেবামৃতং
যন্ত যন্তৈ বা । শিবমিত্রস্ত কুবেরস্ত সুতাত্যাং যং স্তোত্রং তেন সন্তোষ
মেবামৃতং বর্ষয়িতুং শীলং যন্তা এতাদৃশী বাক্ যন্ত [বহুব্রীহিগর্ভবহুব্রীহিঃ]
‘জ্ঞাতং মম পুরৈবেতদिति (৪০-৪২) । স্বভক্তানাং বীক্ষয়া দর্শনস্ত মাহাত্ম্যং
বদতীতি শীলার্থে গিন্ (৪১) । তথা প্রেমরূপ-বরদানক্লং ; যত্নক্লং
‘সজ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোহভবঃ’ (৪২) ॥ ১০৮—১১৩ ॥

ইতি দশমোহধ্যায়ঃ ।

গোপানাং বিস্ময়জনিকা ক্রীড়া যন্ত (১—৩) ; বালৈঃ ‘অনেন তিৰ্য্যগ্-’
গতমূলুখলং বিকর্ষতা মধ্যগেনে’ত্যাদিনা সংকথিতং সম্যঙ্ নিবেদিত
মীহিতং চেষ্টিতং যন্ত (৪) । সম্ভ্রান্তেন ভয়াদরাদিজনিতত্বরায়ুক্তেন নন্দেন
সংদৃষ্ট । স্মিতেন স্মিতাদ্বা ভিন্নঃ বিকসিতঃ ওষ্ঠসংপুটো যন্ত । পতিতয়ো
রজুঁনয়ো মধ্যস্থিত, তথা মহত উলুখলস্ত কর্ষণশীল, গবাং রজ্জুভিঃ

স্বভক্ত-বশ্যতাদর্শিন্ বল্লবীস্তোভ-নর্তিত ।

বালকোদগীতি-নিরত বাহুক্ষেপ-মনোরম ॥ ১১৬ ॥

গোপ্যাজ্জাতপীঠাদে নবনীতার্থনা-পটো !

ব্রজমোহকরক্ৰীড়া-সুধাসিন্ধো নমোহস্ত তে ॥ ১১৭ ॥

নমঃ ২৯ ॥

উপনন্দাহিতপ্রীতে বৃন্দাবন-রসোৎসুক ।

প্রস্থান-শকটাক্রুত গোপিকাগীত-চেষ্টিত ॥ ১১৮ ॥

হৃদ্যবৃন্দাবনাবাস শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র হে ।

বৃন্দাবনপ্রিয় শ্রীমদ্বৃন্দাবন-বিভূষণ ॥ ১১৯ ॥

ব্যাসাদিহিংস্র-সহজ-বৈরহর্ভঃ প্রসাদ মে ।

শ্রীগোবর্দ্ধন-কালিন্দী-পুলিনালোক-হর্ষিত ॥ ১২০ ॥

নমঃ ৩০ ॥

লসন্ শোভমানো মধ্যদেশো যশ্চ । অতো নন্দেন মোচিতং বন্ধনং যস্য
(৬) । যস্য ভক্তবশ্যতা-গুণস্য প্রদর্শন-কারিন্, তদেবাহ—বল্লবীনাং
স্তোভেন করতালাদিনা প্রোৎসাহেন নর্তিতং নৃত্যং যস্য, তৎ বালকবদ
বালকৈ বা উদগীত্যাং উচ্চকীৰ্ত্তনে নিতরাং রত, এবং বাহুক্ষেপঃ কব-
চালনাদিকং তেন মনোরম (৭।৮) । ইদমানয়েত্যাদিকরা গোপীভিঃ
আজ্জয়া আনেতুমসমর্থ ইব ধৃতঃ পীঠাদি যেন । নবনীতস্যার্থনায়াং
ষাচ্ঞায়াং পটো । হে ব্রজস্য তদ্বাসিনামিতার্থঃ মোহকরা ক্রীড়া এব
সুধা তস্যাঃ সিন্ধো, সততং নানাবিনোদপরম্পরাভি স্তেবাং সর্ববিস্মারক-
ত্বাং । তুভ্যং নমোহস্ত ॥ ১১৪—১১৭ ॥

অথ বৃন্দাবনাগমনলীলামারভতে—উপনন্দেনাহিতা বন্ধারিতা প্রীতি
যস্য যস্মিন্ বা (২২-২৯) । প্রীতিকারণমাহ—বৃন্দাবনস্য যে রসা স্তেষু
উৎসুক ব্যগ্রচিত্তঃ ; উপনন্দ-মন্ত্রণানুসারেণ বৃন্দাবনায় প্রস্থানশ্চ-কৃতেশকটে
কৃতারোহণ (৩০-৩৪) ; গোপিকাভিঃ গীতানি চেষ্টিতানি লীলাকর্মণি
যস্য (৩৩) ; হৃদ্যঃ প্রীতিপ্রদঃ বৃন্দাবনস্যাবাসো যস্য (৩৬) হে শ্রীবৃন্দাবনস্য
চন্দ্র তত্রৈবোদীয় সর্বেষামপি স্থাবরজঙ্গমানামাহ্লাদ-জনকত্বাং । বৃন্দাবনস্য
প্রিয় প্রীতিকর, যদ্বা বৃন্দাবনং প্রিয়ং যস্য, তত্রৈব মহামোহন-লীলা

ব্রজানন্দাকরক্রীড়া মনোজ্ঞকলভাষণ ।
 বৎসপালন-সঞ্চারিন্ ব্রজাদূর-ধরাচর ॥ ১২১ ॥
 রামাদি-বালকারাম নানাক্রীড়া-পরিচ্ছদ ।
 বংশীবাদন-সংসক্ত বেণুচিত্রস্বনাকর ॥ ১২২ ॥
 মুরলীবদন শ্রীমন্ত্রিভঙ্গীমধুরাকৃতে ।
 ক্ষেপণীক্ষেপণ-প্রীত কন্দুকক্রীড়নোৎসুক ॥ ১২৩ ॥
 বৃষবৎসানুকরণ বৃষধ্বান-বিড়ম্বন ।
 জয়ান্বিত্যরণ-প্রীত সর্বজন্তুরতানুকূৎ ॥ ১২৪ ॥

নমঃ ৩১ ॥

বিনোদাদেঃ প্রচুরতরোদীপন-সম্ভাব্যং । অতঃ হে সর্বশোভা-সমৃদ্ধিমতো
 বৃন্দাবনস্য বিশিষ্টভূষণ ; তেন বিনাস্য ‘স্বাবরাশচাস্তরুত্তপ্তাঃ সন্তঃ শুক্লা
 ইবাভবন্ । বহুনোক্তেন কিং সর্বে মৃতা ইব চরাচরাঃ’ ॥ [বৃ-ভা-২।৬।৭০]
 ইত্যুক্তাদিশা সর্বসৌন্দর্য্যামাধুর্য্যবিহীনত্বাৎ । ব্যাঘ্রাদীনাং হিংস্রজন্তুনাং
 সহজাতং যদ্ বৈরং বিরোধ স্তশ্চ হারক ! মে ময়ি প্রসীদ । হে
 শ্রীগোবর্দ্ধন-যমুনা-পুলিনাদীনাং আলোকেন দর্শনেন হর্ষিত, তদুক্তং—
 ‘বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ । বীক্যাসীতুতমা প্রীতী রাম-
 মাধবয়ো নৃপৈতি’ (৩৬) ॥ ১১৮—১২০ ॥

অথ কোমারলীলাং নিরুপয়ন্বাহ—ব্রজস্ত তদ্বাসিনামিতি ভাবঃ আনন্দং
 প্রীতিং আ সম্যক্ করোতি ক্রীড়া যশ্চ তথাভূত । মনোজ্ঞং কলভাষণং
 অব্যক্তধ্বনিবিশেষো যশ্চ । তথা বৎসানাং পালনার ইতস্ততঃ সঞ্চারিন্ ।
 ব্রজস্ত অদূরবন্তিত্যাং ধরায়াং ভূমৌ চরতীতি (৩৭-৩৮) । রামাদীনাং
 গোপবালানাং সম্যক্ রাম প্রীতিকারিন্ । নানাবিধাঃ ক্রীড়োপযোগিনঃ
 পরিচ্ছদাঃ যশ্চ । বংশাঃ বাদনে সংসক্তাসক্তচিত্ত । বেগোঃ চিত্রান্
 বিবিধাশ্চর্য্যাকরান্ স্বনান্ শব্দান্ আ সম্যক্ করোতীতি তথাবিধ । মুরলী
 বদনে যশ্চ, শ্রীমতী পরমসুলাবণ্য-পরিপূরিতা চ ত্রিভঙ্গী ভঙ্গিমব্রয়বিশিষ্টা
 চাতো মধুরা মনোহরা চাকৃতি যশ্চ । ক্ষেপণীভিঃ লোষ্ট্রাষ্ট্রেঃ বিদ্বান্নামল-
 কাদি-ফলাদীনাং ক্ষেপণে নিপাতনে প্রীত । কন্দুকৈঃ গেধুকৈঃ ক্রীড়ায়-
 মুৎসুক ; তথা বৃষান্ বৎসাংশ্চ কষলাদি-পিহিতঃ বৃষবৎসাদিরূপঃ সন্নু-
 ক্রোতীতি তথা বৃষধ্বানশ্চ বিড়ম্বনমনুকারণ করোতীতি, (৩৯) তথা

জয় বৎসাসুরধ্বংসিন্ কপিথব্রাতপাতন ।

বাল-প্রশংসা-সংহৃষ্ট পুষ্পবর্ষ্যমরাচিত ॥ ১২৫ ॥

গোবৎস-পালনৈকাগ্র্য বালবৃন্দাদ্ভুতাবহ ।

বিকাগারগামিন্ মাং পাহি গোধূলি-ধুসর ॥ ১২৬ ॥

সুমনোহলকৃতশিরো গুঞ্জাপ্রালম্বনাবৃত ।

পুষ্প-কুণ্ডল বর্হশ্রক্ পত্রবাঢ়-বিনোদক ॥ ১২৭ ॥

মনোজ্ঞ-পল্লবোত্তংস বনমালা-বিভূষিত ।

বনধাতুবিচিত্রাজ্জবর্হিবর্হাবতংসক ॥ ১২৮ ॥

অমঃ ৩২ ॥

অত্ৰোত্তং মিথঃ রণে যুদ্ধে প্রিয় কুশল, এবং সর্বেষাং জন্তুনাং রুতানাং
বিবিধ-শব্দানামনুকারক (৪০) ॥ ১২১—১২৪ ॥

অথ বৎসাসুরবধলীলামহ—জয়তি । বৎসরূপিণমসুরং ধ্বংসয়তি
বিনাশয়তীতি তথাভূত ; বৎসাসুরস্তাপরপাদাভ্যাং সলাঙ্গুলং গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা
চ কপিথাগ্রে তেন প্রক্ষেপণাং কপিথসমূহানাং ভূমৌ নিপাতনং যেন
(৪৩) তং নিহতমসুরং পশুন্তি বালকৈঃ সাধুসাধ্বিতি প্রশংসয়া সংহৃষ্ট
তথা পুষ্পবর্ষণ-কারিভি রমঠৈ দেবৈ রর্চিত (৭৪) অথ গোপাল-বেশ-
লীলাদিকং বর্ণয়তি—গোবৎসানাং পালনে একাগ্রচিত্ত । বালকবৃন্দানাম-
দ্ভুতং বিস্ময়মাবহতি জনয়তীতি । বিকালে সায়াহ্নে আগারে নন্দালয়ে
গমনকৃতং । তথা গোধূলিভিঃ গোরজোভিঃ ধুসরিতাজ্জ হে ! মাং পাহি
ততলীলাবিনোদাদিকং স্মারয়িত্বানুগৃহাণেত্যর্থঃ । সুমনোভিঃ পুষ্পৈ রলঙ্কৃতং
শিরো যন্ত, গুঞ্জাভিঃ নিমিতেন প্রালম্বেন কণ্ঠাদ্জ্বলম্বমান-মাল্যেন
আচ্ছাদিতদেহ । পুষ্পৈরেব কুণ্ডলে যন্ত, তথা বর্হৈঃ ময়ূরপিচ্ছৈঃ পত্রৈ
বা শ্রক্ মাল্যং যন্ত । ‘বর্হং পত্রমিতি’ শব্দরত্নাবলী । পত্রনির্মিতবাণেন
চ বিনোদকৃতং । মনোজ্ঞৈঃ পল্লবৈঃ উত্তংসঃ শিরোভূষণং যন্ত ; বনমালায়া
বিভূষিত । ‘আজানুলম্বিনী মালা সর্বর্ভুকুসুমোজ্জ্বলা । মধ্যে স্থল-
কদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্তিতা’ ॥ বনধাতুভিঃ গৈরিকাণ্ডৈঃ বিচিত্রিত-
মঙ্গং যন্ত । বর্হিবর্হৈঃ ময়ূরপিচ্ছৈঃ অবতংসঃ শেখরো যন্ত ॥ ১২৫—১২৮ ॥

প্রাতর্ভোজন-সংযুক্ত বৎসব্রাত-পুরঃসর ।
 গিরিশৃঙ্গ-মহাকায়-বকাসুরগতেক্ষণ ॥ ১২৯ ॥
 তীক্ষ্ণতুণ্ডবক-গ্রস্ত-মূচ্ছাবিষ্ট-সুহৃদগণ ।
 মহাবক-মুখাক্রীড় বকতালু-প্রদাহক ॥ ১৩০ ॥
 জয় ছুষ্টবকোদগীর্ণ বকচক্ষু-বিদারণ ।
 বলাদি-বালকান্নিষ্ট পুষ্পবর্ষি-সুরেড়িত ॥ ১৩১ ॥

অমঃ ৩৩ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

প্রাতর্বন্যাশনাকাজ্জিন্ শৃঙ্গাকারিত-বৎসপ ।
 অসংখ্যবৎস-সঞ্চারিন্ অসংখ্যার্ভক-সঙ্গত ॥ ১৩২ ॥
 শিক্যচৌর্যাদি-বিবিধ-বালকক্রীড়াতিতোষিত ।
 স্বপাদস্পর্শনক্রীড়াপটুবালক-হর্ষিত ॥ ১৩৩ ॥

অথ বকাসুরবধলীলামারভতে—প্রাতর্ভোজ্যান্নৈঃ সংযুক্তঃ; বৎসসমূহানাং পুরঃ অগ্রে সরতি গচ্ছতীতি তথাবিধ (১৫)। গিরেঃ পর্বতস্ত শৃঙ্গং কুটমিব মহান্ কারঃ মূর্ত্তি র্যস্ত তথাবিধে বকাসুরে গতে ঈক্ষণে লোচনে যস্ত, তমসুরং দৃষ্টবানিত্যর্থঃ (১৭)। তীক্ষ্ণতুণ্ডেন খরতরবদনেন বকাসুরেণ গ্রস্তা গিলিতাঃ অতঃ মূচ্ছাবিষ্টাঃ সুহৃদগণা যস্ত (১৮-১৯)। মহাবকস্ত মুখমেবাক্রীড়ঃ খেলাগৃহং যস্ত, যদ্বা তস্ত মুখে আ সম্যক্ ক্রীড়া যস্ত, তত্রাপি নরলীলানতিক্রমাদতিস্বচ্ছন্দাবস্থানাদ্বা । তদেবাহ—বকতালুং প্রকৃষ্টরূপেণ দহতীতি তথাক্ৰং । অতো ছুষ্ট-বকেনোদগীর্ণ (৫০) তদা বকস্ত চক্ষোঃ বিদারণক্ৰং (৫১); ততো বলদেব-প্রভৃতিভি বালকৈঃ আলিঙ্গিত (৫৩), এবং পুষ্পবর্ষণশীলৈঃ সুরৈর্দেবৈশ্চ ঈড়িত স্তত (৫২) ॥ ১২৯—১৩১ ॥

ইত্যেকাদশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ বনভোজনাদিলীলামারভতে—প্রাতঃ বন্যাশনায় বন এব প্রথমং ভোজন-কৃত্যে অভিলাষিন্ । অতঃ শৃঙ্গেণ তদ্বাঞ্ছেন আকারিতা আহুতা বৎসপা গোপালা যেন (১) অসংখ্যানাং বৎসানাং সঞ্চারণক্ৰং তথা অসংখ্যে রত্নকৈ বালকৈঃ সঙ্গত সমন্বিত (২-৩)। শিক্যচৌর্যপ্রভৃতিভি বিবিধৈ

বয়স্শাসক্যসহন-ক্ষণমাত্রাবিলোকন ।

শুকগীত-মহাভাগ্য-ব্রজবালক-বেষ্টিত ॥ ১৩৪ ॥

নমঃ ৩৪ ॥

দ্রবু'ক্ষিসুপ্তপীনা'হীতরথোৎপ্রেক্ষকানুগ ।

দ্রুশ্চেষ্টাঘাসুরাভিজ্ঞ মুক্তার্ভক-রিরক্ষিষো ॥ ১৩৫ ॥

কৃত্যচিন্তা-মহালীল সর্পস্ত্রান্তঃপ্রবেশকুং ।

অঘদানবসংহর্ত বৎস-বৎসপ-জীবন ॥ ১৩৬ ॥

অমরানন্দ-বিস্তারিন্ নিন্দ্যদানব-মুক্তিদ ।

বিস্মাপিতাগতব্রহ্মান্নাশ্চর্য্যাক্ষে নমোহস্ত তে ॥ ১৩৭ ॥

নমঃ ৩৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

বালকীড়াভি রতিপ্রীত (৫) । স্বশ্চ পাদ-স্পর্শনরূপ-কীড়ায়াং পটুভিঃ
সুনিপুণৈ বালকৈঃ হর্ষিত আনন্দিত তথা বয়স্শৈঃ গোপাটলৈঃ অশক্যসহনং
দ্রুবিষহং ক্ষণমাত্রমপি অবিলোকনমদর্শনং যশ্চ (৬) শুকেন 'ইথং সত্যং
ব্রহ্মস্থানভূত্যা দাশ্চ গতানা'মিত্যাदि পদ্য-(১১-১২) দ্বয়েন গীতং বর্ণিতং
মহাভাগ্যং যেমাং তৈ ব্রজবালকৈ বেষ্টিত ॥ ১৩২—১৩৪ ॥

অথাঘাসুর-বধাদিলীলামারভতে—তেমাং সুখকীড়ন-বীক্ষণাক্ষমত্বাৎ
তথা 'কৃষ্ণনিহতয়োঃ মৎসোদরয়োঃ স্থানে বৎসতৎপাল-সহিতং কৃষ্ণং হনিষ্য'
ইতি বা বা দ্রুশ্চা বুদ্ধি স্তরা সুপ্তশ্চ পীনঃ স্থূলশ্চ যঃ অহী সর্প স্তস্য ইতরথা
বৃন্দাবনশ্রীকৃপয়াত্তবুদ্ধ্যা উৎপ্রেক্ষকাঃ দ্রষ্টারঃ অনুগাঃ পরিকরা যস্য
(১৬-১৮) । অথ দ্রুশ্চেষ্টং অঘাসুরং সর্বতোভাবেন জানাতীতি তথাবিধ ;
ততো মুক্তানাং সন্তমোবাজগরমত্তথোৎপ্রেক্ষ্য নির্ভয়ানাং তন্মুখবিবরং
বিবিক্ষুণাং বালকানাং তত্র নিরোধ এব রক্ষেচ্ছা যশ্চ (২৫) । তদা বালকান্
প্রবিষ্টানথ স্বং প্রতীক্ষমাণমসুরঞ্চ দৃষ্ট্বা তত্র 'কৃত্যং কিমত্রাস্থ খলশ্চ
জীবনং ন বা অমীষাঞ্চ সত্যং বিহিংসনম্ । দ্বয়ং কথং শ্রাদিতি' বৎ কৃত্যং
তশ্চ চিন্তয়া তদুদরে প্রবিষ্টা মহতী স্বদেহবুদ্ধিরূপা লীলা যশ্চ তথাভূত
(৩০) । তদেবাহ—সর্পস্ত্রান্তরিতি, এবঞ্চাঘাসুরশ্চ সংহারকুং । তথা
বৎসানাং বৎসপালানাঞ্চ মৃতানাং স্বয়ামৃতবর্ণিণ্যা দৃষ্ট্যা জীবনদায়ক (৩১-৩২) ।
অমরাণাং দেবানামানন্দশ্চ বিস্তারকুং (৩৪) নিন্দনীয়শ্চ দানবশ্চ দেহন্তিতং

পৌগণ্ড্যাত-কৌমার মহাশ্চর্য্যচরিত্র হে ।
 পরীক্ষিচ্ছুকদেবাতিবিমোহন-কথামৃত ॥ ১৩৮ ॥
 স্তুতরম্যসরস্তীরাদৃতশাদ্বল-জেমন ।
 সরঃসুপুলিনাসীন বালমণ্ডল-মণ্ডিত ॥ ১৩৯ ॥
 সখিশ্রেণ্যন্তুরাস্থাত ব্রজার্ভক-সহাশন ।
 পীতবস্ত্রোদর-শ্রুস্তবেণো বহুবিভূষণ ॥ ১৪০ ॥
 বামকক্ষান্তর-শ্রুস্তশৃঙ্গবেত্র প্রসীদ মে ।
 বামপাণিস্থদধ্যান কবলাশন-সুন্দর ॥ ১৪১ ॥
 অঙ্গুলী-সন্ধিবিহ্বস্ত-ফল বালালিচিত্ত-হং ।
 স্বনম'-হাস্তমানার্ভ স্বর্গ্যাশ্চর্য্যকরাশন ॥ ১৪২ ॥

নমঃ ৩৬ ॥

শুদ্ধসদ্ব্যক্তকং জ্যোতি নির্গতা স্বস্মিন্বেব প্রবেশাৎ তং মুক্তিং দদাতীতি
 তথাবিধ ; এতল্লাদিভি বিস্মাপিতঃ সন্নাগতো ব্রহ্মা বৎসবিধে ; অতো
 হে আশ্চর্য্য-সমুদ্র, মৃত্যোঃ সকাশাদ্ ব্রজবানাদীনাং তথাহেচ্চ মোক্ষণা
 দেবং তদানবস্থাপি জ্যোতিষঃ স্বদেহে প্রবেশনরূপাদ্ বিমুক্তিদানাচেতি
 বিবিধবিস্ময়করলীলাবিস্করণাৎ (৩৭) ॥ ১৩৫—১৩৭ ॥

ইতি দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ ব্রহ্মকৃতগোবৎসহরণলীলামাহ—পৌগণ্ড্য এব খ্যাতং কৌমারং
 তদ্বিষয়কবৃত্তান্তং যন্ত (১২।৪১) । মহাশ্চর্য্যং চরিত্রং যন্ত পরিক্ষিতঃ
 শুকদেবশ্চ ঐতিবিমোহকরং কথামৃতং যন্ত । স্তুতং প্রশংসিতং চ রম্যঞ্চ
 যৎ সরসস্তীরং তস্মিন্ আদৃতং শাদ্বলে নবতৃণযুক্তে দেশে জেমনং ভোজনং
 যেন (৬) । অতঃ সরসঃ সুমনোহরে পুলিনে আসীন । বালানাং মণ্ডলেন
 মণ্ডিত, সখীনাং যা শ্রেণী তামন্তুরা তিষ্ঠতীতি তথাভূত, ব্রজার্ভকৈঃ ব্রজ-
 গোপালৈঃ সহ অশনং ভোজনং যন্ত (৮) পীতবস্ত্রশ্চ উদরশ্চ চ মध्ये শ্রুস্তো
 বেণু যেন তথা বহুবিভূষণ । বামকক্ষমধ্যে শ্রুস্তং শৃঙ্গং চ বেত্রং চ যেন
 বামে পানৌ স্থিতং দধিমিশ্রিতমন্নং যন্ত । কবলাশনে দধ্যাদনাদীনাং
 কবলে গ্রাসেন সুন্দর । তথা অঙ্গুলীনাং সন্ধিষু বিহ্বস্তানি ফলানি যেন ।
 এবঞ্চ বালক-সমূহানাং চিত্তং হরতীতি তথাভূত । স্বশ্চ নর্মেণ পরিহাসেন

অদৃশ্য-তর্নকাষ্মেযিন্ বল্লবার্ভক-ভীতিহন্ ।

অদৃষ্টবৎসপ-ব্রাত বৎস-বৎসপ-মার্গগ ॥ ১৪৩ ॥

বিদিতব্রক্ষচরিত বৎস-বৎসপ-রূপধ্বক্ ।

বৎসপালহরব্রক্ষ-তত্ত্বমাতৃ-মুদিচ্ছক ॥ ১৪৪ ॥

যথাব্রজার্ভকাকার যথাবৎসপ-চেষ্টিত ।

যথাবৎসক্রিয়ারূপ যথাস্থান-নিবেশন ॥ ১৪৫ ॥

অমঃ ৩৭ ॥

গোগোপীস্তুত্ৰপাহন্তু (স্তে) * গোগোপীপ্ৰীতিবর্দ্ধন ।

বলরামোহিতোদন্ত পিতামহ-বিমোহন ॥ ১৪৬ ॥

হাস্তমানা বালকা যেন । স্বর্গ্যাণাং দেবাদীনাং চিত্তচমৎকারক মশনং
ভোজনং যন্ত । (১১) ॥ ১৩৮—১৪২ ॥

বৎসপালেষু ভুঞ্জানেষু তৃণলোভিতেষু বৎসেযু চ দূরতরং গচ্ছৎসু অতঃ
বালকেষু ভীতেষু সৎসু অদৃশ্যানাং তর্নকাণাং বৎসানাং মার্গগকারিন্ ।
তেন চ বল্লবার্ভকাণাং গোপবালকানাং ভীতিনাশক (১৩) । তথা চাদৃষ্টা
বৎসানাং গোরক্ষকাণাং চ ব্রাতা যেন তথাভূতঃ সন্ বৎসানাং বালকানাঞ্চ
মার্গগ অন্বেষণপর (১৬) । বিদিতং ব্রক্ষগচরিতং বৎস-বৎসপহরণরূপং
যেন । (১৭) অতো বৎসানাং বৎসপানাঞ্চ রূপাণি ধরতীতি তাদৃশ (১৮) ।
তত্র করণে কারণমাহ—বৎসপালানাং চৌরশ্চ ব্রক্ষণ স্তথা তত্ত্বমাতৃণাঞ্চ
মুদমানন্দমিচ্ছুঃ । তত্রাত্মং যথা—‘দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্তদপি’ ইতি (১৫)
দ্বিতীয়ন্ত (১৮) বিবৃতং । তদেব দর্শয়তি—ব্রজার্ভকাণাং গোপালানামাকার-
মনতিক্রম্য । এবমুপর্য্যাপি যোজ্যম্ (১৯) ॥ ১৪৩—১৪৫ ॥

তত্রাচরণাদিকমাহ—গবাং গোপীনাঞ্চ স্তুত্ৰপানাং অহন্তা অভিমানঃ
যন্ত (২২) যদ্বা—হে গোগোপীস্তুত্ৰপ অহং তে তবাপ্ৰীতি শেষঃ ।
ইথঞ্চ গোগোপীনাং প্রীতিং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশ (২৫-৩৪) । ব্রজশ্চ
সর্বত্র প্রেমবৃদ্ধিং বীক্ষ্য বলরামেণ উহিতঃ তর্কিতঃ উদন্তঃ বার্তা যন্ত

* গোগোপীস্তুত্ৰপাহন্তে ইতি পাঠে তু—গোগোপীনাং স্তুত্ৰপশ্চ অহন্তিঃ রক্ষকশ্চ-
তোবার্থঃ (সমুদ্বো) হরিবেষ্ণুসহজানিটাদীনামাশীর্বিষয়ে কর্তরি ভি হরিবেষ্ণুহরশ্চ নেতি
সূত্রেণ বধ্যাত্—হন্তিঃ ন হন্তিঃ = অহন্তিঃ রক্ষকঃ ॥

শুদ্ধসত্ত্বঘন-স্বীয়বলরূপ-প্রদর্শক ।

অত্যাশ্চর্যোক্ষণাশক্ত-ব্রহ্ম-ব্যুত্থানকারক ॥ ১৪৭ ॥

স্বান্তর্দৃষ্ট্যতিদীনাজ-বহির্দৃষ্টিসুখপ্রদ ।

গোপার্ভবশ রুচির সপাণিকবলাব মাং ॥ ১৪৮ ॥

ব্যালীনসৃষ্টবৎসার্ভগণ ব্রহ্মত্রপাকর ।

ব্রহ্মানন্দাশ্রদ্ধোতাঞ্জে দৃষ্টতত্ত্ব-বিধিস্থত ॥ ১৪৯ ॥

নমঃ ৩৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥

বিধিবাক্যামৃতাকীন্দু গোপবালকবেশ হে ।

ব্রহ্মাবতার-দিব্যাঙ্গাচিন্ত্যমাহাত্ম্যরূপভূং ॥ ১৫০ ॥

(৩৫-৩৯) । সকলং হরিং পুরাবৎ ক্রীড়ন্তং (৪০) তথা স্বগোপায়িতানপি তথৈবাবস্থিতান্ বীক্ষমাণশ্চ পিতামহশ্চ ব্রহ্মণো বিমোহং করোতীতি তাদৃশ (৪১-৪৪) । অতঃ শুদ্ধসত্ত্বঘনানাং স্বীয়ানাং বহুনাং রূপাণাং প্রকৃষ্ট-রূপেণ দর্শনকারিন্ (৪৬-৫৬) । ততশ্চ অত্যাশ্চর্য্যাকরাণাং সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক-রসমূর্তীনাং ঈক্ষণে দর্শনে অশক্তশ্চ (৫৬) ব্রহ্মণঃ ব্যুত্থানং প্রতিবোধং করোতীতি তথাভূত (৫৭) স্বশ্চ অন্তর্দর্শনেন সাতিশয়ং দীনশ্চ অজশ্চ ব্রহ্মণঃ বহির্দৃষ্টৌ সুখং প্রদদাতীতি (৫৮-৫৯) ॥ গোপবালকানাং বশীকৃত, হে রুচির, হে পাণৌ হস্তে কবলেন দধ্যমগ্রাসেন সহ বর্ত্তমান ! মামব লীলাস্মুর্ভ্যাদিনা স্বীকুরুষ (৬১) ব্যালীনাঃ স্বস্মিন্ সংহতাঃ সৃষ্টা বৎসাশ্চ অর্ভগণা বালকাশ্চ যেন । অতএব ব্রহ্মণঃ ত্রপাং লজ্জাং করো-তীতি তাদৃশ । ব্রহ্মণা আনন্দাশ্রুতি ধৌতো অজ্যী পাদৌ যশ্চ (৬২) এবং দৃষ্টং তত্ত্বং বাথাহ্ম্যং যেন তাদৃশা ব্রহ্মণা স্তুত (৬৪) ॥ ১৪৬—১৪৯ ॥

ইতি ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ ব্রহ্মস্তুতিমাহ—হে বিধে ব্রহ্মণঃ বাক্যমেব অমৃতং তন্তু সমুদ্রশ্চ ইন্দো চন্দ্র ! হে গোপবালকবেশ ব্রহ্মণে ব্রহ্মানুগ্রহার্থমেব অবতারো যশ্চ তথাভূতং দিব্যমপ্রাকৃতং স্বেচ্ছাময়ং অসং বপু যশ্চ । অচিন্ত্যমসাধারণত্বেন নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভেদরহিতং মাহাত্ম্যং যত্র তথাবিধং রূপং স্বরূপং যশ্চ (২) ॥

মৃষাজ্ঞানশ্রমাম্পর্শি-ভক্ত্যেকসুখনির্জিত ।

শ্রেয়ঃসারাত্যুদাসীন-দুর্বুদ্ধিক্রেশ-শেষক ॥ ১৫১ ॥

পূর্বপূর্ববিমুক্তৌঘাশ্রিতভক্তিসুমার্গ হে ।

নৈগুণ্যাদিক-হুজ্জেরাশ্চর্য্যানন্তমহাগুণ ॥ ১৫২ ॥

কেবলাত্মকুপাপাঙ্গবীক্ষাপেক্ষকমোচক ।

নিবেদিতাপরাধাতিভীত পুত্রার্থিত-ক্ষম ॥ ১৫৩ ॥

রোমকূপভ্রমংকোটিকোটি-ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ।

প্রসূবদাগঃসহন জগন্মাত জগৎপিতঃ ॥ ১৫৪ ॥

ভক্ত্যেকলভ্যত্বং সাধয়তি—মৃষা মিথ্যা বজ্ জ্ঞানং তস্মৈ শ্রমাম্পর্শিনী য়া
ভক্তিঃ তয়েব একয়া মৃথয়া স্তথেন নিতরাং জিত লভ্য ইত্যর্থঃ (৩) ।
শ্রেয়সাং পরমমঙ্গলাভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সারে নির্যাসরূপে ভক্তিমাগে
নিরতিশয়মুদাসীনস্ত্র অতো দুর্বুদ্ধেঃ কেবলবোধপ্রেপ্সোঃ ক্রেশ এব শেষো
অবশেষঃ ফলং যস্মাৎ (৪) । পূর্বপূর্বৈঃ পুরাতনৈঃ বিমুক্তৌঘৈঃ যোগি-
গণৈঃ যোগৈঃ জ্ঞানমপ্রাপা পশ্চাত্তে রাশ্রিতা য়া ভক্তিঃ তয়া স্তষ্টু মার্গঃ
সামীপ্যদঃ পস্থাঃ বস্ত্র (৫) । সগুণ-নিগুণয়োরুভয়োরপি জ্ঞানং দুর্ঘটমিতি
সাধয়িত্বা পুনঃ গুণাতীতস্ত জ্ঞানং কথঞ্চিং সম্ভবেন্নাম, ন তু সগুণস্তেতি
বক্তুং প্রারভতে—নৈগুণ্যং গুণাতীতস্বরূপাদপি অধিকহুজ্জেরাশ্চ
আশ্চর্য্যকরাশ্চ অনন্তাশ্চ মহান্তঃ গুণাঃ বস্ত্র (৬।৭) । নহু তদাসৌ সর্বথৈব
তুল্য ইতি চেত্তব্রাহ—কেবলমাত্মনঃ ভগবতঃ কুপয়া অনুকম্পয়া য়া
অপাঙ্গবীক্ষা কটাক্ষপাতঃ তস্মৈ অপেক্ষকস্ত্র সুসমীক্ষমাণস্তৈব মোচক
স্বরূপোবোধক ইতি ভাবঃ । (৮) এবং স্তত্বা ভগবন্তং ক্ষমাপয়িতুং স্বাপরাধং
নিবেদয়তীত্যাহ—নিবেদিতা অপরাধা যেন তাদৃশোহতিভীতস্ত্র পুত্রস্ত্র
স্বনাভি-কমলজস্ত্র অর্থিতং তদপরাধমর্ষণাদিকং ক্ষমতে সহতে ইত্যর্থঃ
(৯-১০) । স্বস্ত্রাতিশ্রোদীয়ত্বং দর্শয়তি—রোমকূপে একস্মিন্ণেব ভ্রমন্তি
পরমাণুবৎ গতাগতিং কুর্বাণানি কোটিকোটয়ঃ ব্রহ্মাণ্ডানাং মণ্ডলানি বস্ত্র
(১১) প্রসূ মাতা যথা গর্ভগতস্ত্র পাদপ্রহারং সহতে তথা মমাপি অপরাধ-
সহন, অতএব জগতাং মাতঃ, সর্বস্ত্র জগন্মণ্ডলস্ত্র ভগবৎকুক্ষিহিতত্বেন
ব্রহ্মণোহপি তথাত্বাং মাতৃবৎ অপরাধঃ সোঢ়ব্য ইতি ভাবঃ (১২) । ন
কেবলং তদপিতু জগৎপিতৃত্বেনাপি ইমেব প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—জগতপিতঃ ।

নাভ্যজ্জনিতব্রহ্মনারায়ণ নিরাবৃত্তে ।

স্বগভীয়াপ্রপঞ্চেক্ষা-তদসত্যত্বদর্শক ॥ ১৫৫ ॥

সত্যলীলাবতারৌঘাচিন্ত্যলীলাতিবৈভব ।

মিথ্যাসত্যত্বসংপাদিন্ সদা পরমসত্য হে ॥ ১৫৬ ॥

গুরুপ্রসাদ-সংদৃশ্য প্রপঞ্চজনকাস্মৃতে ।

বন্ধমোক্ষাদি-মিথ্যাত্বকুদ্ বিচারণমাত্রক ॥ ১৫৭ ॥

এতদেব বিশেষণাহ—মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশরানস্ত্র স্বনাভিকমলাৎ জনিতঃ
 বিনির্গমিতঃ ব্রহ্মা যেন (১৩) । নহু তহি নারায়ণস্ত্র পুত্রত্বমায়াতমিতি
 চেতদাহ—হে নারায়ণ ! সর্বদেহিনামাত্মত্বাৎ নরভূজলায়নাদিনা চ স্বমেব
 নারায়ণ ইত্যর্থঃ (১৪) । নি নাস্তি আবৃত্তিঃ দেশকালাত্মৈঃ পরিচ্ছিন্নতা
 যস্ত্র (১৫) । যদি জলাদি-প্রপঞ্চঃ সত্যঃ শ্রুতহি তেন তব পরিচ্ছেদো
 ভবেৎ, স তু মায়াবিনসিত এবৈতি দর্শয়তি—স্বশ্র গর্ভে জঠরমধ্যে অম্বারৈ
 যশোদারৈ প্রপঞ্চস্ত্র ঈক্ষ্বা প্রদর্শনেন তস্ত্র জগতঃ অসত্যত্বং মায়াকৃতত্বং
 দর্শয়তীতি তাদ্ক (১৬-১৮) । গুণাবতার-লীলাবতারেষ্পি তন্মূলত্বাৎ সত্যঃ
 তত্ত্বতঃ স্মেন ওতপ্রোততরানুস্মাতত্বাৎ যথার্থাঃ লীলাবতারাণাং সমূহাঃ
 যস্ত্র (১৯) মনসোহগোচরত্বাৎ অচিন্ত্যঃ লীলানামতিবৈভবা মহামহিমানঃ
 যস্ত্র (২০-২১) । সর্বেশ্বর্য্যযুক্তত্বাৎ সর্বান্তর্য্যামিত্বাৎ সর্বকারণকারণত্বাচ্চ
 মনসাপি ছবিভাবাত্মমশ্রেতি ভাবঃ । তথা মিথ্যাভূতশ্রাপি প্রপঞ্চজাতস্ত্র স্ব
 সম্বন্ধাৎ সত্যত্বং সত্যাদিরূপেণ প্রতীয়মানতাং সম্পাদয়তীতি তথাভূত
 (২২) । সদা কালত্রয়েপি পরমসত্য নির্বিকারত্বাৎ সত্যরূপেণ গীয়ত্বাদ্ভা
 (১০।২।২৬) । নহু এবস্তৃত্শ্চেদসৌ তদজ্ঞানাসম্ভবাৎ কুতঃ মুক্তিপ্রসঙ্গ
 ইতি চেতদাহ—গুরোঃ প্রসাদেন পূর্বোক্তরূপেণ ত্বজ্ জ্ঞানেনৈব সম্যক্
 দৃশ্য, যজ্জ্ঞং (২৪) ‘গুবর্কলকোপনিষৎসুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবান্তা-
 নুধিমিতি’ । প্রপঞ্চজনিকা অস্মৃতিরবিজ্ঞানং যস্ত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞানাৎ ; যদ্বা
 ভগবন্তঃ প্রিয়তয়া ভগবত্তয়াবাজ্ঞানাৎ খলু সংসার ইত্যর্থঃ (২৪) অজ্ঞান-
 সংজ্ঞত্বাদ্ বন্ধ-মোক্ষাদীনাং সত্যজ্ঞানাৎ প্রলীয়মানত্বাচ্চ তেবাং মিথ্যাত্বং
 করোতি সম্পাদয়তীতি তাদ্ক । নহু কিং কৃত্বা তথা করোতীতি চেতদাহ
 —নিত্যজ্ঞানরূপে বিশুদ্ধে প্রপঞ্চাतीতে আত্মতত্ত্বে বিচারণমাত্রে এব কঃ
 সূচ্য ইব । স যথা অন্ধকারনাশী দিনকৃত্বং, তথাআত্ম-বিচারোহপি

অসত্যাগি-স্বভক্তান্তর্বহিরাত্মাধিকক্ষুটঃ ।

স্বপাদ-মহিমজ্জাপি-স্বপাদাজ্জ-প্রসাদ হে ॥ ১৫৮ ॥

বিধাতৃভূরিভাগ্যৈক-প্রার্থ্যাদাসানুদাস্তক ।

চতুর্মুখ-মুহুর্গীত-ভক্তিমাহাত্ম্য পাহি মাং ॥ ১৫৯ ॥

নমঃ ৩৯ ॥

ধন্যধন্যব্রজবধূধেনুতর্পিত-মোদিত ।

নিত্যপূর্ণ-মহাভাগ্য ব্রজৌকোমিত্রতাং গত ॥ ১৬০ ॥

ব্রজবাসিপ্রসঙ্গান্তর্দেবতাবহুসৌখ্যদ ।

ব্রজজাতাজিহ্নু-রেণুস্পৃক্তৃণজন্মেপ্সু-পদ্মজ ॥ ১৬১ ॥

সংসারাভাবমাত্রহেন বন্ধমোক্ষয়ো স্তুচ্ছত্বকৃতং । অসং অবস্ত মিথ্যাভূতং
অসদ্ভি স্বসত্ত্বয়া জ্ঞায়মানমায়তত্বং যদা অসং নির্বাণং যদা সদবস্তলক্ষণ-
ভগবন্মার্গব্যতিরিক্তং সর্বং । তস্মৈ ত্যাগিনঃ যে স্বভক্তা স্তোষামন্তর্বহিঃ
আয়তয়া প্রিয়তয়া ব্যাপকত্বেন বা অধিকং যথা শ্রাতৃথা ক্ষুটোহভিব্যক্তি
র্যন্ত (২৭-২৮) । তন্মাহাত্ম্যস্ত তৎকৃপা-সাপেক্ষত্বমাহ—স্বস্ত পাদাম্বুজদ্বয়স্ত
মহিমানং জ্ঞাপয়তীতি তাদৃশঃ স্বপাদাজ্জপ্রসাদো যস্ত (২৯) । বিধাতৃ
ব্রহ্মণো ভূরিভাগ্যেনৈব একং কেবলং প্রার্থ্য দাসস্ত অনুদাস্তং যেন (৩০)
চতুর্মুখেন মুহুঃ গীতানি ভক্তিমাহাত্ম্যানি যস্ত হে তথাভূত মাং পাহি
স্বসেবাদিদানেন কৃতার্থীকুরুষ ॥ ১৫০—১৫৯ ॥

অথ ভগবতঃ প্রিয়জনানাং মাহাত্ম্য-বর্ণনমেব তস্মৈ পরা স্তুতিরিত্যভি-
প্রায়েণ তথা মধুরেণ সমাপয়েদিতি জ্ঞায়েন চাহ—ধন্যধন্যাঃ কৃতার্থতাপরম-
কাষ্টাঙ্গতা বা ব্রজবধূঃ ধেনবশ্চ তাভি র্থাক্রমং স্বস্ত্যুদানেন তর্পিতঃ
সন্তোষিতশ্চাসৌ মোদিতশ্চেতি তৎসম্বোধনে (৩১) । নিত্যানি পূর্ণানি চ
মহাভাগ্যানি যেষাং তাদৃশানাং ব্রজৌকসাং ব্রজবাসিনাং মিত্রতাং গত
প্রাপ্ত । অত্র নিত্যেতি কদাচিদপ্যস্তাপ্রাপ্যত্বং তথা পূর্ণেতি প্রত্যুপকার-
পেক্ষাদিকং চ ভগবতো নিরাকৃতং (৩২) । ব্রজবাসিনাং মনোবুদ্ধাহঙ্কার-
চক্ষুরাধিষ্ঠাতৃহেন প্রকৃষ্টঃ সঙ্ক্ষেপেষাং তাদৃশানাম্ অন্তশ্চরাণাং দেবতানাং
চন্দ্রাদীনামপি কীর্তিসৌন্দর্য্যসৌগন্ধ্যাত্মকদেশ-সেবাদানেনাপি বহুবিধং
সৌখ্যং দদাতীতি তাদৃশ (৩৩) । ব্রজে জাতস্ত কতমস্তাপি চরণরেণুং
স্পৃশতীতি তাদৃক্ যৎ তৃণজন্ম তদ্ভীপ্সুঃ পদ্মজঃ ব্রহ্মা বৎসম্বন্ধেন (৩৪) ।

প্রেমভক্ত্যর্পিতাশেষ ঘোষবাসি-মহাঋগ্নি ।

সদ্বেশমাত্রসংজ্ঞাত-পূতনাত্ম-প্রদায়ক ॥ ১৬২ ॥

বিরক্তপ্রাপ্যদানানুরক্তাপর্যাপ্তি-যন্ত্রিত ।

পুত্রহৃদয়কারণানুহৃদয়ানা-লজ্জিত ॥ ১৬৩ ॥

অবিদ্যমানি-সচ্ছিত্ত্বাগগোচর-বৈভব ।

অত্যনন্দ-মুহূর্ত্তনামকীৰ্ত্তনব্রহ্ম-বন্দিত ॥ ১৬৪ ॥

নমঃ ৪০ ॥

ব্রহ্মপ্রসাদ-সুমুখ ভক্তবৎসল বাক্‌প্রিয় ।

স্মিতেক্ষাহরিতব্রহ্মন্ ব্রহ্মানুজ্ঞা-প্রদায়ক ॥ ১৬৫ ॥

প্রেমভক্তে র্পিতং নিখিলং জীবিতাদিকং যস্মিন্ যদা প্রেমভক্তেষু অর্পিতং
সবং স্বাত্মপর্যাপ্তং যেন । ঘোষবাসিনাং সম্বন্ধে মহাঋগ্নি দেয়বস্তুনো
নিতরামভাবাং । কিঞ্চ সত্যং সত্ত্বাবযুক্তানাং ব্রজবাসিবিশেষাণাং ধাত্রী-
জনানাং বৈশাদেব [তত্রাপি হিংসাময়দন্তেনৈব, নতু ভক্ত্যা] সম্যক্ জ্ঞাত-
চরিত্রায়ৈ পূতনায়ৈ আত্মানং স্তম্ভপায়িকরূপেণ প্রদদাতীতি তথাভূত (৩৫) ।
বিরক্তানাং বীতরাগাদিদোষাণাং সন্ন্যাসিনামপি প্রাপ্যং যৎ স্বদানং তস্মিন্নু-
রক্ত অতএব ব্রজবাসিনাং ত্রিগুণসর্বব্যাপারানাং যতিভ্যোপি বিশেষভজন-
শীলানাং সম্বন্ধে অপর্যাপ্ত্যা অকৃতার্থতয়া যন্ত্রিত বন্ধ ঋগ্নিভিত্যর্থঃ (৩৬)
অতএব পুত্রহৃদয়ানাং অনুকরণেন লোকাভীতোহপি লোকবদ্ ব্যবহারাদি-
নেতৃত্বাৎ অতিমুহূর্ত্তনাং ব্রজবাসিনাং আগৃহ্য প্রত্যপকার-সাধনায় নাগমত-
এব লজ্জিত (৩৭) । বিদ্যমানিনো যে সন্তঃ পণ্ডিতসমূহা ইত্যর্থঃ তেষাং
চিত্তস্থ চ বাচ্যচ ন গোচরো বৈভবো মহিমা যন্ত (৩৮) । ইথং স্ততিপ্রভাব-
জনিত-শ্রীভগবৎপ্রসাদবিশেষতোহখিলাভিমানাপগমেন পরমদৈত্বোদয়াৎ
অত্যনন্দেন মুহূর্ত্তনামকীৰ্ত্তনং 'শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুঙ্করজ্যোষদায়িন্‌মিতি' নাম-
কীৰ্ত্তনেন ব্রহ্মণা বন্দিত (৩৯-৪০) ॥ ১৬০—১৬৪ ॥

ব্রহ্মণে প্রসাদায় সুমুখ যতো ভক্তবৎসল এবং স্ততি-প্রধানা বাক্‌ প্রিয়া
যন্ত তথাভূত । ততঃ স্মিতেন সহ যা ঈক্ষা দর্শনং তয়া হরিতঃ আনন্দিতো
ব্রহ্মা যেন । ব্রহ্মণে স্বধাম-গমনায় আদেশকৃত্ব (৪২) । বৎসানাং বৎসাপানাং
চ তমেব প্রাণেশং বিনা কৃষ্ণমায়া-হতদ্বাং ক্ষণাৎকিদ্‌ বর্ষযাপনরূপো যো

বৎস-বৎসপ-মোহন যথাপূর্বার্ততর্ণক ।

পুলিনানীত-বৎসৌঘ নম স্তেহদুতকর্মণে ॥ ১৬৬ ॥

মুগ্ধবালালিবাগ্জাতহাস ব্রজগৃহোৎসব ।

বিচিত্র-বেশচরিত গোপী-হৃদয়মোদন ॥ ১৬৭ ॥

আত্মাধিকপ্রিয়তম সর্বভূত-সুহৃদর ।

পরিষ্কিচ্ছুক-সংবাদ-নিশ্চিত-প্রেমসাগর ॥ ১৬৮ ॥

বিচিত্রলীল মাং পাহি নিলায়ন-বিহারবিৎ ।

ক্ৰীড়াতেতু-বিধানজ্ঞ প্লবঙ্গ-প্লবনোদ্ধত ॥ ১৬৯ ॥

নমঃ ৪১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

মোহঃ তং হন্তীতি তথাভূত । যথাপূর্বম্ প্রাগ্ বদেবাবস্থাচেষ্টাদিভি রবস্থিতা গোপবালকশ্চ তর্ণকা বৎসাশ্চ যশ্চ (৪২) এবঞ্চ সরঃপুলিনে আনীতা বৎসানামোঘাঃ সমূহা যেন । অদুতকর্মণে চিত্তচমৎকারিলীলাবিনোদিনে তুভ্যং নমঃ । ততো মুগ্ধানাং বালকচয়ানাং নৈকোহপ্যভোজি কবলঃ এহীতঃ সাধু ভোজ্যতা'মিতি (৪৫) বাক্যেন জাতো হাসো যশ্চ (৪৬) তথা নিজপ্রিয়সহচর-বৎসাদি-সঙ্গতি-জনিত-হর্ষভরণে বস্ত্রবেশাদিনা ব্রজ-জনানাং নেত্রানন্দং সঙ্গনয়ন্ ব্রজান্তঃপ্রবেশাৎ ব্রজগৃহোৎসবেতি । বিচিত্রঃ বইপ্রস্থান-বনধাতুভিঃ পরম-সুন্দরঃ বেশ স্তথা প্রোদ্ধামবেণুরবাদিনোৎ-সবনোচ্চাঙ্গাদ্ গোপবালকৈর্হর্ষাতিরেকেণ গীরমানং শ্রোত্ররসায়নঞ্চ চরিতং যশ্চ । অতএব গোপীনাং শ্রীবেশোদাদীনাং শ্রীরাধাদীনাং বা হৃদয়ং হর্ষাতিরেক-বিধানেন মোদয়তি আনন্দীকরোতীতি তথাবিধ । পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণোহসৌ সর্বেষামেব প্রিয়ত্বাদাত্মনোহপ্যধিকপ্রিয়তম (৫০-৫৫) অতঃ সর্বেষামেব ভূতানাং প্রাণিনাং সুহৃদর মহাবল্লভ । এবঞ্চ পরীক্ষিতঃ শুকশ্চ চ সংবাদেন নিশ্চিতঃ স্থিরীকৃতঃ প্রেমসাগরঃ যশ্চ ; সর্বান্বেব প্রেমামৃতেনাপ্লাবিতত্বাৎ । হে বিচিত্রলীলাবিহারিন্ ! হে নিলায়নঃ হে বিহারান্তান্ বেতীতি তাদৃক্ । নীলায়নং নাম কশ্চিৎ কুত্রাপি নিলীয় স্থিতোহশ্চেন পরিমৃগ্য দৃশ্যত ইত্যেবম্ । ক্ৰীড়য়া সেতুবিধানং জানাতীতি তথাবিধ । সেতুবন্ধশ্চ কুতোহপি নিঃসরতো জলশ্চ মৃত্তিকাদিনা নিরোধনং ;

পৌগণ্ডাগম গোপাল বৃন্দাবিপিন-মঙ্গল ।
 বৃন্দাবনান্তঃসঞ্চারিন্ সম্মানিত-নিজাগ্রজ ॥ ১৭০ ॥
 বৃন্দাবন-গুণাখ্যান-মিষ-দত্তমহাবর ।
 অতিবৃন্দাবন-প্ৰীত নানারতি-বিচক্ষণ ॥ ১৭১ ॥
 ভৃঙ্গানুকারিন্ মাং পাহি কূজ-নির্জিত-কোকিল ।
 উপাত্তহংসগমন শিখিনৃত্যানুকারক ॥ ১৭২ ॥
 প্রতিধ্বান-প্রমুদিত শাখাকূর্দন-কোবিদ ।
 নামাকারিত-গোবৃন্দ রজ্জু যজ্ঞোপবীতভূং ॥ ১৭৩ ॥
 নিযুক্তলীলা-সংহৃষ্ট বলভদ্রশ্রমাপনুং ।
 গোপ-প্রশংসানিপুণ বৃক্ষচ্ছায়াহৃতশ্রম ॥ ১৭৪ ॥

নদা—কদাচিচ্ছলবিহারাদৌ শ্রীঘনুনাথ-কৃতসেতুবন্ধং দিদ্গমাগানাং বয়-
 শ্চানাং প্রীত্যে বানরাচিঁতে স্তৈরেব সরোবর-মধ্যে সেতুনির্মাণং তথা
 শ্রীমধুপূর্যাং জন্মস্থান-পশ্চিমভাগে চ । তথা প্লবঙ্গবৎ বানর ইব প্লবনে
 উল্লস্কনে উদ্রুত চঞ্চল (৬১) ॥ ১৬৫—১৬৯ ॥

ইতি চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

অথ গোচারণ-মিষেণ বৃন্দাবনক্ৰীড়াদিকং বর্ণয়িতুমারভতে—পঞ্চবর্ষাতি-
 ক্রমে পৌগণ্ডশ্চ আগমঃ প্রাপ্তি র্যশ্চ, অতএব গোপজাতি-স্বধর্মত্বেন গাঃ
 পালয়তি চারয়তীতি গোপাল । তথা সর্বত্র প্রসর্পণেন বৃন্দাবিপিনশ্চ
 মঙ্গলকুং । তদেবাহ-বৃন্দাবনেতি (১-৪) । ‘অহো অমী দেববরামরাচিঁত’
 মিত্যাदिना (৫-৮) স্তবেন সম্মানিতঃ নিজাগ্রজো বলরামো যেন । বৃন্দা-
 বনশ্চ গুণানাং কথনচ্ছলেন দত্তো ‘ধন্তেয়মগ্ন ধরণী’ত্যাदिना শ্রীবলরামকর্তৃক
 প্রসাদরূপো মহাবরো যেন (৮) । বৃন্দাবনং প্রতি অতিপ্ৰীত স্বক্ৰীড়ো-
 পকরণসম্ভাবাং । তথা নানাবিধরতিষু বিচক্ষণ স্ননিপুণ । সাধারণদিন-
 গতলীলাং বর্ণয়তি—হে ভৃঙ্গাণামনুকুদিতি গানমাধুর্য্যমভিপ্রেতম্ । এবঞ্চ
 কূজে ন মধুরশব্দেন নির্জিতঃ পরাভূতঃ কোকিলঃ যেন । উপাত্তং গৃহীতং
 হংসশ্চেব গমনং যেন, তথা শিখিনঃ ময়ূরশ্চ নৃত্যশ্চানুকারক । প্রতিধ্বানেন
 প্রতিশব্দেন প্রকৃষ্টরূপেণানন্দিত । শাখাস্থ কূর্দনে উল্লস্কনে বিচক্ষণ ।
 নামভিঃ আকারিতং আহুতং গোবৃন্দং যেন (৯-১২) । রজ্জুরেব যজ্ঞোপ-

পুষ্পপল্লব-তল্লাঢ়্য গোপোৎসঙ্গোপবর্হণ ।

গোপসংবাহিতপদ গোপব্যজন-বীজিত ॥ ১৭৫ ॥

গোপগান-সুখস্বপ্ন জিতৈশ্য-গ্রাম্যচেষ্টিত ।

রমা-লালিত-পাদাজ্জাক্ষিত-বৃন্দাবন-স্থল ॥ ১৭৬ ॥

নমঃ ৮২ ॥

জয় শ্রীদামসুবল-স্তোককৃষ্ণৈকবান্ধব ।

বৃষাল-বৃষভৌজস্বি-দেবপ্রস্থ-বয়শ্চ হে ॥ ১৭৭ ॥

বরুথপার্জুনসখ ভদ্রসেনাংশু-বল্লভ ।

তালীবনকৃতক্রীড়া বল-পাতিত-ধেনুক ॥ ১৭৮ ॥

বীতং তদ্ বিভক্তি ধারয়তীতি তাদৃশ । নিযুদ্ধং বাহ্যযুদ্ধং তেন বা লীলা
ক্রীড়া তয়া সম্যকৃ হৃষ্ট । কচিদ্ বলভদ্রশ্চ শ্রমং পাদসম্বাহনাঠেঃ অপনো-
দতি নাশয়তীতি তাদৃক্ (১৪) । গোপানাং প্রশংসাস্থ নিপুণ (১৫) ।
বৃক্ষচ্ছায়াস্থ হতঃ বিনষ্টঃ শ্রমো যশ্চ । পুষ্পৈঃ পল্লবৈশ্চ যন্তুলঃ তপ্তিন্নাঢ়্য
শায়িত ইত্যর্থঃ । গোপশ্চ উৎসঙ্গঃ ক্রোড়মেব উপবর্হণমুপধানং যশ্চ (১৬) ।
গোপৈঃ সংবাহিতৌ পদৌ যশ্চ তথা গোপৈ ব্যাজনৈ বীজিত (১৭) ।
গোপানাং গানৈঃ সুখস্বপ্নঃ সুনিদ্রা যশ্চ (১৮) । জিতং গোপালৈঃ
সাকমেতাদৃশং লীলাবিনোদং কুব্ধতা ত্র্যক্কৃতং অন্তর্নিগীর্ণং বা ঐশ্যং ভগবত্তা-
প্রাকট্যং যেন । অথচ গ্রাম্যবং গ্রাম্যে বন্ধুভিঃ সমং কশ্চিদ্ গ্রাম্যো
বন্ধুরিব চেষ্টিতং মহাপ্রণয়ময়-নিজব্যবহারাদিকং যশ্চ । তথা রময়া
স্বাবির্ভাবান্তরে শ্রিয়া লালিতে সংবাহিতে যে চরণ-কমলে তাভ্যামক্ষিতং
চিহ্নিতং বৃন্দাবনস্থলং যেন (১৯) ॥ ১৭০—১৭৬ ॥

অথ তালীবনক্রীড়া-রাসভাসুরবধাদিকমাহ—জয়েতি । প্রিয়বয়শ্চেষু
শ্রীদামঃ প্রবরত্বাং প্রথমকীর্তনং ; প্রিয়নর্ম-বয়শ্চেষু মুখ্যত্বাং প্রথমং
সুবল-নামগ্রহণং ; স্তোককৃষ্ণেতি প্রিয়সখগণে পঠিতমপি প্রাঙ্ ন নির্দেশশ্চ
হেতু রয়মেবাত্মমততে—বালশ্চাশ্চ রূপং কৃষ্ণমহুগচ্ছদেব বর্ততে, তস্মান্নামাপি
তমনুগমিষ্যত্বং প্রণয়বিশেষায় সম্পৎশ্রুত ইতি বল-প্রাচুর্যাদিনা চ সর্ব-
থৈব কৃষ্ণসাহারকত্বাদিতি বোদ্ধব্যং । বৃষাল (অন্তত্র বিশালেতি পাঠঃ)-বৃষ-
ভৌজস্বিদেবপ্রস্থবরুথপাঃ এতে কনিষ্ঠকল্পাঃ প্রীতিগন্ধিনা সথেন সম্বন্ধাঃ

উত্তাল-তাল-রাজীভিদ্ রাসভাস্বর-নাশন ।

গোপবৃন্দ-স্তবানন্দিন্ পুণ্যশ্রবণ-কীর্তন ॥ ১৭৯ ॥

নমঃ ৪৩ ॥

গোপীসৌভাগ্য-সংভাব্যং গোধূলিচ্ছুরিতালকং ।

অলকাবদ্ধ-সুমনঃশিখণ্ডং রুচিরেক্ষণং ॥ ১৮০ ॥

সব্রীড়হাস-বিনয়কটাক্ষপ-সুন্দরং ।

গোপী-লোভনবেশং হ্রাং বন্দে গোপীরতিপ্রদং ॥ ১৮১ ॥

জয়াস্বা-কারিতস্মান পুণ্ডরীকাবতংসক ।

মুক্তাহার-লসংকণ্ঠ করকঙ্কণ-সুন্দর ॥ ১৮২ ॥

সেবাসৌখ্যকরাগিণশ্চ । অৰ্জুনস্ত প্রিয়নর্মবয়শ্চঃ আত্যন্তিকরহস্তেবু যুক্তো
ভাববিশেষবাংশ্চ । ভদ্রসেনাংশ্ প্রিয়সখগণে পঠিতৌ বিবিধকেনিভি স্তথা
নিযুদ্ধদণ্ডযুদ্ধাষ্টেঃ কৌতুকৈশ্চ সেবারুতো মন্তব্যো (২০) । অত্রং স্পষ্টম ।
তালীবনে কৃত্য ক্রীড়া যেন (২৭) । বলদেবেন নিপাতিতঃ ধেনুকো যং
প্রযুক্তেন । উত্তালাঃ উতুঙ্গাঃ তালরাজীঃ তালফলানি ভিনতি পাতয়তীতি
তথাভূত (২৮) রাসভাস্বরং বলেন বলদেবেন নাশয়তীতি তাদৃক্ (৩০-৩২)
গোপবৃন্দস্ত স্তবেন আনন্দো যস্ত । তথা পুণ্যে শ্রবণ-কীর্তনে যস্ত । অনেন
সর্বসদগুণকর্মাদি-মাহাত্ম্যং স্মৃতিতং । যদ্বা—পুণ্যে ধত্তে শ্রবণে কর্ণে যত
স্তথাভূতং কীর্তনং বেণুগানং যস্ত । অনেন ব্রজবাসিনাং শ্রোত্রাকর্ষকত্বং
ধ্বনিতম্ (৪১) ॥ ১৭৭—১৭৯ ॥

অথ গোপীনাং প্রেমবিবর্দ্ধকত্বেন স্তোতি—গোপীনাং মনঃপ্রাণ-
হারকত্বেন সৌভাগ্যতয়া সংভাব্যং চিন্তনীয়ং বহুমতং বা হ্রাং বন্দে অভি-
বাদনপূর্বকং স্তোমীত্যম্বয়ঃ । উদ্দীপকবেশাদিকং বর্ণয়তি—গোধূলিভিঃ ছুরিতা
রঞ্জিতা অলকাঃ কুটিলকুন্তলা যস্ত তং । অলকেষু ভঙ্গিযুক্তকেশেষু আবদ্ধাঃ
সুমনোভিঃ পুষ্পৈঃ রচিতঃ শিখণ্ড শ্চুড়া যস্ত তং যদ্বা অলকেষু আবদ্ধানি
সুমনাংসি পুষ্পাণি চ শিখণ্ডানি ময়ূরপিচ্ছানি চ যস্ত তং । রুচিরে মনোজ্ঞে
ঈক্ষণে নয়নে যস্ত তং । ব্রীড়য়া লজ্জয়া সহ বর্তমানঃ হাসশ্চ বিনয়শ্চ
কটাক্ষপাতশ্চ তেন সুন্দরং (৪২) । অতএব গোপীনাং লোভনীয়ো
বেশো যস্ত তাদৃশং তথা গোপীভ্যঃ রতিঃ সুরতং প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি
তথাবিধং হ্রাং বন্দে (৪৩) অথ জননীকৃতসেবাদিকমাহ—অম্বয়া যশোদয়া

মঞ্জুশিক্ষিত-মঞ্জীর স্বর্ণালঙ্কার-ভূষণ ।

দিব্যশ্রগ্গন্ধবাসোভূজ্জনন্যাপহ্রতান্নভুক্ ॥ ১৮৩ ॥

বিলাস-ললিত-শ্বেত-গর্বলীলাবলোকন ।

সুখপল্যঙ্ক-সংবিষ্ট রাধা-সংলাপ-নিবৃত্ত ॥ ১৮৪ ॥

নমঃ ৪৪ ॥

যমুনাতটসঞ্চারিন্ কালিয়হৃদতীরগ ।

নম স্তেহতিসুখাদৃষ্টে বিষার্ত-ব্রজজীবন ॥ ১৮৫ ॥

অতিবিস্মিত-গোপাল-কুলানুমিতচেষ্টিত ।

জয় স্বজন-রক্ষার্থ-নিগূঢ়ৈশ্বর্যাদর্শক ॥ ১৮৬ ॥

নমঃ ৪৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

কারিতং জ্ঞানং যশ্চ ; পুণ্ডরীকং শ্বেতপদ্মমেব অবতংসং শিরোভূষণং কর্ণভূষণং বা যশ্চ । মুক্তাহারেণ শোভিতং কর্ণং যশ্চ । করয়োঃ কঙ্কণাভ্যাং সুন্দর । মঞ্জু মনোজ্ঞং শিক্ষিতং ধ্বনি র্যয়োঃ তথাবিধৌ মঞ্জীরৌ নুপুরৌ যশ্চ । স্বর্ণখচিতালঙ্কারা এব ভূষণানি যশ্চ । দিব্যানি মালাগন্ধবস্ত্রানি বিভূতি ধারয়তীতি তাদৃক্ (৪৪-৪৫) । জনন্যা উপহৃতমন্নং ভুঙ্তে ইতি তথাবিধ । বিলাসেন ভাবি-বিলাসচিন্তয়েত্যর্থঃ ললিতং সুন্দরং চ শ্বেতরমীষদ্ধাশ্রযুক্তং চ গর্বেণ যৌবনাবির্ভাবসূচকেন মদেন লীলয়া চাবলোকনং নিরীক্ষণং যশ্চ । সুখেন সখিদাশ্রাদিকৃতোপস্বৃত-তাম্বূলসমর্পণ-চামরান্দোলন-পদসম্বাহন-নর্ম-গোষ্ঠী-গীতবাছাদিনা বিবিধ-প্রকারেণ সুখং পল্যঙ্কে সংবিষ্ট (৪৬) । এবঞ্চ রাধায়াঃ তৎসম্বন্ধিনঃ ইত্যর্থঃ সংলাপেন কেনচিৎ প্রিয়তমসখেন সহ মিথঃ প্রেমালোপেন নিবৃত্ত পরমানন্দিন্ (৪৬) ॥ ১৮০—১৮৪ ॥

অথ কালিয়দমনলীলামনুস্মৃত্যাহ—যমুনাতটে সঞ্চারিন্ ! কালিয়হৃদশ্রুতীরে গমনকৃতং । প্রেমাতুরভক্তানামোৎকর্ষ্যবৈয়গ্র্যাদি-নিরাকরণায়াহ—অতিসুখা পরমামৃতবধিণী দৃষ্টি র্যশ্চ তথাভূত, অতএব বিষার্তং ব্রজং ব্রজ-বাসিসমূহমিত্যর্থঃ জীবয়তীতি তাদৃক্ (৫০) । অতিশয়বিস্মিতাঃ যে গোপালাঃ সখায় স্তেযাং কুলেনানুমিতং তদনুগ্রহাদিরূপং চেষ্টিতং কন্ম যশ্চ (৫১) । তথা স্বজনানাং বন্ধুপ্রভৃतीনাং রক্ষায়ৈ নিগূঢ়ং সুগুপ্তং যথা

তুঙ্গনীপ-সমাক্রুৎ সর্পহৃদ-বিহারিণং ।
 কালিয়ক্রোধজনকং ক্রুদ্ধাহিকুল-বেষ্টিতং ॥ ১৮৭ ॥
 মোহমগ্ন-সুহৃদবর্গং সাশ্রুগোকুল-বীক্ষিতং ।
 মহোৎপাত-সমুদ্বিগ্নব্রজাষিষ্ঠগতিং ভজে ॥ ১৮৮ ॥
 পদচিহ্নাপ্তমার্গং হ্রাং মৃতপ্রায়-স্ববান্ধবং ।
 রামরক্ষিত-নন্দাদি-মুমূর্ষুব্রজ-শোচিতং ॥ ১৮৯ ॥

নমঃ ৪৬ ॥

নম স্তে স্বীয়-হুংখন্ন সর্পক্রীড়া-বিশারদ ।
 কালিয়াহি-ফণারঙ্গ-নট কালিয়মর্দন ॥ ১৯০ ॥
 কালীয়-ফণমাণিক্য-রঞ্জিত-শ্রীপদাম্বুজ ।
 নিজগন্ধর্ব-সিদ্ধাদি-গীতবাঢ়াদি-নর্তিত ॥ ১৯১ ॥

স্মৃত্বা ঐশ্বর্যং দর্শয়তীতি হে তথাভূত জয় এতলীলাদিকং মন্দ্রদি
 আবিস্কুরু (৫২) ॥ ১৮৫—১৮৬ ॥

ইতি পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ কালিয়-দমনলীলাং প্রস্তোতি—তুঙ্গনীপে অত্যাচ্চকদম্ববৃক্ষে সমা-
 ক্রুৎ, সর্পশ্চ হৃদে বিহার-কারিণং (৬) অতঃ কালিয়শ্চ ক্রোধজনকং তথা
 ক্রুদ্ধানাং অহীনাং সর্পাণাং কুলেন বেষ্টিতং (৯), মোহে মগ্নাঃ সুহৃদাং বর্গাঃ
 যশ্চ তং (২০) অশ্রুণা সহ বর্তমানেন গোসমূহেন বীক্ষিতং দৃষ্টং (১১) ।
 অথ মহোৎপাতেঃ দিবি ভুবি আত্মনি চ ত্রিবিধৈঃ আসন্নভয়হৃৎকৈঃ সম্যগু-
 দ্বিগ্নং যদ্ ব্রজমণ্ডলং তেনাষিষ্ঠা সমভিলষিতা গতি র্যশ্চ তাদৃশং (১৩-১৪)
 পদচিহ্নে ধ্বজবজ্রাকুশাঠৈঃ আপ্তঃ গৃহীতো মার্গঃ পন্থাঃ যশ্চ তং (১৭-১৮) ।
 মৃতপ্রায়াঃ স্ববান্ধবা যশ্চ তং (১৯-২১) । ততো বলরামেণ রক্ষিতো নন্দঃ
 আদি র্যশ্চ এবভূতো যো মরণোন্মুখব্রজবাসিগণ স্তেন শোচিতং (২২) হ্রাং
 ভজে ॥ ১৮৭—১৮৯ ॥

অথ কালিয়মস্তকনৃত্যাদিকমাহ—স্বীয়ানাং পিত্রাদীনাং স্বশ্চ কৃতে
 যদুঃখং তং হস্তি নাশয়তীতি তথাভূত (২৩) । সর্পক্রীড়াসু বিশারদ
 স্ননিপুণ (২৫) ; কালিয়সর্পশ্চ ফণা এব রঙ্গমঞ্চ স্তম্বিন্ নট নর্তক ।
 এবঞ্চ কালিয়ং মর্দয়তীতি তাদৃক্ । তথা কালিয়শ্চ ফণেব্ যানি মাণি-

পাদাম্বুজ-বিমর্দাতিনমিতাহীন্দ্র-মস্তক ।

রক্তোদগারি-বিভিন্নাঙ্গ-দীন-কালিয়-সংস্রুত ॥ ১৯২ ॥

অমঃ ৪৭ ॥

নাগপত্নী-স্তুতি-প্ৰীত হিতার্থোচিতদণ্ডকৃৎ ।

ক্রোধপ্রসাদ-গান্ধীৰ্য্য মহাপুণ্যৈকতোষ্য হে ॥ ১৯৩ ॥

নিরুপাধি-কৃপাকারিন্ সর্প-স্ত্রীপ্রার্থাদায়ক ।

সর্বার্থত্যাগি-ভক্তার্থ-স্বাজিষ্ণু রেখাচিতোরগ ॥ ১৯৪ ॥

অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যমহিমন্নানাজীবস্বভাব-স্বক্ ।

নানাক্রীড়নক-ক্রীড়িন্ স্বপ্রজাগঃক্ষমোচিত ॥ ১৯৫ ॥

ক্যানি তৈঃ রঞ্জিতে শোভিতে শ্রীচরণকমলে যন্ত (২৬) নিজাঃ শ্রীগুরুডা-
দয়ঃ পার্শ্বদাঃ গর্ভবাদয়শ্চ স্বর্গ্যাঃ তথা সিদ্ধচারণাদয়শ্চ এতৈঃ সহ সঙ্গীত-
বাছাণ্ডৈঃ উপকরণৈ নর্তিতং নৃত্যং যন্ত (২৭) । পাদাম্বুজস্ত বিশেষ-
মর্দনেन অতিনমিতানি অহীন্দ্রস্ত সর্পরাজস্ত মস্তকানি যেন (২৮-২৯)
রক্তোদগারীণি বিভিন্নানি মুখাদীনি অঙ্গানি যন্ত তাদৃশেন দীনেন কালিয়েন
সম্যক্ স্রুত (৩০) ॥ ১৯০—১৯২ ॥

অথ নাগপত্নীস্তুতিপ্রসাদাদিকং বর্ণয়তি—নাগপত্নীনাং স্তুতিভিঃ প্ৰীত ।
স্তুতিমাহ—জগতঃ হিতায় এব কৃতাপরাধে জন উচিতং গ্রায্যং দণ্ডং দমনং
করোতীতি তাদৃশ (৩৩) । ক্রোধ এব প্রসাদস্ত অনুগ্রহস্ত গান্ধীৰ্য্যং যন্ত ;
অসতাং কল্মষাপহং দণ্ডমক্লুপ্তা অমুষ্য সর্পশরীরং খলু ভগবতোহনুগ্রহে নিমিত্তে
তথা তন্ত ক্রোধো জাতিগতোহপি প্রসাদায়ৈব সমপণ্ডত, স্বক্ৰীড়ায়ৈ যোজি-
ত্বাং, ভোগপরিবেষ্টন-স্বীকারাং তথা ফণেষু ক্রোধেনোল্লম্যমাণেষু পরম-
হর্ষণে নৃত্যচরণাচ্চ (৩৪) । মহাপুণ্যৈর্যেব কেবলং তোষণীয় (৩৫) ।
নিরুপাধিঃ অহৈতুকী বা কৃপা তাং করোতীতি তথাভূত (৩৬-৩৭) । সর্প-
স্ত্রীভিঃ নাগপত্নীভি র্যং প্রার্থ্যং পতিজীবনং তদাতুং ক্ষম । সর্বাভিলাষ-
ত্যাগিভিরেব ভক্তৈঃ প্রার্থনীয়া বাঃ স্বচরণরেখা স্তাভিঃ আচিতঃ চিহ্নিতঃ
উরগঃ সর্পঃ যেন (৩৮) । অচিন্ত্যা ঐশ্বর্য্যস্ত মহিমানঃ যন্ত (৩৯-৪০) ।
নানাবিধানাং জীবানাং স্বভাবান্ সৃজতীতি তথাবিধ । নানাভিঃ ক্রীড়নকৈঃ
খেলনকৃৎ চ (৪১-৪২) । অতঃ স্বস্ত প্রজানাং লোকানাং আগসঃ অপরাধস্ত
ক্ষমায়ামুচিত সহন ইত্যর্থঃ (৪৩) । নাগস্ত্রীণাং পতিমেব ভিক্ষাং দদাতীতি

নাগস্রী-পতিভিক্ষাদ জয় কালিয়-ভাষিত ।

অগ্রাহ-সৃষ্টদৃষ্টাগোহযোগ্যমোহিত-নিগ্রহ ॥ ১১৬ ॥

স্বাক্ষমুদ্রাক্ষিতাহীন্দ্র-মূর্দ্ধান্ কালিয়শাসন ।

পূর্বস্থানাপিতাহীন্দ্র সুপর্ণজ-ভয়াপহং ॥ ১১৭ ॥

নাগোপায়ন-দৃষ্টাশ্বান্ কালিয়াতিপ্রসাদিত ।

যমুনাতৃদ-সংশোধিন্ হৃদোৎসারিত-কালিয় ॥ ১১৮ ॥

নমঃ ৪৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥

স্ববল্যশন-কালীয়-দর্পমদ'নবাহন ।

সৌভর্যুক্তি-স্বকাগম্য-সর্পাবাস-হৃদোদ্ধর ॥ ১১৯

তথাবিধ (৫২) । অথ কালিয়স্তবাদিকমাহ—কালিয়েন ভাষিত স্তত ত্বং জয় সর্বোৎকর্ষমাবিক্ষুর । অগ্রাহমসদগ্রহেণ সমায়ুক্তঞ্চ সৃষ্টং চ দৃষ্টং আগঃ-পাপমপরাধো বা যেন (৫৬-৫৭) অতএব অযোগ্যঃ মোহিতানাং নিগ্রহো যস্মিন্ (৫৮-৫৯) । স্বস্ত্রাক্ষমুদ্রয়া পদলাঞ্জনেন চিহ্নিতঃ অহীন্দ্রশ্চ মূর্দ্ধা যেন (৬০) । ‘নাত্র স্বেয়ং ত্বয়া সর্পে’ত্যাदिना कालिये शासनमादेशो यश्च (৬০) । পূর্বস্থানং রমণকরীপমাহিতঃ স্থাপিতঃ অহীন্দ্রো যেন তথা সুপর্ণাদ্ গরুড়া-জ্জাতং যদ্ ভয়ং তদপহরতীতি তাদৃশ (৬৩) । নাগশ্চ দিব্যাস্থরাদিভি রূপহারৈঃ দৃষ্টাশ্বান্ (৬৫।৬৬) । কালিয়ে অতিপ্রসাদিতং মহাপ্রসাদো যশ্চ (৬৬) এবং যমুনয়া হৃদশ্চ সম্যক্ শোধনকৃতং তথা হৃদাৎ উৎসারিতঃ দূরীকৃতঃ কালিয়ো যেন তথাভূত (৬৭) ॥ ১১৩—১১৮ ॥

ইতি ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

অথ কালিয়শ্চ রমণকত্যাগবৃত্তান্তমাহ—স্বশ্চ [গরুড়শ্চেতি ভাবঃ] বলিঃ উপহার এবাশমং ভোজনং যশ্চ এতাদৃশশ্চ কালিয়শ্চ দর্পং বিষবীর্যমদং মর্দয়তি নাশয়তীতি তথাভূতো বাহনঃ গরুড়ো যশ্চ (২-৮) । গরুড়াগম্যত্বে কালিয়হৃদশ্চ হেতুমাহ—সৌভরি-নামকশ্চ ঋষেঃ উক্ত্যা “অত্র প্রবিষ্ট গরুড়ো যদি মংস্তান্ স খাদতি । সত্ত্বঃ প্রাণৈর্বিযুক্তো সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহমিতি” (১১) বাক্যেন স্বকশ্চ স্বীয়বাহনশ্চাগম্যঃ যঃ সর্পাবাসঃ হৃদ স্তশ্চ উদ্ধারকৃতং বিষ-নিমুক্তকারিণিত্যর্থঃ (১২) হৃদাদ্ বিনিষ্কাশ্তঃ সন্ কালিয়েন উপহৃতো

দিব্যশ্রুগ্গন্ধবজ্রাঢ্য দিব্যাভরণভূষিত ।
 মহামণি-গণাকীর্ণ ব্রজজীবনদর্শন ॥ ২০০ ॥
 সহাস-শ্রী-বলান্ধ্রিষ্ট গোপালিঙ্গন-নিবৃত্ত ।
 প্রসীদ পীতদাবাগ্নে স্বজনান্ধ্রি-বিনাশন ॥ ২০১ ॥

নমঃ ৪৯ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

কাকপক্ষধর শ্রীমদ্বসন্তিত-নিদাঘ হে ।
 নয়নাচ্ছাদনক্রীড়া রাজলীলাভুকারক ॥ ২০২ ॥
 মৃগাদিচেষ্ঠা-ক্রীড়াকুদোলা-নৌকা-বিনোদক ।
 নানালৌকিক-লীলাভূমানা-স্থান-বিহারকৃৎ ॥ ২০৩ ॥

দিব্যৈঃ পরমমনোজ্ঞৈঃ মালাগন্ধবজ্রৈঃ আঢ্য সম্পন্ন তথা দিব্যো রাভরণৈঃ
 ভূষিত । মহামণিগণৈঃ আকীর্ণ ব্যাপ্তদেহ (১৩) । ব্রজশ্রু তদ্বাসিনঃ
 জীবনমেব দর্শনং যশ্রু তথা হাসেন সহ শ্রীবলদেবেন আশ্লিষ্ট আলিঙ্গিত ।
 এবং গোপৈঃ আলিঙ্গনে নিবৃত্ত পরমানন্দিন্ (১৪) । অথ দবাগ্নিপান-
 মাহ—পীতঃ দাবাগ্নি র্যেন (২১-২৫) অতঃ হে স্বজনানামাতিবিনাশকৃৎ
 ময়ি প্রসীদ মম বিরহজাতং দাবাগ্নিঃ ভবদর্শনামৃতেন নির্বাপয়েতার্থঃ ॥
 ১৯৯—২০১ ॥

ইতি সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ গ্রীষ্মে বসন্তগুণসমাবেশনাদিলীলাং বর্ণয়তি—কাকপক্ষঃ কেশ-
 গুক্ষিতবেণীত্রয়ং ধরতীতি তথাভূত (১২) শ্রীমাংশচাসৌ বসন্তিতশ্চেতি
 কর্মধারয়ঃ সর্বশোভাসমৃদ্ধিযুক্ত-বসন্তগুণলক্ষিতঃ নিদাঘঃ গ্রীষ্মঃ যশ্রু (৩-৭) ।
 ক্রীড়াবিশেষমাহ—আগমিষ্যতো নামকথনায় নয়নাচ্ছাদনেন ক্রীড়া খেলা
 যশ্রু (১৪) । [গিরিশিলা-সিংহাসনাসন-কৌসুমচ্ছত্র-চামরাদি-পরিচ্ছদস্ব-
 পাত্রপূরঃসরস্বাদিমযাঃ] রাজলীলায়া অনুকৃৎ (১৫) । মৃগাদীনাং পশুপক্ষিণাং
 চেষ্ঠাভিঃ গতিভঙ্গ্যাदिभिঃ ক্রীড়াঃ করোতীতি (১৪) । দোলয়া হিন্দোলনেন
 নৌকয়া চ বিনোদা যশ্রু (১৫) । বিবিধাঃ লৌকিকাঃ লোকপ্রসিদ্ধাঃ লীলাঃ
 বিশ্রুতি করোতীতি তথাভূত । নগদ্রিকুঞ্জ-কানন-সরোবরাদিষু নানাশ্রানেষু

ক্ৰীড়াসংপ্রাপ্তভাণ্ডীর জয় ভাণ্ডীর-মণ্ডন ।

গোপকুপি-প্রলম্বজ্ঞ দ্বন্দ্বক্ৰীড়াপ্রবর্তক ॥ ২০৪ ॥

বাহুবাহক-কেলীমন্ জয় ক্ৰীদামবাহক ।

বল-পাতিত-তুর্দ্ধর্ষ-প্রলম্ব বল-বৎসল ॥ ২০৫ ॥

নমঃ ৫০ ॥

ইতি দশমস্কন্ধেষ্টিদশোহধ্যায়ঃ ॥

জয় মুঞ্জাটবীভ্রষ্টমার্গ-পন্থাভিনাশক ।

দাবাগ্নিভীত-গোপালদৃঙ্ নিমীলন-দেশক ॥ ২০৬ ॥

মুঞ্জাটব্যাগ্নিশমন পীতোব্বণদবানল ।

ভাণ্ডীরাপিত-গো-গোপ যোগাধীশ নমোহস্ত তে ॥ ২০৭ ॥

নমঃ ৫১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

বিহারান্ করোতীতি তাদৃক্ (১৬) । ক্ৰীড়াক্রমেণ সংপ্রাপ্তঃ ভাণ্ডীর-বটঃ যেন । ভাণ্ডীরং মণ্ডয়তি স্বশোভয়া বিলাসাদি-সম্পাদনেন চ ভূষয়তীতি (১৯-২১) হে তথাভূত জয় ক্ৰীড়াং কুব্ধং স্বদেষ্ঠারমস্বরং বিনাশয় । তদেবাহ—গোপকুপিণং প্রলম্বস্বরং জানাতীতি তাদৃশ ! অতএব দ্বন্দ্বশঃ ক্ৰীড়ায়াঃ প্রবর্তক তথা বাহুবাহকতয়া কেলী অশ্বেতি অস্ত্যর্থো মতুপ্ (২৩) । তত্র পরাজিতঃ সন্ ক্ৰীদামানং বহতীতি হে তাদৃশ জয় স্বেঙ্গিতক্রমেণ কপটগোপং প্রলম্বং মারয় । তদেবাহ—বলেন পাতিতঃ তুর্দ্ধর্ষঃ মহাবিক্রান্তঃ প্রলম্বঃ যৎপ্রয়োজকেন (২৭-২৯) । বলঃ বলদেবঃ বৎসলঃ স্নিগ্ধঃ বস্মিন্ হে তাদৃশ ॥ ২০২—২০৫ ॥

ইতি অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ মুঞ্জাটবীদাহশমনলীলাং বিবৃণোতি—মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গাণাং পশুনাম্ আর্ভেঃ বিষাদস্ত নাশকুং, জয় লীলাবিনোদমাবিকুরু (২-৬) ; তমেবাহ দাবাগ্নিতঃ ভীতানাং গোপালানাং দৃশোঃ নিমীলন-বিষয়ে উপদেশং করোতীতি তাদৃশ (৮-১১) । মুঞ্জাটব্যাঃ অগ্নেঃ শমনমুপশমঃ যস্মাৎ । কথমিতি চেতদাহ—পীতঃ উব্বণঃ প্রজ্জ্বলন্ দাবাগ্নি যেন (১২) । ভাণ্ডীর-

প্রাবৃটশ্রীভূষিতারণ্য বৃষ্টিকাল-বিনোদকুৎ ।

গুহা-বনস্পতি-ক্রোড়সেবিন্ মূলফলাশন ॥ ২০৮ ॥

পাষণ-শ্রুস্ত-দধ্যন্নভুগ্ বর্ষাহর্ষিতব্রজ ।

শাদ্বলাশন-বর্ষাশ্রী-সম্মানক নমোহস্ত তে ॥ ২০৯ ॥

হে শরন্নির্মলব্যোমচারুকান্তে ! প্রসীদ মে ।

শরচ্ছন্দ্র-লসদ্বজ্জ কৃত-গোপীমহাস্মর ॥ ২১০ ॥

নমঃ ৫২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥

শরদ্বিহার-মধুর শরৎপুষ্প-বিভূষণ ।

কর্ণিকারাবতংসং ত্বাং নটবেশধরং ভজে ॥ ২১১ ॥

বনমাপিতাঃ প্রাপিতাঃ গাভঃ গোপাশ্চ যেন (১৩) । ননু তাদৃশাগ্নিঃ
স্নুকোমলমুখেন কথং পীতঃ ? তত্রাহ যোগাবীশ—ভূবিতকৈক্যধ্বা-বিশেষৈক-
স্বামিন্, অতএব তচ্ছক্ৰা পানকগণ্ডুষতামিব যাতো দাবানলঃ । (১২।১৪) ॥
২০৬—২০৭ ॥

ইত্যেকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ প্রাবৃটশরৎক্ৰীড়াং বর্ণয়তি—প্রাবৃষঃ বর্ষাকালশ্চ শোভাসমৃদ্ধ্যা
ভূষিতমরণ্যং যেন (৩-২৪) । বৃষ্টিকালে বিনোদান্ করোতীতি তাদৃক্ (২৫-
২৭) । গুহাঞ্চ বনস্পতি-ক্রোড়ঞ্চ সেবত ইতি শীলার্থে গিন্ । মূলানি চ
ফলানি চ আহারো যন্ত (২৮) । পাষণে শিলায়াং শ্রুস্তং দধ্যন্নং ভুঙ্তে
ইতি তথাবিধ (২৯) । বর্ষাভিঃ হর্ষিতং ব্রজং তত্রত্যজীববৃন্দং যেন ।
শাদ্বলং হরিতৃণমেব অশনং আহারো যেষাং তান্ বুযাদীন্ তথা বর্ষাণাং
শ্রিয়ং সৌন্দর্যাদিকঞ্চ বীক্ষ্য তান্ বহুমগ্নতে ইত্যর্থঃ (৩০-৩১) । হে
তথাবিধ তুভ্যং মে নমঃ অস্তু । অথ শরৎকালবিনোদমাহ—শরদঃ
নির্মলং মেঘনিমুক্তং ব্যোম আকাশ ইব চাক্র মনোজ্ঞা কান্তি র্যন্ত । হে
শরচ্ছন্দ্র ইব স্নন্দরং বদনং যন্ত হে কৃতঃ প্রাপিতঃ গোপীষু মহাস্মরঃ যেন
হে তথাভূত ! ময়ি প্রসন্নাভব ॥ ২০৮—২১০ ॥

ইতি বিংশোহধ্যায়ঃ ।

শরৎকালীনক্ৰীড়াবিশেষং বর্ণয়তি—শরদি বিহারে মধুরঃ পরমরমণীয় ।

বিশ্বস্ত-বদনাস্তোজ-লোচন-প্রাস্তনর্তক ।

বিশ্বাধরার্পিতোদারবেণো জয় সুগায়ন ॥ ২১২ ॥

নমো বক্রাবলোকায় ত্রিভঙ্গ-ললিতায় তে ।

বেণুমোহিত-বিশ্বায় গোপিকোদগীত-কীর্তয়ে ॥ ২১৩ ॥

নমঃ ৫৩ ॥

চক্ষুঃসাকল্য-সম্পাদি-শ্রীমদ্বক্ত্রাজ-বীক্ষণ ।

নানামালা-লসদ্বেশ গোপালসভ-শোভন ॥ ২১৪ ॥

সদাতিপুণ্যবদবেণু-পীয়মানাধরামৃত ।

বৃন্দাবনাতিকীর্তি-শ্রীপ্রদ-পদাজলক্ষণ ॥ ২১৫ ॥

অপূর্বমুরলীগীতনাদ-নর্তিত-বহিণ ।

শাখাংকীর্ণ-শকুন্তোষ সর্বপ্রাণিমনোহর ॥ ২১৬ ॥

শরৎকালীনৈঃ পুষ্পৈরেব বিভূষণং যন্ত । কর্ণিকারং অবতংসঃ কর্ণভূষা
যন্ত তাদৃশং তথা নটবরবেশধরং হ্যং ভজে আশ্রয়ামি । বিশ্বস্তে বদন-
কমলে যে নেত্রে তয়োঃ প্রাস্তভাগং নর্তয়তি অপাঙ্গভঙ্গীং করোতীত্যর্থঃ ।
বিশ্বাধরে অপিতঃ উদারঃ মহামোহনঃ বেণু যন্ত যেন বা । হে সুষ্ঠুগায়ন
ত্বং জয়, বেণুবাদনেন গোপীঃ আকৃষ্য তাভিঃ রমস্ব । অতএব বক্রমব-
লোকনং দৃষ্টি যন্ত তাদৃশায় অথচ চরণ-কটিগ্রীবাসু ত্রিভি ভঙ্গে বক্রিমভিঃ
ললিতায় মনোমদায়, বেণুনা মোহিতং বিশ্বং যেন তথাবিশ্বায়, অতো
গোপীভি রুচস্বরেণ গীতা কীর্তিঃ যন্ত তস্মৈ তুভ্যং নমঃ (১-৬) ॥
২১১—২১৩ ॥

অথ বেণুগীতমাহ—চক্ষুষোঃ সাকল্যং সম্পাদয়তি বিদধাতীতি তাদৃশং
শ্রীমং শোভাসমৃদ্ধিশীলং বক্ত্রাজন্ত বদনকমলন্ত বীক্ষণং দর্শনং যন্ত (৭) ।
চূতপ্রবালবহিস্তবকোংপলাজাদীনাং বহুভি মাল্যৈ লসন্ শোভমানো বেশো
যন্ত । এবঞ্চ গোপালগোষ্ঠীমধ্যে শোভন বিরাজমান (৮) । সদা অতি-
পুণ্যবতা বেণুনা পীয়মানং [আভীক্ষ্য ক্রিয়াসাততো শানচ্] অধরামৃতং
যন্ত (৯) । বৃন্দাবনন্ত মহতীং কীর্তিঞ্চ শ্রিয়ং শোভাসমৃদ্ধিঞ্চ প্রকৃষ্টরূপেণ
দদাতীতি তথাবিধং পদাজয়ো শচরণকমলয়োঃ লক্ষণং চিহ্নং যন্ত । তথা
অপূর্বায় পরমচমংকারময্যা মুরল্যা নিনাদ স্তেন যদ্বা অপূর্বো যো মুরল্যাঃ

বিস্মারিত-তৃণগ্রাস-মৃগীকুল-বিলোভিত ।

সুশীলরূপসঙ্গীত-দেবীগণ-বিমোহন ॥ ২১৭ ॥

গাঢ়রোদিত-গোবৃন্দ প্রেমোৎকর্ষিত-তর্ণক ।

নির্ব্যাপারীকৃতশেষ-মুনিতুল্যবিহঙ্গম ॥ ২১৮ ॥

গীতস্তুক্সরিতপূর চ্ছত্রায়িত-বলাহক ।

পুলিন্দীপ্রেমকৃৎঘাসলগ্নপাদাজ-কুঙ্কুম ॥ ২১৯ ॥

হরিসেবকবর্ষ্যত্বসম্পদ-গোবর্দ্ধনার্চিত ।

স্বপ্রেমপরমানন্দ-চিত্রায়িত-চরাচর ॥ ২২০ ॥

রাগপল্লবিতস্থাণো গীতানমিতপাদপ ।

গোপাল-বিলসদ্বেশ গোপীমার-বিবর্দ্ধন ॥ ২২১ ॥

গীতনাদঃ তেন নর্ত্বিতাঃ বহিণঃ ময়ুরাঃ যেন । ‘ময়ুরো বহিণো বহী নীলকণ্ঠো
ভুজঙ্গধ্বগিত্যমরঃ ।’ শাখাসু উৎকীর্ণা চিত্রাপিতা ইবাণ্ডব্যাপার-বিরহিতাঃ
শকুন্তানাং পক্ষিণাম্ ওঘাঃ সমূহা যন্ত কৃতে ইতি শেষঃ । অতঃ সবেষামেব
প্রাণিণাং মনো হরতীতি তাদৃশ (১০) । কিঞ্চ বিস্মারিতঃ তৃণগ্রাসঃ ঘাসাং
তাদৃশানাং মৃগীণাং কুলস্ত বিশিষ্টরূপৈঃ প্রণয়াবলোকাণ্ডে লোভিত ঈপ্সিত
বস্ত ইত্যর্থঃ (১১) । স্তম্ভু অর্থাৎ বনিতোৎসবদায়কং যং শীলং চরিত্রং রূপং
সৌন্দর্য্যলাবণ্যাদিকং তথা সঙ্গীতঞ্চ—তৈঃ দেবীনাং গণং বিমোহয়তি,
কামোদ্যেকেন বিগতনীব্যঃ করোতীতি ভাবঃ (১২) গাঢ়ং নির্ভরং যথা
স্তাত্থা রোদিতানি গবাং বৃন্দানি যেন । তথা প্রেমোৎকর্ষিতাঃ উৎ-
কর্ষিতোৎকর্ষিত-কর্ণা স্তর্ণকা বৎসা যেন । এতেন তেষাং মহাপ্রেমাবির্ভাবঃ
সংস্থচ্যতেতরাং (১৩) । নির্ব্যাপারীকৃতাঃ অর্থাৎ নিমীলিতদৃশঃ বিগতান্ধ-
বাচশ্চ বিহঙ্গমা যেন (১৪) । গীতেন বেণুনাদেন স্তব্ধাঃ সরিতাং নদীনাং
প্রবাহা যেন (১৫) । আতপ-নিবারণায় ছত্রবদাচরিতো বলাহকো মেঘো
যস্মিন্ (১৬) । পুলিন্দীনাং শবরকণ্ঠানাং প্রেমকৃৎ চ ঘাসেষু লগ্নং চ পদ-
কমলস্ত কুঙ্কমং যন্ত (১৭) । হরিসেবকবর্ষ্যত্বায় হরিদাসবর্ষ্যত্ব-সুসিদ্ধয়ে
পানীয়সুযবসকন্দরকন্দমূলাদিকা সম্পৎ যন্ত তাদৃশেন গোবর্দ্ধনেনার্চিত
(১৮) । স্বস্ত প্রেমঃ যঃ পরমানন্দ স্তেন চিত্রায়িতং চিত্রিতবদাচরিতং
চরাচরং স্থাবরজঙ্গমাশ্রকং বিশ্বং যেন । তদেব বিশদয়তি—রাগেণ প্রেমো
পল্লবিতাঃ পুলকাস্কুরভরিতাঃ ইত্যর্থঃ স্থাণবঃ নিঃশাখবৃক্ষা যেন । গীতেন

অশেষজঙ্গম-স্থানু-স্বভাব-পরিবর্তক ।

আর্দ্রীকৃত-শিলাকাষ্ঠ নির্জীবোজ্জীবনাব নঃ ॥ ২২২ ॥

নমঃ ৫৪ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

গোপকন্যাব্রতপ্রীত প্রসীদ বরদেব্বর ।

জলক্রীড়া-সমাশক্ত-গোপীবস্ত্রাপহারক ॥ ২২৩ ॥

কদম্বারূঢ় বন্দে স্বাং চিত্রনর্মোক্তিকোবিদ ।

গোপীস্তববিলুকাব্ধন্ গোপিকা-যাচিতাংগুক ॥ ২২৪ ॥

শ্রোতোবাসঃসুরদগোপকন্যাকর্ষণ-লালস ।

শীতার্ভযমুনোত্তীর্ণ-গোপীভাব-প্রসাদিত ॥ ২২৫ ॥

বেণুধ্বনিয়া আ সম্যক্ নমিতাঃ প্রণামায় গুণকারিতাঃ পাদপা বৃক্ষা যেন ।
তথা গোপালস্ত গোরক্ষকস্ত নির্যোগপাশাদিনা বিলসন্ শোভমানো বেষো
যস্ত । এবঞ্চ গোপীনাং মারং কামং বিশেষণ বর্দ্ধয়তীতি তথাবিধ ।
ইত্থম্ অশেষাণাং গতিমতাং স্থানুনাং স্থিতিমতাঞ্চ স্বভাবস্ত গতিস্থিতিরূপস্ত
পরিবর্তনং বিপর্যয়ং করোতীতি তাদৃক্ । তথা আর্দ্রীকৃতা শিলা চ কাষ্ঠং চ
যেন । নির্জীবান্ চেতনাশূন্যানপি উৎ সৃষ্টু জীবয়তি প্রেমদানেন প্রাণীয়-
তীতি তথাভূত হে ! নঃ অস্মান্ অব স্বলীলাস্মারণেন স্বসেবাসৌখ্য-সম্প্র-
দানেন বা পরিপালয় (১৯) ॥ ২১৪—২২২ ॥

ইত্যেকবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ হেমন্তে গোপীনাং কাত্যায়নীব্রতাদিকং বর্ণয়তি—গোপকন্যানাং
ব্রতেন কাত্যায়নীপূজয়া প্রীত, হে বরদানামীশ্বর—সর্বশ্রেষ্ঠ-প্রেমবরদায়িনি-
ত্যাং ময়ি প্রসীদ । জলক্রীড়াষু সমাগাশক্তানাং গোপীনাং বস্ত্রানাং চোর
(৭-৯) হে কদম্বারূঢ় স্বাং বন্দে । চিত্রাঃ যা নর্মোক্তয় পরিহাসবাচ স্তাস্থ
কোবিদ পণ্ডিত (১০-১১) । গোপীনাং স্তবেন ‘মানয়ং ভোঃ কৃথা স্বাং তু
নন্দগোপসুতং প্রিয়’মিত্যাदिনা বিলুকাঃ আত্মা যস্ত । গোপীভিঃ যাচিতমংগুকং
বাসো যস্মৈ (১৪-১৫) । শ্রোত এব বাসো যাসামর্থ্যাং নগ্নানাং চ সুরস্তুতীনাং
শোভমানানাঞ্চ গোপকন্যানাং আকর্ষণে লালসা যস্ত (১৬) । ততঃ
শীতার্ভাশ্চ যমুনায়াঃ উত্তীর্ণাশ্চ যা গোপ্য স্তাসাং ভাবেন প্রসাদিত
সন্তোষিত অথ স্কন্ধদেশে আরোপিতানি স্থাপিতানি গোপস্তুতীনাং বাসাংসি

স্কন্ধারোপিত-গোপস্বী-বস্ত্র সস্মিতভাষণ ।
 গোপীনমস্ক্রিয়াদেষ্ট গোপ্যেক-করবন্দিত ॥ ২২৬ ॥
 গোপ্যঞ্জলি-বিশেষার্থিন্ গোপকন্যা-নমস্কৃত ।
 গোপীবস্ত্রদ হে গোপীকামিতাকামিতপ্রদ ॥ ২২৭ ॥
 গোপীচিন্তমহাচোর গোপকন্যাভূজঙ্গম ।
 দেহি স্বগোপিকা-দাস্ত্রং গোপীভাব-বিমোহিত ॥ ২২৮ ॥
 নমঃ ৫৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবন-দূরস্থবিপ্রা-ভাবাভিকর্ষিত ।
 আতপত্রায়িতাশেষতরুদর্শনহর্ষিত ॥ ২২৯ ॥
 পরোপকারনিরত-তরুজন্মাভিনন্দক ।
 যমুনামৃতসংতৃপ্ত গো-গোপ-গণসেবিত ॥ ২৩০ ॥
 নমঃ ৫৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

যেন তথা স্মিতেন সহ ভাষণং বাক্যং যশ্চ (১৮) । গোপীনাং নমস্ক্রিয়ায়ৈ
 আদেশক্লং (১৯) । গোপীভিঃ একেন করেণ বন্দিত নমস্কৃত । তদা
 গোপীনামঞ্জলিবিশেষং হস্তদ্বয়কৃত-নমস্কারমর্থয়তি যাচতে ইতি তাদৃক্ ।
 ততো গোপকন্যাভিঃ অঞ্জলিং বন্ধাভি নমস্কৃত (২০) । অতঃপরং গোপীনাং
 বস্ত্রাণি দদাতীতি তাদৃক্ (২১) । গোপীভ্যঃ কামিতং বাঞ্ছিতং ব্রতপুত্তিঞ্চ
 অকামিতং স্বসঙ্গাদি বাঞ্ছাতীতঞ্চ সর্বং প্রকৃষ্টভাবেন দত্তে ইতি তাদৃশ (২৫-
 ২৭) । হে গোপীনাঞ্চিন্তানাং মহাচোর (২৩), ন কেবলং তং গোপকন্যানাং
 ভূজঙ্গমপি কামবিষোদগারিন্ বিটনায়ক ইতি ভাবঃ । গোপীনাং ভাবেন
 নিকৈতব-প্রেমমাধুর্যোগ বিশেষেণ মোহিত হে ! স্বগোপিকানাং দাস্ত্রং
 মে দেহি ॥ ২২৩—২২৮ ॥

অথ যজ্ঞপত্নীষু প্রসাদং বর্ণয়িষ্যামাদৌ যজ্ঞবাট-গতি-প্রভৃতিকমাহ—
 শ্রীবৃন্দাবনাদ্ দূরস্থিতা যা বিপ্রা যজ্ঞপত্ন্যা স্তাসাং ভাবেন অভিতঃ সমাক-
 প্রকারেণ কথিত । তথা আতপত্রায়িতাঃ ছত্রায়িতা য়ে অশেষা স্তরবঃ
 বৃক্ষা স্তেষাং দর্শনেন হর্ষিত । পরোপকারায় নিরতানাং তরুণাং জন্মনঃ

যজ্ঞপত্নীপ্রসাদার্থ-গোপক্ষুদতিবর্দ্ধন ।
 ক্ষুধার্তগোপবাগ্ ব্যগ্র জয় যজ্ঞান্নযাচক ॥ ২৩১ ॥
 হৃষ্পজ্ঞ-যজ্ঞাবজ্ঞাত ভক্তবিপ্রা-দিদৃক্ষিত ।
 ব্রাহ্মণ্যাকর্ষকোদন্ত যজ্ঞপত্নীমনোহর ॥ ২৩২ ॥
 ব্রাহ্মণীতাপভিচ্চিত্রবেশাবস্থানভূষণ ।
 জয় দ্বিজসতী-শ্লাঘিন্ যজ্ঞপত্নীষ্টদাস্তক ॥ ২৩৩ ॥
 ব্রাহ্মণীকাকুসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণীপ্রেমভক্তিদ ।
 পতিরুদ্ধ-সতীসছোবিমুক্তিদ নমোহস্ত তে ॥ ২৩৪ ॥
 যজমানীবিবীর্ণান্নতৃপ্ত বিপ্রান্নুতাপদ ।
 স্বীয়সঙ্গ-দ্বিজজ্ঞানপ্রদ ব্রাহ্মণ্যদেব হে ॥ ২৩৫ ॥

নমঃ ৫৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রশংসাকৃতং (৩২-৩৫) । যমুনায়া অমৃতেন জলেন সম্যক্ গোগোপৈঃ সাকং তৃপ্ত (৩৭) । এবঞ্চ গবাং গোপানাঞ্চ গণেন সেবিত জুষ্ট (৩৭-৩৮) ॥ ২২৯—২৩০ ॥

ইতি দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ যজ্ঞপত্নীপ্রসাদাদি বর্ণয়তি—যজ্ঞপত্নীনাং প্রসাদারৈব গোপানাং ক্ষুধং নিরতিশয়ং বর্দ্ধয়তীতি তথাভূত (১) । অতঃ ক্ষুধার্তানাং গোপালানাং বাক্যেন ব্যগ্র চঞ্চল । হে যজ্ঞনাম্নয়ং যাচক জয় সর্বসৌন্দর্য্যমাধুর্যাদিক-মাবিকৃত্য তা আত্মসাৎ কুরু (২-৮) । হৃষ্পজ্ঞৈঃ দুর্বুদ্ধিভিঃ বিচারহীনৈ র্যজ্ঞভিঃ হোতৃভিঃ মনুষ্যবুদ্ধ্যা অবজ্ঞাত (৯-১১) । তদা ভক্তাভি বিপ্রাভিঃ অন্নায় বালকৈ নিবেদিতাভি দিদৃক্ষিত দর্শনায় ঈপ্সিত (১৫-১৮) । ব্রাহ্মণী-নামাকর্ষণশীলঃ উদন্তঃ বার্তা যন্ত (১৮) যজ্ঞপত্নীনাং তৎকথয়া মনোহরতীতি তাদৃশ (১৮) । ব্রাহ্মণীনাং স্ববিরহজং তাপং ভিনতি নাশয়তীতি তথাভূত (২৩) । চিত্রঃ বেশঃ অবস্থানং ভূষণঞ্চ যন্ত (২১-২২) । দ্বিজসতীনাং কাকুভিঃ সন্তুষ্ট (২৯-৩০) । ব্রাহ্মণীভ্যঃ প্রেমভক্তিং দদাতীতি তাদৃক্ ৩১-৩২) । হে পত্যা রুদ্ধা বা সতী তস্তাঃ সন্ত স্তৎক্ষণাদেব বিমুক্তিদানকৃতং তুভ্যং নমঃ অস্ত (৩৪) । অথ যজমানীভি বিবীর্ণেন প্রদত্তেনান্নেন তৃপ্ত

জয় বাসব-যাগস্ত পিতৃপৃষ্ঠমথার্থক ।

শ্রুততাত্ত্ব-যজ্ঞার্থ কর্মবাদাবতারক ॥ ২৩৬ ॥

নানাপন্যাবাদৌষ-শক্রযাগ-নিবারক ।

গোবর্দ্ধনাদ্রি-গোযজ্ঞ-প্রবর্তক নমোহস্ত তে ॥ ২৩৭ ॥

প্রোক্তাদ্রি-গো-মথবিধে যজ্ঞদত্তোপহারভুক্ ।

গোপবিশ্বাসনার্থাদ্রিচ্ছলস্থলান্যরূপধুক্ ॥ ২৩৮ ॥

গোবর্দ্ধন-শিরোরত্ন গোবর্দ্ধন-মহত্বদ ।

কৃতভূষাশনাভীর-কারিতাদ্রি-পরিক্রম ॥ ২৩৯ ॥

নমঃ ৭৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥

(৩৫) তথা বিপ্রৈভ্যঃ অনুতাপং দদাতীতি তাদৃশ (৩৭-৪০) । স্বীয়ানাং ব্রাহ্মণীনাং সঙ্গতঃ দ্বিজৈভ্যঃ জ্ঞানং স্বস্বরূপাত্মকং বোধং প্রদদাতীতি । হে ব্রহ্মণ্য বিপ্রদেবতপোভ্যো হিতকারিন্ দেব লীলা-বিনোদিন্ ॥ ২৩১-২৩৫ ॥

ইতি ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথেন্দ্রমথভঙ্গলীলামারভতে—বাসবশ্চেন্দ্রস্ত যাগং তৎসম্বন্ধিনং ব্যাপার-জাতং জানাতীতি হে তথাভূত (১) জয় স্বৈশ্বৰ্য্যমাধুর্যাদিকমাবিকৃত্য লীলা-বিনোদং কুরুষ । তথাপি পিত্রে পৃষ্ঠঃ মথস্ত যাগস্তার্থঃ প্রয়োজনং যেন (২-৭) । শ্রুতঃ তাতেন পিত্রা উক্তঃ যজ্ঞস্ত অর্থঃ কারণং যেন (৮-১১) । ‘কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কম নৈব বিলীয়তে’ ইত্যাদিনা কর্মবাদস্ত অবতারং রচনং করোতীতি তথাবিধ (১৩-১৮) । নানাবিধেনাপন্যাস্ত বাদৌষেন শক্রশ্চেন্দ্রস্ত যাগং নিবারয়তীতি তাদৃক্ (১৯-২৩) । গোবর্দ্ধনাদ্রেঃ গবাঞ্চ যজ্ঞস্ত পূজায়াঃ প্রবর্তনকৃত্যং । তে নমঃ (২৫) । প্রোক্তাঃ অদ্রেঃ গিরি-রাজস্ত গবাঞ্চ মথস্ত পূজায়া বিধয়ঃ যেন (২৬-৩০) । অথ যজ্ঞায় দত্তানুপ-হারান্ ভুঙ্ক্তে ইতি তাদৃশ । অতঃ গোপানাং বিশ্বাসনায় অদ্রে গিরীন্দ্রস্ত ছিলেন স্থলং বৃহত্তরঞ্চ অন্তরূপং ধজতি প্রাপ্নোতীতি তথাভূত (৩৫) হে গোবর্দ্ধনস্ত শিরোরত্ন তত্র বিরাজমানত্বাৎ । গোবর্দ্ধনায় মহত্বং দদাতীতি । তথা কৃত ভূষা যৈঃ স্বলঙ্কৃতত্বাৎ গোপানাং, তথা কৃতানি উপকৃতানি

জনিতেন্দ্ররুখং শক্রমদবৃষ্টি-শমোন্মুখং ।
 গোবর্দ্ধনাচলোদ্ধর্ত্ত স্থাং বন্দেহদ্রুতবিক্রমং ॥ ২৪০ ॥
 লীলাগোবর্দ্ধনধর ব্রজরক্ষাপরায়ণ ।
 ভুজানন্তোপরিগ্রাস্ত-শ্লানিভক্ষাভূতম ॥ ২৪১ ॥
 গোবর্দ্ধনচ্ছত্রদণ্ডভুজার্গল মহাবল ।
 সপ্তাহ-বিধ্বতাদ্রীন্দ্র মেঘবাহন-গর্বভিৎ ॥ ২৪২ ॥
 সপ্তাহৈকপদস্থায়িন্ ব্রজক্ষুভৃড্‌নুদীক্ষণ ।
 জয় ভগ্নেন্দ্রসংকল্প মহাবর্ষ-নিবারণ ॥ ২৪৩ ॥
 স্বস্থান-স্থাপিতগিরে গোপীদধ্যক্ষতাচিত ।
 দেবতা-সুমনোবৃষ্টিসিক্ত বাসব-ভীষণ ॥ ২৪৪ ॥

নমঃ ৫৯ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অশনানি ভোজ্যাदीनि যৈ স্তথাবিধৈঃ আভীরৈঃ কারিতা অদ্রেঃ গিরিরাজস্ত
 পরিক্রমা প্রদক্ষিণং যেন (৩৩।৩৪) ॥ ২৩৬—২৩৯ ॥

ইতি চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ গোবর্দ্ধনধারণলীলাং বর্ণয়তি—হে গোবর্দ্ধনপর্বতস্ত উদ্ধারকঃ !
 স্থাং বন্দে স্তৌমি । তং বিশিনিষ্টি—জনিতা ইন্দ্রস্ত রুট্‌ যেন তং (১-৭) ।
 শক্রস্ত মদাং গর্ভাং যা বৃষ্টিঃ তস্তাঃ শমে শান্তিবিষয়ে উন্মুখং উদ্ভ্যক্তং
 (৮-১৬) । অতএব গোবর্দ্ধনধারণরূপঃ অদ্রুতঃ বিশ্বয়করঃ বিক্রমো যস্ত
 তথাবিধঃ । লীলয়া লীলাখ্যশক্ত্যা অতোহক্ৰেণেন গোবর্দ্ধনং ধরতীতি
 তাদৃশ (১৭) । ব্রজস্ত রক্ষাবিধৌ পরায়ণ একান্তচিত্ত (১৮) । অনন্ত-
 দেবশ্রোপরি গ্রাস্তা অপিতা যা শ্লা পৃথ্বী তত্তুল্যঃ একেনৈব ভুজেন গ্রাস্তঃ
 বৃত্তঃ শ্লাভৃতাং গিরীণামুত্তমঃ গোবর্দ্ধনো যেন (১৯) । গোবর্দ্ধন এব ছত্রং
 তস্ত দণ্ডঃ লণ্ডু ইব ভুজার্গলং যস্ত অতএব হে মহাবল । সপ্তাহং ব্যাপ্য
 বিধ্বতঃ অদ্রীন্দ্রঃ গিরিরাজো যেন (২০) । তেন চ মেঘবাহনস্ত ইন্দ্রস্ত গবং
 ভিনতি দুরীকরোতীতি তথাভূত (২১) । সপ্তাহং ব্যাপ্য একেন পদা
 স্থায়িন্ দণ্ডায়মান । ব্রজস্ত ব্রজবাসিগণস্ত ক্ষুধঞ্চ ত্বং পিপাসাঞ্চ নুদতি
 নাশয়তীতি তাদৃশমীক্ষণং দৃষ্টিপাতো যস্ত (২৩) । ভগ্নঃ ইন্দ্রস্ত সংকল্পো

জয়াদ্রুতমহাচেষ্ঠা-বিস্মিতব্রজশঙ্কিত ।

গোপানুপৃষ্ঠজনক গোপোদ্গীতাখিলেহিত ॥ ২৪৫ ॥

নন্দোক্তগর্গসদ্বাক্য-গোপাশঙ্কা-নিরাসক ।

গোষ্ঠ-রক্ষক মাং রক্ষ গোপালানন্দ-বর্দ্ধন ॥ ২৪৬ ॥

স্বামঃ ৬০ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষড়্‌বিংশোহধ্যায়ঃ ॥

ভীতলজ্জিতদেবেশ-কিরীটস্পৃষ্টপাদ হে ।

বাসবস্তত সর্বজ্ঞ জিতমায়াস্তদূষণ ॥ ২৪৭ ॥

ধর্মপাল খলধ্বংসিন্‌ দুষ্টমানস-চেষ্টিত ।

স্বীয়াপরাধক্ষমণ শরণাগতবৎসল ॥ ২৪৮ ॥

যেন, অতো মহাবর্ষশ্চ নিবারক (২৪) স্বস্থ স্থানে স্থাপিতো গিরি যেন (২৮) ।
গোপীভির্দধাক্ষতাঠেঃ পূজিত (২৯) দেবতাভিঃ স্তমনসাং পুষ্পাণাং বৃষ্টিভিঃ
সিক্ত (৩১) অথচ বাসবশ্চ ইন্দ্রশ্চ ভয়প্রদ ॥ ২৪০—২৪৪ ॥

ইতি পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ নন্দগোপসদ্বাদং বিবৃণোতি—অদ্ভুতাভিঃ আশ্চর্য্যজনিকাভিঃ মহ-
তীভিঃ চেষ্ঠাভিঃ বিস্মিতেন ব্রজবাসিগণেন শঙ্কিত (১-১৪) । গোপৈঃ
অনুপৃষ্ঠঃ জনকো যশ্চ । গোপৈঃ উদ্গীতানি ব্যক্তীকৃতানি নিখিলানি
ঈহিতানি লীলাদীনি যশ্চ (৩-১৪) । নন্দেন উক্তং যৎ গর্গশ্চ সদ্বাক্যং
'বর্ণা জয়ঃ কিলাস্তাসন্‌ গৃহুতোহনুযুগং তন্‌ । গুরুো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং
কৃষ্ণতাং গতঃ' (১৬) ইত্যাদিকং 'তৎকর্মস্ব ন বিস্ময়' ইত্যন্তুঞ্চ তেন
গোপানামাশঙ্ক্যাঃ নিরসনকৃৎ (২৪) হে গোষ্ঠশ্চ রক্ষক, হে গোপালানামা-
নন্দবর্দ্ধক মাং রক্ষ স্বলীলাপ্রদর্শনেন স্বীকুরু ॥ ২৪৫—২৪৬ ॥

ইতি ষড়্‌বিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ গোবিন্দাভিষেকলীলাদিকমাহ—ভীতঃ লজ্জিতশ্চ যো দেবেশ ইন্দ্র
শ্চশ্চ কিরীটেন স্পৃষ্টো পাদৌ যশ্চ (২) । বাসবেন স্তত (৪-১৩) স্তবমেবাহ—
হে সর্বজ্ঞ ! জিতা মায়ী যেন, মায়াতীতহাং । অতঃ অন্তং ধ্বস্তং মায়ী-

শক্রশিক্ষক শক্রহ-প্রদ হে সুরভীড়িত ।
 সুরভী-প্রার্থিতেন্দ্রহ শ্রীগোবিন্দ নমোহস্ত তে ॥ ২৪৯ ॥
 কামধেনুপয়ঃপূরাভিষিক্তামরপূজিত ।
 ঐরাবত-করানীত-বিয়দগঙ্গাজলাপ্লুত ॥ ২৫০ ॥
 গোগোপ-গোপিকানন্দিন্ সর্বলোক-শুভঙ্কর ।
 'হর্ষপূরিতদেবেন্দ্র জগদানন্দবর্দ্ধন ॥ ২৫১ ॥

নমঃ ৬১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

প্রসীদ মে পয়োমগ্ন-নন্দাষেষিন্ পিতৃপ্রিয় ।
 বরুণালয়-সংপ্রাপ্ত বরুণাভীষ্টদর্শন ॥ ২৫২ ॥

কৃতং গুণময়ং দুষণং দোষঃ বস্মাং যেন বা (৪) । ধর্ম্যং পালয়তীতি, তথা
 খলানাং ধ্বংসং করোতীতি তথাভূত (৫) । ছুষ্টানাং মাদৃশানাং মাননাশকং
 চেষ্টিতং যন্ত (৬) । স্বীয়স্তাহুচরন্ত অপরাধান্ ক্রমতে ইতি তাদৃক্ (৮) ।
 শরণাগতানাং আশ্রিতানাং প্রতি বৎসল স্নেহপর (১৩) । শক্রশ্রেষ্ঠস্ত
 শিক্ষক (১৫-১৬) । শক্রহং প্রদদাতীতি (১৭) । অথ সুরভ্যা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ !
 মহাগোগিন্দি'তাদি বাকোন ঈড়িত স্তব (১৯-২০) । সুরভ্যা প্রার্থিতমিন্দ্রহং
 যস্মৈ (২১) । অথ কৃষ্ণমভিষিচ্য তদা নামকরণং শ্রীগোবিন্দেতি, গাঃ পশূন্
 গাং স্বর্গং বা ইন্দ্রত্বেন বিন্দতীতি গাঃ সর্বভক্তেন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষকত্বেন বিন্দতীতি
 বা নিরুক্তিশ্চ । তুভ্যং মে নমঃ অস্ত (২৩) । কামধেনুঃ সুরভি স্তম্ভাঃ
 পরসাং পুত্রৈঃ প্রবাহৈঃ অভিষিক্ত, অমরৈঃ পূজিত । তথা ঐরাবতস্ত
 করেণ কৃষ্ণা রত্নকুস্তাদিদ্বারা আনীতৈঃ আকাশ-গঙ্গায়া জলৈ রাপ্লুত (২২) ।
 এতেন চ গবাং গোপানাং গোপিকানাঞ্চ আনন্দদাতঃ । সর্বলোকানাঞ্চ
 শুভঙ্কর (২৫-২৭) । হর্ষণে পূরিতো দেবেন্দ্রঃ যেন তথা জগতামানন্দং
 বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশ ॥ ২৪৭—২৫১ ॥

ইতি সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ বরুণালয়াং নন্দানয়নমাহ—হে পয়সি জলে মগ্নস্ত নন্দস্ত অষেষণ-
 কৃৎ ময়ি প্রসীদ ভবসমুদ্রে নিমগ্নং মাং সমুদ্রকোথার্থঃ । হে পিতা এব প্রিয়ো
 যন্ত যদা পিতুঃ প্রিয় ! অতঃ বরুণালয়ং সংপ্রাপ্ত সমুপস্থিত (৩) । বরুণেনা-

বরুণার্চিতপাদাজ্জ বরুণাতিপ্রসাদিত ।
 বরুণাগঃক্ষমাকারিন্ নন্দবন্ধ-বিমোচন ॥ ২৫৩ ॥
 নন্দশ্রাবিত-মাহাত্ম্য গোপজ্ঞানাতিবৈভব ।
 গোপসংকল্পবিজ্ঞাতঃ করুণাকুলমানস ॥ ২৫৪ ॥
 স্বলোকালোকসংহৃষ্ট-গোপবর্গার্থবর্গদ ।
 ব্রহ্মহৃদোক্ তাভীরাভীষ্টব্রহ্মপদপ্রদ ॥ ২৫৫ ॥

নমঃ ৬২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষষ্ঠাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

জয় জয় নিজপাদান্তোজসংপ্রেমদায়িন্
 রসিকজন-মনোহৃদ্ রাসলীলা-বিনোদিন্ ।

ভীষ্টং দর্শনং যশ্চ (৪) । বরুণেনার্চিতো পাদকমলে যশ্চ (৪) । বরুণেন
 নিরতিশয়ং প্রসাদিত স্তুত্যাদিনা সন্তোষিত (৫-৭) বরুণশ্চ আগসঃ অপরাধশ্চ
 ক্ষমাকৃৎ । নন্দশ্চ বন্ধঃ বিমোচয়তীতি তাদৃক্ । নন্দেন গোপেভ্যঃ শ্রাবিতং
 মাহাত্ম্যং যশ্চ (১০) গোপানাং জ্ঞানশ্চ বৈভবং সীমানমতিক্রান্তো
 বর্তমান । গোপানাং সংকল্পং বিশেষণে জ্ঞানাতীতি তথাবিধ । অতঃ
 করুণয়া আকুলং মানসং যশ্চ । তথা স্বশ্চ লোকশ্চ গোলোকশ্চেত্যর্থঃ
 আলোকেন দর্শনেন সম্যক্ হৃষ্টা যে গোপানাং বর্গাঃ সমূহা স্তেভ্যঃ অর্থবর্গং
 পুরুষার্থচতুষ্টয়ং দদাতীতি তাদৃক্ । অতো ব্রহ্মহৃদে নীত্বা তত্র প্রথমতঃ
 মগ্নাঃ পশ্চাৎ স্বেন উদ্ধৃতা যে আভীরা গোপা স্তেভ্যোহভীষ্টং ব্রহ্মপদং
 প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি তথাবিধ ॥ ২৫২—২৫৫ ॥

ইত্যষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

তস্মৈ চৈতন্যদেবায় নমো ভগবতে মুহুঃ ।

জড়ং নর্ভয়তে যোহয়ং হাসয়ন্ বহুধা বুধান্ ॥

অথ রাসপঞ্চাধ্যায়ী-প্রারম্ভে শ্লোকমাহ—জয়েতি । জয় রাসবিলাসে
 পরমোৎকর্ষমাবিকৃত্য গোপীভিঃ রমস্ব । আদরে বীপ্সা, অস্তা লীলার
 পরমোৎকর্ষখাপনায় বা । নিজচরণকমলয়োঃ অতু্যন্তমোজ্জলরসান্বিত-
 প্রেমদায়ক । [অনেন প্রেমমাধুর্য্যমুক্তং] । রসিকজনানামেব মনোহরা
 বা রাসলীলা স্তাভিঃ বিনোদকৃৎ । [অনেন লীলামাধুর্য্যম্] । বিবৃতং

বিষতমধুরকৈশোরাতিলীলাপ্রভাব-
 প্রিয়জনবশবর্তিন্ ব্যক্ত-সত্যস্বভাব ॥ ২৫৬ ॥
 ত্যক্তাআত্মরামতামায় তুচ্ছীকৃতনিজাগম ।
 ভক্তপ্রার্থ্যনিজপ্রেমধারাদানার্থরাসকৃৎ ॥ ২৫৭ ॥
 শরল্লিখা-বিহারোৎক চন্দ্রোদয়রতাশয় ।
 গোপী-বিমোহনোদগীত পরমাকর্ষ-পণ্ডিত ॥ ২৫৮ ॥
 অনাদৃতনিষেধোধী-কৃতগোপসতীগণ ।
 ত্যক্তসর্বক্রিয়াপেক্ষ-গোপস্ত্রীপ্রাপ্তসঙ্গম ॥ ২৫৯ ॥

অমঃ ৬৩ ॥

ব্যাকৃতং যৎ মধুরং কৈশোরং নবতারুণ্যং [এতেন রূপমাধুর্য্যং] তেনাত্য-
 ধিকঃ লীলায়াঃ বিলাসস্ত প্রভাবো মাধুর্য্যাতিরেকো যন্ত [এতেন বেণু-
 মাধুর্য্যাদিকং সর্বমায়াতং] । প্রিয়জনানাং প্রেমসীনাং বশীভূত [এতেন
 ধীরললিতনারকত্বং ব্যঞ্জিতং] । অতো ব্যক্তঃ পরিস্ফুটশ্চ সত্যঃ নিত্যো
 যথার্থশ্চ স্বভাবো যন্ত । যদ্ব্যক্তং ভক্তিরসামৃতে—‘গোবিন্দে প্রকটং ধীর-
 ললিত্বং প্রদৃশ্যতে ।’ ইতি ; যদ্বা ব্যক্তঃ প্রকটীকৃতঃ সত্যায় ‘যাতাবলা ব্রজং
 সিদ্ধা ময়েমা রংস্তথ ক্ষপাঃ’ ইতি প্রতিশ্রুত-বাক্যরক্ষায়ৈ স্বভাবো
 যেন ॥ ২৫৬ ॥

ত্যক্তা আত্মরামতয়াঃ মায় দম্বঃ (মানং সীমা ইত্যর্থো বা) যেন,
 ভগবতাবিকারায় পরদারবিনোদনাদ্ বা । যদ্বা ত্যক্তা আত্মরামতা চ ময়া
 আবরণাঙ্কিকা কাপট্যং চ যেন ; ইদানীং রাসপ্রসঙ্গে তয়ো নাবশ্যকতা
 কিন্তু নিজপদাঙ্ক-প্রেমসম্পদবিস্তারি এব । যদ্বা ত্যক্তা আত্মরামতা যয়া
 বদাশ্রয়েণ এবজ্ঞতা ময়া যোগমায় যন্ত বশে ইতি শেষঃ, যোগমায়ামুপা-
 শ্রিতত্বাৎ । অতএব তুচ্ছীকৃতনিজস্ত আগমাঃ শাস্ত্রাণি যেন আপাতদৃষ্ট্যা
 ধর্ম্মসেতুনাং বক্তৃত্ব-কর্তৃত্বাভিরক্ষিতৃত্বেহপি প্রতীপাচরণাৎ । সর্বদোষং
 নিরাকুর্বন্নাহ—ভক্তানাং প্রার্থনীয়া যা স্বকীয়া প্রেমধারা তস্তা দানার্থৈব
 রাসং রসসমূহানাং সম্ভোগং করোতীতি তথাবিধ ॥ ২৫৭ ॥

শরৎকালীয়-নিশাস্ত্র বিহারায় উৎকণ্ঠিত (১) । রাকাচন্দ্রশ্রোদয়ে রতো
 বিহারায় আশ্রয়োহভিপ্রায়ো যন্ত । গোপীনাং বিশেষরূপেণ মোহনায়
 উদগীতং কলগানং যন্ত (৩) । অতঃ তাসাং পরমাকর্ষণে পণ্ডিত স্ননিপুণ

প্রসীদ ভর্তৃসংরুদ্ধগোপী-প্রেমাগ্নি-বর্দ্ধন ।

স্বকামোন্মত্তগোপস্ত্রী-দেহবন্ধ-বিমোচন ॥ ২৬০ ॥

শুকক্ৰোধোক্তি-নির্গীত-মহামহিম-সাগর ।

ক্ৰোধাদিতজমানার্থপ্রদ-স্মরণ মাং স্মর ॥ ২৬১ ॥

নমঃ ৬৪ ॥

গোপিকানয়নাস্বাচ্ছ গোপীবঞ্চনবাক্পটৌ ।

গোপীমিষ্টোক্তিশুশ্রবা-স্বধর্মভয়দর্শক ॥ ২৬২ ॥

গোপীমহাধি-বিস্তারিন্ গোপীরোদন-বর্দ্ধন ।

গোপ্যর্থিতাঙ্গসংসর্গ গোপীকাকৃতি-নিবৃত্ত ॥ ২৬৩ ॥

(৯-৭) । অনাদৃতাঃ পত্যাदिभिः कृता निषेधा येन स च ऽधीकृतः
मण्डलीकृतश्च गोपानां सतीगणः येन यत्प्रयोजकेन (८) । तानामभिसार-
प्रकारमाह—त्यक्ताः सर्वा दोहन-परिवेषण-शुश्रवादयः क्रियाश्च शिशुपति-
गुरुजनादीनामपेक्षाश्च यासां तद्दर्शनां गोपीनां प्राप्ते लक्षः सङ्गमः
येन (८) ॥ २५८—२५९ ॥

অথাস্তগৃহনিকৃদ্ধানাং গোপীনাং বিরহ-বৈকল্যাদিকং বিবৃণোতি—
ভর্তৃভিঃ সম্যক্ রুদ্ধানাং গোপীনাং প্রেমাগ্নিং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃক্ (১০) ।
স্বশ্রু কামেন উন্মত্তানাং গোপস্ত্রীণাং দেহবন্ধং বিমোচয়তীতি তথাভূত ।
আসাং গুণময়দেহমোচন-প্রসঙ্গাৎ রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ—নহু যথা পতিপুত্রাদীনাং
বস্ত্ততো বন্ধত্বেহপি ন তদ্ভজনাশ্মোক্ স্তথাবুদ্ধ্যভাবাৎ, এবং কৃষ্ণেহপি
বন্ধবুদ্ধ্যভাবেন তৎসঙ্গতিঃ কথং মোক্ষহেতুরিতি ? শ্রীশুকস্ত ক্ৰোধেন
সহ যা উক্তিরুত্তর স্তয়া নির্গীতো নিরূপিতো মহামহিমাং সাগরো যশ্র
(১৩-১৬) । ক্ৰোধাদিনা [কামভয়স্নেহপ্রভৃতীনাংপি গ্রহণম্] ভজমানানাং
পুরুষার্থদায়কং স্মরণং যশ্র (১৫), হে তথাভূত ! মাং স্মর, ত্বয়েব স্মরণে
কৃতে মদভজনং সেৎস্তুতীতি ভাবঃ ॥ ২৬০—২৬১ ॥

অথ পরিহাসরসাদিকং বর্ণয়তি—গোপিকাভিঃ কর্ত্তীভিঃ নয়নদ্বারৈঃ
আস্বাচ্ছ, গোপীনাং বঞ্চনায় বাচি বাগ্‌বিত্তাসে স্পেপশল (১৮-২৩) ।
গোপীনাং মিষ্টোক্তীনাং পরিহাসগর্ভাবহিথামূলকবচনানাং শ্রবণেচ্ছয়া
স্বধর্মাদ্ ভয়ং দর্শয়তীতি তথাভূত (২৪-২৬) । গোপীনাং মহাধিঃ ছরতায়-
মনঃপাড়াং বিস্তারয়তীতি তাদৃক্ (২৮) গোপীনাং রোদনশ্র বর্দ্ধনকৃৎ

অবহিতা-পরিত্যক্ত প্রোক্তান্মানস-বিক্রিয় ।

ধূর্তাগ্রগণ্য মাং পাহি কামমুগ্ধ স্মিতানন ॥ ২৬৪ ॥

ব্যক্তস্বভাব-মধুর স্মরলোলিত-লোচন ।

গোপীমনোহরাপাঙ্গ গোপিকা-শতযুথপ ॥ ২৬৫ ॥

বৈজয়ন্তীশ্রগাকল্প শরচ্চন্দ্রনিভানন ।

যমুনা-পুলিনাসীন গোপীরমণ পাহি মাং ॥ ২৬৬ ॥

জিতমন্মথ তত্ত্বজ্ঞ গোপীমান-বিবর্দ্ধন ।

গোপিকাতিপ্রসাদার্থকৃতান্তর্ধান-বিভ্রম ॥ ২৬৭ ॥

নমঃ ৬৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে উনত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥

(২৯) গোপীভি রথিতঃ যাচিতঃ অঙ্গসংসর্গো যশ্চ (৩১-৪১) । গোপীনাং কাকুত্তিভিঃ বিনয়-পাটব-বিজৃম্বিতবাক্যে নির্বৃত্ত পরমসুখিন্ । ততঃ অবহিতয়া গোপীনাং ভাব-গোপনসূচকবাক্যেন পরিত্যক্ত ; অতএব প্রকৃষ্টরূপেণ উদগচ্ছন্তী মনোবিক্রিয়া চিত্তবৈকল্যং যশ্চ । হে ধূর্তানাং শিরোমণে ! পরম-সুখত্বাং, যত্নত্বং রসমঞ্জর্যাং—‘ভূয়ো নিঃশঙ্কঃ কৃতদোষো-হপি ভূয়ো নিবারিতোপি ভূয়ঃ প্রশয়-পরায়ণঃ’ ইতি । হে কামেন মুগ্ধ-চিত্ত অথচ মুগ্ধমধুরহাস্যযুত (৪২) মাং পাহি ; অমুখ্যিন্ দিব্যরসে মন্মনো-নিবেশ্য বিধায় রক্ষস্ব । ততো ব্যক্তঃ স্মৃটীকৃতঃ স্বশ্চ ভাবো যেন, গোপীনাং প্রতিবচনেন প্রহর্ষোদয়াং কিম্বা তাসাং তত্বজ্ঞ্যবহিতাপগমাং তাদৃশলীলোপযোগি-চিত্তবৃত্তিবিশেষো যেন । অতএব মধুর পরমমনোজ্ঞ । স্মরণে কামোদয়াং লোলিতে চঞ্চলায়মানে নেত্রে যশ্চ । গোপীনাং মনোহরৌ অপার্জৌ নেত্রপ্রাপ্তৌ যস্মিন্ (৪৩) । তথা গোপীনাং শতানি যুথানি পাতি সর্বভুখাদ্ রক্ষতি যদ্বা পিবতি ‘পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যামি’ত্যাদি-বং আসক্ত্যা সেবতে, যদ্বা অধরামৃতপানাদিনা সাক্ষাৎ পিবতীবেতি তথাবিধ । বৈজয়ন্তী পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতা যা শ্রক্ মালা সৈবাকল্পঃ ভূষণং যশ্চ ; তথা শরচ্চন্দ্র ইব আননং যশ্চ । (৪৪) যমুনায়াঃ পুলিনে আসীন (৪৫) ‘বাহুপ্রসার-পরিরন্তে’ত্যাদিনা গোপী রময়তীতি তথাভূত (২৬) মাং পাহি তত্ত্বলীলাদিকং মদ্বৃদি ক্ষোরয়িত্বানুক্ষণং মৎপ্রতিপালকতামায়াহি । জিতঃ মন্মথো যেন । তত্ত্বং রহস্তং কামশাস্ত্রং বা জানাতীতি তাদৃক্ ।

জয় গোপীগণাবিষ্ট বৃক্ষসংপৃষ্টদর্শন ।

তুলসী-মালতী-মল্লী-যুথিকাপৃষ্ট-বীক্ষণ ॥ ২৬৮ ॥

ক্ষিত্যুৎসব-সমালোক-সম্ভাবিত-সমাগম ।

এগীপৃষ্টাজি পাপৃষ্টলতোৎপুলক-সূচিত ॥ ২৬৯ ॥

উন্মত্তকৃতগোপোষ গোপিকানুকৃতেহিত ।

জয় গোপীগণাবিষ্ট স্বভাবাপিত-গোপিক ॥ ২৭০ ॥

গোপীলক্ষিতপাদাজ-লক্ষ্মমার্গিত-পদ্ধতে ।

অগ্র্যস্বীযুক্ত-পাদাজচিহ্নেকা-গোপিকাভিদ্ ॥ ২৭১ ॥

নমঃ ৬৬ ॥

বিপ্রলম্বেণ সম্ভোগ-পোষণায় গোপীনাং মানস্ত বিবর্জনকং (৪৭) ।
ততো গোপীনাং সাতিশয়প্রসাদায় কৃতোহস্তর্ধানস্ত বিপ্রমো বিলাসো
যেন (৪৮) ॥ ২৬২—২৬৭ ॥

ইত্যানত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ কৃষ্ণাষেষণাদিকমাহ—গোপীগণেন অবিষ্ট প্রতিদিশমীক্ষ্যমাণ ।
ততো বৃক্ষেভ্যঃ সংপৃষ্টং দর্শনং যন্ত (৪-৬) । তুলসী-মালতী-মল্লী-যুথিকাভ্যঃ
পৃষ্টং বীক্ষণং যন্ত (৭-৮) । ক্ষিত্যাঃ ধরণ্যাঃ স্নিগ্ধদূর্বাকুরাভ্যাদগমৈ র্য
উৎসবঃ তচ্চরণস্পর্শ-সম্ভব ইতি ভাবঃ তন্ত সমালোকেন সন্দর্শনেন
সম্ভাবিতোহনুমিতঃ সমাগমঃ তত্রাগমনং যন্ত (১০) । এণ্য হরিণ্যা
বিলোকনাভিনিবেশেন চ পৃষ্ঠানাং বৃক্ষাণাং ফল-পুষ্পাদি-ভরনমাণাং
বিনয়ভরপ্রগতিভিঃ অপৃষ্ঠানামপি লতানাং কৃষ্ণসঙ্গমতিস্থধারিণীনামুচ্চ-
পুলকৈ রক্ষুররূপৈঃ সূচিত জ্ঞাপিতাগম (১১-১৩) । অত উন্মত্তীকৃতো
গোপীনামোষো গণো যেন (১৪) । তথা গোপিকাভি রনুকৃতানি হিতানি
পূতনাবধাদীনি যন্ত (১৫-১৮) । ইতং গোপীগণে আবিষ্ট [অগ্র্য অপি
লীলা অনুচিকীর্ষস্তীনামপি তাসাং তদ্ব্যানাধিক্যবশেন উন্মদসঞ্চারি-
প্রাবল্যেন চাত্মানুসন্ধানাপগমাং কৃষ্ণতাদাত্ম্যমত্রেবং ব্যাখ্যেয়ং] । পুন
বিশদয়তি—স্বস্ত ভাব আপিতঃ প্রাপিতঃ গোপিকাভ্যো যেন (১৯-২৩) ।
গোপীভি লক্ষিতানি দৃষ্টানি পাদাজানাং লক্ষ্মাণি যন্ত (২৪-২৫) । তৈস্তৈঃ
পদৈ মার্গিতা পদ্ধতি র্যন্ত (২৬) । অগ্র্য স্ত্রিয়া যুক্তয়োঃ চরণকমল-

রাধারাধিত রাধেশ রাধিকা-প্রাণবল্লভ ।

রাধারমণ বন্দে ত্বাং রাধিকা-প্রেম-নির্জিত ॥ ২৭২ ॥

রাধা-সংস্রুতসর্বস্ব স্ত্রীদ্বৈগুণগতিদর্শক ।

রাধানুতাপ-সংমোহকরাস্তুর্ধান-কৌতুক ॥ ২৭৩ ॥

সখীগণাপুরাধোক্ত তদ্বিস্মাপন-চেষ্টিত ।

রাধাসহিতগোপস্ত্রী-মুহূর্মর্গিত পাহি মাং ॥ ২৭৪ ॥

নমঃ ৬৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

পুনঃ পুলিন-সংপ্রাপ্ত গোপীগীতার্থিতোদয় ।

জন্মমাত্রব্রজশ্রীদ স্বজনাশ্বেষণার্তিদ ॥ ২৭৫ ॥

চিহ্নয়োঃ ঈক্ষয়া দর্শনেন গোপিকানামার্তিং দুঃখং দদাতীতি তাদৃক্
(২৭) ॥ ২৬৮—২৭১ ॥

অথ পদচিহ্নেব ত্বাং বার্ষভানবীং পরিচিনোতীত্যাহ—রাধয়া আ
সম্যক্ রাধিত আরাধ্য বশীকৃত । অতো রাধয়া ঈশ সর্বেষ্টপ্রদ, রাধিকায়ঃ
প্রাণবল্লভ, অতো রাধাং রমত ইতি, রাধয়া রমণ সর্বেন্দ্রিয়াহ্লাদক ইতি
বা রাধারমণ । এবং রাধিকায়ঃ প্রেমা নিতরাং জিত, নিখিলাঃ গোপা
বিশেষেণ দূরতো নিশি বনান্ত স্ত্যক্তা । তাভিরগম্যো একান্তস্থানে তয়ৈব
সহ বিহারায় (২৮-৩০) অতো রাধায়াং সম্যক্ স্রুতং সর্বস্বং যৌবনমনঃ
প্রাণাদিকং যেন । ততো লোকশিক্ষায়ৈ স্ত্রীগাং স্ত্রৈগানাং কামিনাঞ্চ
যথাক্রমং ছরান্নতা-দৈন্তরূপাং গতিং দর্শয়তীতি তথাকৃতং (৩৪) । ততো
রাধয়া অনুতাপঞ্চ সম্মোহঞ্চ করোতীতি তথাবিধমস্তুর্ধানং কৌতুকঞ্চ
যন্ত (৩৮-৩৯) । সখীগণেনাপ্তা প্রাপ্তা যা রাধা তয়া উক্ত কথিতসর্ববৃত্তান্ত
(৪০) । তাসাং বিস্ময়করাণি চেষ্টিতানি যন্ত (৪০) । ততো রাধয়া সহ
গোপীভি মুহূঃ মার্গিত অশিষ্ট হে কৃষ্ণ ! মাং পাহি বিরহ-সাগরাং
সমুদ্র (৪১-৪৪) ॥ ২৭২—২৭৪ ॥

ইতি ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ গোপীগীতং বিরূণোতি—পুনঃ পুলিনে সংপ্রাপ্তাঃ সমাগতাঃ যা
গোপা স্তাসাং গীতেন প্রার্থিতো যাচিত উদয় আবির্ভাবো যন্ত (৩০।৪৪) ।

দৃগজহন্ত্যমান-স্ত্রীবধ-নিঃশঙ্কহৃদয় ।

বিষাদি-নানাত্বে-খল্প স্বীয়ার্তিজ্ঞাহন্তুরাত্মদৃক্ ॥ ২৭৬ ॥

বিশ্বরক্ষার্থসজ্জাত ভক্তাভয়দ-হস্ত হে ।

স্বজন-প্রার্থ্যসংস্পর্শ নানাগুণ-পদাম্বুজ ॥ ২৭৭ ॥

মনোজ্ঞ-মধুরালাপ দাসীগণ-বিমোহন ।

শ্রুতিমঙ্গল-সন্তুপ্তপ্রাণার্থদ-কথামৃত ॥ ২৭৮ ॥

মনঃক্লেভকমাধুর্য্য মৃদুলাজিহ্ব-বনাটক ।

যুগায়িত-বিয়োগাণো মনোহ্রদধরামৃত ॥ ২৭৯ ॥

সর্বব্যাপ্যার্থিতগতে মহামোহনরূপ হে ।

ব্রজমঙ্গলকৃদ্-ব্যক্তে স্বজন-প্রার্থ্য-পূরক ॥ ২৮০ ॥

জন্মমাত্রমেব ব্রজমণ্ডলে শ্রিয়ং দদাতীতি । স্বজনেভ্যঃ অন্তঃক্ষেপে আর্তিং দদাতীতি চ (৩১।১) । দৃগজেন নয়ন-কমলেন হন্ত্যমানানাং স্ত্রীণাং বধে নিঃশঙ্কং হৃদয়ং যন্ত (২) । বিষাদীনি [আদিপদেন ব্যালরাক্ষস-বর্ষমাকৃত-বৈদ্যতানল-বৃষব্যোমাসুরাণাং গ্রহণং] নানাবিধানি হুংখানি হন্তীতি তথাকৃতং (৩) । স্বীয়ানাং গোপীনামার্তিং জানাতীতি, যতঃ অন্তুরাত্মানমপি পশুতীতি তাদৃক্ । অতো বিশ্বস্ত রক্ষারৈ এব সমাগাবিভূত (৪) । ভক্তাভ্যঃ গোপীভ্যোহভয়ং দদাতীতি তাদৃশঃ হন্তো যন্ত (৫) স্বজনৈঃ গোপীভিঃ প্রার্থ্যঃ সংস্পর্শঃ যন্ত (৬-৮) । প্রণত-পাপকর্ষণ-তুণচরাভুগ-শ্রীনিকেতন-ফণিফণার্পিত-হৃচ্ছয়কুন্তনত্বাদয়ঃ পৃথক্ বিবিধা বা গুণাঃ পাদকমলে যন্ত (৭) । মনোজ্ঞঃ চিত্তাকর্ষকশ্চ মধুরোহমৃতবন্নিষ্টঃ পরমমাদকশ্চালাপো যন্ত, অতো দাসীগণানাং বিশেষণে মোহন তন্মাধুর্য্যাস্বাদভরাদানন্দমোহ-প্রাপক ইতি ভাবঃ (৮) । শ্রবণমাত্রেনৈব মঙ্গলং তত্ত্বংসর্বার্থ-সাধনঞ্চ সম্যক্ তপ্তানাং হৃদ্বিরহতাপখিলানাং প্রাণাং স্তুতা অর্থান্ সর্বাভীষ্টবস্তূনি চ দদাতীতি তথাভূতং কথামৃতং যন্ত (৯) । অত্র কথৈবামৃতম্ অমৃতবৎ স্বতঃফলং ফলান্তর-সাধনঞ্চ । কিঞ্চ, মনঃক্লেভকং প্রহসিত-প্রেমবীক্ষিত-বিহরণ-রহঃসম্বিদাদিকং মাধুর্য্যং যন্ত (১০) । মৃদুলাভ্যাং নলিন-স্নকোমলাভ্যাং চরণাভ্যাং বনমটতীতি তথাবিধ (১১) । যুগায়িতো যুগবদাচরিতঃ বিয়োগাণু নিমেষাঙ্কবিরহোহপি যন্ত (১২) । সুরতবর্দ্ধনত্ব-শোকনাশনত্ব-স্বরিতবেণু-সুচুশ্বিতত্বেররাগবিস্মারণত্বাদিনা মনোহরণশীলমধরামৃতং যন্ত (১৪) ।

অতিকোমল-পাদাজ-কণ্টকারণ্যসঞ্চর ।

গোপস্ট্রীজীবিতাকর্ষি-দুর্গভূত্ৰমণাহব মাং ॥ ২৮১ ॥

নমঃ ৬৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অতুচ্চগোপিকাছুঃখ-রোদনোন্মথিতেন্দ্রিয় ।

জয় গোপীপুনর্দৃষ্ট-স্বয়মান-মুখান্বজ ॥ ২৮২ ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল পীতকৌশেয়বস্ত্রধৃক্ ।

শ্রীতু্যংফুল্লাঙ্ক-গোপস্ট্রী-বেষ্টিত প্রাণদায়ক ॥ ২৮৩ ॥

সর্বেষাং পতিপুত্রাশ্রয়দ্রাহ্বান্ধবাদীনাং ত্যাগেন প্রার্থিতা গতিঃ প্রপন্নজন-
রঞ্জকত্বাদি-স্বভাবো যশ্চ (১৬) । ত্যাগে হেতুমাং—মহামোহকরং রতি-
প্রার্থনাব্যঞ্জকসন্তাষণ-কন্দর্পভাবোদয়-প্রহসিতবদন-প্রেমবীক্ষণ-শ্রীধামবৃহদ্রুঃ-
স্থলরূপতয়া মোহন-পঞ্চকং রূপং সৌন্দর্য্যং যশ্চ (১৭) ব্রজবাসিনাং ছুঃখ-
নিরাসকত্বাং সর্বমঙ্গলকুং ব্যক্তিরবতারঃ প্রাকট্যাং বা যশ্চ । তথা স্বজনানাং
প্রার্থ্যং হৃদরোগনিসূদনমৌষধাদিকং পূরয়তি দদাতীতি তথাবিধ (১৮) ।
অতিকোমলাভ্যাং চরণকমলাভ্যাং কণ্টকারণ্যে সঞ্চরণশীল । অতো
গোপীনাং জীবনাকর্ষি প্রাণবিমর্দি দুর্গমাস্তু ভূমিষু ভ্রমণং যশ্চ, শিলা-
কূর্প-কর্করাদিভিঃ চরণকমলয়োর্মহাবাথানুমানাং তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্ ।
হে তথাভূত ! গোপীভ্যাং দর্শনদানেন তংকিঙ্করীভূতায়্য মে প্রেমমুচ্ছায়া
রক্ষস্ব (১৯) ॥ ২৭৫—২৮১ ॥

ইতি একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ কৃষ্ণদর্শন-প্রকারাদিকং বর্ণয়তি—অতুচ্চেন সুস্বরেণ চিত্রবা চ
গোপিকানাং ছুঃখহেতুক-রোদনেন উন্মথিতানি মদিতানীন্দ্রিয়াণি যশ্চ (১) ।
অতো গোপীভিঃ পুনরেব দৃষ্টং স্বয়মানমীষকান্তযুক্তং তাসামানন্দনার্থমেব
তৎকালে প্রফুল্লীকৃতং মুখান্বজং যশ্চ (২) । হে তথাভূত ! জয় বৈদগ্ধী-
বিশেষ-প্রকটনেন তাসাং পরমমোহনো ভব । অগ্নিত্বেন তথা অগ্নৌরপি
বৈদগ্ধ্যামাধুর্যাগ্নৌ যুক্তত্বেন শ্রীঃ শোভা বিশেষসম্পত্তিরশ্চেতি শ্রীমান্ স
চাসৌ সাক্ষান্নাম্নথ-গম্নথত্বাং মদনগোপালশ্চেতি ; তাসাং ত্যাগতঃ স্বশ্চ সঙ্কু-
চিতত্ব-সূচনায় পীতাম্বরং ধর্জতি শ্রীগলে দধাতি, আপাদমস্তকমাবৃতং

বল্লবীস্তনসন্তোজিষ্ণু গোপীনেত্রাজঘটপদ ।

গোপস্ত্রীবিরহাতিষ্ম বল্লবী-কামপূরক ॥ ২৮৪ ॥

গোপীচেলাঞ্চলাসীন গোপীগণ-সভাজিত ।

জয় গোপীসদোজাতাধিক-শ্রীরাজমান হে ॥ ২৮৫ ॥

নমঃ ৬৯ ॥

বিদগ্ধগোপিকাগাঢ়-ত্রিপ্রশ্নোত্তরদায়ক ।

বিজ্ঞাতগোপ্যভিপ্রায় মহাচতুর-সিংহ হে ॥ ২৮৬ ॥

করোতীতি বা তথাভূত (২) । প্রীত্যা প্রহর্ষণ উচ্চৈঃ দুঃখানি অক্ষীণি নেত্রাণি অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি বা যাসাং তথাভূতাভিঃ গোপস্ত্রীভি বেষ্টিত, বত স্তাসাং প্রাণদায়ক, মুচ্ছাপরা স্তাঃ স্বদর্শনামৃতাভিষেকেন প্রাণয়তী-বেত্যর্থঃ (৩) । বল্লব্যাঃ প্রথরায় দাস্তপ্রায়সখ্যায়ঃ কান্তাধীনায়াঃ দক্ষিণায়ঃ পদ্মায়ঃ স্তনয়োঃ সন্তো নিহিতোহজিষ্ণু যেন (৫) । গোপ্যাঃ প্রথরায়ঃ সুসখ্যায় অত্যন্তস্বাধীনায় বামায়ঃ কান্তায়ঃ রাধায়ঃ নেত্রাজয়োঃ ঘটপদ ভ্রমর, [বামোদন দূরস্থিতায় অপি তস্তাঃ প্রেমসং-রন্তেত্যনেন তদীক্ষণে পরমসুখং দর্শিতং] (৬) । ইথং দর্শন-স্পর্শনাত্তে গোপস্ত্রীণাং বিরহজাতিং হন্তি নাশয়তীতি তথাভূত (৭-৯) । স্বদর্শন-নন্দেন বল্লীবানাং কামং চিরকালবিধৃত-মনোরথাস্তং পূরয়তীতি তথাভূত । তথা গোপীনাং চেলাঞ্চলেষু আসীন (১০) ; এবঞ্চ গোপীগণৈঃ সভাজিত আসনকল্লনেন তাব্দুলসমর্পণেন নর্মাদিনা কটাক্ষাদিনা বা সম্মানিত । গোপীনাং সদসি সভায়াং জাতয়া অধিকরা প্রাকৃতাপ্রাকৃতাধোগ্যোদ্ধ-লোকবিলক্ষণয়া শ্রিয়া নানাশোভাদিসম্পত্ত্যা বিরাজমান হে তথাভূত জয় গোপীনামঙ্গকান্তি-স্মিতকটাক্ষাদিভিঃ মাধুর্যৈঃ স্বাত্মানং পুষ্টিকুরু (১১) ॥ ২৮২—২৮৫ ॥

অথ প্রহেলিকাভঙ্গ্যা গোপীকৃত-প্রশ্নাদিকং বিবৃণোতি—বিদগ্ধানাং গোপীনাং গাঢ়ানাং নিগূঢ়রহস্যসূচকানাং এরাণাং প্রশ্নানামুত্তরদানকং । প্রশ্নত্রয়ং খলু তাস্মৈ তস্ত প্রীতিরৌদাসীত্ত্বং দ্রোহো বেতি সম্ভাব্যমান-পক্ষ-ত্রয়কং বোধ্যম্ । বিজ্ঞাতঃ গোপীনামভিপ্রায়ো স্বমুখে নৈব স্বস্ত কৃতব্রত-পাদনরূপোহভিলাষো যেন । যতো মহাচতুর-সিংহ, তত্রৈকমপি কল্লম-স্পৃষ্টা তত্তত্তরদানাং । তদেবাহ—স্বস্ত বাচা স্বস্মিন্ আপ্তা আরোপিতা

স্ববাক্‌স্বাপ্তাকৃতজ্ঞহাদিদোষ-পরিহারক ।

নিজাসাধারণপ্রেম-কারুণ্যস্থাপকাহব মাং ॥ ২৮৭ ॥

স্বীয়সঙ্গাপরিত্যাগিন্ স্বদানাতৃপ্তমানস ।

প্রিয়োপকার-সংব্যগ্র বিরহপ্রেমবর্দ্ধন ॥ ২৮৮ ॥

নমঃ ৭০ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

গোপীবিরহ-সন্তাপহরালিঙ্গন-কোবিদ ।

রাসক্রীড়ারসাকৃষ্ট জয় গোপীপ্রিয়ঙ্কর ॥ ২৮৯ ॥

রাসোৎসব-সমারম্ভিন্ গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত ।

গোপীহেমমণিশ্রেণী-মধ্যমধ্য-হরিন্মণি ॥ ২৯০ ॥

যে অকৃতজ্ঞহাদয়ো দোষা স্তেবাং পরিহারকং (১৭-১৯) । অথচ নিজস্ব অসাধারণ অলোকসামান্য প্রেম চ কারুণ্যঞ্চ স্থাপয়তীতি তথাবিধ (২০) মাং স্বকারুণ্যং প্রেমদানেন রক্ষস্ব । স্বস্থার্থোজ্জ্বিতলোকবেদ-স্বানাং হি স্বীয়ানাং তাসাং স্বস্মিন্ননুবৃত্তয়ে সঙ্গং ন পরিত্যজতীতি তথাভূত । স্বস্থান্ননঃ দানেহপি অতৃপ্তং মানসং চিত্তং যশ্চ । প্রিয়াণামুপকারায় সম্যক্ বাগ্রচিত্ত, অতএব বিরহেণ প্রেমঃ বৃদ্ধিকারক (২২) ॥ ২৮৬—২৮৮ ॥

ইতি দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ জগদেকমনোহরাং রাসলীলাং সর্বলীলা-মুকুটায়মানত্বেন প্রস্তোতি-গোপীনাং বিরহাং যঃ সন্তাপঃ তস্মৈ হরণকৃতি আলিঙ্গনে কোবিদ পণ্ডিত (১১) । ততো রাসক্রীড়ায়াং যো রসঃ নৃত্যগীতচূষনালিঙ্গনাদিময় স্তম্ভিন্নাকৃষ্ট ; অতো গোপীনাং প্রিয়ং প্রেমপারবশতয়া তদেক-পরত্বং করৌতীতি তথাভূত (২) । রাসোৎসবস্ত পরমরসকদম্বময়স্ত পরমবিলক্ষণস্ত তত্ত্বং প্রেমপোষণময়ানির্বচনীয়ক্রীড়া-বিশেষস্ত সম্যগারম্ভকং পরমানন্দধনমূর্তিনা স্বেনৈব সংপ্রবর্তিতত্বাং । গোপীনাং মণ্ডলেন মণ্ডিত ইত্যনেন সম্যক্ শোভাহেতুত্বং ব্যঞ্জিতং । স্বেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানাং তাসাং মধ্যস্থত্বেন গোপীনাংমৈব হেমমণীনাং মধ্যে মধ্যে হরিন্মণিঃ ইন্দ্রনীলমণিরিব বিরাজমান ইতি শেষঃ । ‘তাসাং মধ্যে দ্বয়ো দ্বয়োরিতি’ ‘মধ্যে মণীনাং হৈমানাং

স্বস্বপার্শ্বস্থিতিজ্ঞানানন্দিতস্রীগণাবৃত ॥ ২৯ ॥
 দেবতাগণ-গীতাদি-সুসেবিত নমোহস্ত তে ২৯১ ॥
 গোপিকোদগীত-সুপ্ৰীত নৃত্যগীত-বিচক্ষণ ।
 স্বাস্রাস্য-দত্ততাম্বুল শ্রান্তগোপীধুতাংসক ॥
 স্বানুরূপ-ব্রজবধু-নৃত্যগীতাদি-হর্ষিত ।
 বিমোহিত-শশাঙ্কাদি-স্থৈর্য্য-রাত্র্যতিদৈর্ঘ্যকুং ॥ ২৯৩ ॥
 বিদম্বল্লবীবৃন্দ-রতিচিহ্নাঙ্কিতাঙ্গ হে ।
 রতিশ্রান্ত-ব্রজবধু-মুখমার্জ্জন-তংপর ॥ ২৯৪ ॥

নমঃ ৭৭ ॥

মহামারকতো যথে'তি চ । স্বস্তাঃ স্বস্তাঃ পার্শ্বে এব তস্মা স্তিতে জ্ঞানাং
 আনন্দিতানাং স্রীগাং গণেনাবৃত পরিবেষ্টিত (৪) । অথ দেবতাগণেন
 গীতাदिभिः करणैः सुष्ठु सेवित [छन्दोभिर्वादन-पुष्परुष्टिपातनप्रभृतिकं
 आदिपदेनोपलक्षितं] (৫) । तथा गोपिकानां उद्गीतेन बलय-नूपुर-
 किङ्किणीनां शब्देन तथा समस्वरतालादिकेन कर्णध्वनिना च सुष्ठु प्रीत
 [अनेन देवकृतोत्सवाद् रासयोग्यावाङ्गीतादৌ एव समधिकप्रीति दर्शिता]
 (৬) । নৃত্যেযু [সভঙ্গি-পাদত্ৰ্যাসেযু, হস্তকভেদেন ইত্যন্ততো গীতপদার্থা-
 ভিনয়সূচককরচালনেযু, তথা সহাসক্রবিলাসেযু চ] গীতেষু চ বিচক্ষণ সুদক্ষ
 (৭-১০) । স্বস্তান্ননঃ স্বস্তান্না স্বয়মেব বা আশ্রাদ্ বদনাদ্ গোপৈয
 (শৈব্যায়ৈ) দত্তং তাম্বুলং যেন (১৩) । রাসেন পরিশ্রান্তা যা গোপা
 সর্বমুখ্যতমা রাধাতয়া ধৃতো গৃহীতঃ অংসঃ স্কন্ধো যশ্চ (১১) । স্বস্তানুরূপা
 রূপগুণ-নৃত্যগীতবাগ্গাদিভি স্তল্যা বা ব্রজবধু স্তাসাং নৃত্যগীতাষ্টেঃ আনন্দিত
 (১৫-১৭) । অদৃষ্টপূর্বং তদ্বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য বিশেষেণ মোহিতানাং
 শশাঙ্কাদীনাং গ্রহাণাং স্থৈর্য্যং যেন কৃতমিতি শেষঃ, তথা চিরকাল-স্বচ্ছন্দ
 বহ্লসুখকীড়াভিপ্ৰায়েণ রাত্রে রেকস্তা অপি দীর্ঘতাকুং 'ভগবানপি তা
 রাত্রীরিতাত্ৰ বহুবচনশ্চ তথা 'ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত' ইতি প্রয়োগাং (১৯) ।
 বিদম্বানাং সুরতরসনিপুণানাং গোপীনাং রতিচিহ্নৈঃ নখদন্তক্ষতাদিভিঃ
 অঙ্কিতং খচিতমক্ষং যশ্চ (১৮-২০) । ততশ্চ রতিশ্রান্তানাং ব্রজবধূনাং
 মুখমার্জ্জনে তংপর শস্ত্রমেন পাণিনা প্রেম্না বস্মবিন্দপসারক (২১) ॥
 ২৮৯—২৯৪ ॥

জলক্ৰীড়াতিকুশল স্বমালালিকুলারত ।
 সহাস-গোপিকাভাত-সিচ্যমান নমোহস্ত তে ॥ ২৯৫
 যমুনাজললীনাঙ্গ কালিন্দীকেলিলোলিত ।
 যমুনাতীরসঞ্চারিন্ কৃষ্ণাকুঞ্জরতিপ্রিয় ॥ ২৯৬ ॥
 জয় শ্রীরাধিকাসক্ত জয় চন্দ্রাবলী-রত ।
 পদ্মাস্তপদ্মপানাং ললিতাপাঙ্গ-লালিত ॥ ২৯৭ ॥
 বিশাখার্থবিশেষার্থিন্ শ্যামলা-রতিনির্মল ।
 ভদ্রাভদ্রসাদীন ধন্যা-প্রাণ-ধনেশ্বর ॥ ২৯৮ ॥
 গোপজন্মগত-স্বস্তী-নিরন্তরবিলাসকুৎ ।
 গোপীলম্পট হে গোপীস্তন-কুঙ্কম-মণ্ডিত ॥ ২৯৯ ॥

নমঃ ৭২ ॥

অথ তাভি জ'লকেলিমাহ—জলক্ৰীড়ায়ামতিনিপুণ (২৩-২৪) । স্বস্ত
 মালায়াং বদলিকুলঃ ভ্রমর-সমূহ স্তেনাবৃত পরিবেষ্টিত (২৫) । সহাসানাং
 গোপিকানাং সমূহৈঃ সিচ্যমান, অতো যমুনাজলে লীনাংঙ্গানি যন্ত ।
 কালিন্দ্যাং কেলিভিঃ জলক্ৰীড়াগ্নৈঃ লোলিত চঞ্চল (২৬) । অথ জলক্ৰীড়াং
 সম্পাদ্য বনক্ৰীড়ায়ে প্রযতত ইত্যাহ—যমুনায়া স্তীরে পুষ্পাবচয়াদিকৌতু-
 কার্থং কুঞ্জনিলীনতাদিক্ৰীড়ানিম্পত্তৌ বা সম্যক্ চরতি ভ্রমতীতি তথাবিধ ।
 যতঃ কৃষ্ণায়া যমুনায়াঃ কুঞ্জেষু যয়া রতিঃ সুরত-সন্তোষাদিঃ সৈব প্রিয়া যন্ত
 (২৭) অথ কুঞ্জ-বিহারাদীন্ দর্শয়তি—হে শ্রীরাধিকায়ামাসক্ত তয়ালিঙ্গিত-
 বিগ্রহ বা জয় বিপরীতবিহারাদিনা যথাসুখং রমস্ব । তস্তা এব সর্ব-
 প্রধানত্বাং তন্মামগ্রহণং প্রাক্ কৃতমিতি বোধ্যম্ । তৎপ্রতিপক্ষকুঞ্জ অপি
 বিহারমাহ—চন্দ্রাবল্যাং রতং সুরতং যন্ত । পদ্মায়াঃ আশ্রমেব পদ্মং তন্ত
 পানায় অলি ভ্রমর ইব । ললিতয়া অপাঙ্গ-বিক্ষেপৈঃ লালিত প্রাপ্তপ্রচুরা-
 নন্দ । বিশাখায়াঃ অর্থায় প্রেমাধিনায় বিশেষার্থিন্ বিলুকচিত্ত ইত্যর্থঃ ।
 হে শ্যামলায়াং রতি নির্মলা বিশুদ্ধা যন্ত । ভদ্রায়া ভদ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ শৃঙ্গারার্থঃ
 যো রস স্তস্তাবীন বশীকৃত । ধন্যায়াঃ প্রাণশ্চ ধনক্ষেত্ৰশ্চ যদ্বা প্রাণধনয়োঃ
 ঈশ্বরঃ স্বামী তৎসম্বুদ্ধৌ, উপলক্ষণমেতৎ রমণমন্ত্যাসামপি প্রেয়সীনাং
 গ্রহণোপযোগিত্বাং । গোপজন্ম আগতাঃ প্রাপ্তা য়াঃ স্বস্ত্রিয়ঃ নিত্যপ্রিয়াঃ

পরিষ্কিৎপৃষ্ঠরাসার্থ শুকোক্তৈশ্বর্যাসঞ্চয় ।

মুমুকু-মুক্ত-ভক্তার্থ-সচ্চিদানন্দ-চেষ্টিত ॥ ৩০০ ॥

গোপীমহামহিমদ গোপাসুয়াভনাস্পদ ।

গোপার্পিতগৃহাপত্য-পত্নীপ্রাণ প্রসীদ মে ॥ ৩০১ ॥

নমঃ ৭৩ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রয়জিংশোহধ্যায়ঃ ॥

জয়ান্বিকাবনপ্রাপ্ত সারস্বতজলাপ্লুত ।

নিজপাদাম্বুজস্পৃষ্ট-নন্দগ্রাহি-মহোরগ ॥ ৩০২ ॥

তাভি নিরন্তরং বিলাসং করোতীতি তাদৃক্ । অতো গোপীলম্পট রত-
হিগুক, গোপীনাং স্তনলিপ্তকুক্ষুমে মণ্ডিত শোভিত (২৬) ॥ ২৯৫—২৯৯ ॥

ইতং শ্রীশুকদেববর্ণিত-রাসক্ৰীড়ায়াঃ শ্রবণান্নিখোহপাস্ককৃণনৈ বিলোক-
মানানামীষদ্বসতাং শুকতার্কিকমীমাংসকাदीনাং কেষাঞ্চিদবৈষ্ণবাণামভি-
প্রায়ং পরিতঃ ক্ষেমাণেন পরীক্ষিতা পৃষ্ঠঃ রাসস্থার্থঃ প্রয়োজনং যশ্চ সম্বদ
ইতি শেষঃ (২৭-২৯) । শুকশ্চ ‘ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট’ ইত্যাদিকরা রীত্যা
উক্তঃ ঐশ্বর্যাণাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যশ্চ (৩০-৩৪) । মুমুকুণাং মুক্তানাং
ভক্তানাঞ্চ কৃতে সচ্চিদানন্দং চেষ্টিতং লীলাবিনোদাদিকং যশ্চ (৩৫) ।
গোপীনাং পরদারত্ব-খণ্ডনাদিনা মহামহিমানং দদাতীতি (৩৬-৩৭।৪০) ।
গোপানাং তন্মায়ামোহিতানাং স্বস্বপার্শ্বস্থজীমননাং অসুয়াদীনাং ন
আস্পদ ভাজন, পরন্তু সাধুবাদাই । অতএব গোপৈরর্পিতানি গৃহপুত্র-
জীপ্রাণপ্রভৃতীনি যস্মৈ, যুক্তং ‘কৃষ্ণেহপিতাঅসুহৃদর্থকলত্রকামা’ ইতি ।
হে তথাভূত মে প্রসীদ রাসলীলায়াং তস্তাং প্রবেশাধিকারং দেহি, তত্রতা-
সেবাধিকারং বা সমর্পয়েতি ॥ ৩০০—৩০১ ॥

ইতি ত্রয়জিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ সর্পগ্রস্তনন্দমোক্ষণাদিবৃত্তান্তং বিবৃণোতি—অন্বিকাবনং মথুরাপুরী-
পশ্চিমদিগ্ভাগে সরস্বতীতীরস্থং প্রকৃষ্টরূপেণ বহুবিধদ্রব্যসম্ভারাদিভিঃ
আপ্ত গত (১) । সরস্বত্যাঃ জলেন আপ্লুত স্নাত (২) । ততোহজগরেণ
গ্রাস্তে পিতরি নিজশ্চ চরণ-কমলেন স্পৃষ্টঃ নন্দগ্রাহী মহান্ সর্পো যেন (৬-৮)

বিজ্ঞাধরেন্দ্র-শাপন্ন জয় নন্দ-বিমুক্তিদ ।

শ্রাবিতাহি-পুরাবৃত্ত সুদর্শন-বিমোচন ॥ ৩০৩ ॥

নমঃ ৭৪ ॥

কামপালসহক্রীড়া-সম্মানিত-নিশামুখ ।

মনোহর-মহাগীত-মোহিত-স্রীগণাবৃত ॥ ৩০৪ ॥

শংখচূড়-পরিব্রস্ত-গোপিকাক্রোশ-ধাবিত ॥

স্রীরক্ষাস্থাপিতবল শঙ্খচূড়-শিরোহর ॥ ৩০৫ ॥

শঙ্খচূড়-শিরোরত্ন-প্রীণিতাপ্রজ পাহি মাং ।

অশ্রোন্ত-গোপীসাপত্ন্যাম্বুৎপাদক নমোহস্ত তে ॥ ৩০৬ ॥

নমঃ ৭৫ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

তৎপদস্পর্শমাত্রেন পরিকৃতসর্পবপুষো বিজ্ঞাধরেন্দ্রস্ত শাপং হস্তি নাশয়তীতি তথাভূত (৯-১৫) । অতো নন্দায় বিমুক্তিং দদাতীতি তথাভূত । ব্রজ-বাদিন্যঃ শ্রাবিতং সর্পস্ত পুরাবৃত্তং পূর্বচরিতং যেন (১৬-১৭) । হে সু-দর্শনস্ত বিমোচন-কৃত (১৮) জয় ত্বদ্বিরহাশিবিষগ্রস্তং মামপি দর্শনাদিদানেন সমুদ্ধৃত্য পতিতপাবনত্বাদিশুণানাবিস্কুর ॥ ৩০২—৩০৩ ॥

অথ শঙ্খচূড়নিধনলীলাং প্রস্তোতি—কামপালেন বলদেবেন সহ হোরিকাক্রীড়য়া সম্মানিতং সংকারিতং নিশামুখং নিশাপ্রবেশো যেন । তথা মনোহরৈঃ মহাগীতৈঃ মোহিতেন স্রীগণেনাবৃত্ত পরিবেষ্টিত (২০-২৪) । ততঃ শঙ্খচূড়েন পরিব্রস্তায়া গোপ্যাঃ (রাধায়াঃ) পরিব্রস্তানাং বা গোপীনাং ক্রোশেন সক্রন্দন-ফুৎকারেন ধাবিত (২৫-২৭) । স্রীজনানাং রক্ষায়ৈ স্থাপিতো নিয়োজিতো বলদেবো যেন (৩০) । শঙ্খচূড়স্ত শিরঃ হরতীতি তং ব্যাপাদয়তীতি তথাভূত ॥ শঙ্খচূড়স্ত শিরোরত্নেন তদ্বস্তে সমর্পণদ্বারা প্রীণিতোহগ্রজো বলদেবো যেন । এতেন অশ্রোন্তং যদ্ গোপীনাং সাপত্ন্যং মিথোহস্যাদিকং তস্ত ন উৎপাদক ; তামাং কশ্চৈচিদপি সমর্পণে তদ্ব্যবসন্তবাং বলদেবহস্তে সমর্পণশ্চৈতদেব তাৎপর্যম্ (৩২) ॥ ৩০৪—৩০৬ ॥

ইতি চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অহবিরহ-সন্তপ্ত-গোপী-গীতগুণোদয় ।
 জয় শোকান্বি-নিস্তার-প্রকারাত্যুচ্চকীৰ্ত্তন ॥ ৩০৭ ॥
 সাচীকৃতাননাস্তোজ ব্যত্যস্ত-পদ-পল্লব ।
 নত্তিতক্রয়ুগাপাঙ্গ বেণুবাছ-বিশারদ ॥ ৩০৮ ॥
 বিশ্বমোহন-রূপং ত্বাং সিদ্ধস্বামী-কামবর্দ্ধনং ।
 বন্দে চিত্রায়িতাশেষ-ব্রজারণ্য-পশুব্রজং ॥ ৩০৯ ॥
 অবাহিত-প্রবাহৌঘ লতাদি-মধুবর্ষক ।
 স্বপার্শ্বাপিত-হংসাদে পর্জন্তুচ্ছত্র-সেবিত ॥ ৩১০ ॥
 ব্রহ্মাণ্ডতর্কাসঙ্গীত কামার্পক-সমীক্ষণ ।
 স্বপদোদ্ধৃত-ভূতাপ বনিতাতরুভাবকুং ॥ ৩১১ ॥

অথ যুগ্মগীতং বিরূপোতি—রাত্রৌ বহুধা মিলন-সম্ভাবাং অতঃ অহি-
 বিরহেণ সন্তপ্তানাং গোপীনাং গীতদ্বারা গুণামামুদয়ো যন্ত । অতঃ শোক-
 সাগরস্ত নিস্তারায় পারগমনায় প্রকারঃ প্রকৃষ্টোপায়বিশেষ ইবাত্যুচ্চকীৰ্ত্তনং
 যন্ত (১) বামবাহুকৃতবামকপোলত্বাং সাচীকৃতং বজ্রীকৃতমাননাস্তোজং যেন
 কিঞ্চ ব্যত্যস্তৌ বামচরণোপরি দক্ষিণচরণার্পণাং বিপর্য্যস্তৌ পদপল্লবৌ যন্ত,
 তথা নত্তিতং ক্রয়ুগাঙ্গ অপাঙ্গঃ নেত্রপ্রান্তস্ত যেন । এবং বেণুবাছে বিশারদ
 সুনিপুণ (২) । বিচ্ছেদাং জীবানাং বিশ্বস্ত জগতো বা মোহনং রূপং
 সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদিকং যন্ত তং । সিদ্ধস্বামীনাং কামং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশং (৩)
 চিত্রায়িতঃ চিত্রবদাচরিতোহশেষো নিখিলো বৃন্দাবনস্ত পশুসমূহো যেন
 (৪-৫) । অবাহিতঃ ভগ্নগতিঃ স্তম্ভবান্ বা সরিতানাং প্রবাহৌঘঃ জলসমূহো
 যেন (৬-৭) । লতাদীনামপি মধুধারাঃ বর্ষয়তীতি তথাভূত (৮-৯) ।
 দূরগতজলচরণামপি মোহং বর্ষয়তি—স্বস্ত পার্শ্বদেশমাপিতাঃ প্রাপিতা
 হংসাদয়ো যেন (১০-১১) । পর্জন্তু এব ছত্রং তেন সেবিত (১২-১৩) ।
 ব্রহ্মাদিদেবানাং অতর্ক্য মনিশ্চিততত্ত্বং সঙ্গীতং বেণুনাদৌ যন্ত (১৪-১৫) ।
 কামস্তার্পকাণি সম্যক্ বিলাসভরিতাণীক্ষণানি দৃষ্টিপাতা যন্ত । তথা ধ্বজ-
 বজ্রাঙ্কুশচিত্রললামেন স্বচরণাজেন উদ্ধৃতঃ প্রশমিতঃ ভুবঃ ব্রজমণ্ডলস্ত তাপং
 গবাদিখুরাক্রমণব্যথা যেন (১৬) কিঞ্চ বনিতানাং তরুভাবং জাড্যং করো-

হতচিত্তমৃগীপ্রাপ্ত-দিনান্ত-শ্রান্তিকান্তিত ।
 যমুনাস্নানরম্যঙ্গ সুখবায়ু-প্রপূজিত ॥ ৩১২ ॥
 ব্রহ্মাদি-বন্দ্যমানাজ্যে সুহৃদানন্দ-বর্দ্ধন ।
 মদচ্ছুরিত-লোলান্ধ মুদিতানন-পঙ্কজ ॥ ৩১৩ ॥
 বনমালাপরীতঙ্গ গজেন্দ্রগতিসুন্দর ।
 গোপিকা-শ্রাবিতোৎকর্ষ হৃষ্টমাতৃক পাহি মাং ॥ ৩১৪ ॥

নমঃ ৭৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অরিষ্টত্রাসিতাশেষ-ব্রজাশ্বাসক রক্ষ মাং ।
 স্বভূজাফোটনাহ্বান বৃষভাসুর-কোপন ॥ ৩১৫ ॥

তীতি তথাভূত (১৭) । হতচিত্তাভিঃ মৃগীভিঃ প্রাপ্তা লক্ষা দিনান্তে অপ-
 রাহে গোসস্তালনাবসরে শ্রান্তিঃ বিশ্রান্তিচ্চ কান্তিতা সঙ্গাবস্থানক-
 ম্প্ৰহালুতা চ যশ্র । যদ্বা শ্রান্তেঃ শান্তেঃ কং সুখঞ্চ অস্তিতা সামীপ্যঞ্চ
 যশ্র (১৮-১৯) । যমুনায়াঃ স্নানেন রম্যমঙ্গং যশ্র (২০) সুগন্ধিমন্দ-শীতত্বাদিনা
 সুখকরেণ বায়ুনা প্রকৃষ্টং পূজিত সেবিত (২১) । ব্রহ্মাদিভি দেবৈঃ বন্দ্য-
 মানো অজ্যবী চরণৌ যশ্র তথা সুহৃদাং সহচরাণাং পূতনামোক্ষণাদিলীলা-
 গানপরাণামানন্দং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশ (২২) অতো মদেন হর্ষাতিরেকেণ
 ছুরিতে রঞ্জিতে (বিঘূর্ণিতে বা) চ লোলে চঞ্চলে চাক্ষিণী যশ্র, তথা মুদ্রিত-
 মাননমেব পঙ্কজং যশ্র । বনমালায়া পরীতং শোভিতমঙ্গং যশ্র । গজেন্দ্র ইব
 গত্যা গমনভঙ্গিনা সুন্দর । গোপিকাভিঃ যশোদায়ৈ শ্রাবিতঃ উৎকর্ষো
 যশ্র, অতঃ হৃষ্টা মাতা যশ্র হে তথাভূত ! মাং পাহি—এতলীলাদিকং
 ক্ষোরয়িত্বা রক্ষ (২৩-২৬) ॥ ৩০৭—৩১৪ ॥

ইতি পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথারিষ্টাসুরবধাদিলীলাং প্রস্তোতি—অরিষ্টেন তন্বামকাসুরেণ ত্রাসি-
 তশ্র নিখিলশ্র ব্রজমণ্ডলশ্র আশ্বাসকং মাং রক্ষ ভজনারিষ্টাং পরিত্রায়শ্র
 (১-৬) । স্বশ্র ভূজাভ্যাং বাহুমাহত্যা আফোটেন চ আহ্বানেন চ বৃষভা-

উৎপাটিতবিষাণাগ্র-ঘাতিতোগ্রবৃষাসুর ।

গোকুলারিষ্টবিক্ষেপসিন্ অরিষ্টাসুরভঞ্জন ॥ ৩১৬ ॥

নমঃ ৭৭ ॥

নারদজ্ঞাপিতোদন্ত-কংসদুমন্ত্র-বর্দ্ধন ।

কংস-সংপ্রার্থিতাক্রুর-পুরানয়ন পাহি মাং ॥ ৩১৭ ॥

দুষ্টোপায়-দুর্যোগ-শতাকুলিত-কংসরাট্ ।

রাজাজ্ঞানন্দিতাক্রুর জয় দানপতি-প্রিয় ॥ ৩১৮ ॥

নমঃ ৭৮ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

জয় গোকুল-সংত্রাসি-কেশি-বিক্ষেপণ প্রভো ।

হয়্যাসুর-মহাস্তান্তঃ-প্রবেশিত-মহাভূজ ॥ ৩১৯ ॥

সুরশ্র কোপ-কারক (৭-৮) । উৎপাটিতে বিষাণয়োঃ শৃঙ্গয়োরগ্রে যশ্র স চ ঘাতিতশ্চ উগ্রো ভয়ঙ্করো বৃষাসুরো যেন (১০-১৪) । গোকুলশ্রারিষ্টশ্র উৎপাতশ্র বিশেষণ ধ্বংসকারিন্ । তথা অরিষ্টনামকশ্রাসুরশ্র ভঞ্জন বধকারিন্ (১৪) । অথ ব্রজলীলাসমাপ্তিমবধার্য মাথুরীলীলামাবির্ভাবয়িতুং কংসদ্বারৈব কৃষ্ণং মথুরামানেতুং যুক্ত্যুত্থাপনবিচক্ষণেন নারদেন জ্ঞাপিতঃ উদন্তঃ বৃত্তান্তঃ যস্মৈ তথাবিধশ্র কংসশ্র বসুদেবাদি-জিঘাংসারূপং দুষ্টমন্ত্রং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃক্ (১৭-২৬) ! কংসেন সম্যক্ প্রার্থিতং অক্রুরদ্বারা মথুরাপুরে আনয়নং যশ্র (২৮-৩০) । দুষ্টোপায়ানাং দুর্যোগাণাঞ্চ শতেনা কুলিতঃ কংসরাট্ যেন (৩১-৩৭) । রাজঃ কংসশ্র আজ্ঞয়া আনন্দিতোহক্রুরঃ যেন (৩৮-৩৯) । হে দানপতেঃ অক্রুরশ্র প্রিয় যদ্বা দানপতিঃ প্রিয়ো যশ্র হে তথাভূত, জয় প্রভূততরবল-বিক্রমমাবিক্ষত্যাশ্রান্ বিনাশয় ॥ ৩১৫—৩১৮ ॥

ইতি ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ কেশিবধাদিলীলামাহ—গোকুলশ্র সম্যক্ ত্রাসকারিণঃ কেশিনঃ বিশিষ্টরূপেণ শতধনুপরিমিতদূরে ক্ষেপণং উৎসর্জনং যেন (১-৪) যতঃ প্রভো প্রচুরতরশক্তিসম্পন্ন । হয়্যাসুরশ্র মহতো বদনস্তান্ত মধ্যো প্রবেশিতঃ মহান্

হেলাহত-মহাদৈত্য জয় কেশি-নিসূদন ।

কেশবং কেশিমথনং বন্দে হ্রাং দেবতার্চিতং ॥ ৩২০ ॥

নমঃ ৭৯ ॥

জয় ভাগবতশ্রেষ্ঠ-শ্রীনারদ-সমীড়িত ।

অপরিচ্ছিন্নসম্মূর্তে সর্বজীবেশ্বরেশ্বর ॥ ৩২১ ॥

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকুণ্ঠায়াগুণমৃক্ সত্যবাস্তিত ।

ঋষিবাক্-স্মৃতদেবার্থ-কংস-সংহরণাদিক ॥ ৩২২ ॥

নারদজ্ঞাপিতাশেষকার্য্য-স্বীকারকোবিদ ।

দর্শনোৎসব-সংহৃষ্টে-শ্রীনারদ-নমস্কৃত ॥ ৩২৩ ॥ নমঃ ৮০ ॥

ভূজো যেন (৫) ততো হেলয়া অবলীলাক্রমেণৈব হতো মহাদৈত্যঃ যেন । হে কেশিনিসূদন (৭-৮) জয় সর্বাতিশায়িলীলাবিনোদমাবিকুরু । কেশবং কেশিনং হতবানিতি পুষোদরাদিঃ । তদুক্তং—‘যস্মাভূয়া হতঃ কেশী তস্মান্মচ্ছাসনং শৃণু । কেশবো নাম নান্না স্বং খ্যাতো লোকে ভবিষ্যসি’ । যদ্বা প্রশস্তচিকুরবন্তং ‘কেশোহর্গোভ্যাং ব’ ইতি সূত্রাং । কেশিনং মথুাতীতি তথাবিধং । দেবতাভি রচ্চিতং প্রসূনবর্ষেরীড়িতং হ্রাং বন্দে (৮) ॥ ৩১৯—৩২০ ॥

অথ নারদ-সমাগম-কংসচেষ্টানিবেদনাদিলীলাং প্রস্তোতি—ভাগবতানাং ভগবতো লীলাধিকারনিযুক্তভক্তানাং শ্রেষ্ঠেন শ্রীনারদেন সমাগীড়িত স্তুত (৯-২৩) । স্তবমাহ—সর্বাভীতত্বেন আনন্ত্যেন চ সর্বাপরিচ্ছিন্না সতী নিত্যমুষ্টিঃ যন্ত । প্রাপক্ষিকাপ্রাপক্ষিকানাং সর্বেষামেব জীবানাং তেষাং ঈশ্বরান্ সৃষ্টিস্থিত্যদি-কর্তৃনপি আশ্বমুতে নিয়ামকতয়া ব্যাপ্রোতীতি তথাবিধ । ‘অশ্লোতে রাগুকমণি বরট্ চ’ ইতি উপধায়া ঈশ্বরঃ (১০) । সৃষ্টিঞ্চ স্থিতিঞ্চ অস্তং নাশঞ্চ কৰোতীতি তথাভূতয়া মায়য়া । [এতেন তন্ত্ৰ মায়াসম্বন্ধ-রাহিত্যমুক্তং] । গুণান্ সৃজতীতি তথাভূত, অথচ সত্যসঙ্কল্প [এতেন চেচ্ছামাত্রেন সৃষ্টাদিশক্তি রুক্তা] (১১-১২) । ঋষে নারদস্ত বাচা স্তুতো দেবানামর্থঃ প্রয়োজনমেব কংসস্ত সংহরণাদি যেন (১৩-২৩) । ততো নারদেন জ্ঞাপিতানাশেষাণাং কার্যাণাং স্বীকারে কোবিদ কুশল তথা দর্শনমেব উৎসবো যন্ত তথাবিধেন সম্যক্ হৃষ্টেন নারদেন নমস্কৃত (৩৪) ॥ ৩২১—৩২৩ ॥

হে মেষায়িত-গোপাল-পালন-স্তেয়-বিভ্রম ।

গোপবেশধর-ব্যোম-চৌর্য্যনীত-সুহৃদগণ ॥ ৩২৪ ॥

দুষ্টব্যোমাসুরগ্রাহিন্ জয় ব্যোম-নিপাতন ।

ময়পুত্রগুহারুদ্ধ-গোপবর্গ-বিমোক্ষক ॥ ৩২৫ ॥

অমঃ ৮১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

জয় দানপতিধ্যাত-মহামহিম-সঞ্চয় ।

সল্লক্ষণার্থসম্ভাগ্যাক্রুর-সম্ভাবিতেক্ষণ ॥ ৩২৬ ॥

পাদাজধ্যায়কাহকুর-লালসানন্দ-বর্দ্ধন ।

অক্রুর-রথসংপ্রাপ্ত গোষ্ঠ-গোদোহনাগত ॥ ৩২৭ ॥

জয় দানপতীক্ষাপ্ত ক্ষিতিকৌতুককৃৎপদ ।

শ্বাক্ষি-লুঠনাধানপাদাসুজ-রজোব্রজ ॥ ৩২৮ ॥

অথ ব্যোমাসুরবধলীলাং বর্ণয়তি—মেঘবদাচরিতানাং গোপালানাং পালনে চ স্তেয়ে চৌর্য্যে চ বিভ্রমো বিহারো যশ্চ (২৬-২৭) । গোপবেশ-ধরেণ ব্যোমেন কত্র্য চৌর্য্যেণ নীতাঃ সুহৃদাং গণা যশ্চ (২৮-২৯) । দুষ্টং ব্যোমাসুরং গৃহীতীতি তাদৃশ । হে ব্যোমনিপাতন জয় (৩০-৩২) । ততো ময়পুত্রেণ ব্যোমেন গুহাসু রুদ্ধানাং গোপবর্গাণাং বিমোক্ষক (৩৩) ॥ ৩২৪—৩২৫ ॥

ইতি সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথাক্রুরাগতিমাহ—দানপতিনাক্রুরেণ ধ্যাতঃ চিন্তিতো মহামহিমাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যশ্চ (১-৪) । সন্তি রূপালুতাদিলক্ষণানি মাহাত্ম্যানি অর্থানি ধনানি বিষয়া বা যশ্চ ; যদা শুভলক্ষণানি শুভপ্রভাতসূচকানি এবার্থাঃ ধনানি যশ্চ তথাবিধেন মহাভাগ্যেন অক্রুরেণ প্রত্যাশিতং দর্শনং যশ্চেতি (১৪) । অতঃ সম্ভাগ্যেনাক্রুরেণাপি সম্ভাবিতমীক্ষণং দর্শনং যশ্চ (৫) । পাদাজয়ো শ্চরণকমলয়ো ধ্যায়কশ্চ অক্রুরশ্চ লালসাঞ্চ আনন্দঞ্চ বর্দ্ধয়-তীতি তাদৃক্ (৬-২৩) । অক্রুরশ্চ রথেন সম্যক্ প্রাপ্ত (২৪) যতো গোষ্ঠে গোদোহনায় আগত (২৫) । দানপতে রক্রুরশ্চ জিক্ষরা দর্শনেন আপ্তানি-

জয় স্বফল্কতনয়-নয়নানন্দ-বর্দ্ধন ।
 রথাবপ্লাবিতাক্রুর জয়াক্রুরাভিবন্দিত ॥ ৩২৯ ॥
 সুপ্রীত্যালিঙ্গিতাক্রুর জয় প্রণত-বৎসল ।
 গান্ধিনী-নন্দনশেষ-মনোবাহিত-পূরক ॥ ৩৩০ ॥

নমঃ ৮২ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অক্রুর-বর্ণিতাশেষকংস-দুর্ভক্ত-কোপিত ।
 দেবকীবিস্মদেবাদি-দুঃখ-শ্রবণ-দুঃখিত ॥ ৩৩১ ॥
 যাত্রামস্তিত-গোপেশ মথুরাগমনোন্মুখ ।
 প্রাত মধুপুরীয়ান-শ্রবণাকুল-গোকুল ॥ ৩৩২ ॥
 যশোদাহৃদয়াশঙ্কা-চিন্তাজ্বরশতপ্রদ ।
 শোকাক্রিপাতিত্যাশেষব্রজযোষিদ্গগাহব মাং ॥ ৩৩৩ ॥

গৃহীতানি দৃষ্টানীত্যর্থঃ তথা ক্ষিত্যাঃ ব্রজভূমেঃ কোতুককারীণি অলঙ্কার-
 রূপাণি পদানি যন্ত (২৫) । স্বাফল্কে রক্তুরন্ত লুণ্ঠনাধানঃ অবলুণ্ঠনাস্পাদং
 পাদকমলয়োঃ রজসাং ব্রজঃ সমূহো যন্ত (২৬) । স্বফল্ক-তনয়স্তাক্রুরস্ত
 নয়নয়োরানন্দং বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশ (২৮-৩৩) । রথাদবপ্লাবিতঃ অবতারিতোহ-
 ক্রুরো যেন । হে অক্রুরেণ অভিতঃ সাষ্টাঙ্গপ্রণত্যাদিভিঃ বন্দিত (৩৪)
 অথ সৃষ্টু প্রীতিভরণালিঙ্গিতোহক্রুরো যেন । হে প্রণতবৎসল [ভক্ত-
 বাৎসল্যেনৈবাত্র প্রীতিঃ, নতু তদাগমন-প্রয়োজনাধিনেতি ভাবঃ] । তথা
 গান্ধিনী-নন্দনস্তাক্রুরস্ত অশেষাণি মনোবাহিতানি স্বকৃত-পরিব্রজগাদীনি
 পূরয়তীতি তথাভূত স্বং জয় ॥ ৩২৬-৩৩০ ॥

ইত্যষ্টাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথাক্রুরসম্বাদং বিবৃণোতি—অক্রুরেণ বর্ণিতৈঃ নিখিলৈঃ কংসস্ত
 দুঃখরিত্রৈঃ কোপিত (৮-৯) । দেবকীবিস্মদেবাদীনাং দুঃখানাং শ্রবণেন দুঃখিত
 (১০) । যাত্রায়ৈ মস্তিতঃ পরামৃষ্টঃ গোপেশো নন্দো যেন (১১-১২) । অতো
 মথুরায়াং গমনে উন্মুখ । প্রাতরেব মধুপূর্যাং যানস্ত গমনস্ত শ্রবণেন আকুলং
 ব্যাকুলীকৃতং গোকুলং তদ্বাসিজনং যেন (১৩) । যশোদায়া হৃদয়ে শঙ্কানাং
 চিন্তাজরাগাঞ্চ শতানি প্রদত্ত ইতি । শোকসাগরে পাতিতা অশেষাঃ

শূন্যায়মানজগতীগোপীজীবন-তাপন ।

গোপীরোদন-বার্দ্ধারা-সংবদ্ধিত-নদীগণ ॥ ৩৩৪ ॥

নমঃ ৮৩ ॥

জয়াক্রুর-রথারূঢ় গোপীরোদনকাতর ।

শকটারূঢ়নন্দাদি-গোপালগণ-বেষ্টিত ॥ ৩৩৫ ॥

গোপীবিয়োগসন্তপ্ত রাধিকাবিরহাসহ ।

স্বদূত-প্রেমমিষ্টোক্তি-গোপিকাশ্বাসনাকুল ॥ ৩৩৬ ॥

গোপীহাহামহারাব-রোদনার্ত্তি-নিবর্তিত ।

মৃতপ্রায়ব্রজবধূ-চুম্বনালিঙ্গনাসুদ ॥ ৩৩৭ ॥

প্রসীদ সান্ত্বনাভিজ্ঞ নানাশপথ-কারক ।

কৃতাবধিদিনো জীয়া আশাপ্রাণপ্রদায়ক ॥ ৩৩৮ ॥

নমঃ ৮৪ ॥

ব্রজযোযিতাং গোপীনাং গণা যেন হে তথাভূত, মাং বিরহসাগরাদব রক্ষ । (১০-১৮) । শূন্যায়মানা জগতী পৃথিবী যাসাং তাদৃশীনাং গোপীনাং জীবনানি তাপয়তি স্ববিয়োগাগ্নিনা জ্বালয়তীতি তথাভূত । গোপীনাং রোদনৈ য়া বারিধারা স্তাভিঃ সম্যক্ বর্দ্ধিতো বৃদ্ধীকারিতো নদীনাং গণো যেন । (১২-৩১) ॥ ৩৩১—৩৩৪ ॥

অক্রুরস্ত রথে আরূঢ়, গোপীনাং রোদনের কাতর (৩৩) । শকটারূঢ়ঃ নন্দাদিভিঃ গোপগণৈঃ শ্রীদামাদিগোপালগণৈশ্চ বেষ্টিত (৩৩) । গোপীনাং বিয়োগেন সম্যক্ তপ্ত, এবং রাধায়া বিরহঃ অসহঃ যন্ত, অতঃ স্বস্ত দূতাদিদ্বারা অবধিকরণার্থা প্রেমা মিষ্টা উক্তি যন্ত, এবং গোপিকানাং আশ্বাসনে ব্যাকুল ব্যগ্র, তথা গোপীনাং হাহা ইতি মহারাবেণ চ রোদনের চ আর্ত্তিনা চ নিবর্তিত রথাদবপ্লুত্যা তাভি মিলিত । ততো মৃতপ্রায়াণাং ব্রজবধূনাং চুম্বনৈ রালিঙ্গনৈশ্চ অশ্রুন্ প্রাণান্ দদাতীতি তথাবিধ হে সান্ত্বনাস্ত অভিজ্ঞ, তথা ‘আয়াস্তে’ ইত্যাদীন্ শপথান্ করোতীতি ; কিঞ্চ কৃতম্ অবধিদিনং পরশো যেন, অতঃ আশয়া প্রাণান্ দদাতীতি, যদ্বা আশা এব প্রাণান্ দদাতীতি তথাভূত, জীয়াঃ জয়যুক্তো ভবেঃ শীঘ্রমেব কংসাदीন্ নিহতা অত্রাগতা পুন ব্রজদেবীঃ স্বস্বীকুরুষ্বেতি ধ্বনিঃ । (৩৪-৩৬) ।

৩৩৫—৩৩৮ ॥

শ্বাফঙ্কি-সঞ্চালিত-যানবাহঃ

গোপাঙ্গনাসংবৃত-যানমার্গম্ ।

ধাত্রী-মহারোদন-দুঃখিতং ত্বাং

নির্বাক্য-নন্দাদিধ্বতং নমামি ॥ ৩৩৯ ॥

মারিত-স্ত্রীকতিপয় কতি-স্ত্রী-মূচ্ছ'নাকর ।

উন্মাদিতৈক-তদ্যুথ রোদিতস্ত্রীসহস্রক ॥ ৩৪০ ॥

মহার্তস্বর-সংভগকণীকৃত-বধূশত ।

প্রসীদ রথমার্গাঙ্ক-পাতিতৈকাবলাগণ ॥ ৩৪১ ॥

জয়াশাতন্তুবদ্বাসু-কতিস্ত্রী-কীর্তনপ্রদ ।

মথুরাপদবী-বীক্ষাকুলিতৈকাঙ্গনায়ুত ॥ ৩৪২ ॥

নমঃ ৮৫ ॥

যমুনা-মজ্জিতাক্রুর জয়াক্রুর-রথস্থিত ।

শ্বাফঙ্কি-জনসংদৃষ্ট পরমাশ্চর্যা-দর্শক ॥ ৩৪৩ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

গমন-প্রকারমাহ—শ্বাফঙ্কিনা সঞ্চালিতো রথো বাহঃ বহনকর্তা চ যন্ত তং । গোপাঙ্গনাভিঃ সমাগাচ্ছাদিতো যানস্ত রথস্ত পন্থাঃ যন্ত তং । ধাত্র্যা যশোদায়ী মহারোদনেন দুঃখিতং তথা নির্বাক্যেন নন্দপ্রভৃতিনা ধ্বতং ত্বাং নমামি ॥ ৩৩৯ ॥

মারিতাঃ স্ত্রীণাং কতিপয়া যেন, কতিপয়স্ত্রীণাং মূচ্ছ'নাকৃৎ । উন্মাদিতং একং তাসাং যুথং যেন, তথা রোদিতং স্ত্রীণাং সহস্রং যেন, মহার্তস্বরেণ সম্যক্ ভগ্নকণীকৃতানি বধূনাং শতানি যেন । তথা রথমার্গস্ত্র অঙ্কে স্থানে পাতিতাঃ একে অবলানাং গণা যেন, হে তথাভূত প্রসীদ গোপীনাং দুঃখানি বিমোচয় । আশৈব তন্তুঃ সূত্রং তস্মিন্ বদ্ধা অসবঃ প্রাণা বাসামেবন্তুতানাং কতিপয়স্ত্রীণাং স্বকীর্তনং প্রদত্ত ইতি তথাভূত । মথুরায়াঃ পদব্যা মার্গস্ত্র বীক্ষয়া দর্শনেন ব্যাকুলিতাভিঃ কাতিশিৎ অঙ্গনাভি বৃত্ত বেষ্টিত (৩৭) ॥ ৩৪০—৩৪২ ॥

অথাক্রুরবাস্তাপূতিং বর্ণয়তি—যমুনারাং মজ্জিতঃ স্নাপিতঃ অক্রুরো যংপ্রযোজকেন (৪১) হে অক্রুরস্ত রথস্থিত অথচ শ্বাফঙ্কিনা জলে সমাগ্

অক্রুর-সংস্তুতানাং পদ্মনাভাদি-কারণ ।

জগদুর্বিজ্ঞেয়গতে ভজমানৈক-গম্য হে ॥ ৩৪৪ ॥

নানাযজ্ঞাচনীয়াজ্ঞে নানাখ্যা-রূপমার্গভাক্ ।

সর্বগত্যাপগান্তোদে সর্বদেবময়েশ্বর ॥ ৩৪৫ ॥

জগদাশ্রয়-সর্বাঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডালি-গুহোদর ।

শোকল্লানন্দদশ্রীমদবতারাবলী-যশঃ ॥ ৩৪৬ ॥

নানাকার্পণ্যবিজ্ঞাপি-মুমুক্কু ক্রুরযাচিত ।

স্বপ্রেমভক্তি-সংসঙ্গদায়ি-স্বৈককৃপাভর ॥ ৩৪৭ ॥

দৃষ্ট, অতো মহাশর্চ্যাণি নিম্নয়কারীণি বস্তুনি দর্শয়তীতি তথাবিধ ।
(৪২-৫৭) ॥ ৩৪৩ ॥

ইত্যেকোনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥

অক্রুরস্তবমাহ—অক্রুরেণ সমাক্ স্তুত স্তবনবিষয়ীভূত । ন আদিঃ
কারণমশ্রেতি অনাদে । পদ্মনাভশ্চ ব্রহ্মণঃ আদিকারণ, তত্রৈবাবির্ভাবাৎ ।
জগতাং ব্রহ্মাদি-সর্বসৃষ্টানাং দুর্বিজ্ঞেয়া গতিঃ স্বরূপং যশ্চ (২-৩) অথচ
ভজমানানাং যোগি-কর্ষি-সন্ন্যাসি-ভক্তানাং কেবলং গম্য বোধ্য (৫-৬) ।
নানাবিধৈর্ষজ্ঞৈঃ পূজাদিভিরর্চনীয়ো অজ্ঞী চরণৌ যশ্চ । নানা পৃথক্
রূপঞ্চ বিগ্রহঞ্চ মার্গং প্রস্থানঞ্চ ভজতীতি তথাবিধ (৭-১০) । তদেব দৃষ্টান্তয়তি
সর্বগতীনাং নদীনাং সমুদ্র ইব । [পর্বতঃ সকাশাং সর্বতঃ প্রভবন্তীনাং
নদীনাং যথা সিন্ধুরেব চরমগতি স্তথা সোহপি বিভিন্নপ্রস্থানানামুপাসকানাং
পরমাশ্রয় এব ।] ক্ষুদ্রনানাদেবতানামপি স্বরূপাধায়কত্বাং সর্বদেবময়ঃ,
সর্বদেবতাশরীরত্বেন তৎপ্রচুরত্বাৎ । স চাসৌ তেষামন্তঃ প্রবিষ্ট নিম্নস্তা
চেতি ঈশ্বর (৯-১০) । জগতঃ আশ্রয়স্বরূপং সর্বমঙ্গং যশ্চ (১১-১৫) ।
ব্রহ্মাণ্ডানামালীনাং শ্রেণীনাং গুহাবদাশ্রয় উদরং যশ্চ (১৩-১৫) । শোক-
নাশনঞ্চ আনন্দপ্রদঞ্চ শ্রীমৎ শোভাসমৃদ্ধিকরঞ্চ যদ্বা শ্রীমতাং পরমৈশ্বর্য-
মাধুর্যবতাং অবতারসমূহানাং বশো যশ্চ (১৬-২২) । নানাবিধং কার্পণ্যং
দৈন্তং বিশেষণ জ্ঞাপয়িতুং শীলং যশ্চ তথাবিধেন মুমুকুণা অক্রুরেণ যাচিত
(২৩-২৭) । যশ্চ প্রেমভক্তিঞ্চ সংসঙ্গঞ্চ দাতুম্ শীলমশ্রেতি তথাবিধঃ

গোপ্যবজ্জাহতাক্রুরশুষ্কস্তোত্রাভিবন্দিত ।

পিতৃব্য-বিস্ময়োদন্ত-প্রচ্ছকাদ্ভুত-সাগর ॥ ৩৪৮ ॥

নমঃ ৮৬ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

মথুরোপবন-প্রাপ্ত-নন্দাদি-স্বজনাবৃত ।

ব্রজার্জিকারণাক্রুরগৃহযানার্থনাকর ॥ ৩৪৯ ॥

স্বলঙ্কৃত-মহাশচর্য্যাপুরীদর্শন-হর্ষিত ।

পুরস্ত্রীবৃন্দ-নয়ন-মনোহর নমোহস্ত তে ॥ ৩৫০ ॥

দধ্যাদিমঙ্গলদ্রব্যদ্বিজাতিকৃতপূজন ।

পুরস্ত্রীকৃত-গোপস্ত্রীপুণ্যশ্লাঘাতিনিবৃত ॥ ৩৫১ ॥

নমঃ ৮৭ ॥

মথুরাজন-সংবীক্ষ্য রজকাংশুক-যাচক ।

ভ্রমুখাঞ্জেপ-সংক্রুদ্ধ রঙ্গকার-শিরোহর ॥ ৩৫২ ॥

স্বশ্চৈব একঃ মুখ্যঃ কৃপাভরো যশ্চ (২৮) গোপীনাং অবজ্জয়া অনাদরেণ আহতঃ সমাগপরাদী যোহক্রুর স্তশ্চ শুষ্কেন ভক্তিহীনেন স্তোত্রেণ অভি-
বন্দিত স্তত (৩০) । পিতৃব্যাক্রুরায় বিস্ময়শ্চ উদন্তঃ বৃত্তান্তঃ পৃচ্ছতীতি
তথাবিধ, হে অভুতসাগর বিচিত্রলীলাকর ॥ ৩৪৮—৩৪৮ ॥

ইতি চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথ নগর-প্রবেশাদিকং বর্ণয়তি—মথুরায়া উপবনং প্রাপ্তা গতা য়ে
নন্দাদয়ঃ স্বজনা স্তে বৃত্তে বেষ্টিত (৮-৯) । ব্রজস্বার্জিকারণং যোহক্রুরঃ তেন
তশ্চ গৃহে যানায় গমনায় প্রার্থনাং করোতীতি তথাভূত (১০) অথ স্ত্রী
অলঙ্কৃত চ মহাশচর্য্য চ যা পুরী মথুরা তস্তা দর্শনাং হর্ষিত (১০-২৩) ।
পুরস্ত্রীবৃন্দানাং নয়নানি মনাংসি চ হরতি আকর্ষতীতি হে তথাভূত,
তুভ্যাং নমঃ অস্তু (২৪-২৯) । দধ্যাক্তাদিভি মঙ্গলদ্রব্যৈঃ করণৈঃ দ্বিজাতিভিঃ
কর্তৃভিঃ কৃতং পূজনং যশ্চ (৩০) । পুরস্ত্রীভিঃ কৃতয়া গোপস্ত্রীণাং শ্লাঘা
সাতিশয়ানন্দিত (৩১) ॥ ৩৪৯—৩৫১ ॥

অথ রজকবধাদিকং প্রস্তোতি—মথুরাজনৈঃ সম্যক্ বীক্ষ্য দর্শনীয়,

নিজপ্রিয়াস্বরদ্বন্দ্ব-পরিধান-বিভূষিত ।

অভীষ্টবস্ত্র-সংহৃষ্ট-রামগোপালি-সংযুত ॥ ৩৫৩ ॥

প্রসাদ বায়কোন্নীতচৈলেয়াকল্পভূষিত ।

নানালক্ষণ-বেশাঢ্য হে বায়ক-বরপ্রদ ॥ ৩৫৪ ॥

নমঃ ৮৮ ॥

প্রসাদ হে সুদামাখ্য-মালাকার-গৃহাগত ।

মালিকপ্ৰীতিপূজাপ্ত-মাল্যবদ্ভক্তিসংস্তুত ॥ ৩৫৫ ॥

সুগন্ধি-নানামালালি-স্বলঙ্কৃত নমোহিস্ত তে ।

সুদামাভীষ্মিতবর-বাঞ্ছাভীতবরপ্রদ ॥ ৩৫৬ ॥

নমঃ ৮৯ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

রজকমণ্ডকানি বস্ত্রাণি বাচতে ইতি তথাভূত (৩২-৩৩) । হুমুখস্ত রজকস্ত আক্ষেপাৎ সাটোপ-বচনাৎ সম্যক্ ক্রুদ্ধ, (৩৪-৩৬) অতঃ রজ্জ্বকারস্ত বস্ত্র-রজ্জ্বকস্ত শিরো হরতীতি তথাভূত । ততঃ নিজস্ত প্রিয়ং যদ্ বস্ত্রবুগলং তস্ত পরিধানেন বিভূষিত (৩৮-৩৯) । ততোহভীষ্টানি বস্ত্রাণি প্রাপ্য সম্যক্ হৃষ্টঃ রামাদিগোপগণৈঃ সহ সংযুত মিলিত । অথ বায়ক-প্রসাদমাহ—বায়কেন উন্নীতৈঃ উপনীতৈঃ চৈলেয়ে বস্ত্রময়ৈরাকরৈঃ কটক-কুণ্ডল-কেয়ূরাদিভি বিভূষিত (৪০) ; নানা বহুবিধং লক্ষণং প্রকারঃ যস্ত তাদৃশা বেশেন আঢ্য সম্পন্ন (৪১) । বায়কায় সাক্ষ্যপ্যং বরং প্রদদাতীতি তথাভূত (৪২) । ৩৫২—৩৫৪ ॥

অথ মালাকার-প্রসাদমাহ—সুদাম-নামকস্ত মালাকারস্ত গৃহমাগত হে প্রসাদ মদগৃহমপি রূপয়ালঙ্কর (৪৩) । মালিকস্ত সুদাম্নঃ প্রীত্যা পূজাং প্রাপ্ত স্বীকৃতার্থ ইত্যর্থঃ । অতো মাল্যধারিন্, ভক্তিভরেণ সম্যক্ স্তুত (৪৫-৪৮) । সুগন্ধিভিঃ নানা মালাসমূহৈঃ সূষ্টু অলঙ্কৃত (৪৯) । সুদাম্নো-ভীষ্মিতং স্বপ্নিরচলাভক্তি-ভক্ত্যসৌহার্দ্য-ভূতদয়ারিক্রপং বরং তথা তস্ত বাঞ্ছাভীতং অপ্রার্থিতং বংশবৃদ্ধিমতীলক্ষ্মী-বলায়র্ঘ্যশংকান্তিপ্রভৃতিকং বরঞ্চ প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি তথাভূত হে ভূভাং নমঃ (৫১-৫২) ॥ ৩৫৫—৩৫৬ ॥

ইত্যেকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

সহাসনম'-সংপ্রশ্নার্থিতকুজানুলেপন ।

কুজাদভ্রাঙ্গরাগাঢ়া সৈরিক্সীচিত্ত-মোহন ॥ ৩৫৭ ॥

কুজানুলিপ্তসর্বাঙ্গ হেহঙ্গরাগানুরঞ্জিত ।

ত্রিবক্রাবক্রতাহর্ভঃ কুজাসৌন্দর্য্যদায়ক ॥ ৩৫৮ ॥

কুজাকুষ্ঠাস্বরধর কুজাচেষ্ঠাতিহাসিত ।

কৃতকুজা-সমাশ্বাস জয় কুজাবরপ্রদ ॥ ৩৫৯ ॥

নমঃ ৯০ ॥

নানোপায়ন-তাম্বুল-গন্ধাদি-বর্ণিগচ্চিত ।

জয় চিত্রায়িতাশেষপুরস্ত্রীগণ-বীক্ষক ॥ ৩৬০ ॥

জয় প্রফুল্লনয়ন লীলাহাসিতলোচন ।

মন্তনাগেন্দ্র-গমন নাগরীগণ-মোহন ॥ ৩৬১ ॥

ধনুঃস্থানপ্রশ্নকর জয়াদ্ভুতধনুধর ।

লীলা-সজ্জীকৃতেশ্বাস কংসকোদণ্ড-খণ্ডন ॥ ৩৬২ ॥

অথ কুজোন্নমনাদিলীলাং প্রস্তোতি—হাসেন সহ নর্ম পরীহাসশ্চ সংপ্রশ্নশ্চ তাভ্যাং প্রার্থিতং কুজায়া অনুলেপনং যেন (১-২) । কুজায়া দত্তেন অঙ্গরাগেণাঢ়া সুশোভিত । অতঃ রূপ-পেশল-মাধুর্য্য-হসিতালাপ-বীক্ষিতৈঃ সৈরিক্স্যাঃ চিত্তং মোহয়তীতি (৩) । কুজায়া অনুলিপ্তং সর্বাঙ্গং যশ্চ ; অঙ্গরাগেণ অনুরঞ্জিত পত্রভঙ্গীরচনাবিধিনা শ্রীগণ্ডবক্ষোভুজাদিস্বনুলিপ্ত (৫) ত্রিবক্রায়াঃ বক্রতাং হরতীতি তথাভূত (৬) । অতঃ কুজায়া সৌন্দর্য্যং দদাতীতি (৮) কুজায়া আকুষ্ঠং স্ববঙ্গং ধরতীতি তথাভূত (৯) কুজায়াঃ চেষ্ঠায়া অতিশয়ং হাসিতং যেন (১০) কৃতঃ কুজায়াঃ সমাগাশ্বাসো যেন (১২) । হে কুজায়া বরপ্রদ জয় সর্বোৎকর্ষমাবিক্কুর ॥ ৩৫৭—৩৫৯ ॥

ততো নানাবিধৈ রূপহারৈঃ তাম্বুলৈ র্গন্ধাদিভিঃ করণৈঃ বর্ণিগ্ভি-রচ্চিত (১৩) চিত্রায়িতানাং লিখিতপ্রতিমানামিব নিশ্চলমূর্ত্তীনাং নিখিলানাং পুরস্ত্রীগণানাং বীক্ষক দর্শনকারিন্ (১৪) । অতএব প্রফুল্লৈ নরনে যশ্চ, এবং লীলাভিঃ হসিতানি অবলোকনানি দৃষ্টিপাতা যশ্চ । মন্তঃ নাগেন্দ্রঃ গজরাট ইব গমনং যশ্চ । অতঃ নাগরীগণানাং মোহকং । ধনুঃস্থানশ্চ পৌরান প্রশ্নান করোতীতি তথা অদ্ভুতং বিচিত্রবর্ণানুলেপনালঙ্কারাদিভি রচ্চিত্ত্বাং বৃহত্তরত্বাচ্চ বিশ্বরাবহং ধনুঃ ধরতীতি তাদৃক্ (১৫-১৬) । লীলায়া

ধনুরক্ষকবৃন্দঃ কংসপ্রেষিত-সৈন্তান্ ।

কংসাতিত্রাসজনক শকটাবাস-সঙ্গত ॥ ৩৬৩ ॥

নমঃ ৯১ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

কংসকারিত-মঞ্চৌষ রঙ্গভূ-গমনোৎসুক ।

জীয়াং কুবলয়াপীড়-গজরুদ্ধপথো ভবান্ ॥ ৩৬৪ ॥

সংক্রুদ্ধাশ্বষ্ঠ-নির্দিষ্ট করীন্দ্রক্ৰীড়িতাব মাং ।

সত্ত্বঃ কুবলয়াপীড়ঘাতিন্ সিংহ-পরাক্রম ॥ ৩৬৫ ॥

সমুৎপাটিত-নাগেন্দ্র-মহাদন্ত-বরায়ুধং ।

বন্দে কুবলয়াপীড়-মর্দনং হতহস্তিপং ॥ ৩৬৬ ॥

নমঃ ৯২ ॥

সাবহেলনং সজ্জীকৃতঃ সমারোপিতজ্যাকঃ ইষাসঃ ধনুর্ যেন, তথা কংসস্ত কোদণ্ডং ধনুঃ খণ্ডয়তীতি তথাভূত (১৭) । ধনুষৌ রক্ষকাণাং বৃন্দং হস্তি নাশয়তীতি তথা (১৯) । কংসেন প্রেষিতান্ সৈন্তান্ হস্তীতি (২০-২১) কংসস্ত অতিত্রাসং জনয়তি ইতি (২৮-৩৪) শকটাবাসং সমাক্ গত প্রাপ্ত (১৩) ॥ ৩৬০—৩৬৩ ॥

ইতি দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ কুবলয়াপীড়বধাদিকমাহ—কংসেন কারিতঃ মঞ্চানাগোষঃ সমূহো যেন (৪২।৩২-৩৩) । ততো রঙ্গভূমৌ মল্লক্ৰীড়াস্থানে গমনোৎসুক (২) । কুবলয়াপীড়েন গজেন রুদ্ধঃ পদ্ম যন্ত তথাভূতো ভবান্ জীয়াং অশ্বষ্ঠ-প্রেষিতং গজরাজং নিহত্য সাবধানোহতঃ সর্বাচিত্তাকর্ষকগুণো ভূয়াং (২-৩) । সম্যক্ ক্রুদ্ধেন অশ্বর্চেন হস্তিপেন নির্দিষ্ট (৫) অতঃ করীন্দ্রেন কুবলয়াপীড়েন ক্ৰীড়িতং খেলা যন্ত হে তথাভূত ! মাং অব মদমত্ত-মনঃকরীন্দ্রাং রক্ষ (৬-১২) সত্ত্ব স্তব্ধগাদেব কুবলয়াপীড়ং হস্তীতি তথাবিধ । সিংহ ইব পরাক্রমো যন্ত তদা সমাণ্ডংপাটিতঃ নাগেন্দ্রস্ত মহাদন্ত এব বরঃ শ্রেষ্ঠঃ আয়ুধঃ অস্ত্রং যন্ত তাদৃশং, কুবলয়াপীড়স্ত হস্তিনঃ মর্দনকারকং তথা হতা হস্তিপা যেন তাদৃশঞ্চ ত্বাং বন্দে (১৪) ॥ ৩৬৪—৩৬৬ ॥

রঙ্গপ্রবেশ-সুভগ-বীরশ্রী-পরিভূষিত ।

স্কন্ধশস্ত্র-মহাদত্ত মদরক্তকণাঙ্কিত ॥ ৩৬৭ ॥

প্রসীদ শ্বেদ-কণিকালঙ্কৃতানন-পঙ্কজ ।

রঙ্গস্থ-লোকাভিপ্রায়-ভাতাশেষরসাত্মক ॥ ৩৬৮ ॥

মহাবীর মহারম্য মহাস্মর মহাসুহৃৎ ।

মহেশ্বর মহান্নিক মহাকাল মহাগুরো ॥ ৩৬৯ ॥

মহাতত্ত্ব মহাসেব্য সর্বলোক-মনোহর ।

সপ্রেমেক্ষক-মঞ্চস্থ-লোকগীত-মহাযশঃ ॥ ৩৭০ ॥

নমঃ ৯৩ ॥

অথ রঙ্গপ্রবেশঃ বর্ণয়তি—রঙ্গমঞ্চে প্রবেশায় সুভগা সুন্দরী যা বীরশ্রীঃ তয়া বিভূষিত, বীরশ্রিয়মাহ—স্কন্ধে শস্ত্রো মহাদত্তো যেন, তথা মদস্ত্র দানবারিণঃ রক্তস্ত্র চ কণাভি বিন্দুভি রঙ্কিত চিহ্নিত । শ্বেদকণিকাভিঃ ঘর্ম্মজলৈঃ অলঙ্কৃতং শোভিতং বদনকমলং যন্ত হে তথাভূত প্রসীদ । তত্রাপূর্বভাতিমাহ—রঙ্গস্থিতানাং লোকানামভিপ্রায়েঃ ভাতঃ প্রতীরমানঃ অশেষাণাং রসানাং আত্মা স্বভাবো যস্মিন্ । তত্র তেষাং দর্শনাত্মসারেণ তৎপ্রতীতিফলমাহ—মল্লানাং মহাবীর ; দ্বৈষব্যতিরিক্তানাং পৌরাদীনাং মহারম্য পরমচমৎকারকরুপগুণলীলাদিভিঃ পরমদর্শনীয় ; জ্ঞীণাং মহাস্মর প্রিয়তারতে ব্যক্তত্বাৎ ; গোপানাং শ্রীদামাদীনাং মহাসুহৃৎ প্রিয়বরস্ত । অসতাং রাজ্ঞাং তস্ত শাস্তৃত্ব-জ্ঞানাদ্ বীৰ্য্যাতিশয়দর্শনেন মহাশাসনকর্তৃঃ ; স্বপিত্রো দেবকী-বন্সদেবয়োঃ নন্দ-বন্সদেবয়ো বা শিশুত্বাৎ মহান্নিক মহাবাৎসল্যোদ্দীপক । কংসস্ত মূর্ত্ত-মৃত্যুত্বাৎ মহাকাল । অবিভুবাং তত্ত্বানভিজ্ঞানাং মহাগুরো । যোগিনাং জ্ঞানভক্তানাং সনকাদীনাং পর-তত্ত্বব্রহ্মরূপত্বাৎ মহাতত্ত্ব । বৃক্ষীণামকুরোদ্ধবাদীনাং পরমারাধ্যত্বাৎ মহা-সেব্য (১৭) । ইথং তত্রত্যানাং সর্বেষামেব লোকানাং স্বস্বরূচিবেচিত্র্যা-দীনাং মহারসস্বরূপতয়া প্রত্যন্তঃকরণরূপমেব স্ফুরণাৎ মনোহরতীতি তথাবিধ (১৯-২১) । প্রেম্না সহ ঈক্ষকৈঃ দর্শকৈ মঞ্চস্থিতৈঃ লোকৈ গীতং মহাযশঃ যন্ত (২২-৩০) ॥ ৩৬৭—৩৭০ ॥

চানূর-ভাষিতং বন্দে চানূরোত্তরদায়কং ।

চানূরাতিপরাক্রান্তং মল্লযুদ্ধ-বিশারদং ॥ ৩৭১ ॥

নমঃ ৯৪ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে ত্রিচহারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

সহজপ্রেমমুতুল পুরস্ত্রীগণ-শোচিত ।

পুরস্ত্রীনিন্দিতাশেষসভ্য-লজ্জাতিলজ্জিত ॥ ৩৭২ ॥

স্ত্রীগণোদগীত-মহিম-ব্রজস্ত্রীশ্রুতিহর্ষিত ।

পিতৃমাতৃমহান্তিজ্ঞ জয় চানূরমর্দন ॥ ৩৭৩ ॥

শলতোষলসংহর্ত্ত বলঘাতিত-মুষ্টিক ।

বিদ্রাবিতান্তমল্লোঘ রাম-পাতিত-কুটক ॥ ৩৭৪ ॥

নমঃ ৯৫ ॥

অথ চাণুরেণ কথোপকথনমাহ—চাণুরেণ ভাষিতং ‘হে নন্দসূনো’ ইত্যাদিনা মল্লযুদ্ধে আহুতমিত্যর্থঃ (৩৫) । চাণুরায় উত্তরং ‘প্রজা ভোজ-পতেরশু বরধে’ত্যাদিনা প্রতিবচনং দদাতীতি (৩৭-৩৮) । চাণুরেণ অতি-পরাক্রান্তং মহাবিক্রমো যশ্চ তং মল্লযুদ্ধে বিশারদং স্ত্রীপুংসং হাং বন্দে (৩৯-৪০) ॥ ৩৭১ ॥

ইতি ত্রিচহারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ মল্লযুদ্ধং চাণুরবধাদিকথাহ—চাণুরেণ মল্লযুদ্ধে প্রবৃতে সহজপ্রেম্না স্বাভাবিকপ্রিয়তয়া মুতুলৈঃ পুরস্ত্রীগণৈঃ শোচিত (৭-৮) । পুরস্ত্রীভিঃ নিন্দিতানাং নিখিলানাং সভ্যানাং লজ্জরা অতিলজ্জিত (৯-১২) । স্ত্রীগণৈঃ উচ্চকণ্ঠেন গীতাঃ মহিমানঃ মাহাত্ম্যানি যশ্চ । তথা ব্রজস্ত্রীগণং ভাগ্য-বর্ণনশ্চ শ্রুত্যা শ্রবণেন হর্ষিত বদা স্ত্রীজনৈরুদগীত-মহিম্নো বা ব্রজস্ত্রিয় স্তাসাং ভাবাদিকশ্চ শ্রবণেন হর্ষিত (১৩-১৬) পিতৃ মাতৃশ্চ স্ববলজ্ঞানাং মহান্তিঃ জানাতীতি তথাবিধ (১৮) হে চাণুরং মর্দয়তীতি তথাভূত জয় সর্বোৎকর্ষং আবিস্কুরু (২৩) শলং তোষলঞ্চ সংহরতি নাশয়তীতি তথাবিধ (২৭) । বলেণ বলদেবেন ঘাতিতো মুষ্টিকো বেন (২৪) এতেষাং বধং দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতাঃ অস্ত্রে মল্লানাং সমূহা যেন (২৮) তথা রামেণ পাতিতঃ মারিতঃ কুটো মল্লো বংপ্রযোজকেন (২৬) ॥ ৩৭২—৩৭৪ ॥

উচ্চমঞ্চস্থ-দুৰ্বৃত্তকংসদুৰ্বাক্য-কোপিত ।
 আত্মাসিচম্ৰ-সঞ্চারিকংস-কেশগ্রহোদ্ধত ॥ ৩৭৫ ॥
 ভূমিপাতিত-ভোজেন্দ্র কংসোপরিবিকৃদিত ।
 কংস-ধ্বংসন কংসারে জয় কংস-নিসূদন ॥ ৩৭৬ ॥
 হতোবীভয়ভারার্ভে জগচ্ছল্য-বিনাশক ।
 পিতৃমাতৃ-প্রহর্যার্থ-মৃতকংস-বিকর্ষক ॥ ৩৭৭ ॥
 ব্রহ্মেশাদি-সুরানন্দিন্ কালনেমি-বিমুক্তিদ ।
 বল-ঘাতিত-দৃষ্টাষ্টকংস-সোদর পাহি মাং ॥ ৩৭৮ ॥

অমঃ ৯৬ ॥

কংসযোষিংসমাশ্বাসিন্নাদিষ্টমৃত-সংক্রিয় ।
 পিতৃমাতৃ-পদানন্ন পিতৃবন্ধ-বিমোক্ষক ॥ ৩৭৯ ॥

অমঃ ৯৭ ॥

ইতি দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ কংসকঙ্কাদিবধমাহ—উচ্চমঞ্চস্থ চ দুৰ্বৃত্তশ্চ চ কংসস্থ দুৰ্বাক্যকোপিত জাতক্ৰোধ (৩২-৩৩) । আত্মে গৃহীতে অসিচম্ৰিণে যেন স চ সঞ্চারণশীলশ্চ যঃ কংসঃ তস্য কেশেযু গ্রহেণ উদ্ধত (৩৫-৩৬) । ভূমৌ পাতিতশ্চ ভোজেন্দ্রশ্চ যঃ কংসঃ তস্ত্রোপরি বিকৃদিতং খেলনং যশ্চ (৩৭) হে কংসধ্বংসন কংসশ্চ শত্রো হে কংসশ্চ নিসূদন জয় । স্ততম্ উৰ্বাযাঃ পৃথিব্যাঃ ভরঞ্চ ভারশ্চ আর্ভিশ্চ যেন । হে জগতাং শল্যশ্চ বিনাশকৃৎ । পিতুঃ মাতুশ্চ প্রহর্যায় মৃতশ্চ কংসশ্চ বিকর্ষণকারক (৩৮) । ব্রহ্মশিবাदीনাং দেবানামানন্দদ (৪২) পিবন্নদন্ বিচরন্ স্বপন্ স্বসন্ তমেব কৃষ্ণমুদ্বিগ্নধিয়া নিত্য চিন্তয়ন্ পূর্বং যঃ কালনেমিঃ আসীৎ, অস্মিংশ্চ কংসেতি নাম, তস্মৈ বিমুক্তিদ (৩৯) বলদেবেন ঘাতিতাঃ নিপাতিতা দৃষ্টাঃ অষ্টৌ কংসশ্চ সোদরা যেন হে তথাভূত মাং পাহি দৃষ্টাষ্টপাশেভ্যো বিমোচয় (৪০-৪১) ॥ ৩৭৫—৩৭৮ ॥

অথ রাজপত্নীসমাশ্বাসনমাহ—কংসশ্চ যোষিতাং স্ত্রীণাং সন্যাক্ আশ্বাসদায়িন্ তথা আদিষ্টা মৃতানাং সংক্রিয়া যেন (৪৩-৪৯) । অথ পিত্রো

ঈশজ্ঞানাকৃতাপ্লেষ-জননীতাত-ভাববিৎ ।
 স্নেহবর্দ্ধন-মিষ্টোক্তি-পিতৃমাতৃপ্রমোদকৃৎ ॥ ৩৮০ ॥
 প্রাপ্তালিঙ্গনমুন্মাতৃতাত-ক্রোড়াধিরোপিত ।
 স্নেহবাক্পিতৃমাত্রশ্রদ্ধা-স্নাপিত-মস্তক ॥ ৩৮১ ॥
 পরমানন্দিত শ্রীমদেবক্যানকদুন্দুভে ।
 জয় প্রেমসুখাচ্ছাদি-জ্ঞান দুঃখ-নিবারক ॥ ৩৮২ ॥

নমঃ ৯৮ ॥

সদ্বাক্যানন্দিত-শ্রীমদুগ্রসেনাধিপত্যদ ।
 দত্তোগ্রসেনরাজ্যশ্রী রুগ্রসেন-নিদেশকৃৎ ॥ ৩৮৩ ॥
 প্রসীদতান্ মে ভগবান্ ভক্তবৎসল-নামধৃক্ ।
 উগ্রসেন-বশানীত-ত্রিলোকীরত্ন-সঞ্চয় ॥ ৩৮৪ ॥

নমঃ ৯৯ ॥

মোঁচনাদিকং বর্ণয়তি—পিতু মাতৃশ্চ পদয়োঃ আনন্দ তথা পিত্রো
 বর্দ্ধনশ্চ বিমোক্ষণকৃৎ (৫০) ॥ ৩৭৯ ॥

ইতি চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অথ পিত্রোঃ সাস্তুনামাহ—ঈশজ্ঞানেন অকৃতঃ আপ্লেষঃ আলিঙ্গনং
 যাভ্যাং তাদৃশোঃ জননীতাতয়োঃ ভাবং বেত্তীতি তথাভূত (৪৪।৫১) । তদা
 স্নেহবর্দ্ধনে চ মিষ্টোক্ত্যা চ পিতু মাতৃশ্চ প্রমোদকর (১-৯) । তদ্বাক্যেন
 প্রাপ্তা আলিঙ্গনশ্চ মুদানন্দো যেন তথা মাতু স্তাতশ্চ চ ক্রোড়য়োঃ অধি-
 রোপিত (১০) । স্নেহেন অবাক্যয়োঃ পিত্রোঃ অশ্রদ্ধাভিঃ স্নাপিতং
 মস্তকং বশ (১১) । পরমানন্দিতৌ শ্রীমন্তৌ দেবকীবিন্দুদেবৌ যেন তথা
 প্রেমসুখেন আচ্ছাদিতং জ্ঞানং যেন, অতো হে দুঃখনিবারক স্বং জয় ॥
 ৩৮০—৩৮২ ।

অধোগ্রসেনাভিষেকমাহ—সদ্বাক্যোঃ আনন্দিতায় শ্রীমতে উগ্রসেনায়
 আধিপত্যং রাজত্বং দদাতীতি তথাভূত (১২) । দত্তা উগ্রসেনায় রাজ্যশ্রী
 যেন । উগ্রসেনশ্চ নিদেশকৃৎ আজ্ঞাবহ (১৩) । ভগবান্ সর্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-
 নিধানঃ ভক্তবৎসল এব নাম ধরতীতি তথাভূতো ময়ি প্রসীদতাং

আনীত-কংস-সন্ত্রাস-প্রোষিতজ্ঞাতিবান্ধব ।

জয় সম্মানিতাশেষ-যাদবাবাস-দায়ক ॥ ৩৮৫ ॥

সদা দয়াস্মিতালোকানন্দিতাখিলযাদব ।

জয় রোগজরাগ্নানিহারি-সন্দর্শনামৃত ॥ ৩৮৬ ॥

প্রসীদ সাত্ত্বতশ্রেষ্ঠ যাদবেন্দ্র প্রসীদ মে ।

বৃষ্ণিপুঞ্জব মাং পাহি দাশার্হাধিপ মাধব ॥ ৩৮৭ ॥

কুকুরান্ধক-বংশোদ্ভ্র ভৈমাশ্বয়-বিবর্দ্ধন ।

যযাতিকুল-পদ্মার্ক চন্দ্রবংশাঙ্কি-চন্দ্রমঃ ॥ ৩৮৮ ॥

নমঃ ১০০ ॥

জয় শ্রীমথুরানাত্হ মথুরা-মঙ্গল প্রভো ।

মধুরামূর্ত্তমাধুর্য্য মথুরা-মণ্ডলেশ্বর ॥ ৩৮৯ ॥

নিত্যশ্রীমথুরাবাসিন্ মধুরা-মাধুরীপ্রদ ।

হে মাধুর-মহাভাগ্য নম স্তে মথুরা-পতে ॥ ৩৯০ ॥

নমঃ ১০১ ॥

প্রসন্নাভবতু । উগ্রসেনস্ত বশে আনীতঃ ত্রিলোকাঃ জগজ্জয়ন্ত রত্নানাং
সঞ্চয়ো যেন (১৪) ॥ ৩৮৩—৩৮৪ ॥

আনীতাঃ কংসস্ত সন্ত্রাসাং প্রোষিতাঃ কৃতপ্রবাসাঃ জ্ঞাতরঃ বান্ধবাস্চ
যেন (১৫) । ততঃ সম্যক্ মানিতানাং নিখিলানাং যাদবানামাবাসং দাতুং
শীলমশ্ৰেতি তথাবিধ (১৬) । সর্বদা দয়য়া চ স্মিতেক্ষণেন চ আনন্দিতাঃ
যাদবা যেন (১৭-১৮) । রোগঞ্চ জরাঞ্চ গ্নানিঞ্চ হর্ন্তুং শীলং যন্ত তথাভূতং
সন্দর্শনমেবামৃতং যন্ত (১৯) । সাত্ত্বত-যজু-বৃষ্ণি-দাশার্হ-মধু-কুকুরান্ধক-
ভোজাশ্চাষ্টৌ মুখ্যতমা যাদব-বংশভেদাঃ, তত্র তত্র শ্রেষ্ঠত্বাং তত্তনামগ্রহণং
যথাযোগ্যং মন্তব্যম্ । ভৈমবংশস্ত বিবর্দ্ধনকৃৎ । ভীমো নাম সাত্ত্বতবংশো
নৃপবিশেষঃ । তদ্বংশস্ত বর্দ্ধক । যযাতিকুলানি এব পদ্মানি তেষাং পক্ষে
সূর্য্য তদ্বৎপ্রকাশকারক । চন্দ্রবংশ এব সমুদ্র স্তস্ত চন্দ্র ওজ্জল্যবিধানাং ॥
৩৮৫—৩৮৮ ॥

অথ মথুরাবিনোদিনং তং স্তোতি—শ্রীমথুরাং নাথতে সনাথীক্রিয়তে
ইতি তথাবিধ । হে মথুরায়্য মঙ্গলকৃৎ প্রভো ! মধুরায়্যঃ মথুরায়্য বিগ্রহ-
ধারি-মাধুর্য্য ! মথুরামণ্ডলমাশ্বস্তুতে সর্বপ্রাধান্তেন ব্যাপ্নোতীতি তথাভূত !

অগ্ৰস্থোগমন-ব্যাজ-রক্ষিত-ব্রজনায়ক ।

প্রসীদ মুহুরাশ্লেষ-নন্দসস্তাষণাকুল ॥ ৩৯১ ॥

নানাবাক্চাতুরী-দীন-নন্দরোদন-বর্দ্ধন ।

অত্যালিঙ্গনগোপাল-কুলদুঃখাশ্রবাহক ॥ ৩৯২ ॥

মুহুমুহুৎপতদ্বন্ধ-নন্দ-সাস্ত্রনকাতর ।

বাসোহলঙ্কার-কুপ্যাদি-দান-মারিতনন্দ হে ॥ ৩৯৩ ॥

হাহা-মহারবাক্রন্দি-গোপবৃন্দাশ্রশোকদ ।

জলসেকাত্যাপানীত-নন্দপ্রাণ প্রসীদ মে ॥ ৩৯৪ ॥

ত্বরাগমন-সত্যোক্তি-বিশ্বস্তীকৃতনন্দ মাং ।

পার্শ্বে রক্ষ সুসন্দেশ-যশোদাদৈন্ত-বর্দ্ধন ॥ ৩৯৫ ॥

মুহুমুহুঃ পরাবর্ত্তমান-নন্দাশ্রসংপ্লুত ।

নন্দানুব্রজন-ব্যাজ ব্রজদীনজনাশ্রুদ ॥ ৩৯৬ ॥

নিত্যমেব মথুরাং বসতীতি । যদুক্তং “মথুরা ভগবান্ যত্র নিতাং সন্নিহিতো হরিঃ” । মথুরায়া মাধুরীং প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি তাদৃক্ । মাথুরাণাং মথুরাবাসিনাং মহাভাগ্যস্বরূপ ! অতো হে মথুরাপতে তৎপালক তুভাং নমঃ ॥ ৩৮৯—৩৯০ ॥

অথ নন্দাদিসাস্ত্রনাদানমাহ—অগ্ৰ স্থো বা গমনস্ত ব্যাজেন ছলাং রক্ষিতঃ ব্রজনায়কো নন্দো যেন । মুহুঃ আশ্লেষঃ পরিরন্তগৈঃ করণৈঃ নন্দেন সহ কথোপকথনে ব্যাকুল (২০) । নানাবিধৈঃ বাক্যচাতুর্যৈঃ দীনস্ত নন্দস্ত রোদনং বর্দ্ধয়তীতি তথাভূত । অতিশয়ালিঙ্গনৈঃ গোপালগণানাম্ দুঃখেন অশ্রুধারাঃ বাহয়তীতি । মুহু মুহুমানস্ত চ পততশ্চ বৃদ্ধস্ত চ নন্দস্ত সাস্ত্রনে কাতর (২০-২৩) । বাসাংসি চ অলঙ্কারাশ্চ কুপ্যানি কাংস্তাদি-পাত্রাণি চ তেষাং দানেন মারিতো নন্দো যেন (২৪) । হাহেতি মহারাবৈঃ আক্রন্দিনাং উচ্চরোদনশীলানাং গোপবৃন্দানাং আশ্রনঃ বিরহদানক্লং । জলসেকাদিভিঃ উপানীতাঃ সমাহিতাঃ নন্দস্ত প্রাণা যেন, হে তথাভূত মে প্রসীদ এতাদৃশ-কঠিনবিরহং মা কশ্চৈচিদ্ দেহি । ত্বরায়া গমনস্ত সত্যোক্ত্যা নপথেন বিশ্বস্তীকৃতো নন্দো যেন (২৩) । হে তথাভূত ! মাং পার্শ্বে রক্ষ যথা দৈত্তাক্ষিমগ্নং নন্দং বা স্বাং বা বৈকল্যান্মোহাদ্বা রক্ষেষ্যমিতি ধ্বনিঃ ।

এবং সুসন্দেশেন ‘দ্রষ্টুমেষ্যাম’ ইতি সুখবার্ত্তয়া যশোদায়াঃ দৈন্তং

গোপ্যর্থপ্রেষিত-স্বীয়ভূষা-শপথবাচিক ।

নিরুধ্যমাননেত্রাজ-বারিধার প্রসীদ মে ॥ ৩৯৭ ॥

নমঃ ১০২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতম্ ॥ * ॥ * ॥

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন হে ।

দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥ ৩৯৮ ॥

প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ লবণাক্তিতটামৃত ।

গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগ-পুরন্দর ॥ ৩৯৯ ॥

নিজাধরসুধাদায়িনিদ্রহ্যায়-প্রসাদিত ।

সুভদ্রালালনব্যগ্র রামানুজ নমোহস্তু তে ॥ ৪০০ ॥

বর্দ্ধয়তীতি তাদৃশ, বস্তুতস্তু পুত্রব্যতিরেকেণ নন্দপ্রত্যাবর্তনং দৃষ্টে ব তস্তা
বিরহমাগরঃ উদ্বেলিত আসীদেব । মুহুমূর্ছঃ পরাবর্তমানস্ত নন্দস্ত
অশ্রুভিঃ সমাগ্ সিক্তদেহ ; নন্দস্ত অনুব্রজনস্ত ব্যাজেন ছলাৎ ব্রজস্ত দীন-
জনেভ্যঃ অশ্রুন্ প্রাণান্ দদাতীতি তথাক্ৰূং । গোপীভ্যঃ প্রেষিতানি স্বীয়-
ভূষা-শপথবাক্যাদীনি যেন । তথা কৃচ্ছ্ৰাৎ নিরুধ্যমানো নেত্রপদ্ময়ো বারি-
ধারা যেন হে তথাবিধ ! মে প্রসীদ এতাদৃশীং লীলাং দ্রাগেবোপসংহর ॥
৩৯১—৩৯৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতম্ ।

অথ শ্রীনীলাচলনাথঃ স্তোতি—শ্রীজগন্নাথ । নীলাচলস্ত শিরোদেশস্ত
মুকুটমণে । গুটিকা বর্তুলাকারপদার্থঃ শালগ্রাম ইতি যাবৎ । সা উদরে
যস্ত, নবকলেবর-সময়ে স্থাপিতেতি শেষঃ । দারুব্রহ্মন্, অস্ত কারণকথাস্তি
যথোৎকলখণ্ডে (৪।৬৫-৭০) “ইন্দ্রহ্যায়ো নাম রাজা যুগে সত্যে ভবিষ্যতি ।
বৈষ্ণবঃ সর্বযজ্ঞানামাহৰ্ত্তা শাস্ত্রকোবিদঃ । অত্রাগত্য মহাভক্তিং করিষ্যতি
নৃপোত্তমঃ । ভগবৎপ্রীতয়ে যো বৈ বাজিমেধসহস্রকম্ । করিষ্যতি প্রজানাথ
স্তদনুগ্রহকারণাৎ । একদারু-সমুৎপন্ন স্চতুর্ধা সন্তবিষ্যতি ॥ দারবপ্রতিমা
নানা বিশ্বকর্মা ষটিষ্যতি ।” ইত্যাদি, তথাচ—‘ব্যোতি সংসারহুঃখানি দদাতি
সুখমব্যয়ং । তস্মাদ্দারুময়ং ব্রহ্ম বেদান্তেষু পণীয়তে’ ইতি । নানাবিধেষু
ভোগেষু পুরন্দর ইন্দ্র ইব । নিজাধরস্ত সুধাং দাতুং শীলমশ্বেতি । ইন্দ্রহ্যয়ন

গুণ্ডিচারথষাভাদি-মহোৎসব-বিবৰ্দ্ধন ।

ভক্তবৎসল বন্দে স্বাং গুণ্ডিচারথ-মণ্ডনং ॥ ৪০১ ॥

দীনহীন-মহানীচ-দয়াদ্রীকৃতমানস ।

নিত্যনূতন-মাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥ ৪০২ ॥

নমঃ ১০৩ ॥

শ্রীমচৈতন্যদেব স্বাং বন্দে গৌরাক্ষ-সুন্দর ।

শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো ॥ ৪০৩ ॥

আজানুবাহো স্মেরাস্ত্র নীলাচল-বিভূষণ ।

জগৎপ্রবর্তিত-স্বাত্ত্বভগবন্নামকীৰ্ত্তন ॥ ৪০৪ ॥

অদ্বৈতাচার্য্য-সংশ্লাঘিন্ সার্বভৌমাভিনন্দক ।

রামানন্দকৃতপ্ৰীত সৰ্ববৈষ্ণব-বান্ধব ॥ ৪০৫ ॥

রাজ্ঞা প্রসাদিত প্রসন্নীকৃত । সুভদ্রায়াঃ লালনে আলিঙ্গনাদৌ ব্যগ্র * গুণ্ডিচারথষাভাদীন মহোৎসবান্ বিবৰ্দ্ধয়তীতি তথাবিধ । গুণ্ডিচায়াভায়াং রথস্ত্র মণ্ডনং অলঙ্কাররূপং স্বাং বন্দে । চৈতন্যস্ত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভো বল্লভ প্রিয় । যদ্বা চৈতন্য এব বল্লভো যস্ত্র । যদ্বা চৈতন্য শ্চিদ্রূপশ্চাসৌ বল্লভশ্চেতি । অত্য় স্পষ্টম্ । এতদ্ বিবরণাদিকন্ত ব্রহ্মবৈবর্তোৎকলথগুদৌ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩৯৮—৪০২ ॥

অথ শ্রীগৌরাবতারং প্রস্তোতি—জগতি প্রবর্তিতং প্রাত্ত্বভাবিতং স্বাত্ত্ব অমৃতাদপি পরমাস্বাদবৈচিত্রীযুতং ভগবন্তো নামকীৰ্ত্তনং যেন । অদ্বৈতা-চার্য্যস্ত্র সম্যক্ শ্লাঘাকারিন্—তদ্বারৈব স্বস্ত্রাবতরণাং । সার্বভৌমং বাসু-দেবং সর্বথা নন্দয়িতুং শীলমশ্বেতি । রামানন্দে কৃতং প্রীতং প্রীতি যেন ; যদ্বা রামানন্দেন কৃতং প্রীতং প্রিয়তা যস্মিন্ তৎসমুদৌ । শ্রীকৃষ্ণস্ত্র চরণ-

* অত্রাপি কারণকথাস্তি যথোৎকলথগু (১৯১০-১৭) :—সুভদ্রা চারুবদনা বরাজ্ঞাভয়ধারিণী । লক্ষ্মীঃ প্রাত্ত্ববভূবেয়ং সৰ্বচৈতন্যরূপিণী । ইয়ং কৃষ্ণাবতারে হি রোহিণীগর্ভসম্ভবা । বলভদ্রাকৃতি জর্জাতা বলরূপস্ত্র চিন্তনাং । ক্ষণং ন সহতে সা হি মোক্তুং নীলাবতারিণং ॥ একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্ ব্যবহারোৎসব লৌকিকঃ । ভগিনী বলদেবস্ত্র হেমা পৌরাণিকী কথা । পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণ লক্ষ্মীঃ সৰ্বত্র তিষ্ঠতি । পুংনাম্না ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীনাম্না কমলালয়া । দেবতিথ্যাঙ্ঘ্ মনুষ্যাদৌ বিদ্যতে নৈতয়োঃ পরং ॥ তস্ত্র শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী স্ত্রীপ্রবর্তিকা ।

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রোজ-প্রেমামৃত-মহান্বুধে ।

নমঃ স্তে দীনদীনঃ মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি ? ৪০৬ ॥

নমঃ ১০৪ ॥

নমো ব্রাহ্মণরূপায় নিজভক্ত-স্বরূপিণে ।

নমঃ পিপ্পলরূপায় গোরূপায় নমোহস্ত তে ॥ ৪০৭ ॥

নানাতির্থস্বরূপায় নমো নন্দকিশোর তে ।

সর্বদা লোকরক্ষার্থরূপ-পঞ্চকধারিণে ॥ ৪০৮ ॥

নমঃ ১০৫ ॥

পাষাণধাতুমৃদারূসিকতামণিলেখজা ।

সপ্তধা তে প্রতিকৃতিরচনা বা চলা প্রভো ॥ ৪০৯ ॥

কমলয়োঃ প্রেমামৃতং যস্মাৎ তস্ত মহান্বুধি মহাসমুদ্র যদ্বা শ্রীকৃষ্ণস্ত চরণ-
কমলয়োঃ প্রেমামৃতস্ত মহাসমুদ্রঃ যস্মাৎ । হে তথাভূত মহাপ্রভো ! তুভ্যং
নমঃ । দীনাতিদীনঃ মাং কদাচিৎ স্মরিষ্যসি কিং ? মহাদৈত্বোক্তিরিয়ং ॥
৪০৩—৪০৬ ॥

অথ ব্রাহ্মণ-ভক্ত-পিপ্পল-গো-তীর্থ-স্বরূপধারিণং ভগবন্তং স্তোতি—নমঃ
ইতি । এতেষাং বিভূতিরূপত্বেন তৎস্বরূপত্বং মন্তব্যং । তত্র ব্রাহ্মণস্ত
'বর্ণনাং প্রথমোহনুষেতি' (১১।১৬।১৯) তথা 'ব্রাহ্মণা জগদীশস্ত জঙ্গমা
স্তনবঃ স্মৃতা' ইত্যংকলথণ্ডে (৩৩।২১); ভক্তস্ত 'হস্ত ভাগবতেষহং ভাগবতাঃ
কৃষ্ণতুল্যা' ইতি দ্বারকামাহাত্ম্যে, 'বিষ্ণুপ্রতিমৈব বৈষ্ণব' ইতি হরিভক্তি-
সুধোদয়ে 'বিষ্ণুরূপাঃ প্রকীর্তিতা' ইতি হরিভক্তিবিনাসে চ (১০।১০৫);
পিপ্পলস্ত 'বনম্পতীনামস্থথেতি' অস্থথঃ সর্ববৃক্ষাণামিতি' গীতাস্থ চ । গবাং—
'ধন্যোহহং বৃষরূপধৃগিতি (১১।১৭।১১) এবং 'হবিষ্যন্তস্মি ধেনুযু' ইতি চ
(১১।১৬।১৪) । তীর্থানাং চ—'তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহ-
মিতি চ (১১।১৬।২০) । হে নন্দনন্দন ! সর্বদৈব লোকরক্ষায়ৈ রূপ-পঞ্চকং
পূর্বোক্তং ধৰ্ত্তুং শীলং যস্ত তস্মৈ তুভ্যং নমঃ ॥ ৪০৭—৪০৮ ॥

অথ ভগবদর্চ্যভেদান্ স্তোতি—পাষাণজা শৈলী, ধাতুজা স্তবর্ণাদিময়ী ।
মৃন্ময়ী । দারুময়ী । সিকতাময়ী—বালুকাময়ী । মণিময়ী । লেখ্যা চ—
ইথং তব সপ্তপ্রকারা প্রতিমা তথা চলা অচলা বা ভবন্তি । অথ যত্র-

শালগ্রামশিলা চাখ যত্র কুত্রাপ্যবস্থিতা ।

যাদৃশী তাদৃশী বাপি ভক্তৈর্ভক্ত্যভিপূজিতা ॥ ৪১০ ॥

ভবতাধিষ্ঠিতা সর্বা সচ্চিদানন্দরূপিণী ।

ত্বমেব কথ্যাসে সদৃশি স্তম্ভে তুভ্যাং নমো নমঃ ॥ ৪১১ ॥

নমঃ ১০৬ ॥

সর্বশাস্ত্রাক্ষিপীযুষ সর্ববেদৈকসংফল ।

সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্বলোকৈকদৃক্প্রদ ॥ ৪১২ ॥

সর্বভাগবত-প্রাণ শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভো ।

কালধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণপরিবর্তিত ॥ ৪১৩ ॥

কুত্রাপি অশুচিস্থানাদৌ অপি স্থিতা যাদৃশী তাদৃশী ভগ্না খণ্ডিতা ক্ষুটিতা বাপি শালগ্রামশিলা ভক্তৈর্ভক্ত্যভিপূজিতা চ শ্রুত্যাং । সর্বা ভবতৈব অধিষ্ঠিতা সচ্চিদানন্দরূপিণী চ ত্বমেব সদৃশিঃ সাধুভিঃ কথ্যাসে । অতো হে সর্বার্চ্যময় ! তস্মৈ তুভ্যাং নমঃ । আদরাতিশয়ে বীপ্সা । যদুক্তং ভাগবতে—[১১।২৭।১২] “শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী । মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা । চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীব-মন্দিরমিতি” কিঞ্চ পান্দ্রে পাতালখণ্ডে ১১শাধ্যায়ে । “শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে মণ্ডলে প্রতিমাসু চ । নিত্যন্তু শ্রীহরেঃ পূজ্যেতি” । “শালগ্রাম-শিলায়াস্তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । সদা বসতি তেনাত্র বিষ্ণুঃ স্তিষ্ঠতি সর্বদা । [উত্তরখণ্ডে ১১৭] । “শালগ্রামশিলা ভগ্না পূজনীয়া সচক্রকা । খণ্ডিতা ক্ষুটিতা বাপি শালগ্রামশিলা শুভা” । ইতি চ বারাহে ॥ তথা “শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ” রিত্যাধ্যাত্মেশ্চ ॥ ৪০৯—৪১১ ॥

অথ শ্রীমদ্ভাগবতং শৌচি—সর্বেষাং শাস্ত্রসমুদ্রাণাং পীযুষ, অত্রৈব সর্বশাস্ত্রসারসমষ্টিয়াং ; সর্বেষাং বেদানামেকং মুখ্যং চ সদত্যাংকুণ্ডং চ ফল-মিব, সর্ববেদার্থ-সূত্রলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্তিতত্বাং, যদুক্তং মাংশ্চে ‘যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তর’ ইতি, গারুড়ে চ—‘গায়ত্রীভাষ্য-রূপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ । পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাৎভাগবতোদিতঃ ॥’ ইতি । ‘নিগমকল্পতরো গলিতং ফলমিতি’ চ । সর্বৈঃ সিদ্ধান্তরত্নৈঃ আঢ্য সম্পন্ন, পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চায়কত্বাং । সর্বভাঃ লোকেভাঃ ভক্ত-মুক্তমুক্ষু-বিষয়ি-প্রভৃতিভাঃ সর্বহিতোপদেশ্চ ত্বাং, সর্বদুঃখহরত্বাং, সর্বজ্ঞানপ্রদত্বাচ্চ ;

পরমানন্দপাঠায় প্রেমবর্ষাক্ষরায় তে ।

সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোহস্তু মে ॥ ৪১৪ ॥

মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্ মদগুরো মন্থহাধন ।

মল্লিস্তারক মদভাগ্য মদানন্দ নমোহস্তু তে ॥ ৪১৫ ॥

একাং মুখ্যাং মাংসচক্ষুব্যতিরিক্তাং দৃশং প্রকৃষ্টরূপেণ দদাতীতি । সর্বেষাং ভাগবতানাং ভক্তিরসলম্পটানাং প্রাণা ইব, তত্রৈব পরমভক্তিরসানাং সুম্পষ্ট তয়া সম্যক্ তয়া চ নিরূপিতত্বাৎ, তদেব উপজীব্যতয়া বহুশঃ পরমবৈষ্ণবৈঃ মধ্বাচার্য্য-হেমাদ্রি-বোপদেব-লক্ষ্মীধর - বিষ্ণুপুরী - প্রভৃতিভিঃ প্রমাণিতত্বাৎ, তথা শ্রীহনুমচ্চিংসুখী-বিজয়ধ্বজবিদ্বৎকামধেনু-সম্বন্ধোক্তি-তত্ত্বদীপিকা-ভাবার্থদীপিকাদীনাং মহানুভবকৃতানাং ব্যাখ্যানানাং সদ্ভাবাচ্চ । হে শ্রীমদ-ভাগবত পরমপ্রেমলক্ষ্মীময় ভক্তিরসপাত্র ! হে প্রভো ! প্রচুরতরপ্রভাব-শীল । কলিযুগ এব ধ্বান্তমক্কারঃ (সর্বথৈব ভগবদভজনপ্রাতিকূল্যাদেঃ) তস্ম নশায় উদিতঃ আদিত্যঃ ইব । যত্নত্বং ‘কলৌ নষ্টাদৃশামেষ পুরাণা-কৌহধুনোদিত’ ইতি । তত্রাক্তারূপকেণ তদ্দিনা নাগ্ৰেষাং শাস্ত্রাণাং সম্যগ্-বস্তুপ্রকাশকত্বমিতি প্রতিপাद्यতে । শ্রীকৃষ্ণেণ পরিবৰ্ত্তিত তৎপ্রতিনিধিরূপ । ‘কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাदिभिः सह । কলৌ নষ্টাদৃশামেষ পুরাণাকৌ-হধুনোদিত’ ইতি । পাদ্মীয়ভাগবতমাহাত্ম্যে চ—‘স্বকীয়ং যদ্ববেত্তেজ স্তচ্চ ভাগবতেহদধাৎ । তিরোধায় প্রবিষ্টোহস্ম শ্রীমদভাগবতার্ণবমিতি’ (৩।৬১) । পরমঃ আনন্দঃ পাঠাৎ পাঠো বা যন্ত তস্মৈ । প্রেমবর্ষণঃ অক্ষরা যন্ত তস্মৈ তথা সর্বদা সর্বৈঃ ভক্তমুক্তমুমুক্ষুবিষয়িভিঃ সেব্যায় তুভ্যং মম নমঃ অস্তু । মম একঃ মুখ্য বন্ধুঃ, (সম্বোধনে) অত্যাগ-সহনাৎ । অতো মম সঙ্গী চ । সর্বত্র মদজ্ঞাননিরাসকত্বাদ্ ভক্তিবস্তুপ্রদর্শনাচ্চ মম গুরুঃ । মম মহাধন, পুরুষার্থশিরোমণি-প্রেমধনদাতৃকত্বাৎ । মম নিস্তারক কলিমায়াপ্রপঞ্চাদিভ্যঃ সর্বথৈব পৃথক্করণাৎ । মম ভাগ্যং শ্রীকৃষ্ণচেতন্তপ্রাপ্তিফলকং যস্মাৎ । তথা মম আনন্দঃ প্রচুরতরপ্রেমামোদদায়িন্ যদ্বা মত্ততাকরঃ আনন্দো যস্মাৎ তস্মৈ তুভ্যং নমঃ । হে অসাধুভ্যোহপি সাধুত্বদায়িন্ অতিনীচেভ্যোহপি উচ্চতাকারিন্ ; তত্বত্বং পাদ্মে শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে [৪।১১-১৪] ‘যে মানবাঃ পাপকৃতস্ত সর্বদা সদা ছুরাচাররতা বিমার্গগাঃ । ক্রোধায়িদম্বাঃ কুটীলাশ্চ কামিনঃ সপ্তাহবঞ্চে ন কলৌ পুনস্তি তে ॥ সত্যেন হীনাঃ পিতৃমাতৃদূষকা

অসাধু-সাধুতাদায়িন্নতিনীচোচ্চতাকর ।

হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্না হৃৎকণ্ঠয়োঃ ক্ষুর ॥ ৪১৬ ॥

নমঃ ২০৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তব কারুণ্য-মহিন্নে মে নমো নমঃ ।

যো মাং নীচং দুরাচারং নিত্যপাপরতং শঠং ॥ ৪১৭ ॥

অহো তস্মা অবস্থায়াঃ সতামিব দশামিমাং ।

তস্মাং স্থানাদিদং স্থানং মথুরামণ্ডলং শুভং ॥ ৪১৮ ॥

যস্মিন্ জ্ঞানকৃতং বাপি সর্বপাপং ন তিষ্ঠতি ।

চতুর্দ্ধা যত্র মুক্তিঃ শ্রান্তং চ সন্নিহিতং সদা ॥ ৪১৯ ॥

তৃষ্ণাকুলা শচাশ্রমধর্ম-বজ্রিতাঃ । যে দাস্তিকা মৎসরিণোহপি হিংসকাঃ
সপ্তাহবজ্জেন কলৌ পুনন্তি তে ॥' ইত্যাদয়ঃ । কদাচন মাং ন মুঞ্চ পরিত্যজ ।
'হা' প্রেমার্তিমুচকং । মদীয়ে হৃদয়ে কণ্ঠে চ প্রেমার্তিশয়েন ক্ষুর ॥
৪১২—৪১৬ ॥

অথ গ্রন্থমুপসংহরন্ স্বশ্চ মহাদৈন্ত্যমভিব্যঞ্জয়ন্ চ শ্রীকৃষ্ণস্ত কারুণ্যমহত্ব-
মেব সংস্তোতি । হে শ্রীকৃষ্ণ ! তব কারুণ্যস্ত মহিন্নে মহত্বায় মম নমঃ ।
আদরাতিশয়ে বীর্প্‌সা । তদেব বিশিনষ্টি নাবৎসমাপ্তি—যো মাং নীচং
দুরাচারং নিত্যং পাপকর্মসু রতং শঠং সর্ববঞ্চকমপি তস্মাঃ রাজসেবকতয়া
মহাজঘন্যায়া দশায়াঃ ইমাং সতং সজ্জনাচরিতামিবাবস্থাং প্রকৃষ্টরূপেণ
আপয়ং অলম্ভয়ং [অত্র পরত্র চ দৈন্ত্যোক্তি বোধ্য] এতেন স্বচেষ্টাদিকং
নিরাকৃতং, রূপায়াশ্চ মহামাহাত্ম্যং ব্যঞ্জিতং, এবং সর্বত্র । তস্মাং স্থানাং
বিষয়জনসঙ্কলাং ইদং শুভং সর্বমঙ্গলানয়ং মথুরামণ্ডলং প্রাপয়ং, তদেব
বিশিনষ্টি—যস্মিন্ স্থানে জ্ঞানকৃতং অজ্ঞানকৃতস্ত স্তত্রামেব সর্বপাপং ন তিষ্ঠেৎ
নশ্রেদেব, তদুক্তং মথুরা-মাহাত্ম্যে—জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি যং পাপং সমু-
পার্জিতম্ । স্কৃতং দুষ্কৃতং বাপি মথুরায়াং প্রণশ্যতীতি । জন্ম-মোক্ষীব্রত-মৃত্যু-
দাহৈ যত্র চতুর্ধা মুক্তিঃ শ্রান্তং ; তদুক্তং—কাশাদিপুৰ্য্যো যদি নাম সন্তি
তাসান্ত মধ্যে মথুরৈব ধন্য । যা জন্ম-মোক্ষীব্রত-মৃত্যুদাহৈ নৃণাং চতুর্ধা
বিদধাতি মোক্ষং ইতি স্কান্দে । জং চ সদা সন্নিহিতং, তদুক্তং—‘মথুরা
ভগবান্ নিত্যং যত্র সন্নিহিতো हरिः ।’ তথা ‘পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং
নিত্যদা হরে’রিতি চ । যস্মিন্ চ স্বশ্চ সত্যাত্মকৃষ্টেন মহিন্না ইবাপিতঃ

যস্মিন্ স্বসম্মহিম্নেবার্পিতো বসসি নিত্যদা ।
 নিজমাধুর্য্যাসম্পত্ত্যা মধুরেতি যদুচ্যতে ॥ ৪২০ ॥
 তথা তস্মাচ্ছৃঙ্গাদ্ য ত্বৎপ্রিয়তমস্ত হি ।
 শ্রীমচ্চৈতন্যদেবস্ত সঙ্গং নীলাচলে তথা ॥ ৪২১ ॥
 রথোপরি তব শ্রীমন্মুখদর্শন-কৌতুকং ।
 পুন বৃন্দাবনং হোতং তত্ত্বৎকৌড়াস্পদং তব ॥ ৪২২ ॥
 গোপিকা যস্ত সংকীৰ্ত্তিং ভবাংশ্চাবর্ণয়ন্ গুণান্ ।
 দূরস্থাঃ শ্রবণাদ্ যস্ত লভন্তে প্রেম তে শুভাঃ ॥ ৪২৩ ॥
 চরাচরং প্রাণিজাতং যস্ত ত্বৎপ্রেমসংপ্লুতং ।
 নিত্যমত্মাপি যস্মিন্ স্বপূর্ববৎ কৌড়সি ক্ষুটম্ ॥ ৪২৪ ॥
 অত্রৈব ত্বৎপ্রিয়ং যচ্চ মদেকধনজীবনং ।
 প্রাপয়ন্ মে পুনঃ সঙ্গং তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৪২৫ ॥

সন্ সর্বদা বসসি ; উক্তং চ ‘স ভগব কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ, স্বে মহিম্নীতি ।’
 যং স্থলং নিজস্ত মাধুর্য্যাণাং সম্পত্ত্যা ‘মধুরা’ ইতি কথ্যতে । তথা তস্মাচ্ছ
 রাজসেবিগণরূপভূতানাং সঙ্গাৎ য স্তে কারণ্যমহিমা ত্বৎপ্রিয়তমস্ত ভক্ত-
 গণশ্চেতি শেষঃ—‘ন তথা মে প্রিয়তম আশ্রয়োনি ন শঙ্করঃ । ন চ সঙ্কর্ষণো
 ন শ্রী নৈবাত্মা চ যথা ভবানি’ ত্যুক্তত্বাৎ (১১।১৪।১৫) হি নির্দ্বারে । সঙ্গং
 (প্রাপয়ং) । তথা নীলাচলে শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভোঃ সঙ্কষ্ণ প্রাদদাত্,
 তত্র নীলাচলে রথোপরি তব শ্রীমন্মুখদর্শনকৌতুকং (প্রাপয়ং) । পুনঃ
 এতং বৃন্দাবনং তথা তং তং ব্রজমণ্ডলব্যাপি তব কৌড়াস্থলজাতং (প্রাপ-
 যং) ; যস্ত ব্রজমণ্ডলস্ত সংকীৰ্ত্তিং গোপিকা অবর্ণয়ন্ ‘অক্ষয়তাং ফলমিদং
 ন পরং বিদ্যাম্’ ইত্যাদিভিঃ (১০।২১।৭-১১) । তথা ভবানপি ‘অহো অমী
 দেববরামরাচিত’ মিত্যাदिভিঃ (১০।১৫।৫-৮) যস্ত গুণান্ মহোৎকর্ষান্ অবর্ণয়ং
 —যস্ত শ্রবণাৎ দূরস্থা অপি জনা শুভাঃ কল্যাণযুক্তা ভবন্তুঃ তে প্রেম লভন্তে,
 যস্ত শ্রাবরজঙ্গমাস্বকং প্রাণিজাতং তব প্রেমভিঃ সম্যক্ প্লুতং, তদুক্তং ‘বদ্-
 গ্ৰোদ্বিজ্জন্মমৃগাঃ পুলকাশ্চবিভ্রন্’ ইতি, যস্মিন্ তু অত্মাপি নিত্যং অপূর্ববৎ
 নবনবায়মানঃ আশ্চর্য্যাকৃষ্টা ক্ষুটং ব্যক্তং যথা শ্রাতৃশ্রী কৌড়সি—যচ্চ ত্বৎ-
 প্রিয়ং মম চ মুখ্যং ধনং জীবনঞ্চ শ্রীরূপং ভাগবতবরং মে পুনঃ সঙ্গং

অধুনা যো মম মুখান্নিঃসারয়তি নাম তে ।

কদাচিচ্চরণান্তোজং হৃদি মে স্মারয়তাপি ॥ ৪২৬ ॥

মৎকায়েনাধমেনাপি নম স্তে কারয়েদয়ং ।

সর্বাপদ্মোহপি মাং রক্ষেদ্ দত্তাত্তে ভক্তিসম্পদং ॥ ৪২৭ ॥

দাতুং শক্নোতি মেহজস্রং প্রেমস্বরণ-কীর্তনং ।

তব প্রেমকটাক্ষঞ্চ ময়ি প্রাপয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৪২৮ ॥

গোগোপগোপিকাসক্তং হ্রাং চ দর্শয়িতুং প্রভুঃ ।

এবং যো মম হীনস্ত সর্বাশালস্বনং পরম্ ॥ ৪২৯ ॥

মহাকারুণ্য-মহিমা পুরাণো নিত্যনূতনঃ ।

ত্বদীয়ঃ সচ্চিদানন্দ স্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৪৩০ ॥

এতল্লীলাস্তবং নাম স্তোত্রং শ্রীকৃষ্ণ ! তারকং ।

প্রণামাষ্টোত্তরশতে যোহর্থাবগম-পূর্বকং ॥ ৪৩১ ॥

প্রাপয়ং তস্মৈ মহত্বায় নিত্যং নমঃ । তত্ত্বত্মমেকেনৈব শ্লোকেন শ্রীবৃহ-
দ্ভাগবতামৃতনামকে সিদ্ধান্তরত্নাকরে (২।৫।১০৩)—কাষ্ঠামমুত্রৈব পরাং
প্রভো গতা, ক্ষুটী বিভূতি বিবিধা কৃপালুতা । সুরূপত্যাশেষমহত্বমাদুরী-
বিলাসলক্ষ্মীরপি ভক্তবশ্বতা ॥ এবং পরত্র চ । যঃ অধুনা সাংপ্রতং মম
মুখাং তব নাম নিঃসারয়তি [এতেন স্বয়ং নির্মাণোদ্ধত্যং পরিহৃতং,
প্রামাণ্যঞ্চাস্ত্র প্রতিপাদিতং] । যঃ কদাচিৎ তে চরণকমলমপি মে হৃদি
স্মারয়তি—যোহয়ং অধমেনাতিশোচ্যোনাপি মম দেহেন তে নমস্কারং
কারয়েৎ, যঃ সর্বাভ্যঃ আপদ্ভাঃ ভজনবিরুদ্ধেভ্যঃ অপি রক্ষেৎ, তথা তব
ভক্তিসম্পদং দত্তাৎ—যঃ অজস্রং প্রেম্না স্বরণং কীর্তনং মহৎ দাতুং শক্নোতি
—যঃ ময়ি তব প্রেমময়কটাক্ষপাতঞ্চ কারয়িতুং শক্তঃ—গোভিঃ গোপৈঃ
গোপীভিঃ সংসক্তং হ্রাং চ দর্শয়িতুং সমর্থঃ—এবঞ্চ যঃ হীনস্তাপি মম
অত্যন্তং সর্বাসামেব আশানামবলস্বনং—যঃ পুরাণো বহুপুরাকৃতোহপি
নিত্যমেব নূতনতয়া ক্ষুবন্ সচ্চিদানন্দশ্চ ত্বদীয়ঃ মহাকারুণ্যস্ত মহিমা—
তস্মৈ নিত্যং সর্বদা নমঃ । আদর্যতিশয়ে বীপ্‌সা ॥

অধুনা গ্রন্থফলমেবাহ—হে শ্রীকৃষ্ণ ! যো জনঃ অর্থস্ত অবগমঃ বোধঃ
পূর্বে যস্ত তথাভূতং অর্থজ্ঞানপুরঃসরং এতৎ তারকং কর্ণধার-স্বরূপং লীলা-

কীর্তয়েৎ সোহচিরাদ্ ভক্তো লভতাং কৃপয়া তব ।

রূপে নামনি লীলায়ামাক্রীড়েহপি পরাং রতিম্ ॥ ৪৩২

নমঃ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবনাম স্তোত্রং সমাপ্তং ॥

স্তবনামকং স্তোত্রং প্রণামানামষ্টোত্তরশতে কৃতে সতি কীর্তয়েৎ, সঃ ভক্তঃ
অচিরাদেব তব কৃপয়া (তব) রূপে বিগ্রহে, নামনি, লীলায়াং, আক্রীড়ে
বিহারস্থলে অর্থাৎ বৃন্দাবনে অপি পরাং সর্বোত্তমাং রতিং লভতাং ॥
৪১৭—৪৩২ ॥

গিরিধারি-হরিং নত্বা গোস্বামিনাং গণন্তথা ।

তোষণীধৈব সন্দর্ভং দর্শং দর্শং সমাসতঃ ॥

রামরস-মিতে শাকে গজবিধু-সমস্থিতে ।

বৃন্দাবনে নিবসতা কেনাপীয়ং সমাপিতা ॥

আজ্ঞয়া বৈষ্ণবাদীনামজ্ঞেন বিজ্ঞসজ্জনৈঃ ।

অত্র দোষাদয়ো যে স্যুঃ শোধ্যন্তাং বৈ স্কুরূপয়া ॥

শ্রীশ্রীমদগুরুবে সমর্পিতমস্তু ।

মঙ্গলাচরণ ।

শ্রীগৌরান্ধ গদাধর ঠাকুর জগন্নাথ ।

কৃপা করি মো অধমে কর আত্মসাৎ ॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এই ছয় গোসাঞির করি চরণ-বন্দন ।

যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অতীষ্ট-পূরণ ॥

জয় প্রভু হরিমোহন গুণমণি-খনি ।

করুণা-সমুদ্র গৌরভক্তশিরোমণি ॥

কাককে গরুড় করে ঐছে কৃপা শক্তি ।

একমুখে কি বর্ণিব যৈছে স্নেহ-রীতি ॥

গদাধর-গৌরাক্ষের ভক্ত একতান ।

‘গদাধরের প্রাণ গৌর’ বলি’ করিলা পয়ান ॥

মো হেন অধমে প্রভু অঙ্গীকার কৈলা ।

রৌরব হইতে কাড়ি মোরে নবদ্বীপে নিলা ॥

তাঁহা লঞা দিলে মোহে গিরিধারী-আশ্রয় ।

যাঁহার চরণারবিন্দে সর্ব লভ্য হয় ॥

প্রেমভক্তিরীতি আর ইষ্টপদে মতি ।

শিখাইলা অনলসে যৈহো দিবারাতি ॥

আপনি আচরি নাম করয়ে প্রচার ।

দীনমূর্তি অকপট সাধু-ব্যবহার ॥

নিত্যানন্দ-প্রেমদাতা হরিবোল-প্রাণ ।

জয় জয় গিরিধারী পতিত-পাবন ॥

জয় জয় রাধারমণ জয় গোবিন্দ রাম ।

জয় নবদ্বীপচন্দ্র ললিতা জীবন ॥

জয় গৌরভক্তবৃন্দ গৌর যার প্রাণ ।

তোমা সবার পাদপদ্মে অনন্ত প্রণাম ॥

কৃপা করি মোর শিরে ধরহ চরণ ।

স্কুরাও চৈতন্ত-লীলা কর্ণ-রসায়ন ॥

ওহে সনাতন প্রভো ! সমুদ্র-গম্ভীর ।
 তোমার আশায় বুঝে ঐছে কোন্ ধীর ?
 তব 'কৃষ্ণলীলাস্তুবে' লুক্ক হৈল মন ।
 সকলেই করুন এই অমৃত-আস্বাদন ।
 ইথি লাগি করি এই ভাষা অনুবাদ ।
 বুঝি বা না বুঝি কিছু, ক্ষম' অপরাধ ॥
 আমার এই চেষ্টা সদা বাতুলের প্রায় ।
 অজ্ঞজনে ক্ষমা কর' সুসজ্জন-রায় ॥
 তোমাদের গ্রন্থরত্নে উজ্জল হোক দেশ ।
 তোমাদের যশঃসৌরভ ব্যাপুক বিদেশ ॥
 তোমাদের নামপ্রেমে মাতুক সবার প্রাণ ।
 জগবাসির চিত্তে বহুক প্রেমভক্তির বান ॥
 তোমাদের জয়-শঙ্খ বাজুক সবার মুখে ।
 তোমাদের ভক্তিপথে চলুক সবে সুখে ॥
 তোমাদের জয়-পতাকা উঠুক সবার ঘরে ।
 নাচুক সবার হিয়া 'রূপ-সনাতন' ব'লে ॥
 জয় 'গৌর-গদাধর' জয় 'রাধারমণ' ।
 গাহিয়া পাগল হোক জগবাসিজন ॥
 এই মোর চিত্ত-বাঞ্ছা বহুদিন হয় ।
 পূরাও শ্রীসনাতন ! কৃপালু-হৃদয় ॥
 পুনঃ সর্বভাগবতের বন্দিয়ে চরণ ।
 তোমা সবার কৃপাতে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ ॥
 হরি-গিরিধারী-চরণ হৃদয়ে বিলাস ।
 'লীলাস্তুব' ভাষা কহে দীন হরিদাস ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব ।

—:():—

শ্রীশ্রীসনাতন-গোস্বামিনে নমো নমঃ ।

অনুবাদ ।

প্রথম অধ্যায় ।

১। একশত আট প্রণাম করিয়া আনন্দাতিরেকপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ক্রম অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকথার সূত্র (বীজ) লিখিত হইতেছেন ।

২। হে ব্রহ্মব্রহ্মন্ অর্থাৎ প্রজাপতিপতি, কিম্বা বেদ-প্রতিপাত্ত পরম ব্রহ্ম ! তোমাকে নমস্কার করি অর্থাৎ আমার স্বাধীনতা, আমার যাবতীয় সত্তা তোমাতেই সমর্পিত করিলাম । হে আত্মন্ (ব্যাপক বা প্রিয়তম) । হে নন্দীশ্বরের ঈশ্বর [নন্দগ্রামের সর্বপ্রাধান্ত-বিশিষ্ট ব্রজনবযুবরাজ ! অথবা নন্দী শিবদ্বারপাল বা ছুর্গা, তাঁহাদের প্রভু বা পতি মহাদেব—তাঁহারও ঈশ্বর (সর্বপুরুষার্থদানকারিন্ !) তুমি মংস্তু কূর্মবরাহাদি অবতার ধারণ কর ; তোমার পরম মুখ্য নাম—কৃষ্ণ । তুমি মধুরানন্দপূরদ অর্থাৎ নিজপ্রিয়তমভক্তগণকে মধুররসপ্রবাহ দান কর বা তাঁহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ কর, অথবা মধু শ্রীরাধার বা নিজের মুখকমল-মকরন্দ—শ্রীরাধা হইতে তুমি তাহা স্বয়ং গ্রহণ কর অথবা তাঁহাকে তুমি দান কর ॥

[এস্থলে একটি দণ্ডবৎ * এক]

* নিজাভীষ্ট মধুরূপবেশধারী শ্রীভগবানকে ধ্যান দ্বারা সম্মুখে স্থিরীকৃত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২৭।৪৬) শ্লোকের মর্ম অনুসারে—[“আমার চরণে মস্তক রাখিয়া উভয় বাহুদ্বারা আমার চরণ ধারণ পূর্বক প্রণাম করিবে—”] এই গ্রন্থোক্ত ৪৩২ শ্লোকের প্রতিচারি শ্লোক পাঠ করিয়া একটি দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । এইভাবে মোট ১০৮ দণ্ডবৎ হইবে । অথবা প্রকরণ অনুসারে একএকটি দণ্ডবৎ করিবে । ইহার নির্দেশজন্ত ছুলাক্ষরে অঙ্ক-সংখ্যা দেওয়া হইল । এইভাবে এই শ্লোকাবলীর মুখে কীর্তন, হৃদয়ে অর্থচিন্তন এবং দেহে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া করিয়া নমস্কার করিতে হইবে । ইহাই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপ্রভুর নির্দেশ ।

৩। ‘একই পরতত্ত্ব উপাসনাভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবজ্রূপে ক্ষুরিত হইয়া থাকেন’ এই ত্রায়ানুসারে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মরূপে অবির্ভাব কীর্তন করিতেছেন—

হে কৃষ্ণ ! তোমার জয় হউক । অথবা—‘জয়’ শব্দের অর্থ সর্বদাই সকল উৎকর্ষের সহিত সুবিরাজমান ! তুমি পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সর্বারাধ্য দেবগণেরও তুমি বিধাতা অথবা পরমবৃহত্ত্বযুক্ত তুমি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত বস্তু, তুমি একাংশে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ বলিয়া জগন্ময় । অদ্বৈত অর্থাৎ তোমার সমান বা অধিক আর কেহই হইতে পারে না । সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সন্ধিনী-সম্বিদহ্লাদিনীশক্তিবিশিষ্ট, স্বয়ংপ্রকাশ এবং প্রথমপুরুষাদি সকল তত্ত্বেরই মূল আধার তুমিই ।

৪। তুমি নির্বিকার অর্থাৎ চিন্তামণিপ্রভৃতিবৎ নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে জগদ্রূপে পরিণত হইলেও সদাকালের জগৎ স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত । অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দেশকালাদিদ্বারা ইয়ত্তার অতীত (অসীম) । নির্বিশেষ অর্থাৎ প্রাকৃত হেয়গুণ-বর্জিত । নিরঞ্জন অর্থাৎ ক্লেশশূন্য অথবা স্বরূপচ্যুতিরহিত কিম্বা নিজভক্ত ব্যতিরেকে অগ্রত্ব স্বরূপাবরক । অব্যক্ত = অক্ষুট-প্রকাশ অর্থাৎ সর্বেক্সিয়-জ্ঞানের অগোচর অথচ সত্য (যথার্থস্বরূপ) অথবা ত্রিকালে (সৃষ্টির পূর্বে, স্থিতিকালে ও প্রলয়াবসানে) সবদাই তুমি অব্যভিচারে বর্তমান বলিয়া সত্য । তুমি সন্মাত্র-স্বরূপেই স্থিতিশীল । পরম = আগ্রা বা সর্বোৎকৃষ্ট ; কিম্বা ‘পর’ শব্দে ঈশ্বর এবং ‘মা’ শব্দে লক্ষ্মী বা স্বরূপশক্তিকে বুঝায়—এই উভয়-বিগ্রহ একাত্মা হইয়া যে স্বরূপে বিরাজমান আছেন, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি-কর্তৃক আনির্জিতবিগ্রহ । তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, অথবা পরমজ্যোতি (এক নাম) = স্বয়ংজ্যোতিঃ এবং অক্ষর অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি হইলে আর ক্ষরণ (পতন) হয় না, কিম্বা প্রণব-স্বরূপ । হুই ॥ [তাৎপর্য এই যে ভগবানের স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য থাকিলেও যদি কোনও সাধকের চিত্তে তাহার গ্রহণ (ক্ষুরণ) না হয়, অথবা সামাত্রতঃ ক্ষুরণ হয়, কিম্বা স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্যবিশিষ্ট ভগবান্ ক্ষুরিত হইলেও যদি শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্বই বাহ্যল্যতঃ প্রতিপাদিত হয়, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব । আবার সর্ববৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাবির্ভাববশতঃ যাহা অখণ্ডত্বরূপে প্রকাশিত হন—তাহা ভগবান্ । আর ব্রহ্মতত্ত্ব—পরিক্ষুটরূপে অপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যযুক্ত শ্রীভগবানেরই

অসম্পূর্ণ আবির্ভাব। বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীশ্রীজীবপাদের ভগবৎ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।]

৫। [অতঃপর ঐ ভগবানের সর্বান্তর্যামিতাহেতু পরমাত্ম-স্বরূপে আবির্ভাবের স্তব করিতেছেন] হে পরমাত্মন্ (সর্বান্তর্যমনশীল), তুমি বাসুদেব অর্থাৎ যাঁহার রোমকূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিবাস—সেই প্রথম-পুরুষেরও তুমি দেবতা। তুমি প্রকৃতি এবং পুরুষের নিয়ন্তা; তুমি সর্ব-জ্ঞান, সর্বক্রিয়া ও সর্বশক্তি প্রদান কর—তোমার চরণে নমস্কার। (৬) তুমি হৃদয়-পদ্মের কর্ণিকায় (অনাহত-চক্রে) বাস কর, তুমি বাক্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধিত সর্বেন্দ্রিয়ের পালক বলিয়া তোমার নাম—গোপাল। তুমি পুরুষোত্তম, জীবসমূহের আশ্রয় বলিয়া বা অখিল-লোক-সাক্ষী বলিয়া তোমার নাম নারায়ণ। ক্ষেত্রজরূপে তুমি সকল ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর এবং অন্তঃকরণের নিয়ামক বলিয়া অন্তর্যামী। তোমাকে নমস্কার ॥ তিন ॥

৭। [বিষ্ণু-স্বরূপে আবির্ভাবের স্তব করিতেছেন—] হে পরম অর্থাৎ তোমাতে সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্মীরূপা শক্তিত্রয় বর্তমান, হে ঈশ্বর (সর্ব-বশ্যিতা) হে লক্ষ্মীপতি! হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (সন্ধিনী-সম্বিদ-হ্লাদিনী নামক শক্তিত্রয়ের যুগপৎ প্রাধাত্তে পরতত্ত্বময় মূর্তিধর!) [ব্রহ্মনিরূপণ-প্রসঙ্গে অস্পষ্ট আবির্ভাববশতঃ ‘সচ্চিদানন্দ’ বলা হইয়াছে, এস্থলে কিন্তু সেই তত্ত্বেরই পরিপূর্ণ আবির্ভাববশতঃ ‘বিগ্রহ’ বলা হইল]। তুমি অত্যুত্তম সর্ববিধ (দ্বাত্রিংশ) লক্ষণযুক্ত, নিত্যকালই তোমার কৈশোরে স্থিতি; (৮) চরণের নখ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সর্বাঙ্গই তোমার পরম মনোহর। চিকণ জলধরের গ্রায় তোমার বর্ণ শ্যামল, তুমি পদ্মপলাশনয়ন ও পীতাস্বর। তোমার মুখপদ্মে সদাই মৃদুমধুর হাস্ত বিরাজমান—তোমাকে নমস্কার করি। (৯) তোমার সৌন্দর্য্য পরম অদ্ভুত, তোমার অঙ্গমাধুর্য্যে ভূষণকে পরাজয় করে; সদাকালের জন্ত তোমার নয়ন-যুগল রূপাতে স্নিগ্ধ। হে ভূষণেরও ভূষণ (শোভা-সম্পাদক!) তোমার জয় হউক। (১০) অপ্রাকৃত মহামদনের বিলাস-স্বরূপ বলিয়া তুমি কোটি কোটি কাম হইতেও সমধিক লাভাধারী। কোটি কোটি সূর্য্য হইতেও অধিকতর জাজ্বল্যমান তোমার কান্তি, তুমি কোটি কোটি চন্দ্র হইতেও অতি সুন্দররূপে জগৎকে আনন্দ দান কর—তুমি শ্রীমান্ (সর্বশোভা-

সম্পত্তি-নিষেবিত বা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি বৈকুণ্ঠের নাথ । (১১) তোমার চারি হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র বিরাজমান ; শেষ, বিষ্ণুক্সেন প্রভৃতি পার্শ্বদগণ-কর্তৃক তুমি উপাসিত ; তুমি শ্রীমান্ গরুড়ের স্কন্ধে বাহিত হইয়া থাক । (১২) তোমার পরিকরগণও সকলে তোমারই তুল্য অর্থাৎ পদ্মপলাশনয়ন, পীতবসন, কিরীট-কুণ্ডল-মালাধারী, নূতনবয়স্ক, চতুর্ভূজ ইত্যাদি । তুমি নিখিলকল্যাণগুণরাজিদ্ধারা সেবিত ; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্যাদি ছয় 'ভগ' তোমাতে বর্ত্তমান বলিয়া তুমি 'ভগব'-শব্দবাচ্য ; তুমি ত্রিপাদ-বিভূতিতে নিত্য বিরাজমান বলিয়া বাক্যমনের অগোচর, অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণেরও মোহোৎপাদক মহামহেশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ । (১৩) তুমি দীন নিষ্কিঞ্চন জনগণের প্রভু, এবং তাহাদেরই একমাত্র আশ্রয় ; তুমি ঐ দীনহীন-জনগণে চতুর্ভূতীরস্কারকারী প্রেমরূপ অর্থ সমধিক বিতরণ কর । তুমি সমস্ত লোককে সমস্ত তাপত্রয়াদি দুর্গতি হইতে ত্রাণ কর ; এবং তাহাদের বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলদাতা । তোমাকে নমস্কার ॥ চারি ॥

(১৪) [মহাবিশ্বরূপে স্তব করিতেছেন] তুমি মৎশুক্মাদি অবতার সকলের মূলীভূত কারণ, তোমা হইতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রকাশ পায় ; তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা শিব এবং (১৫) ভক্তগণের ইচ্ছা-পূরণে ব্যগ্রচিত্ত ও শুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রয়ে (বিষ্ণুস্বরূপে) মূর্ত্তি-প্রকটনশীল ; তুমি দেবাদিদেব, রূপালু ও বিশ্বপালক ; তোমাকে নমস্কার । (১৬) তুমি সর্বধর্ম্মস্থাপক, সর্বঅধর্ম্ম-বিনাশক, সর্বঅসুর-বিঘাতক, হে মহাবিশেষ ! তোমার চরণে নমস্কার । (১৭) ভক্তচিত্ত-বিনোদনজন্তু তুমি বিবিধ মাধুর্য্য-ময় রূপধারণ কর ও দাস্ত্র-সখ্যাদি বিবিধ মধুর রস আশ্বাদন কর । বহুবিধ তোমার লীলা, বহুবিধ তোমার সংজ্ঞা (নাম) । তোমাকে নমস্কার ॥ পাঁচ ॥

(১৮) [চতুর্দশ মন্বন্তর ও লীলাবতাররূপে স্তব করিতেছেন—] তুমি চতুঃসন অর্থাৎ সনৎকুমার, সনাতন, সনক ও সনন্দনরূপে অবতার কর ; তুমি নারদ, বরাহ, (স্বায়ম্ভুব নামক প্রথম মন্বন্তরে কল্লাবতার হইয়াও মন্বন্তরাবতাররূপে) যজ্ঞ এবং কপিলরূপে অবতার কর । তোমাকে নমস্কার । (১৯) হে দত্তাত্রেয় ! তোমাকে নমস্কার ; হে নর-নারায়ণ ! তোমাদিগের ভজন করি । হে হয়গ্রীব, হে হংস, হে ধ্রুবপ্রিয় ! তোমাকে নমস্কার করি । (২০) হে পৃথু ! তোমাকে এবং

হে ঋষভ ! তোমাকে বন্দনা করি । এই বার মূর্তি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবতার । দ্বিতীয় (স্বারোচিষ) মন্বন্তরে **বিভু**, তৃতীয়ে (উত্তমীয়ে) **সত্যসেন**, (২১) চতুর্থে (তামসীয়ে) **হরি**, পঞ্চমে (রৈবতীয়ে) **বৈকুণ্ঠ**, [ইহারা মন্বন্তরাবতার । এই সময়ে কল্লাবতার হয় নাই] ষষ্ঠে (চাক্ষুষীয়ে), **অজিত** মন্বন্তরাবতার এবং **মহামীন**, ধরণীধর **শেষ**, (২২) **শ্রীনসিংহ**, **কুম**, **ধন্বন্তরি** ও **মোহিনী** কল্লাবতার । এই সপ্তম (বৈবস্বত) মন্বন্তরে **বামন**—মন্বন্তরাবতার এবং **পরশুরাম**, (২৩) **রামচন্দ্র**, **বাসদেব**, **বলদেব**, **বুদ্ধ** ও **কঙ্কি**—কল্লাবতার । হে শরণাগত-জনের পক্ষে বজ্রবৎ (সূদৃঢ়) দেহধারিন্ ! তোমাকে নমস্কার নমস্কার ।
হয় ॥

(২৪) [ভবিষ্য মন্বন্তরাদি বলিতেছেন—] অষ্টম (সাবর্ণীয়ে) মন্বন্তরে তুমি **সাবর্ভৌম**, নবমে (দক্ষসাবর্ণীয়ে) **ঋষভ**, দশমে (ব্রহ্মসাবর্ণীয়ে) **বিষ্ণুক্সেন**, একাদশে (ধর্মসাবর্ণীয়ে) **ধর্মসেতু**, (২৫) দ্বাদশে (রুদ্রসাবর্ণীয়ে) **সুধামা**, ত্রয়োদশে (দেবসাবর্ণীয়ে) **যোগেশ্বর** এবং চতুর্দশে (ইন্দ্রসাবর্ণীয়ে) **বৃহদত্তা**—মন্বন্তরাবতার । এইরূপে ২৩ মূর্তি কল্লাবতার ও ১৪ মূর্তি মন্বন্তরাবতার মিলিয়া ৩৭ দেহে অবতার প্রকটনশীল হে প্রভো ! তোমার জয় হউক ।

(২৬-২৭) [যুগাবতার-রূপে স্তব করিতেছেন—] সত্যযুগে তুমি **শুক্ল**, ত্রেতার **রক্ত**, দ্বাপরে **হরিদ্বর্ণ** ও কলিকালে **কৃষ্ণ** হইয়া যুগাবতার কর । হে মহাপ্রভো ! হে কৃষ্ণ ! জগতের একমাত্র দয়ানিধান হে ! তোমাকে বন্দনা করি । তুমি নিজ ভক্তের বিনোদন-জগৎ লীলাক্রমে অনন্ত অবতার-প্রকটনকারিন্ ! তোমাকে বন্দনা করি ॥ **সাত ॥**

(২৮-২৯) [এক্ষণে তাঁহার (নৃসিংহ ও রামচন্দ্ররূপ) **পরাবস্থ-স্বরূপ**দ্বয়কে স্তব করিতেছেন—] হে প্রহ্লাদের সম্যক্ আনন্দদায়ক ! হে ভক্তবৎসল ! ভক্তিপ্রভাবে প্রকটনশীল হে নৃসিংহ ! হে প্রভো ! তুমি শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছ ! তুমি শিশুজনের অতীষ্ট-মূর্তি অথচ হুষ্টিজনের ভীষণ (ভয়প্রদ) । তোমার জয় হউক !! তোমার অন্তর কৃপাধারায় অতিশ্লিষ্ট হইলেও বাহিরে তুমি আটোপ করিয়া পরম সুন্দর হইয়াছ । প্রহ্লাদের অঙ্গ অবলেহন করিতে উৎকণ্ঠান্বিত হইতেছ, অথচ তোমার গর্জনে ব্রহ্মাণ্ড যেন ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে ॥ **আট ।**

(৩০-৩১) [পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিতেছেন] হে সীতাপতি ! দাশরথি ! রঘুকুলমণি ! শ্রীরামচন্দ্র হে ! কৌশল্যানন্দন ! হে পদ্মপলাশ-লোচন ! শ্রীলক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ ! হনুমানের প্রভু, সূগ্রীবের বন্ধু, ভরতের অগ্রজ হে প্রভো ! হে দণ্ডকারণ্যচারিন্ ! হে উত্তমচরিত, হে ধনুর্বাণধারিন্ ! হে খরদূষণনাশন ! হে সমুদ্রবন্ধনকারিন্ ! হে বিভীষণের আশ্রিত বা বিভীষণের আশ্রয় ! হে লঙ্কেশবিধাতক ! হে কোশলেন্দ্র ! তোমার জয় হউক ॥ নয় ॥

(৩২) [এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাংশাবতারাতির স্তব করিয়া সংপ্রতি স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—] হে মথুরাবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান থাক । নিজপ্রেমদানই কেবল তোমার মুখ্য কর্তব্য, তুমি নানাবিধ স্নানার্থ্যের নিধান (আশ্রয়) ; তোমার ঐশ্বর্য্য, রূপা ও মহত্ত্ব প্রভৃতি তোমার মথুরাবতরণেই সুন্দর রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । (৩৩) [এক্ষণে শ্রীমদভাগবত দশমস্কন্ধের লীলামৃত বর্ণন করিতেছেন—] রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে তোমার চরিত্র-কথা প্রশ্ন করিলেন ; মুক্ত, মুমুকু ও বিষয়ী প্রভৃতি সকলেই তোমার কথামৃত সেবন করিতে পারে ; ভীষ্ম, দ্রোণাদি মহাবীরগণের সহিত দুর্দ্বৈষ সংগ্রামে তুমিই পাণ্ডবগণকে মৃত্যুর মুখ হইতে নিস্তার করিয়াছ, এবং অশ্বখামা-কর্তৃক নিঃক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে মাতৃজঠরে দগ্ধ পরীক্ষিতের দেহকেও তুমি তথায় প্রবেশ করিয়া চক্রের সাহায্যে রক্ষা করিয়াছ !! (৩৪) বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন অসাধুদিগের সম্বন্ধে তুমি কালরূপে দুঃখদান কর, অথচ অন্তর্দৃষ্টিশীল সাধুদিগকে অন্তর্য্যামী-স্বরূপে সুখপ্রদান কর । তুমি নিজবৃত্তান্ত-শ্রবণেচ্ছার রাজার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছ এবং ঐ চিত্তে নানাবিধ আশঙ্কা জাগাইয়া তৎসমাধানকল্পে নিজের কথাই জিজ্ঞাসা করাইয়াছ । (৩৫) অন্তর্জল-বর্জনকারী রাজার প্রাণরূপে তুমিই বিরাজমান আছ এবং শুকমুখে নিজ কথামৃত ঐ উদ্দেশ্যেই নিষ্কাশিত করিয়াছ । তুমি নৃপতি-ছলে দুষ্ট অসুর সেনাসমূহের ভারে প্রপীড়িতা পৃথিবীকে রোদন করাও । (৩৬) ধরার আর্তনাদে ক্ষীরোদ-সমুদ্রতীরে সমাগত ব্রহ্মাদিদেবগণের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া থাক এবং ব্রহ্মা-কর্তৃক ধ্যানে শ্রুত তোমার প্রত্যাদেশ-বার্তার প্রচার করাইয়া দেবগণকে সম্যক্ সন্তোষিত কর ॥ দশ ॥

(৩৭) [ভোজেন্দ্রবন্ধনাগারে অবতারের প্রসঙ্গ করিতেছেন—] যত্নরাজ

শূরসেনের মহারাজধানী শ্রীমথুরাই তোমার প্রিয় অথবা মথুরার প্রিয়
 তুমি । দেবকী 'ও বসুদেবের বিবাহ-উৎসবের মুখ্য কারণ—তুমিই ।
 (৩৮) বরবধুর গৃহগমনকালে যে আকাশবাণী হইয়াছিল—(হে মৃত কংস !
 দেবকীর অষ্টম গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই তোমার মৃত্যুর
 নিদান)—তাহা শুনিয়া অশ্বরজ্জ্বধারী কংসের দুর্নীতিকে সমধিক পরিমাণে
 বাড়াইয়াছ ; [তাহাতে দেবকীর প্রাণনাশের জন্ত কংস সেই রথেই
 তাঁহার কেশ-গ্রহণাদি করিয়া অত্যাচার আরম্ভ করে ।] তখন বসু-
 দেবের স্তবস্ততিতে ও যুক্তিনৈপুণ্যে তুমিই দেবকীর প্রাণরক্ষা করিয়াছ ।
 (৩৯) সত্যবাক্য বসুদেব কর্তৃক কংস-সম্মুখে নীত প্রথম পুত্রের বিমোচন
 করাইয়াছ । দেবর্ষি নারদ-কর্তৃক তোমার বৃত্তান্ত কথিত হইলে তোমার
 বধজন্তু দেবকীপুত্র-সমুদয়ের হত্যা করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া কংসকে
 বিবেচনা করাইয়াছ । (৪০) কংস-কর্তৃক বসুদেব দেবকী প্রভৃতি
 তোমার অনেক বান্ধবকেই শৃঙ্খলিত করাইয়াছ এবং দেবকীর গর্ভোৎপন্ন
 তোমারই অগ্রজ ছয় জনকে তোমার সম্মুখে কংসকর্তৃক হত্যা করাইয়াছ ।
 হে কৃষ্ণ ! আমাকে রক্ষা কর ॥ **এগার ॥**

দ্বিতীয় অধ্যায় :

(৪১) প্রলম্ব, বক, চানুরাদি কংসাসুরের সৈন্তসমূহের দ্বারা উদ্বিগ্ন
 নিজ যাদব-বংশের আর্তিবিৎ তুমি, দেবকীর সপ্তম গর্ভে তোমার 'শেষ'
 নামক বিগ্রহ সংস্থাপন করিয়া তাহা হইতে গর্ভ নিষ্ক্রমণ করতঃ রোহিণীর
 গর্ভে সন্নিবেশ করিতে যোগমায়াকে নিয়োগ করিয়াছ । (৪২) স্বয়ং
 দেবকীর পুত্রস্বরূপে জন্ম ধারণ করিবে—এই কথা বলিয়া তুমি যোগ-
 মায়াকে উৎসাহিত করিয়াছ । অনন্তর যোগমায়া-কর্তৃক রোহিণীগর্ভে
 নিজাংশ অনন্তকে স্থাপন করিয়াছ । হে বলদেব-প্রিয় ! আমাকে রক্ষা
 কর । (৪৩) বসুদেবের মনে তোমার শক্তি নিহিত করিয়া প্রকাশমান
 হইয়াছ এবং তাঁহার হৃদয় হইতে দেবকীর অষ্টম গর্ভে গমন করিয়াছ ।
 নিজ-জননী দেবকীর দেদীপ্যমান তেজে কংসের ত্রাস ও বিষাদ উৎপাদন
 করিয়াছ । (৪৪) কাজেই শয়ন, ভোজন, গমনাদি সর্বাবস্থায় সর্বদা

কংসের মনোমন্দিরে বাস করিয়াছ । ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ তোমাকে তখন সর্বতোভাবে স্তবস্তুতি করেন । [গর্ভস্তুতি-বর্ণনা করিতেছেন]—‘সত্যব্রত সত্যপর’ ইত্যাদিরূপে তুমি সর্বথাই সত্যাত্মক ; সর্বসৃষ্টাদির কারণ বলিয়া তুমি চতুর্দশ ভুবনের নাথ (সর্বেশ্বর) । তুমি শুদ্ধ মাত্ত্বিক সজ্জন-সুখদ মায়াশৈশবরূপ ধারণ কর । (১৫) কেবলমাত্র ভক্তগণই তোমার সর্বেশ্বর (পাদাশ্রয়-রূপ মহাধনের) অধিকারী । চারিবর্ণ চারি আশ্রমী প্রভৃতির বেদ ক্রিয়া তপঃ যোগ সমাধি ইত্যাদি দ্বারা স্তুত্যা সর্বপুরুষার্থদান-কারী তোমার দেহ । যদিও মনের ও বাক্যের অগোচর বলিয়া তোমার নাম ও রূপ—গুণ, জন্ম ও কর্মাদি দ্বারা নিরূপণীয় নহে, তথাপি ভক্তগণের উপাসনাসময়ে সাক্ষাৎকার জন্ত নাম ও রূপের আশ্রয় কর এবং তাহাতে আবেশও থাকে বলিয়া তুমি—রূপনামাশ্রিতাবিষ্ট । অতএব তুমি প্রকট হওয়া মাত্রই ধরার আর্তিভার হরণ হইয়া থাকে । (১৬) স্বর্গমর্ত্যের ভূষণ স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম । তোমার আবির্ভাব যে কেবল ধরার ভার হরণ জন্ত তাহা নহে, কিন্তু তাহার মুখ্যতর প্রয়োজন হইতেছে—ক্রীড়া-বিনোদই । মৎস্য কূর্মাদি বহুবিধ অবতার প্রকটনে ত্রিভুবনবাসির পালন কর বলিয়া হে ভূভারহরণ ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ প্রস্তুত কার্য্য সমাধা কর । ‘হে মাতঃ ! ভাগ্যবশতঃ তোমার উদরে পুরুষোত্তম প্রবেশ করিয়াছেন’—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেবগণকর্তৃক তুমি নিজ মাতাকে আশ্বাস দান কর । তোমাকে নমস্কার ॥ বার ॥

তৃতীয় অধ্যায় :

(১৭) এক্ষণে আবির্ভাব-কাল বলিতেছেন—ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে তোমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । তাহাতে পৃথিবীর মঙ্গল বিস্তার হইতে লাগিল এবং সাধুদিগের চিন্তা প্রশন্ন হইয়াছিল । (১৮) মহাবিশ্বের মনের উল্লাস এবং দেবগণ সন্তোষিত হইলেন । নিশীথ কালেই তুমি বসুদেব-প্রিয়া দেবকীর গর্ভ হইতে প্রকট হইয়াছ । (১৯) দেবকীর উদরে তুমিই অত্যুৎকৃষ্ট ইন্দ্রনীলমণি । তুমি বলদেবের প্রিয় অনুজ । হে গদের অগ্রজ ! তুমি আমার প্রতি প্রশন্ন হও ; হে

সুভদ্রার পূর্জ ! আমাকে স্বলীলাশ্রুতি করাইয়া রক্ষা কর । (৫০) তখন পদ্মপলাশলোচন শঙ্খচক্রাদিয়ুক্ত ভুজচতুষ্টয় এবং শ্রীবৎস কোমুভাদি ধারণ করিয়াছ বলিয়া আশ্চর্য্য বালক তুমি । মহামূল্য বৈদূর্য্য, কিরীট ও কুণ্ডলাদিদ্বারা বিরাজমান হইয়া বসুদেবকে দিব্যরূপ প্রদর্শন করাইয়াছ । নিজতেজে কারাগারের অন্ধকার নাশ করিয়াছ এবং স্মৃতিকাগ্ধের ভ্রমণ রূপে বিরাজমান আছ—আমাকে রক্ষা কর ॥ **তের** ॥

(৫১) ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পুত্রবুদ্ধি অপগত হইলে **বসুদেব**-কর্তৃক তুমি স্তুত হইয়াছ । প্রত্যক্ষভাবে অদৃশ্য অর্থাৎ কেবলানুভবসিদ্ধ স্বরূপের প্রদর্শক তুমি । ‘ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অন্তঃপ্রবেশ করিয়াছে,’—এই শ্রুতি-প্রমাণবলে নিজপ্রকৃতিকর্তৃক সৃষ্ট সংশদ্বাচ্য বিশ্বের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি অপ্রবিষ্ট (নিলিপ্ত) অর্থাৎ তাহাতে সদরূপে প্রবিষ্টবৎ প্রতীয়মান হও । জগৎকারণ ব্রহ্মারও আদিকারণ তোমাকে বন্দনা করি । (৫২) নিষ্ক্রিয় বলিয়া তুমি অকর্তা, অথচ ঈশ্বর বলিয়া তুমিই কর্তা, যেহেতু বিরুদ্ধধর্ম-সমূহের তোমাতেই সমবায় হয় । সাধুদিগের রক্ষার উদ্দেশ্যে নামে মাত্র রাজাগণের অথচ কার্য্যতঃ অশ্রুপতিদিগের হত্যাাদি দ্বারা তুমি জগতের মঙ্গল জন্ত আবিভূত হও । দৈত্যদিগকে সংহার করিলেও কিন্তু তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া কারুণ্যই প্রকটিত কর । স্বজনদিগের প্রীতিবর্দ্ধক তোমাকে বন্দনা করি । (৫৩) **দেবকী**-স্তুতি বলিতেছেন] —হে দেবকীর নয়নানন্দ ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করিয়া পিতামাতার শৃঙ্খল ভঙ্গ কর । কংস-স্বরের ভয়ে ভীতা জননী দেবকীর পুত্রবুদ্ধি রহিত হইলে তোমাকে স্তব করিয়াছেন । হে গুণাতীত ! নির্বিশেষ ! অথচ বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের প্রকাশক । তুমি মহাপ্রলয়কারী এবং প্রলয়ঙ্কর কালেরও সৃষ্টিকর্তা । (৫৪) নিজপদাশ্রিত ভৃত্যগণের মৃত্যুহারী এবং মাংসচক্ষুদ্বারা অদৃশ্য (যেহেতু ঐশ্বর্য্য রূপ ধ্যানগম্য) । প্রলয়াবসানে নিজদেহে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশকারী তুমি যে আমার উদরজাত—এই লোকাপবাদ-ভয়ে ভীতা দেবকী কর্তৃক যাচিত হইয়া তুমি শঙ্খচক্রাদি অলৌকিকরূপের উপসংহার করিয়াছ ! তোমাকে নমস্কার ॥ **চৌদ্দ** ॥

(৫৫) মাতাপিতা দেবকী-বসুদেবের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত কীর্তন করিয়াছ—তুমি নিজদত্ত-বরেই বশীভূত হইয়াছ । বর্ষা বাতাতপ ইত্যাদি মহাকষ্ট

সহরূপ মহা আরাধনে তোমার সন্তোষ হইয়াছিল বলিয়া তুমি তিন জন্মে পৃথিবীর্গ, বামন ও বাসুদেবরূপে ইহাদের পুত্র অঙ্গীকার করিয়াছ । (৫৬) পূর্বজন্মাদি-স্মরণহেতু মহানন্দিত পিতামাতার সম্মুখেই আবার লীলায় মানুষ-বালকরূপে অবস্থান কর । ইহাতে তুমি যে সর্বদাই প্রাকৃত বালক হইয়া থাক, তাহা নহে ; কেননা তোমার নরাকৃতি হইলেও তুমি পরব্রহ্মই ত বট । সর্বমনোহারী তোমার আকার, তুমি অভিনব রূপলাবণ্যের নিধান । (৫৭) ‘যদি তুমি কংসের ভয় কর, তবে আমাকে লইয়া গোকুলে চল’—ইত্যাদি বলিয়া জনক বসুদেবকে নিজ গোকুলনয়নের উপায়-নির্দেশ করিয়াছ । যশোদার গর্ভে নিজাংশভূতা মায়াকে প্রাভুর্ভাবিত করিয়াছ । [তখন যাওয়ার স্রবিধাও বলিতেছেন] দ্বারপালগণকে এবং পৌরবাসি-গণকে নিদ্রাভিভূত করিয়াছ এবং সূতিকাগৃহের রক্ষকগণকেও মোহিত করিয়া রাখিয়াছ । (৫৮) নিজশক্তিপ্রকটনে কপাট সকলকেও উন্মোচিত করিয়াছ ; পিতাকে তুমি বাহক করিয়া গোকুলে যাত্রা করিয়াছ । অনন্ত-নাগের কণাসমূহই তখন ছত্র হইয়া বর্ষাবারি নিবারণ করিয়াছিল । অগাধজলময়ী ভয়ানক আবর্ভসঙ্কলা যমুনাও তখন তোমার পিতাকে গমনোপযোগী পথ দান করিয়াছিল । (৫৯) ব্রজের মূর্ত মহাভাগ্য তুমি, বসুদেব কর্তৃক যশোদার শয্যায় তুমি শায়িত থাক ; নিদ্রা দ্বারা তুমি নন্দাদি গোকুলবাসিগণকে মোহিত করিয়াছিলে । এমন কি যশোদাও বসুদেব কর্তৃক তোমার আনয়ন ইত্যাদি কার্য্য কিছুই জানিতে পারেন নাই । তোমাকে নমস্কার ॥ পনর ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

(৬০) তোমার সম্বন্ধেই কংস দুর্গাকেও মারিবার জন্ত আঘাত করিলে কংসহস্ত হইতে সমুৎপত্তি হইয়া দুর্গা তোমার আবির্ভাব-কথা कहিয়া-ছিলেন । পূর্বশ্রুতা আকাশবাণীও কিরূপে মিথ্যা হইল—এই ভাবনায় কংসকে তুমি বিস্ময়ান্বিত করিয়াছ এবং তৎপরে বসুদেব ও দেবকীর বন্ধ-বিমোচনের কারণ হইয়াছ । (৬১) ভয়ের সহিত নিজের শিশুহত্যারূপ অকর্ম্মসমূহের স্মরণে গুদ্বচিত কংসের চিত্তে তুমি আবার বিবেক অর্থাৎ

তত্ত্বজ্ঞানও দান করিয়াছ । কংসের আত্মজ্ঞানের সম্যক্ প্রশংসাকারী নিজ মাতাপিতা দেবকী বসুদেবের সহিষ্ণুতাপ্রদও তুমি । (৬২) কিন্তু ছুটি মন্ত্রিগণের বাক্যজালে আবার কংসের ছদ্ম'তিও বৃদ্ধি করিয়াছ, তাহাতে মহদতিক্রমরূপ অসং পরামর্শের ফলে অসুরসকলের আয়ুঃক্ষয়ও করিয়াছ । হে তথাবিধ কৃষ্ণ ! তোমাকে বন্দনা করি ॥ ষোল ॥

পঞ্চম অধ্যায় :

এক্ষণে গোকুললীলা বর্ণনা করিতেছেন—(৬৩) পূর্বেই বসুদেব-কর্তৃক বাহিত হইয়া যে স্থানে নিজপাদপদ্ম প্রদান করিয়াছ এবং যে স্থলের সুখাবধি দান করিবার জন্ত স্বয়ং দীক্ষা বা ব্রত গ্রহণ করিয়াছ—সেই লীলোপযোগী গোকুলে তুমি সম্যক্ অবস্থান করিতেছ । নিজ সেবক-গণকে ব্রহ্মানন্দ হইতেও সমধিক উৎসবদায়ক প্রেম সম্যক্ দানকারী লীলাবিনোদী তুমি—তোমাকে নমস্কার ॥

(৬৪) হে নন্দনন্দন ! (শ্রীবসুদেব-গৃহে ভগবান্ একাই আবির্ভূত হইয়াছেন, আর শ্রীনন্দগৃহে স্বয়ং ও মায়া আবির্ভূত হইলেন । বসুদেব মায়ার পরিবর্তে নিজপুত্রকে শয্যায় রাখিলে তখন বসুদেব-পুত্র নন্দপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন—ইহাই বৈষ্ণবতোষণীর সিদ্ধান্ত) । তখন শ্রীনন্দ মহারাজ ব্রাহ্মণগণদ্বারা তোমার জাতকম'াদি মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন । তোমার পিতা ধেনুতিলাদিপ্রভৃতি নানাদানকার্য্যে ব্যাপ্ত হইলেন । শোভাসমৃদ্ধিশীল গোকুলের তুমিই মঙ্গল । (৬৫) মহামূল্য বস্ত্র আভরণ, কঙ্কু উষ্ণীষ দ্বারা ভূষিত হইয়া গোপগণ এবং বসন, ভূষণ ও অঞ্জনাদি দ্বারা ভূষিতদেহা গোপীগণের নন্দালয়ে গমনোৎসব-সাধনকারী তুমি । গোপীগণ প্রেমে ও আনন্দে তোমাকে 'চিরজীবী হও' এই আশীর্ব্বাদ করিলেন । ব্রজের দধি, ঘৃত, নবনীতাদি দ্বারা তোমার দেহ ব্যাপ্ত হইল । (৬৬) বিচিত্র বাস্ত্বে, দধি-ঘৃত-ক্ষীরজলাদির সিঞ্চনে এবং নবনীত-ক্ষেপণে নন্দব্রজজনগণের প্রচুরতর আনন্দদায়ক তুমি । নন্দ কর্তৃক বসন, ভূষণ ও গোধনাদির সম্প্রদানে স্নত,মাগধ, বন্দীপ্রভৃতিকে সম্মানিত করিয়াছ । তখন তুমি ব্রজমণ্ডলকে সর্বসমৃদ্ধির ক্রীড়াস্থল করিয়াছ । তুমি যশোদার স্তন-

পায়ী । (৬৭) নন্দ মহারাজ পুত্ররূপ-মহারত্ন প্রাপ্ত হইয়া তাহার রক্ষাবিধানে (লালনপালনে) অতিশয় আকুল হইলেন । কংসের করদানজ্ঞা নন্দ মহারাজ মথুরায় যাত্রাকালে তত্রত্য গোপগণের হস্তেই তোমার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন । (৬৮) তোমার সম্বন্ধে বসুদেবের শুভপ্রশ্নে নন্দ পরমানন্দিত হইয়াছিলেন । আবার নন্দের মুখে সান্ত্বনাবাক্যে বসুদেবকেও তুমি অতিশয় আনন্দদান করিয়াছ । তোমাকে নমস্কার ॥ সতর ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ।

(৬৯) ‘এস্থলে বেশীদিন থাকি যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু গোকুলে উৎপাত হইতেছে’—বসুদেবের এই কথায় উৎপাত হইবার আশঙ্কা স্মৃতিত হইলে নন্দ মহারাজ তোমাকেই ব্রজের মঙ্গলের জ্ঞাত প্রার্থনা করিয়াছিলেন । মনোজ্ঞ হাশ্রু, কটাক্ষ-বিক্ষেপাদি দ্বারা ব্রজজনগণের মনোমোহন এবং কেশ-বন্ধনে মল্লিকাদি সংস্কৃত থাকায় সন্দেশ্য অথচ বিষযুক্তস্তনবিশিষ্টা বকী পূতনা কর্তৃক তুমি দৃষ্ট হইয়াছিলে । (৭০) তুমি তখন লজ্জায় নয়নপদ্ম নিম্নান্বিত করিয়া পূতনার ক্রোড়দেশে আরোহণ করিয়াছিলে । বকী পূতনার প্রাণের সহিত স্তন পান করিয়াছ এবং তাহার স্তনদ্বয়কে করযুগলে গাঢ় নিপীড়ন করিয়াছ । (৭১) তাহাতে পূতনা ‘ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও’ বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, তুমি কিন্তু পূতনার প্রাণই শোষণ করিয়াছ । তখন ছয়ক্রোশ ব্যাপিয়া ভয়প্রদ সেই পূতনার দেহখানিকে নিপাত করিয়াছ । (৭২) তৎপরে নানাবিধ রক্ষাবন্ধনে অভিজ্ঞা গোপীগণ গোপুচ্ছ-ভ্রমণাদি দ্বারা তোমার রক্ষাবন্ধন করিয়াছিলেন । গোরজঃ দ্বারা রক্ষাবন্ধন করা হইলে গোমূত্র ও গোময়দ্বারা তোমার দেহ ব্যাপ্ত করা হইল । (৭৩) গোপিকাগণ বীজন্তাসাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ বিবিধ রক্ষাবন্ধন করিলেন । বকীর দেহ দগ্ধ হইতে থাকিলে তখন তাহার সৌরভে পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়াছিল । (৭৪) হে পূতনামোচনকারিন্ ! হে জিঘাংসু রাক্ষসীরও সদ-গতিদায়ক । নন্দ মহারাজ তোমার শিরোমধ্য আঘাত করিলেন, তুমি এবম্বিধ লীলাদ্বারা সমগ্র ব্রজমণ্ডলকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছ । তোমার জয় হউক ॥ আঠার ॥

সপ্তম অধ্যায় :

(৭৫) [তিনমাস বয়ঃক্রম হইলে] উত্তানশারিবালাকের অঙ্গপরিবর্তনের সময়ে করণীয় উৎসবে মা যশোদা কর্তৃক তুমি অভিষিক্ত হইয়াছ । তখন তোমার নিদ্রাবেশে নয়ন মুদ্রিতপ্রায় হইয়াছিল । মা যশোদা তোমাকে মহা উচ্চ খট্টার নীচে বালপালক্ষে শয়ন করাইলেন । (৭৬) কঙ্কল দ্বারা তোমার নয়নদ্বয় স্নিগ্ধ হইয়াছে এবং সময় সময় তোমার মুখে মৃদুমধুর হাস্য দেখা যাইতেছে । লীলাক্রমে চঞ্চল দৃষ্টিপাত হইতেছে এবং মুখে নিজ চরণের অঙ্গুলি প্রদান করিয়াছ । (৭৭) জয়োৎসব-ক্রিয়ায় আসক্তা মাতার স্তন্য জন্ত তুমি রোদন করিতেছিলে এবং চরণযুগল উর্দ্ধে বিক্ষেপ করিয়াছিলে ; অহো ! তাহাতেই সেই শকটখানি উল্টাইয়া গেল !! (৭৮) ব্রজবাসিগণ এই ব্যাপার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না, অথচ তুমি শকটাস্তরকে বিনাশ করিলে । তখন ব্রাহ্মণগণ তোমার কল্যাণ জন্ত স্বস্ত্যয়ন করিতেছিলেন এবং মন্ত্রপূত জলদ্বারা তোমাকে স্নান করান হইয়াছিল ॥ **উনিশ** ॥

(৭৯) তুমি যশোদার ক্রোড়দেশরূপ পালক্ষে লালিত হইতেছিলে— এমন সময় লীলাক্রমে তোমার দেহ গুরুতর হইল ; হঠাৎ কেন এত ভার হইল ভাবিয়া মা যশোদা বিস্ময়াব্বিত হইলেন । তুমি তৃণাবর্ত অস্তর-কর্তৃক আকাশে উত্তোলিত হইয়াছিলে । (৮০) মা তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার গতি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । তোমার দেহ তৃণাবর্ত বহন করিতে পারিল না । তুমি তাহার গলদেশ এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছিলে যাহাতে নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই অস্তর ধরাশায়ী হইল । (৮১) তুমি তৃণাবর্তকে তৃণবৎ বিনাশ করিয়াছ । রোদনপরায়ণা গোপীগণ তোমাকে তৃণাবর্তের সহিত ভূমিতলে পতিত হইতে দেখিলেন । গোপীগণ তোমাকে লইয়া মা যশোদায় অর্পণ করিলেন । হে ব্রজের আনন্দদায়ক কৃষ্ণ ! তোমাকে বন্দনা করি ॥ **বিশ** ॥

(৮২) তুমি যশোদার স্তন্য-পানে আনন্দিত হইয়া তাঁহার মুখদর্শন কর । হে যশোদানন্দন ! হে যশোদালালিত ! আমাকে রক্ষা কর । (৮৩) মা তোমার মুখচুম্বন করিতে থাকিলে তুমি তন্মধ্যে বিশ্বদর্শন করাইয়াছ । তাহাতে পরমাশ্চর্য্যকর স্বাবর-জঙ্গমাদি দেখাইয়া তুমি মাতাকে বিস্মিত

করিয়াছ। হে কৃষ্ণ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও । (৮৪) পুতনাদি অসুর-
গণের বধ দর্শন করাইয়া মাতার মনে শত শত আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছ,
অথচ স্বভাবসিদ্ধ নানা চমৎকার-কারিতাদ্বারা সেই শঙ্কাসকলও বিদূরিত
করিয়া থাক । তোমাকে নমস্কার ॥ একুশ ॥

অষ্টম অধ্যায় :

[শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সূচক কথা দেবকীকন্টার মুখে শুনিয়া দেবকীর
অষ্টমগর্ভ কখনও স্ত্রী হইতে পারে না—ইহাই কংস নিত্য চিন্তা করিত—কিন্তু
সামান্যতঃ ইহা বুঝিয়াছিল যে ‘তিনি কোথাও আছেন’ । তখন তোমাদের
ছুই জনের সখ্য চিন্তা করিয়া যদি ‘নন্দের গৃহেই তিনি বিরাজমান আছেন’
এইপ্রকার সম্ভাবনা করতঃ পরে আবার আমার দ্বারা সংস্কার হইয়াছে এই
কথা জানিয়া আশঙ্কায়ুক্ত হইয়া যদি তোমার পুত্রের হত্যা করিতে আসে,
তবে আমাদের মহানর্থই হইবে—] (৮৫) আচার্য্য গর্গের এবম্বিধ বাক্য-
চাতুরী শুনিয়া নন্দমহারাজ হৃষ্টচিত্তে তোমাকে রহঃস্থলে নিয়াছিলেন ।
গর্গাচার্য্য ‘শ্রীকৃষ্ণ ও বাসুদেব’ প্রভৃতি প্রশস্ত নামে তোমার নামকরণ
করিলেন এবং তোমার বৈভবের সূচনা করিলেন । (৮৬) হে সাধুরক্ষক !
হে ছুষ্টিমারক ! ভক্তবৎসল ! নন্দের আনন্দ-বিবর্ধন মহানারায়ণ ! তোমাকে
বন্দনা করি ॥ বাইশ ॥

(৮৭) হে রিঙ্গণ [হামাগুড়ি] লীলাবিনোদিন্ ! তোমার জয় হউক
অর্থাৎ মনোহর বাল্যলীলা আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে সুখী কর ।
তুমি জাহ্নুগতি চলিতে উৎসুক হইয়াছ । তোমার জাহ্নুদ্বয় ও করযুগল
ঘুষ্ট হইয়াছে । মুগ্ধ (অজ্ঞ) ও মহাভীত জনের ত্রায় লীলাপ্রকটনে
তোমার মাতৃনিকটে গমন মনোরম হইয়াছে । (৮৮) তুমি কিষ্কিন্ধির নাদে
পরমানন্দিত হইয়া ব্রজের কর্দমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছ । তোমার
লম্বমান চূড়ায় নিহিত রত্নে এবং গ্রীবাদেশে ব্যাঘ্রনখে তুমি উজ্জল হইয়াছ ।
(৮৯) তোমার অঙ্গে ব্রজকর্দম চন্দনবৎ লিপ্ত হওয়ায় তুমি মনোজ্ঞ
হইয়াছ । তোমার উরু ও কটিদেশ এক্ষণে মাংসল (স্থূল) হইয়াছে ।
নিজমুখ-প্রতিবিম্ব ধরিতে বা তৎসহ ক্রীড়া করিতে তুমি ইচ্ছা করিয়া

প্রতিবিশ্বের অনুকরণ করিয়া থাক । (৯০) তৎপরে তোমার অব্যক্ত ও মধুর বাক্যপ্রবৃত্তি হইল, তোমার হস্তাকালে মা যশোদা দেখিলেন যে তোমার দন্তোদগম হইতেছে । জননীর হস্তধারণে পুনঃ পুনঃ স্থানিতপদ হইয়াও বিচিত্র চলনচেষ্টা করিতেছ ॥ **তেইশ** ॥

(৯১) তৎপরে তুমি অঙ্গনাগণ-দর্শনীয় বাল্যলীলার অনুকরণ করিয়াছ—
অল্প অল্প সামর্থ্য প্রকট করিয়া পদবিক্ষেপে তুমি সুন্দর হইয়াছ । (৯২)
বৎসের পুচ্ছ গ্রহণ করিলে বৎসই তোমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল—
অথচ তুমি বৎস-পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণই করিতেছিলে ! গোপগোপীগণ
অত্যাশ্রয় গৃহকৃত্যাদি ব্যাপার ভুলিয়া তোমাতেই আনন্দলাভ করিতেন ।
(৯৩) গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত্তা মাতার কিন্তু তুমি বড়ই ব্যগ্রতা (চাঞ্চল্য)
সম্পাদক । ব্রহ্মাদিও তোমার সৌন্দর্য্য-দর্শনের কামনা করিতেন ।
চতুর্দশ ভুবনের বিশ্বয়-কারক তোমার শৈশব । তোমাকে নমস্কার ।
চব্বিশ ॥

(৯৪) হে বালগোপাল ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । তুমি
গোপীগণের আনন্দজনক ; অনুরূপ বয়স্শ্রগণ সহিত মনোহারী শৈশব-
কালোচিত চপলতা প্রকাশ করিয়াছ । (৯৫) তুমি অসময়ে বৎসমোচন
করিয়াছ অথচ ব্রজবাসিগণের হাহাকারে বেশ মৃদুমধুর হাস্ত করিয়াছ ।
তুমি নবনীতের মহাচোর এবং বানরের আহাৰদায়ী । (৯৬) হস্তে অগ্রাহ্য
শিক্যভাণ্ডসমূহের জন্ত তুমি পীঠ (আসন) ও উলুখলাদি দ্বারা সোপান
রচনা করিয়াছ । ঐ ভাণ্ডসমূহে তৃপ্তিকর কোনও বস্তু না পাইলে ঐ
ভাণ্ডগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছ । উচ্চস্থানস্থ শিক্যভাণ্ডের নীচে ছিদ্রাদি
করিয়া তত্রত্য দ্রব্যের আকর্ষণ করিয়াছ । তুমি অন্ধকারময় গৃহেই প্রবেশ
করিয়া ঐ চৌর্য্যবৃত্তি সাধন করিয়াছ । (৯৭) তোমার শ্রীঅঙ্গস্থিত রত্ন-
রাজিই তখন প্রদীপের কার্য্য করিত । গোপীগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া তুমি
নিজ ধাষ্ট্য তাঁহাদের উপরেই গ্রস্ত করিতে অর্থাৎ ‘হে গোপী ! তুমিই
চোর, আমি ত গৃহস্বামী’ এই কথা বলিয়া তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ
করিয়াছ । গোপীগণের উক্তিসমূহে জাত (মাতার ওলাহন)-ভয়ে
তোমার নয়নযুগল ঘুরিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া মাতার অতি প্রসন্নতা
হইত ॥ **পঁচিশ** ॥

(৯৮) তুমি ভক্তের মুখে তিরস্কার শুনিয়া আনন্দলাভ কর—অতএব

তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ ; তখন বলরামাদি বালকগণ তোমার মাতার নিকট মৃত্তিকা-ভক্ষণের কথা নিবেদন করিল । হিতৈষিণী জননী তোমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন । (৯৯) কৃত্রিম ভ্রাসে তোমার নয়নদ্বয় চঞ্চল হইল । সখাগণের মধ্যে তুমি নিজেকে গোপন করিয়াছ ; ‘আমি মৃত্তিকা খাই নাই’ বলিয়া বলরাম প্রভৃতির বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছ—‘যদি তাহাই সত্য হয়, তবে আমার মুখ দেখ’—বলিয়া তুমি জননীর বিশ্বাসও উৎপাদন করিয়াছ—(১০০) তখন তুমি ক্ষুদ্রতর মুখকমল প্রসারিত করিয়াছ এবং তাহাতেই মাতাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছ ! যশোদা তোমার ঐশ্বর্য্যরাশি বিদিত হইয়াছেন, হে কৃষ্ণ ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যতিরস্কারী মাধুর্য্যের উদয় হউক । পুনরায় তোমার ইচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মোহিত করিয়াছ । (১০১) মাতার বাৎসল্যোদয়ে তিনি তোমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়াছেন । তুমি যশোদার স্নেহ প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছ । নিজভক্ত ব্রহ্মা-কর্তৃক ধরা দ্রোণকে প্রদত্ত বরের বলে তুমি এই সব লীলা সম্পাদন করিয়াছ । তোমার জয় হউক ॥ **ছাব্বিশ** ॥

নবম অধ্যায় :

(১০২) দধি-নির্ম্মস্থনে নিযুক্তা জননীর স্তন্যপানে তুমি একদিন অতিশয় লুব্ধ হইয়াছ ; জননী তোমার চরিতাবলী গান করিতেছিলেন—তুমি বালকমূলভ-চাপল্যে মন্থনদণ্ড ধরিয়াছ । (১০৩) মাতা তখন স্তন্যদান করিলেও তুমি তৃপ্ত হইতে পার নাই—এমন সময় মাতা চুল্লীর উপরিস্থিত জ্বলন্ত উথলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া জ্বলন্ত উত্তারণ করিবার জন্য গমন করিলেন—তখন মিথ্যা-ক্রোধে তোমার গুষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল, তুমি দধিপাত্রটি ভাঙ্গিয়াছ । (১০৪) শিক্যস্থিত হৈয়ঙ্গবীন (সত্ত্ব উৎপন্ন নবনীতাদি) চুরি করিয়াছ, যেহেতু তুমি নবনীত ভক্ষণ করিতে সাতিশয় প্রীতিলাভ কর—তুমি হৈয়ঙ্গবীন-রসিক এবং চতুর্দিকে নবনীত বিকীরণ কর । (১০৫) নবনীত দ্বারা নিজাঙ্গ লেপন করিয়াছ ; তোমার কিস্কিণির শব্দে মাতা জানিলেন—তুমি কোথায় আছ । বানরাদিকেও তুমি যথেষ্ট

নবনীত দিয়া থাক । তখন কপট অশ্রুত্যাগ করিতেছিলে, চৌধুর ভয়ে শঙ্কিতও হইয়াছ । (১০৬) মাতৃভয়ে তুমি ধাবিত হইয়াছ ; গোষ্ঠাঙ্গনে তুমি ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়াছ ; পুনঃ পুনঃ তোমাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে প্রবলবতী মাতার পরিশ্রম তুমি বিশেষভাবে অবগত হইয়া দাম-বন্ধন অঙ্গীকার করিয়া ‘দামোদর’ নাম ধারণ করিয়াছ । তোমাকে নমস্কার । (১০৭) তখন দামই তোমার ভূষণ হইয়াছিল, নেত্র-প্রান্তদ্বয় চঞ্চল হইল এবং তুমি উলুখলে গাঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছ । তুমি যশোদাকে বাৎসল্য রস দান করিয়াছ অর্থাৎ যশোদানন্দন ; তুমি অনন্ত হইয়াও অল্প দামবন্ধনে নিরস্ত্রিত হইয়াছ । তোমাকে নমস্কার করি ॥ সাতাইশ ॥

দশম অধ্যায়ঃ

(১০৮) তুমি অর্জুন বৃক্ষদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদের শাপ মোচন করিয়াছ । তাহারা পূর্বজন্মে নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-পুত্র ছিল । যেহেতু অপরাধী ঐ দুই জনের সমুদ্বারের জন্ত দয়াপ্রযুক্ত নারদের পূর্বকথিত বাক্যও ত তোমার বিদিত ছিল । (১০৯) তুমি অকিঞ্চনগণেরই প্রাপ্য, ধনাদি-মদগর্বিত জনগণের অগোচর তুমি ; হে নারদপ্রিয় ! তুমি তখন উলুখলের রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিলে । তোমার জয় হউক । (১১০) দেবর্ষি নারদের বাক্য-রক্ষার জন্ত তুমি বমলার্জুন বৃক্ষ নিপাত করিয়াছ ; তখন ঐ কুবের-পুত্রদ্বয় অত্যন্তম স্তব দ্বারা তোমার স্তুতি করিয়াছিল । হে সর্বেশ্বরেশ্বর ! (১১১) জীবগণ তোমার মহিমা বুঝিতে পারে না ; তুমি সর্বদা ভক্তগণেরই চিত্ত বিনোদন করিয়া থাক । অসাধারণ (অসমোর্দ্ধ) লীলাবলি দ্বারা তোমার সম্বন্ধে নানাবিধ বিতর্ক হইয়া থাকে । তুমি সর্ব-মঙ্গলের মঙ্গল (নিধান) । (১১২) নিজদাসের দাস্য করিতে তুমি অধিক প্রীতিলাভ কর, তুমি ভক্তের ভক্তের প্রতি অতিবৎসল, গুহ্যকদম্ব তোমার নিকটে সর্বাঙ্গ ও সর্বোদ্ভিষের ভজনামৃত প্রার্থনা করিয়াছে । (১১৩) কুবের পুত্র-যুগলের স্তোত্র শুনিয়া সন্তোষামৃত-বর্ষিণী বাণী উচ্চারণ করিয়াছ ।

স্বভক্ত-দর্শনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতঃ তুমি তাহাদিগকে প্রেমবরই প্রদান করিয়াছ । তোমাকে নমস্কার ॥ আটাশ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

(১১৪) যমলাজুর্ন বৃক্ষদ্বয়ের হঠাৎ পতনাদির শ্রবণদর্শনে গোপগণের বিস্ময় উৎপাদনকারী তোমার ক্রীড়া । বালকগণ কর্তৃক সর্ববৃত্তান্ত কথিত হইয়াছিল—(এই কৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বক্রভাবে আপতিত উলুখল আকর্ষণ করিতে করিতে বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত করিয়াছে ইত্যাদি) । তখন সসম্মুখে নন্দ মহারাজ দেখিলেন যে তুমি উলুখল আকর্ষণ করিতেছ । মৃদুমধুর হাসিতে ওষ্ঠ বিকসিত হইতেছিল । (১১৫) তুমি পতিত বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যেই অবস্থান করিয়া মহা উলুখল আকর্ষণ করিতেছিলে । গোবন্ধন রজ্জুদ্বারা তোমার মধ্যদেশে শোভা পাইতেছিল । নন্দ তোমার সেই বন্ধন মোচন করিলেন । (১১৬) তুমি নিজের ভক্তবাৎসল্য-গুণ প্রকট করিয়াছ, গোপীগণের করতলাদি দ্বারা প্রোৎসাহ পাইলেই তুমি নৃত্য কর ; বালকগণের সহিত তুমি উচ্চ কীর্তনে নিরত থাক, ইত্যন্তঃ বাহ্যক্ষেপে তুমি মনোরম হইয়া থাক । (১১৭) গোপীগণের আজ্ঞানুসারে পীঠ (আসন) প্রভৃতি ধারণ কর, নবনীত ভিক্ষা করিতে তুমি পটু, ব্রজবাসিগণের মনোমোহন লীলামৃতের সিদ্ধি তুমি, তোমাকে নমস্কার ॥ উনত্রিশ ॥

(১১৮) শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-গমনাভিপ্রায় জানিয়া তদ্বিষয়ে মন্তনাদানে উপনন্দ তোমার সম্যক প্রীতিকর কার্য্যই করিয়াছেন, যেহেতু তুমি তখন বৃন্দাবনরসাস্বাদনে সমুৎসুক হইয়াছিলে । ঐ পরামর্শানুসারে বৃন্দাবনোদ্দেশ্যে তুমি শকটে আরূঢ় হইয়াছিলে, গোপিকাগণ তোমার লীলাকর্মাদির সঙ্গীত করিতে লাগিলেন । (১১৯) বৃন্দাবনের আবাসই তোমার প্রীতি প্রদ, হে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ! হে বৃন্দাবন-প্রিয় ! হে শ্রীমদ্ বৃন্দাবনের অত্যাশ্রুত ভূষণ ! (১২০) তুমি ব্যাভ্রাদি হিংস্রজন্তুদের স্বাভাবিক শত্রুতাও নাশ করিয়াছ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও । তুমি শ্রীগোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন ও বৃন্দাবনাদির দর্শনে পরমানন্দিত হইয়াছ ॥ ত্রিশ ॥

(১২১) তোমার ক্রীড়া ব্রজজনের আনন্দপ্রদ । তোমার অব্যক্ত মধুর ধ্বনি মনোজ্ঞ । তুমি এক্ষণে বৎসপালনে ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ কর । ব্রজের অদূরবর্তী স্থানে তুমি গোচারণ কর । (১২২) বলরাম প্রভৃতি গোপালগণের তুমি সম্যক্ প্রীতিদান কর । নানাবিধ খেলার উপযোগী তোমার পরিচ্ছদ । বংশীবাদনে তুমি সম্যক্ আসক্ত হইয়াছ ; তুমি বেণু হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যকর শব্দ নিক্ষেপিত কর । (১২৩) তোমার বদনে মুরলী প্রায়শঃই বিরাজ করে—পরমলাবণ্যপূর্ণ ও ভঙ্গিত্রয়বিশিষ্ট তোমার আকৃতি অতিমনোজ্ঞ । তুমি লোষ্ট্রাদি-নিঃক্ষেপে বিশ্ব, আম্র, আমলকী প্রভৃতি ফল পাড়িতে প্রীতिलाভ কর । তুমি কন্দুক (গেঁদ) ক্রীড়া করিতে উৎসুকচিত্ত । (১২৪) কঞ্চলাদি দ্বারা দেহ আচ্ছাদন পূর্বক বৃষবৎসাদির অনুকরণ কর এবং বৃষাদিবৎ শব্দও করিতে পার । অত্রোত্র (মাথামাথি) যুদ্ধ করিতেও তুমি প্রীতिलाভ কর । সর্বজন্তুর শব্দও অনুকরণ করিতে পার । তোমাকে নমস্কার ॥ **একত্রিশ** ॥

(১২৫) হে বৎসরূপী-অম্বরনাশন ! তোমার জয় হউক । বৎসাসুরের পশ্চাতের পদদ্বয় ও লাঙ্গুল ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কপিথ বৃক্ষে প্রক্ষেপ করাতে তুমি রাশি রাশি কপিথ ভূমিতলে নিপাতিত করিয়াছ । অম্বরকে নিহত হইতে দেখিয়া বালকগণ তোমাকে ‘সাধু সাধু’ বলিয়া প্রশংসা করাতে তুমি সম্যক্ আনন্দিত হইয়াছ । তখন দেবগণ পুষ্প-বর্ষণ করিয়া তোমার অর্চনাও করিয়াছেন । (১২৬) তুমি গোবৎস-পালনে একাগ্রচিত্ত এবং গোপবালকগণের বিশ্বয়জনক । বিকালে তুমি গৃহে আগমন কর—তখন তোমার অঙ্গ ধূলায় ধূসর হয় । হে কৃষ্ণ ! আমাকে ঐ লীলাদি স্মরণ করাইয়া অনুগৃহীত-কর । (১২৭) তখন তোমার শিরোদেশ পুষ্পরাশি দ্বারা শোভিত হয়, গুঞ্জাসমূহরচিত-প্রালম্বে অর্থাৎ কণ্ঠহইতে সরলভাবে লম্বিত মাণ্ড্যে তোমার দেহ আচ্ছাদিত ; পুষ্পদ্বারা তোমার কুণ্ডল ও পত্রে তোমার চূড়া রচিত হয় । পত্রনির্মিত বাণ্ডে তুমি বিনোদ লাভ কর । (১২৮) মনোজ্ঞ পল্লবে তোমার শিরোভূষণ রচিত হয় ; তুমি বনমালায় বিভূষিত থাক । বনধাতু গৈরিকাদি দ্বারা তোমার অঙ্গ বিচিত্রিত হয় এবং ময়ূরপিচ্ছে তোমার চূড়া প্রস্তুত হইয়াছে ॥ **বত্রিশ** ॥

(১২৯) একদিন তুমি প্রাতঃভোজ্যান্ন সহিত বৎস-সমূহের অগ্রদেশে

গমন করিতেছিলে—তখন পর্বতশৃঙ্গের ত্রায় উত্তুঙ্গ মহাকায় বকাসুরকে দেখিয়াছিলে । (১৩০) খরতর-বদন বকাসুর তোমাদিগকে গ্রাস করিল, কাজেই সখাগণ সকলেই মূর্ছিত হইল । তখন তুমি সেই মহাকায় বকাসুরের মুথকেই খেলাগৃহ করিয়া বকের তালু প্রদক্ষ করিয়াছ । (১৩১) অতএব হুষ্ঠ বক তোমাদিগকে উদ্গার করিলে তুমি বকের চক্ষু বিদীর্ণ করিয়াছ ; তৎপরে বলদেবাদি বালকগণ তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল এবং দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিয়া তোমার স্তব করিয়াছিল ॥ তেত্রিশ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ।

(১৩২) প্রাতঃকালে বহুভোজনের জন্ত অভিনাষ করিয়া শৃঙ্গবাদনে গোপালগণকে আহ্বান করিয়াছ ; অসংখ্য বৎস সঞ্চারণ করিয়া অসংখ্য বালকের সহিত মিলিত হইয়া (১৩৩) শিক্যার্চোয়াদি বিবিধ বাল্যক্রীড়ায় তুমি অতি প্রীত হইয়াছ । নিজ-পাদস্পর্শরূপ ক্রীড়া-বিশেষে স্ননিপুণ বালকগণ কর্তৃক আনন্দিত হইয়াছ । (১৩৪) বয়স্শ্রগণ ক্ষণকালের জন্তও তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারিত না ; শুকদেব কর্তৃক সংস্তুত মহাভাগ্যবান্ ব্রজবালকগণ কর্তৃক তুমি বেষ্টিত আছ ॥ চৌত্রিশ ॥

(১৩৫) ইঁহাদের স্মখক্রীড়া-দর্শনে অক্ষম অথবা ‘কৃষ্ণ যেমন আমার সোদরগণকে নিহত করিয়াছে, আমিও তেমনই বৎস-গোপালাদি সহিত কৃষ্ণকে বিনাশ করিব’ এই প্রকার হুষ্ঠবুদ্ধি কোনও স্তম্ভ ও স্থূল সর্পের দর্শন করিয়া ইঁহার অনুগত পরিকরগণ মনে করিলেন যে ইঁহা বৃন্দাবনেরই কোনও শোভাবিশেষ হইবে । তুমি কিন্তু হুষ্ঠচেষ্ঠ অঘাসুরকে বিশেষ ভাবেই জানিয়াছ—কাজেই অজগর সর্পকে অস্ত্র বুদ্ধি করিয়া নির্ভয়ে তাহার মুখ-গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক গোপালগণকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ । (১৩৬) তখন বালকগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু অজগরটি তোমার প্রবেশ প্রতীক্ষা করিতেছে দেখিয়া তুমি তৎকালে করণীয় বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাহার উদরে প্রবেশ পূর্বক নিজ দেহ-বুদ্ধি রূপ লীলা বিস্তার করিয়াছ এবং তাহাতেই অঘাসুরকে বিনাশ করিয়া বৎস ও বৎসপালগণের জীবনদান করিয়াছ । (১৩৭) তাহাতে দেবগণের

আনন্দ বিস্তার করিয়াছ এবং নিন্দ্য দানবকেও মুক্তি দান করিয়াছ । এই সব লীলা দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিত ব্রহ্মা তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন । হে আশ্চর্য্য সমুদ্র ! তোমাকে নমস্কার ॥ পঁয়ত্রিশ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ।

(১৩৮) পৌগণ্ড বয়সেই কৌমার-কালোচিত বৃত্তান্ত বিষয়ে কীর্তিত হইয়াছ অর্থাৎ অঘাসুরাদি মোচনরূপ তোমার লীলাদি কৌমারকালে সংঘটিত হইলেও বালকগণ পৌগণ্ড বয়সেই বর্ণনা করিয়াছেন । তোমার চরিত্র মহাশ্চর্য্যজনকই বটে । তোমার কথামৃত পরীক্ষিৎ ও শুকদেবের অতিমোহকর । (১৩৯) অতি মনোজ্ঞ সরোবর-তীরকে তুমি প্রশংসা করিয়া তত্রত্য নবতৃণযুক্ত প্রদেশে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ । অতএব তুমি সরোবরের সুন্দর পুলিনে বসিয়া বালকগণে শোভিত হইয়াছ । (১৪০) লখাগণের মধ্যে তুমি অবস্থান করিয়া সেই ব্রজবালকগণের সহিত একত্র ভোজন করিতেছ ; পীতবসন ও উদর-মধ্যে বেণুটি সংস্থাপন করিয়াছ ; বস্ত্র বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়াছ । (১৪১) বাম কক্ষ মধ্যে শৃঙ্গ ও বেত্র রাখিয়া বাম হস্তে দধিমিশ্রিত অন্ন লইয়া তুমি ঐ দধ্যান্ন-ভোজনে পরম সুন্দর হইয়াছ । আমার প্রতি প্রসন্ন হও । (১৪২) অঙ্গুলির সন্ধি-মধ্যে ফলগুলি লইয়া তুমি বালক সমূহের চিত্তহরণ করিয়াছ, তোমার নর্মোক্তি শ্রবণে বালকগণ হাস্য করিয়াছে ; তোমার এই ভাবের ভোজন-ব্যাপারও আশ্চর্য্য-কর ॥ চত্বিশ ॥

(১৪৩) গোপালগণ ভোজন করিতে থাকিলে বৎসগণ তৃণলোভে দূর-তর প্রদেশে বিচরণ করিতে গিয়াছিল । তাহাতে বালকগণ ভীত হইতেছে দেখিয়া তুমি অদৃশ্য বৎসগণের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ । তাহাতে গোপালগণের ভয় নাশ করিয়াছ ; এদিকে আবার (ঘুরিয়া আসিয়া) বৎসপালগণকেও আর দেখিতে না পাইয়া বৎস ও গোপালগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছ । (১৪৪) তখন তুমি ব্রহ্মাকর্তৃক গোবৎস ও তৎপালকগণের চৌর্য্যকন্দের কথা জানিতে পারিয়া তুমি স্বয়ং বৎস ও গোপালগণের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ, যেহেতু বৎসহরণকারী ব্রহ্মার ও বালকগণের মাতাদিগকে

আনন্দ দিতে ইচ্ছা করিয়াছ । (১৪৫) প্রত্যেক ব্রজবালকের আকৃতির অনুযায়ী, প্রতি বালকের আচরণের অনুকারী, প্রতি গোবৎসের ক্রিয়া ও রূপ ধরিয়া যথাস্থানে প্রবেশ করিয়াছ ॥ **সাঁইত্রিশ ॥**

(১৪৬) তুমি ধেনুসমূহের ও গোপীগণের স্তম্ভপায়ীর অভিমান করিয়া তাহাদের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছ । ব্রজের সর্বত্র প্রেমবৃদ্ধি দর্শন করিয়া বলরাম তাহার কারণ-অন্বেষণ করিলেন । আর ব্রজা আসিয়া সানুচর কৃষ্ণকে পূর্বের স্থায় ক্রীড়া করিতে দেখিয়া এবং নিজ কর্তৃক অপহৃত গোবৎস ও গোপালগণকে ঠিক সেই অবস্থাতেই বর্তমান দেখিয়া বিমূঢ় হইলেন । (১৪৭) বিশুদ্ধসত্ত্বধন স্বীয় বহু রূপের প্রদর্শন করাইলে ব্রজা ঐ অত্যাশ্চর্য্যাকর রসময় মূর্তিসমূহের দর্শনে অশক্ত (বিহ্বল) হইলেন ; তাঁহাকে তুমি ব্যুত্থান অর্থাৎ প্রবোধন করাইয়াছ । (১৪৮) তখন সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনান্তর ব্রজা অতিদীন হইলে তাঁহাকে বাহ্যদৃষ্টিতে বৃন্দাবনাদি দর্শন করাইয়া সুখপ্রদান করিয়াছ । তুমি গোপবালকগণের বশীভূত, কুচির ও তোমার হস্তে দধি ও অন্নমিশ্রিত গ্রাস রহিয়াছে । হে কৃষ্ণ ! আমাকে রক্ষা কর । (১৪৯) তুমি তৎকালে সৃষ্ট বৎসবালকগণকে আবার নিজদেহেই সমাবেশ করিয়া ব্রজাকে লজ্জা দিয়াছ । ব্রজা তখন আনন্দবারি-সিঞ্চনে তোমার চরণযুগল ধৌত করিলেন । বিধি সব তত্ত্ব অবগত হইয়া পরে তোমাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ **আটত্রিশ ॥**

চতুর্দশ অধ্যায় :

(১৫০) তুমি ব্রজার বাক্যাবলীরূপ অমৃত-সমুদ্রের চন্দ্রমা ; হে গোপ-বালকবেশ ! তুমি ব্রজাকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত প্রকট দিব্য স্বেচ্ছাময় বপু ধারণ করিয়াছ ; তোমার স্বরূপ কিন্তু অচিন্ত্য মহাশ্রী-মণ্ডিতই । (১৫১) “মিথ্যাজ্ঞানের প্রয়াসবিহীন ভক্তি দ্বারাই কেবল তোমাকে সম্যক রূপে জয় করা যায় । পরমমঙ্গলের বিনির্যাসস্বরূপ ভক্তিমার্গে উদাসীন কেবলজ্ঞানলিপ্সু হুবুঁদ্ধিগণের জন্ত তুমি কেবল ক্লেশরূপ ফলই বিতরণ কর । (১৫২) পূর্বতন বিযুক্ত যোগিগণও যোগমার্গে জ্ঞান না পাইয়া পশ্চাৎ ভক্তির আশ্রয়ে তোমাকে সুখে প্রাপ্তির পথ সন্ধান করিয়াছে । যদিও নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ভগবান্ তুমিই এবং ব্রহ্মস্বরূপ ও ভগবৎ-

স্বরূপ' এই উভয় স্বরূপেই তোমার দুজ্জের্যত্ব সমান, তথাপি কোনও বিমল অন্তঃকরণে তোমার নিগুণস্বরূপের মহিমাঞ্জন কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও কিন্তু সগুণস্বরূপ তোমার মহিমা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক ও অনন্ত মহাগুণগণ-মণ্ডিত বলিয়া সমধিক দুজ্জের্য । (১৫৩) কেবলমাত্র তোমার কৃপাপ্রযুক্ত কটাক্ষপাতেরই সম্যক্ প্রকারে অপেক্ষাকারীগণকেই তুমি মুক্তিপদ দান কর অর্থাৎ স্বরূপোদোধন করিয়া দাও । আমি সকল অপরাধ নিবেদন করিলাম, আমি অতিভীত, স্ব-নাভিকমলজ বলিয়া তোমারই পুত্র, অতএব আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করা তোমার কর্তব্য । (১৫৪) তোমার রোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডসমূহ পরমাণুবৎ ইতস্ততঃ গতাগতি করিতেছে । মাতা ঘৈরূপ গর্ভস্থবালকের পাদপ্রহারও সহ করেন, তদ্রূপ তুমিও আমার অপরাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবে, যেহেতু তুমি জগতের মাতা ও জগতের পিতা । (১৫৫) মহাপ্রলয়াবসরে কারণার্ণব-শায়িস্বরূপ তোমারই নাভিকমল হইতে এই ব্রহ্মাকে বিনির্গত করিয়াছ বলিয়া তুমিই পিতা । তুমি সর্বদেহিরই আত্মা এবং অখিললোক-সাক্ষী ও কারণার্ণব-জলবাসী বলিয়া তুমিই মূল নারায়ণ । তোমার স্বরূপ দেশ-কাল দ্বারা ত পরিচ্ছিন্ন নহে [ঐ জলাদি প্রপঞ্চ যদি সত্যই হয়, তবে তুমি পরিচ্ছিন্ন হইতে পার, কিন্তু তাহা ত তোমার মায়াই বৈভব বলিয়া তুমিই দেখাইয়াছ] যেহেতু নিজজননী যশোদাকে তোমার জঠরমধ্যে প্রপঞ্চ দেখাইয়া জগতের অসত্যত্ব অর্থাৎ মায়াকৃতত্বই প্রতিপাদন করিয়াছ । (১৫৬) গুণাবতার লীলাবতার প্রভৃতিতেও তোমারই মূলত্ব বিদ্যমান বলিয়া সেই সেই অবতারাদিও সত্য (যথার্থই) । তোমার লীলার মহামহিমা মনের অগোচর বলিয়া অচিন্ত্য ; আবার প্রপঞ্চসমূহ মিথ্যাভূত হইলেও তোমারই সম্বন্ধে আসিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মানতা ধারণ করে ; তুমিই সদাকালের জন্ত পরম সত্য (নির্বিকার) । (১৫৭) এবস্তৃত হইলেও কিন্তু তুমি গুরুদেবের প্রসাদেই সম্যক্ প্রকারে দৃষ্টিপথে আসিয়া থাক । তোমার বিস্মরণই ত প্রপঞ্চের নিদান । বন্ধমোক্ষাদি অজ্ঞান-বিজৃম্বিত এবং সত্যজ্ঞানে বিনাশ্ত বলিয়া তুমি জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়া উহাদের মিথ্যাত্ব সম্পাদন করাও । অন্ধকার-নাশক সূর্য্যের ত্রায় নিত্য জ্ঞানরূপ বিগুহ আত্মতত্ত্বের বিচার দ্বারাই তুমি বন্ধমোক্ষের তুচ্ছত্ব প্রতিপাদন করাও । (১৫৮) অসংশদ্বাচ্য মিথ্যা অবস্ত—যাহাকে অসদগণ অসৎস্বরূপে

উপলব্ধ আশ্রয়তত্ত্ব বলিয়া থাকে—সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভক্তগণের অন্তরে ও বাহিরে তুমি প্রিয়স্বরূপে বা ব্যাপক হইয়া সমধিক অভিব্যক্ত হও । তোমার চরণকমলের প্রসাদই তোমার পাদপদ্মের মহিমা জানায় ।” (১৫৯) তদনন্তর বিধাতা প্রচুরতরভাগ্যবশতঃই কেবল তোমার দাসের অনুদাসত্বই প্রার্থনা করিয়াছেন । চতুর্মুখ ব্রহ্মা মুহূর্মুহু তোমারই ভক্তিমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন । হে কৃষ্ণ ! আমাকে রক্ষা অর্থাৎ স্বসেবাদানে কৃতার্থ কর ॥ **উনচল্লিশ** ॥

(১৬০) পরমধাত্তা ব্রজবধুগণ ও ধেনুগণ কর্তৃক স্বস্ত্যুদানে তুমি সন্তোষিত ও আনন্দিত হইয়াছ । নিত্যপূর্ণ ও মহাভাগ্যবান্ ব্রজবাসিগণের সহিত তুমি মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছ । (১৬১) ব্রজবাসিগণের মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদির অধিষ্ঠাতারূপে সংস্থিত হইয়া চন্দ্রাদি দেবগণও 'প্রকারান্তরে' ইহাদের সঙ্গ করতঃ পৃথক্ পৃথক ইন্দ্রিয়দ্বারা তোমার কীর্ত্তি-সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ রস আশ্বাদন করিতেছেন ! ব্রজে জাত যে কোনও ব্যক্তির পদরেণুস্পর্শনশীল তৃণজন্মও ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছেন । (১৬২) প্রেমভক্তগণ তোমাতে নিখিল (প্রাণাদি) সমর্পণ করিয়াছেন, অথবা তুমিই প্রেমভক্তগণে নিজের আত্মা পর্য্যন্ত যথাসর্বস্ব দান করিয়াছ । ব্রজবাসিজনের নিকট তুমি মহাঋণী, যেহেতু তাঁহাদের প্রীতির বিনিময়ে কোনও বস্তুই তোমার দেয়, (প্রত্যাৰ্পণযোগ্য) নাই । সদভাবযুক্ত ব্রজবাসি-ধাত্রীজনের বেশ দেখিয়াই কেবল তুমি পুতনার স্বভাব সম্যক্ জ্ঞাত হইলেও তাহার নিকট নিজেকে স্তম্ভপায়ী শিশুরূপে গ্রস্ত করিয়াছ !! (১৬৩) রাগাদিদোষ-বিবর্জিত সন্ন্যাসিগণকেও তোমা ব্যতিরেকে অগ্র কোনও রূপ ফল দাও না, তখন তোমাতেই একনিষ্ঠ-ব্যাপার-সম্পন্ন ব্রজবাসিগণ পূর্বোক্ত সন্ন্যাসিগণ হইতেও সমধিক ভজনশীল বলিয়া তুমি ইহাদিগকে কোনও ফল দান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পার না । অতএব তুমি পুত্রস্বাদির অনুকরণ করিয়া তোমার মহামুহূদ ব্রজবাসিদের প্রতাপকার সাধন করিতে না পারিয়া লজ্জিত থাক । (১৬৪) পণ্ডিতস্মৃতা-সাধুগণের চিত্ত ও বাক্যের অগোচর তোমার বিচিত্র অনন্ত মহাবৈভব” ; এইভাবে স্তুতি করিতে করিতে ভগবৎপ্রসাদে নিখিল অভিমান দূরীভূত হইলে পরমদৈত্তোদয় বশতঃ ব্রহ্মা অতি আনন্দে তোমার নামকীর্তন করিতে করিতে তোমাকে বন্দনা করিলেন ॥ **চল্লিশ** ॥

(১৬৫) ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত তখন তোমার মুখ প্রফুল্ল হইল । তুমি ত ভক্তবৎসল এবং এই স্তুতিও তোমার প্রিয় । তৎপরে মৃদুহাস্ত সহকারে ব্রহ্মার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছ এবং স্বধামে গমনের আজ্ঞাও দিয়াছ । (১৬৬) কৃষ্ণমায়ামোহিত বৎস ও বৎস-পালগণ যদিও সেই প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ ব্যতিরেকে একবৎসরকাল ক্ষণাধ্বংস অতিবাহিত করিল, এক্ষণে কিন্তু তুমি সেই মোহ দূরীভূত করাইয়াছ—এবং পূর্ববৎ অবস্থা ও চেষ্টাযুক্ত হইয়া গোপবালকগণ ও বৎসগণ তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে ! তৎপরে তুমি সরোবরের পুলিনে বৎসসমূহ আনয়ন করিয়াছ । হে চমৎকারলীলাবিনোদিন্ ! তোমাকে নমস্কার । (১৬৭) তৎপরে মুগ্ধ বালকগণের কথায় [হে গোপাল ! তুমি চলিয়া গেলে পরে আমরা এক-গ্রাস অন্নও ভোজন করি নাই ; এক্ষণে মণ্ডলমধ্যে আসিয়া ভোজন কর ।] তুমি হাসিয়াছ !! নিজ-পরিকরগণ ও বৎসাদির সহিত হর্ষভরে বহুবিশেষে ব্রজবাসিগণের নয়নানন্দ বিস্তার করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিয়া তুমি ব্রজগৃহে (আনন্দ) উৎসব দান করিয়াছ । ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্প, পত্র ও বনধাতু প্রভৃতি দ্বারা রচিত তোমার বিচিত্রবেশ ; মুখের বেণুরবের সহিত গোপ-বালকগণকর্তৃক হর্ষাতিরেকে গীয়মান শ্রোত্ররসায়ন তোমার চরিত শ্রবণ করাইয়া গোপীগণের [শ্রীষশোদাদি মাতৃবর্গের বা শ্রীরাধাদি প্রিয়াবর্গের] হৃদয়ের আনন্দ-সমুদ্র উচ্ছলিত করিয়াছ । (১৬৮) এই শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা বলিয়া সকলেরই প্রিয় আত্মা হইতেও অধিকতর প্রীত্যাশ্রিত, অতএব সকল প্রাণিরই মহাসুহৃৎ । এইভাবে পরীক্ষিত ও শুকদেবের প্রশ্নোত্তরে তোমার প্রেমসাগরত্ব নিশ্চিত হইয়াছে । (১৬৯) হে বিচিত্রলীলাবিনোদিন্ ! তুমি পলায়ন ক্রীড়ায় (লুকাচুরি বিজ্ঞায়) পারদর্শী । সরোবরাদিতে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কাগমনাদির অনুকরণ করিয়াছ এবং বানরবৎ লক্ষ্মণ প্রভৃতি বিবিধ বাল্যাচাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছ । আমাকে রক্ষা কর ॥ একচল্লিশ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ।

(১৭০) পঞ্চবর্ষ অতিক্রম হইলে তুমি পোগণকালে উপনীত হইয়াছ ; অতএব গোপজাতির সম্বন্ধে গোচারণ করিয়া “গোপাল” নাম ধারণ

করিয়াছ ; সর্বত্র গমনাগমনে বৃন্দাবনের মঙ্গলবিধান করিয়াছ । তুমি বৃন্দাবনমধ্যে বিচরণকালে নিজাগ্রজ বলদেবকে বৃন্দাবনের শোভাবর্ণন-প্রসঙ্গে সম্মানিত করিয়াছ । (১৭১) বৃন্দাবনের গুণকথনচ্ছলে ‘অথ ধরণী ধত্ত্ব হইল’ ইত্যাদিভাবে স্তব করিয়া শ্রীবলরামকর্তৃক প্রসাদরূপ মহাবর (এই বৃন্দাবনকে) দান করিয়াছ । নিজক্রীড়োপযোগী বহুবিধ উপকরণ থাকায় বৃন্দাবনের প্রতি তোমার সাতিশয় প্রীতি ! তুমি বহুবিধ ক্রীড়া-বিনোদে বিচক্ষণ । (১৭২) কখনও বা ভৃঙ্গের অনুকরণ করিয়া মধুর গান কর, কখন বা অব্যক্ত মধুর নিনাদে কোকিলকেও পরাভূত কর ; কখনও হংসবৎ গমনভঙ্গী অঙ্গীকার করিয়াছ, কখনও ময়ূরনৃত্যের অভিনয় করিয়াছ । (১৭৩) প্রতিধ্বনি-শ্রবণে কখনও আনন্দলাভ করিয়াছ, কখনও বা শাখায় শাখায় লক্ষ্মলক্ষ্ম দিয়া নৈপুণ্যপ্রকাশ করিয়াছ ; গোসমূহের নাম ধরিয়া ডাকিয়াছ ; গোপালকেই লইয়া কখনও যজ্ঞোপবীতরূপে ধারণ করিয়াছ । (১৭৪) বাহুবন্ধক্রীড়ায় পরমানন্দিত হইয়াছ, কখনও বা বলভদ্রের পাদসম্বাহনাদিদ্বারা তাঁহার শ্রম দূর করিয়াছ । গোপগণের প্রশংসা করিতে বড় পটু তুমি বৃক্ষছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া থাক । (১৭৫) পুষ্পপত্রাদি-রচিত শয্যায় শায়িত হইয়া কোনও গোপালের ক্রোড়দেশকেই তুমি উপ-ধান (বালিশ) রূপে গ্রহণ করিয়াছ । কোনও গোপ তোমার পদসম্বাহন করিতেন, কেহ বা তোমাকে ব্যঞ্জন দ্বারা বীজন করিতেন । (১৭৬) গোপাল-গণের মুখে গান শুনিয়া তুমি সুখে নিদ্রা যাইতে । গোপালগণসহ এতাদৃশ লীলাবিনোদে তোমার ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হইয়াছে এবং তখন তাঁহাদের সহিত গ্রাম্যবৎ মহাপ্রণয়ময় ব্যবহার করিয়াছ । লক্ষ্মী-সংবাহিত-চরণ-কমলে তুমি বৃন্দাবনস্থলকে চিহ্নিত করিয়াছ ॥ **বেয়াল্লিশ** ॥

(১৭৭) হে শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণের মহাবান্ধব ! হে বুঝাল, বুঝভ, ওজস্বি ও দেবপ্রস্থের বয়স্তু, (১৭৮) হে বক্রথপ ও অর্জ্জুনের সখা ! হে ভদ্রসেন ও অংগুর বল্লভ ! তুমি তালবনে ক্রীড়া করিতে করিতে বলদেব-কর্তৃক ধেনুকাসুরকে বিনাশ করাইয়াছ । (১৭৯) উত্তুঙ্গতালসমূহকে ভূমি-তলে পাতিত করিয়া রাসভাসুরকে বিনাশ করিয়াছ । গোপবৃন্দের স্তবে আনন্দ লাভ করিয়াছ এবং তোমার বেণুগীত-শ্রবণে শ্রুতিযুগল কৃতার্থ হয় ॥ **তেতাল্লিশ** ॥

(১৮০) গোপীদের মনঃপ্রাণচৌররূপ সৌভাগ্যদাতা বলিয়া তুমি

চিন্তনীয় । (গোষ্ঠ হইতে গৃহাগমনকালে) গোখুলিসমূহে তোমার অলকা-
বলী রঞ্জিত হয় । তোমার ভঙ্গিযুত কেশে পুষ্পরচিত চূড়া বদ্ধ থাকে ।
তোমার নয়নযুগলও পরম রুচির ॥ (১৮১) সলজ্জ হাস্ত ও সবিনয় কটাক্ষ-
নিপাতে পরম সৌন্দর্য্য প্রকট করিতেছ । অতএব গোপীদের লোভনীয়
বেশযুক্ত গোপীদের সুরতপ্রদ তোমাকে অভিবাদন করিতেছি । (১৮২)
তৎপর মা যশোদা তোমাকে স্নান করাইলেন, শ্বেতপদ্ম দ্বারা তোমার
অবতংস (শিরোভূষণ) রচিত হইল । মুক্তাহারে কণ্ঠদেশে শোভিত হইল ;
করদ্বয়ে কঙ্কণের সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইল । (১৮৩) তোমার চরণে মনোজ্ঞ-
ধ্বনিপরাযণ নূপুর, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, দিব্যমাল্য গন্ধবস্ত্রাদি ধারণ করিয়া
জননীকর্তৃক উপহৃত অন্নব্যাঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছ । (১৮৪) ভবিষ্যৎ
বিলাসচিন্তায় তোমার দৃষ্টি সুন্দর হইয়াছ । তাহাতে ঈষৎ হাস্ত ও
যৌবনাবির্ভাবসূচক গর্ব মিশ্রিত হইয়া লীলার সূচনা দিতেছে । সখী ও
দাসীগণকর্তৃক উপহৃত তাম্বূল চামরবীজন, পাদসম্বাহন, নর্ম্মগোষ্ঠী ও
গীতবাগ্গাদি বিবিধপ্রমোদ করিয়া সুখে পালঙ্কে শয়ন করিয়া কোনও
প্রিয়তম সখার সহিত শ্রীরাধা-সম্বন্ধীয় প্রেমালাপ করিয়া পরমানন্দ লাভ
করিতেছ ॥ চৌচাল্লিশ ॥

(১৮৫) তুমি যমুনাতে ইতস্ততঃ সঞ্চারণ করিতে করিতে কালিয়
হৃদের তীরে গমন করিয়াছ । তোমার নয়ন পরমামৃত বর্ষণ করে । তুমি
বিষাক্ত ব্রজবাসিগণের জীবনদান করিয়াছ । তোমাকে নমস্কার ॥ (১৮৬)
গোপালগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া তোমার অনুগ্রহাদি অনুমান করিয়া-
ছিলেন । নিজজন রক্ষার জন্ত তুমি নিগূঢ়ভাবে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইয়াছ ।
তোমার জয় হউক ॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

ষোড়শ অধ্যায়ঃ ।

(১৮৭-১৮৮) তুমি অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া পরে ঝম্পপ্রদানে
সেই সর্পহৃদে বিহার করিয়াছ । তাহাতে কালিয়ের ক্রোধ হইল এবং কোপিত
সর্পগণ লইয়া তোমাকে বেষ্টন করিল । তোমার এই অবস্থা-দর্শনে সখাগণ
মূর্ছিত হইয়াছিল এবং গোগণ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তোমার দিকেই দৃষ্টিপাত

করিয়া রহিল । মহা উৎপাতে সম্যক্ উদ্বিগ্ন হইয়া ব্রজবাসিগণ তখন তোমার চরণচিহ্নের অনুসরণ করিয়াছিল । হে কৃষ্ণ ! তোমাকে ভজন করি । (১৮৯) ধ্বজব্রজাঙ্কুশাদি চিহ্নদ্বারা তাঁহারা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ; তোমার তাৎকালীন অবস্থাদর্শনে তোমার বান্ধবগণ মৃতপ্রায় হইলেন , বলরামের যুক্তিবলে নন্দাদি মুমূর্ষু ব্রজবাসিগণের প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাঁহারা নিরন্তর অনুতাপই করিতে লাগিলেন ॥ **ছচল্লিশ** ॥

(১৯০) তখন তুমি সর্পবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পিত্রাদি স্বর্গণের ছঃখরাশি নাশ করিয়াছ ; তুমি সর্পক্ৰীড়ায় স্ননিপুণ এবং কালিয়-নাগের ফণারূপ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিয়া করিয়া কালিয়মর্দন হইয়াছ । (১৯১) তাহার ফণাসমূহের মাণিক্যদ্বারা তোমার শ্রীচরণকমল রঞ্জিত হইয়াছিল এবং স্বকীয় গরুড়াদি পার্শ্বদগণ, গন্ধর্বাদি স্বর্গবাসিগণ ও সিদ্ধচারণাদি কর্তৃক গীতবাছাদি চলিতে থাকিলে তুমি নৃত্য আরম্ভ করিয়াছ । (১৯২) শ্রীচরণ-কমলের বিশেষ আঘাতে নাগরাজের মস্তকগুলি অতিশয় অবনমিত করিয়াছ । বিভিন্ন অঙ্গ হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তখন দীন (পীড়িত) কালিয়নাগ তোমার সম্যক্ স্মরণ করিয়াছিল ॥ **সাতচল্লিশ** ॥

(১৯৩) তৎপরে নাগপত্নীদের স্তুতিশ্রবণে তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ । জগতের হিতের জ্ঞাত তুমি অপরাধীজনকে উচিৎ দণ্ড দিয়া থাক । তোমার দণ্ড অসতের পাপনাশন হইলেও তুমি কিন্তু উহাকে দণ্ড না করিয়া অনুগ্রহই করিয়াছ, যেহেতু নাগরাজের ঐ সর্পশরীর তোমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে ; তুমি তাহাকে নিজ ক্রীড়োপযোগী করিয়া ব্যবহার করিয়াছ, ঐ দেহদ্বারা বেষ্টন স্বীকার করিয়াছ এবং ঐ নাগরাজ ক্রোধে ফণাসমূহ উন্নমিত করিলেও তুমি আনন্দভরে তহুপরি নৃত্য করিয়াছ । অহো ! ঐ কালিয়নাগ জন্মান্তরে কি মহাপুণ্যই করিয়াছিল যে তুমি তাহাকে এতাদৃশ রূপভাজন করিয়াছ ! (১৯৪) তুমি নিকৃপাধি রূপাকর, নাগপত্নীদের প্রার্থনীয় পতিজীবন দিতেও সক্ষম । সর্বাভিলাষত্যাগী ভক্তগণই যে চরণরেখা প্রার্থনা করেন, সেই চরণরেখাদ্বারাই সর্পমস্তক চিহ্নিত করিয়াছ ॥ (১৯৫) তোমার ঐশ্বর্য্যমহিমা অনন্ত, তুমি নানাবিধ জীব-স্বভাব সৃষ্টি করিয়াছ ; নানা খেলায় পারদর্শী তুমি নিজ সৃষ্ট লোকগণের অপরাধ-সহনে ও সক্ষম । (১৯৬) নাগসঙ্গীগণকে পতির প্রাণভিক্ষা দিয়াছ । তখন কালীয়নাগ তোমার স্তব করিয়াছিল । ‘ছরাগ্রহযুক্ত করিয়া তোমাকর্তৃকই আমার এই ছঃস্বভাব

সৃষ্ট হইয়াছে । কাজেই মায়ামোহিত জীবের নিগ্রহ করা তোমার উচিত নহে ।’ (১৯৭) তুমি সর্পমস্তকে নিজ পদচিহ্ন স্থাপন করিয়াছ । ‘হে কালিয় ! তুমি আর এইস্থানে থাকিতে পারিবে না’—ইত্যাদি বলিয়া তুমি তাহাকে রমণক দ্বীপে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছ ! তুমি পূর্বস্থানে নাগরাজকে স্থাপন করিয়া তাহার গরুড় হইতে যে ভয় ছিল, তাহাও স্বীয় পদচিহ্ন দিয়া নাশ করিয়াছ । (১৯৮) নাগ-কর্তৃক উপহৃত দিব্যবস্ত্র মণিমাল্যাদি পাইয়া তুমি সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে মহাপ্রসাদিত করিয়াছ । বমুনানন্দ সম্যক শোধন করিয়া উহা হইতে সপরিবার কালিয়কে দূরীকৃত করিয়াছ ॥ আটচল্লিশ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ ।

[কালিয়ের রমণকদ্বীপ-ত্যাগের কারণ-কথা বলিতেছেন—] (১৯৯) রমণকদ্বীপে গরুড় সর্পভক্ষণ করিতেন—তাহাতে নাগসকল আত্মরক্ষার্থ প্রতিমাসের পূর্ণিমায় একটি করিয়া নাগ বলি দিবে, প্রতিশ্রুত হয় । এই কালীয় বিষবীর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া গরুড়কে অনাদরপূর্ব্বক বলি ত প্রদান করিতই না, অধিকন্তু অগ্ন প্রদত্ত বলিও স্বয়ং ভোজন করিত । তাহা শুনিয়া গরুড় কালিয়কে মর্দন করিয়াছিলেন ; সৌভরি মুনির প্রদত্ত শাপে গরুড়ও আর কালিয়হুদে মৎস্ত ভোজন করিতে পারিতেন না—অগত্যা গরুড়ের ভয়ে কালিয়নাগ ঐ হুদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাকেও বিষযুক্ত করিয়াছিল ; হে কৃষ্ণ ! তুমি অগ্ন ঐ হুদকে বিষনিমুক্ত করিয়াছ । (২০০) দিব্যমাল্য গন্ধ বস্ত্র ও দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া মহামণিসমূহে ব্যাপ্তদেহ তুমি দর্শনদানে ব্রজবাসিজনের মৃতপ্রায় জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়াছ । (২০১) বলদেব হস্ত করিতে করিতে তোমাকে আলিঙ্গন করিলেন, গোপ-গণের আলিঙ্গনলাভে তোমার পরমানন্দ হইল ; তুমি দাবাগ্নি পান করিয়া নিজজনগণের আত্তিবিনাশ করিয়াছ । আমার প্রতি প্রদত্ত হও অর্থাৎ তোমার অদর্শনজনিত বিরহদাবাগ্নিও স্বদর্শনদানে নির্বাপিত কর ॥ উন-পঞ্চাশ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ।

(২০২) তুমি গুপ্তিতবেণীত্রয় ধারণ করিয়া পরম সুন্দর হইয়াছ এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালেও বসন্তের বাবতীয় শোভা-সমৃদ্ধি আবিষ্কার করিয়াছ । কখনও নয়ন আচ্ছাদনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়াছ । আবার কখনও গিরি-শিলারূপ সিংহাসনে কুসুমময় ছত্রচামরাদি ধারণপূর্ব্বক পাত্রাদি সম্মুখে রাখিয়া তুমি রাজলীলার অনুকরণ করিয়াছ । (২০৩) কখনও পশুপক্ষি-প্রভৃতির গতিভঙ্গী ইত্যাদির অনুকরণে, কখনও বা দোলা বা হিন্দোলন কখনও বা নৌকাবিলাসাদি করিয়াছ ! বিবিধ লৌকিক লীলায় নদীতে, গিরিতে, কুঞ্জে, কাননে বা সরোবরাদিতে বিবিধ বিহার করিয়াছ । (২০৪) একদা ক্রীড়া করিতে করিতে ভাণ্ডীরবটে গিয়াছিলে, তথায় নিজশোভায় ও বিলাসাদি-সম্পাদনে ভাণ্ডীরবনকে ভূষিত করিয়াছ ! তখন গোপরূপে প্রলম্বাস্থর আসিয়াছে জানিয়া তুমি ছুইছুই জনে ক্রীড়া করিবার জন্ত প্রবৃত্ত হইয়াছিলে । (২০৫) বাহ ও বাহকরূপে খেলা করিতে করিতে তুমি পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্বন্দে বহন করিয়াছ । তোমার ইঙ্গিতক্রমে বলদেব মহাপরাক্রমশালী প্রলম্বাস্থরকে নিপাত করিয়াছেন । বলদেব তোমার প্রতি স্নেহশীল । হে কৃষ্ণ ! তোমার জয় হউক ॥ পঞ্চাশ ॥

উনবিংশ অধ্যায়ঃ ।

[মুঞ্জাটবীদাহ-শমনলীলা বর্ণনা করিতেছেন—] (২০৬) তুমি মুঞ্জাটবীতে পথ-ভ্রষ্ট পশুদিগের আত্মি নাশ করিয়াছ । দাবাগ্নি-দর্শনে ভীত গোপ-গণকে নয়ন নিমীলন করিতে উপদেশ দিয়াছ । (২০৭) তুমি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি পান করিয়া মুঞ্জাটবীর অগ্নি নির্ঝাপণ করিয়াছ । সেইক্ষণেই আবার গোপগণকে ও গোপগণকে ভাণ্ডীরবনে আনয়ন করিয়াছিলে । তুমি ছবিতর্ক্য ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়াই ঐ প্রচণ্ড অগ্নিকেও সুকোমল মুখে পানকবৎ পান করিয়াছ ॥ একাদশ ॥

বিংশ অধ্যায়ঃ ।

(২০৮) বর্ষাকালের শোভা-সমৃদ্ধিতে তোমার বনরাজি ভূষিত হইল ; তুমি বৃষ্টির সময়ে বিবিধ বিলাস করিয়াছ । কখনও গুহামধ্যে, আবার কখনও বা বনস্পতির ক্রোড়দেশে প্রবিষ্ট হইয়া ফলমূলাদি ভোজন করিয়াছ । (২০৯) পাষাণের উপরে দধি ও অন্নাদি রাখিয়া ভোজন করিয়াছ ; এই বর্ষাকালে ব্রজমণ্ডলের জীববৃন্দকে তুমি আনন্দ দান করিয়াছ । হরিতৃণভোজনকারী বৃষগণ এবং বর্ষার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তুমি ইহাদের সন্মান করিয়াছ । (২১০) শরৎকালীন মেঘনির্মুক্ত আকাশের দ্বার্য্য তোমার অঙ্গকান্তি পরমসুন্দর । শরৎকালীয় চন্দ্রের তুল্য তোমার বদন সুন্দর । তুমি গোপীগণে মহাকাম সংক্রমিত করিয়াছ । তোমাকে নমস্কার, আগার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ **বায়ান্ন** ॥

একবিংশ অধ্যায়ঃ ।

(২১১) তোমার শরৎকালীন বিহার অতি মধুর, শরতের পুষ্পে তোমার বিভূষণ প্রস্তুত হইয়াছে, কর্ণিকার-কুসুমে তোমার কর্ণভূষা হইয়াছে ; হে নটবেশধর ! আমি তোমাকে ভজন করি । (২১২) তোমার বদনে যেন একটি পদ্ম বিজ্জ্বল রহিয়াছে । তুমি লোচনের প্রান্তদ্বয় নাচাইতেছ ; তোমার বিশ্বাধরে মোহন বেণু অর্পিত হইয়াছে ; হে সুগায়ক ! তোমার জয় হউক । (২১৩) তোমার দৃষ্টি বক্র, মূর্তি ত্রিভঙ্গ-ললিত, তোমার বেণুগানে বিশ্ব মোহিত হয় ; গোপিকাগণ তোমার কীৰ্ত্তি-কলাপ উচ্চকণ্ঠে গান করেন । তোমাকে নমস্কার ॥ **তিপ্পান্ন** ॥

(২১৪) তোমার পরমমোহন বদনকমলের দর্শনে চক্ষুর সাফল্য হয়, নানাবিধ মালায় তোমার বেশ চমৎকার হইয়াছে ; তুমি গোপাল-গোষ্ঠীর বিভূষণ হইয়াছ । (২১৫) অতি পুণ্যবান্ বেণু সর্বদাই তোমার অধরামৃত পান করে । তোমার চরণ-চিহ্ন বৃন্দাবনের মহাকীর্ত্তি ও শোভা-সমৃদ্ধিপ্রদায়ক । (২১৬) মুরলীর অপূর্ব গীতনাদে ময়ূরগণ নৃত্য করে, পক্ষিগণ শাখাসমূহে চিত্রাৰ্পিতবৎ অন্যব্যাপারশূন্য হইয়া ঐ গীত

শ্রবণ করে ; কাজেই তুমি সকল প্রাণিরই মনোহরণ করিতেছ । (২১৭) মৃগীগণ মুখে নীত তৃণগ্রাস পর্য্যন্ত ভুলিয়া তোমার দিকে প্রণয়াবলোকনে চাহিয়া থাকে । বনিতাগণের উৎসবদায়ক তোমার সুন্দর স্বভাবে (সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদিতে) এবং সঙ্গীতে দেবীগণও মোহিত হইয়া স্থলিতনীবী হইয়া থাকেন । (২১৮) গোগণ নির্ভরে রোদন করে আর বৎসগণও প্রেম-উৎকণ্ঠাভরে উর্দ্ধকর্ণ হইয়া থাকে ! পক্ষীগণ সকলেই ব্যাপারান্তর-রহিত অর্থাৎ নিমীলিত-নয়ন ও নীরব হইয়া মুনিধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় । (২১৯) তোমার বেগুনাদে নদীর প্রবাহ স্তব্ধ হয়, তোমাকে আতপ তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত মেঘই তোমার ছত্র হয় ; তোমার পদকমল-সংলগ্ন (দয়িতা কুচমণ্ডলস্থ) কুঙ্কুম ঘাসের উপর শ্রুত হইয়াছে দেখিয়া পুলিন্দীগণ প্রেমভরে তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজেদের আননে ও কুচযুগলে লেপন করে । (২২০) পানীয়, সুঘাস, কন্দর, কন্দ, ফলমূলাদি হরিসেবকশ্রেষ্ঠের সম্পদদ্বারা গোবর্দ্ধন গিরি তোমার অর্চনা করে । তোমার নিজপ্রেমের পরমানন্দ দ্বারা তুমি স্থাবরজঙ্গম বস্তুমাত্রকেই চিত্রাৰ্পিতবৎ করিয়াছ ! (২২১) তোমার প্রেমে নিঃশাথ বৃক্ষেরও পল্লব জন্মে, তোমার বেগুনাদ বৃক্ষগণকে দণ্ডবৎ করিবার জন্তই বোধ হয় আনমিত করে । ‘বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদ ডোরী গুঞ্জাহার’ ইত্যাদি গোপালের বেশে তুমি সুসজ্জিত । এইভাবে তুমি গোপীদের কামসাগর উদ্বেলিত করিয়াছ । (২২২) নিখিল স্থাবর জঙ্গমের স্বভাবেরও বেশ পরিবর্তন করিয়াছ ! শিলা কাষ্ঠকেও আর্দ্র করিয়াছ ; অচেতনকেও প্রেমদানে উজ্জীবিত করিয়াছ । অতএব তুমি আমাদিগকেও স্বলীলা স্মরণ করাইয়া পালন কর ॥ চুয়ান্ন ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

(২২৩) গোপকণ্ঠাদিগের কাত্যায়নী ব্রতে তুমি প্রীত হইয়াছ । হে (সর্বশ্রেষ্ঠ) প্রেমবরদাতা—আমার প্রতি প্রসন্ন হও ! জলক্রীড়ায় সমাশ্রিত গোপীদের বস্ত্র তুমি অপহরণ করিয়াছ । (২২৪) হে কদম্বাক্রুত ! তোমাকে বন্দনা করি । তুমি বিচিত্র নর্ম্মোক্তি ব্যবহারে পণ্ডিত । ‘হে নন্দনন্দন ! এইভাবে ছনীতির আশ্রয় করিও না’—ইত্যাদি গোপীগণের স্তবে তুমি

বিমুক্ত । গোপীগণ তোমার নিকটে বজ্র প্রার্থনা করিয়াছিল । (২২৫) স্রোতোবাস অর্থাৎ উলঙ্গ সুন্দরী গোপীদের আকর্ষণে তোমার লালসা হইয়াছিল ; তৎপরে শীতার্ভা গোপীগণ যমুনার তীরে উঠিলে তুমি তাঁহাদের ভাবে সন্তোষিত হইয়াছিলে । (২২৬) তুমি নিজ স্কন্ধে গোপীগণের বজ্র রাখিয়া মৃচ্ হাস্যসহকারে বাক্যবিত্তাস করিয়াছ । নমস্কার করিবার জন্ত গোপীদিগকে আদেশ করিলে তাঁহারা তোমাকে একহস্তে নমস্কার করিয়াছিলেন । (২২৭) তাহার পরে তুমি অঞ্জলিবন্ধনে প্রণাম করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে নির্দেশ করিলে তাঁহারাও কৃতকরপুটাজ্জলি হইয়া নমস্কার করিলেন । তৎপরে তুমি তাঁহাদিগের বজ্র প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদের ব্রতপূর্তিরূপ বাঞ্ছিত এবং নিজসঙ্গদানাদি অবাঞ্ছিত বস্তুও দান করিয়াছ । (২২৮) তুমি গোপীদের চিত্তের মহাচোর এবং তাঁহাদের ধৃষ্ট নায়ক । হে গোপীভাবে বিমোহিত কৃষ্ণ ! তোমার স্বীয় গোপিকাদের দাস্য দান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর ॥ **পঞ্চদশ** ॥

(২২৯) শ্রীবৃন্দাবনের দূরে অবস্থিত যজ্ঞপত্নীদিগের ভাবে তুমি বেশ আকৃষ্ট হইয়াছ । ছত্রাকারে সুসজ্জিত বৃক্ষগণের দর্শনে তুমি আনন্দিত হইয়াছ । (২৩০) এই সব বৃক্ষগণ পরোপকার-নিরত বলিয়া ইহাদের জন্মের শ্লাঘা করিয়াছ । যমুনার জলে গোগোপগণের সহিত তুমি তৃপ্ত হইয়াছ এবং গোগোপগণ কর্তৃক তুমি সেবিত হইয়াছ ॥ **ছাপ্তদশ** ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ।

(২৩১) তুমি যজ্ঞপত্নীদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া গোপদের ক্ষুধার অতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছ । অতএব ক্ষুধার্ত গোপালগণের বাক্যে চঞ্চল হইয়াছ । তখন তুমি যাজ্ঞিকগণের নিকট অন্ন যাচঞা করিয়াছ । (২৩২) বিচারবিমুক্ত হোতাগণ তোমাকে মনুষ্য-বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিল ; কিন্তু অন্নপ্রার্থী বালকগণ-কর্তৃক প্রার্থিতা যজ্ঞপত্নীগণ তোমার দর্শনে লালসাবিত্ত হইল । ঐ ব্রাহ্মণীদের আকর্ষণশীল তোমার বার্তায় তাঁহাদের মনোহরণ হইয়াছিল । (২৩৩) উহাদের স্ববিরহজ্বলাপ নাশ করিয়া তুমি বিচিত্র বেশ ভঙ্গী ও ভূষণ অঙ্গীকার করিয়াছ । তুমি যজ্ঞপত্নীদের তাদৃশ

ভাবের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের বাঞ্ছিত বর দান করিয়াছ । (২৩৪)
 তাঁহাদের কাকুর্বাদে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছ ।
 তুমি পতি-কর্তৃক রুদ্ধা ব্রাহ্মণীগণকে তৎক্ষণাৎ বিমুক্তিদান করিয়াছ ।
 (২৩৫) ঐ যজ্ঞপত্নীগণ কর্তৃক প্রদত্ত অন্ন ভোজনে তৃপ্ত হইয়াছ, অথচ
 বিপ্রগণকে অন্নুতাপ দান করিয়াছ । ঐ ব্রাহ্মণীগণের সঙ্গ-প্রভাবে
 ব্রাহ্মণগণকেও স্বস্বরূপের জ্ঞান প্রদান করিয়াছ । হে ব্রহ্মণ্যদেব !
 তোমাকে নমস্কার ॥ সাতান্ন ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় :

(২৩৬) ইন্দ্রবাগ-সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারই তুমি অবগত আছ ; তোমার
 জয় হউক অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদির প্রকটনে লীলাবিনোদ কর ।
 পিতা নন্দ মহারাজকে তুমি ঐ যজ্ঞের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ;
 পিতার মুখে যজ্ঞের কারণ অবগত হইয়া ‘কর্ষবশতঃই জীব জন্মধারণ করে’
 ইত্যাদি কথা বলিয়া কর্ষবাদের অবতারণা করিয়াছ । (২৩৭) নানাবিধ
 অত্যাশ্রয়পরম্পরার উটুঙ্কন করিয়া তুমি ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ করিয়া গোবর্দ্ধন-
 গিরি এবং গোসমূহের পূজার প্রবর্তন করিয়াছ । (২৩৮) তখন গিরিরাজ ও
 গোগণের পূজাবিধানও নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়া নিজেই যজ্ঞে প্রদত্ত
 উপহাররাশি ভোজন করিয়াছ । গোপদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্ত
 গিরিরাজের ছলে বৃহত্তর অন্তরূপ প্রকাশ করিয়াছ । (২৩৯) হে গোবর্দ্ধন
 শিরোরত্ন ! হে গোবর্দ্ধনের মহত্ত্বদায়ক ! তদনন্তর তুমি স্নসজ্জিত
 গোপপোপীগণকে নানাবিধ উপহার সমভিব্যাহারে গিরিরাজের পরিক্রমাও
 করাইয়াছ । তোমাকে নমস্কার ॥ আটান্ন ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় :

(২৪০) তুমি ইন্দ্রযজ্ঞলোপ করিয়া ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করাইয়াছ,
 ইন্দ্র মদভরে প্রচণ্ডবাত বর্ষাদি করিতে থাকিলে তুমি তাহার প্রশমনবিষয়ে

উদ্ভাস্ত হইয়াছ । গোবর্দ্ধন পর্বত উত্তোলন করতঃ আশ্চর্য্যাকর বিক্রমের প্রকাশ করিয়াছ । তোমাকে বন্দনা করি । (২৪১) তুমি লীলাশক্তিতে (অবলীলাক্রমে) গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছ ; ব্রজের জীবসমূহের রক্ষা-বিষয়ে একান্তচিত্ত হইয়াছ এবং অনন্তদেবের ফণার উপরি শ্রুত পৃথিবীর হ্রায় একই ভূজে গিরিরাজ ধারণ করিয়াছ । (২৪২) গোবর্দ্ধন রূপ ছত্রের পক্ষে তোমার ভুজদণ্ডই লগুড় হইয়াছিল ; হে মহাবল ! তুমি সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া ঐ গিরিরাজকে ধারণ করিয়া ইন্দ্রদর্পনাশ করিয়াছ !! (২৪৩) সপ্তাহকাল একচরণে অবস্থান করিয়াছ ! ব্রজবাসিদের ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি তোমার দৃষ্টিপাতেই বিদূরিত হইয়াছিল । ইন্দ্রের সংকল্প ভঙ্গ করিয়া তুমি মহাবর্ষারও নিবারণ করিয়াছ । (২৪৪) পুনরায় স্বস্থানে গিরিরাজকে স্থাপন করিলে গোপীগণ তোমাকে দধি, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করিয়াছিলেন । দেবতাগণ কুম্ভমবর্ষণে তোমাকে অভিবিক্ত করিয়াছিলেন ; 'ইন্দ্রদেব অতিশয় ভয় পাইলেন ॥ **উনষাট** ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়ঃ ।

(২৪৫) আশ্চর্য্যজনক মহামহা ব্যাপার-পরম্পরায় বিস্মিত ব্রজবাসি-গণের চিত্তে তোমার সম্বন্ধে নানাশঙ্কার উদয় হইল । গোপগণ তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তোমার যাবতীয় লীলাদি কীর্ত্তন করিলেন । (২৪৬) নন্দমহারাজের মুখে গর্গোচ্চারিত যুগাবতার-প্রসঙ্গ শুনাইয়া গোপদের আশঙ্কা দূর করিয়াছ । হে গোষ্ঠরক্ষক ! হে গোপাল গণের আনন্দ-বর্দ্ধন ! আমাকে রক্ষা কর ॥ **ষাট্** ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ।

(২৪৭) ভীত ও লজ্জিত দেবেন্দ্র তোমার চরণে নিজ মস্তকের কিরীট রাখিয়া দণ্ডবৎপূর্ব্বক তোমাকে স্তব করিয়াছেন । “হে সর্ব্বজ্ঞ ! তুমি মায়াভীত বলিয়া সর্ব্বপ্রকার বিকার-শূন্য । (২৪৮) তুমি ধর্মপালক ও খল-ধ্বংসকারী ; মাদৃশ ছুষ্ঠগণের মান নাশ করিতেই তোমার এই লীলা-

প্রকটন । নিজ অনুচরের অপরাধ ক্ষমাকারী তুমি শরণাগতবৎসল ।” (২৪৯) এবম্বিধ স্তুতি শুনিয়া তুমি ইন্দ্রকে শিক্ষা দিয়াছ, [হে ইন্দ্র ! তুমি দেবরাজ্য লাভ করিয়া অতিমত্ত হইয়াছিলে, স্মতরাং তোমার মানমর্যাদা ভঙ্গ করিয়া আমার স্মৃতিলাভের জন্ত তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি—ইত্যাদি] । পুনরায় ইন্দ্রকে স্বর্গাধিকার দান করিয়াছ, স্মরতি তোমাকে স্তব করিয়া ‘ইন্দ্র’ হইবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন । হে শ্রীগোবিন্দ ! তোমাকে নমস্কার করি । (২৫০) কামধেনু স্মরতির দ্বন্দ্ব-প্রবাহে তুমি অভিষিক্ত এবং দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়াছ । ঐরাবত দ্বারা আনীত আকাশ-গঙ্গার জলে তোমার দেহ আশ্রিত হইয়াছে । (২৫১) ইহাতে গো, গোপ এবং গোপিকাগণের আনন্দ দান করিয়া সকল লোকের মঙ্গলকর হইয়াছ । তুমি ইন্দ্রকে আনন্দিত করিয়া জগৎকেও আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছ ॥ একষটি ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ

(২৫২) হে পিতৃপ্রিয় ! বরুণের অনুচরগণ নন্দ মহারাজকে পাতালে জলমধ্যে লইয়া গেলে তুমি তাঁহাকে অব্বেষণ করিতে করিতে বরুণালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলে । বরুণদেব তোমার দর্শনের জন্ত উৎসুক ছিলেন । (২৫৩) বরুণ তোমার চরণকমলের পূজা করিলে তুমি তাঁহাকে অতিশয় অনুগৃহীত করিয়াছ । বরুণের অপরাধ ক্ষমা করিয়া নন্দবাবার বন্ধন মোচন করিয়াছ । (২৫৪) নন্দবাবা গোপগণের নিকটে তোমার মহিমা কীর্তন করিলে তাঁহারা বুঝিলেন যে তোমার বৈভব গোপদের জ্ঞানের অগোচর । তাঁহাদের সংকল্প তুমি বেশ অবগত হইয়াছ এবং করুণায় তোমার চিত্ত ব্যাকুল হইল । (২৫৫) তখন তুমি তাঁহাদিগকে স্বলোক (গোলোক) প্রদর্শন করাইলে তাঁহারা পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন । তাঁহাদিগকে তুমি চতুর্ভুজ দান করিয়াছ । ব্রহ্মহৃদে গোপগণকে নিমজ্জিত করিয়া পুনরায় তাহা হইতে উত্তোলনপূর্বক তাঁহাদিগকে অভীষ্ট ব্রহ্মপদই প্রদান করিয়াছ ॥ বাষটি ॥

উনবিংশ অধ্যায়ঃ

[জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিত-পাবন ।
 (এ) জড়কে নাচাইয়া যিঁহো হাসায় বুধ-গণ ॥
 করুণাবরুণালয় শ্রীগুরুদেব জয় ।
 কাককে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয় ?
 বাঙ্ককল্পতরু মোর বৈষ্ণব গৌসাগ্রি ॥
 তোমা সবার শ্রীচরণ একান্ত আশ্রয় ॥
 শ্রীশ্রীসনাতন প্রভুর বন্দিয়া চরণ ।
 ‘রাসলীলা’ সূত্র-ভাষা করিয়ে লিখন ॥
 রূপা কর, শক্তি সঞ্চার, মোর হৃদে ব’স ।
 অজ্ঞান-কৈতব নাশ করি সদর্থ প্রকাশ ॥]

— o —

(২৫৬) হে রাসবিহারিন্ ! তুমি নিজচরণকমলে অতুল্যতম উজ্জল-রসাশ্রিত প্রেম দান করিয়া থাক—তোমার জয় হউক, জয় হউক !! রসিকজনের মনোমোহকর রাসলীলা প্রকটনপূর্বক তুমি ক্রীড়া কর । নবীন মাধুর্য্যময় কৈশোর আবিষ্কার করিয়া তাহাতে বেণুমাধুর্য্যাদি বিবিধ বিনোদের প্রভাব বিস্তার কর । তুমি প্রিয়জনের (প্রেয়সীর) বশবর্তী—ইহাতেই তোমার নিত্য স্বভাবের অর্থাৎ ধীরললিত নায়কোচিত যাবতীয় স্বরূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে । অথবা “আমি তোমাদিগের সহিত আগামী রজনীতে বিহার করিব ইত্যাদি” গোপীগণের নিকটে প্রতিশ্রুত বাক্যের যাথার্থ্য এই রাসলীলাতেই প্রকট হইয়াছে ।

(২৫৭) তুমি এক্ষণে ভগবত্তা-প্রকাশে বা পরদার-বিনোদে নিজ আত্মারামত্বের মায়া (দন্ত বা সীমা) ত্যাগ করিয়াছ । অথবা নিজবশ-বর্ত্তিনী যোগমায়ার আশ্রয়ে তোমার আত্মারামত্ব পরিত্যক্ত হইয়াছে ; কিম্বা তুমি আত্মারামতা ও আবরণাদ্বিকা মায়া (কাপটা) ত্যাগ করিয়াছ, যেহেতু এই রাস-প্রসঙ্গে উহাদের প্রয়োজনীয়তা নাই, কেন না নিজ চরণ-কমলে প্রেমসম্পদ বিস্তার করাই এক্ষণকার মুখ্য কর্তব্য । অতএব তুমি নিজের আগমাদি শাস্ত্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছ ; [স্বয়ং ধর্ম্মমর্য্যাদার বস্তা

ও রক্ষিতা হইয়া আপাততঃ দৃষ্টিতে তদ্বিরুদ্ধাচরণ স্বীকার করিয়া শাস্ত্র-মর্যাদা ভঙ্গ করিয়াছ ।] ভক্তগণ-কর্তৃক প্রার্থিত নিজ প্রেমপ্রবাহ-দানের উদ্দেশ্যেই এই রাসলীলার অবতারণা করিয়াছ । (২৫৮) শরৎকালীন নিশা-সমূহে বিহার করিতে তোমার উৎকণ্ঠা হইয়াছিল ; পূর্ণিমায় চন্দ্রোদয়-দর্শনে তোমার সুরতাভিলাষ উদ্দীপিত হইল । গোপীদিগকে বিশেষভাবে মোহিত করিবার উদ্দেশ্যে তুমি উচ্চ গান (কলতান) করিয়াছ, অতএব তুমি গোপীগণের আকর্ষণ-বিজয় পরম পণ্ডিত । (২৫৯) পতি প্রভৃতি গৃহজনগণের নিষেধে অনাদর করাইয়া তাঁহাদিগকে অভিসার করাইয়া একস্থলে মণ্ডলীকৃত করিয়াছ । গোদোহন, পরিবেষণ, পতিশুশ্রূষাদি সকল ক্রিয়া এবং শিশু, পতি ও গুরুজনাদির অপেক্ষাদি ত্যাগ করিয়া যে সব গোপী আসিয়াছিলেন—তুমি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছ ॥ **ত্রিষড়ি** ॥

(২৬০) পতি প্রভৃতি গুরুজন-কর্তৃক গৃহমধ্যে সংরুদ্ধা গোপীগণের প্রেমাগ্নি বদ্ধিত করিয়া তুমি স্বকামে উন্মত্তা ঐ গোপীগণের দেহ-বন্ধন বিমোচন করিয়াছ । (২৬১) ইহাদের গুণময়-দেহত্যাগের প্রসঙ্গ-শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন—“গোপীগণের সেই সেই পতি পুত্রাদিতে বস্তুতঃ ব্রহ্মত্ব থাকিলেও যেমন ঐ বুদ্ধির অভাবে তাহাদের ভজনে মোক্ষ হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়েও গোপীগণের ব্রহ্মবুদ্ধি না থাকায় তাঁহার স্বরণে কি প্রকারে ইহাদের মোক্ষ হয় ! ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী যেন ক্রোধের সহিতই তোমার মহামহিমা-সাগর নিরূপণ করিয়াছেন । কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহাদির সহিত স্বরণ-ভজনকারিগণকেই তুমি পুরুষার্থ দান করিয়া থাক । হে কৃষ্ণ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমাকে একবার স্বরণ কর ॥ **চৌষড়ি** ॥

(২৬২) গোপীগণ তোমাকে নয়ন দ্বারা আশ্বাদন করিতে লাগিলেন, তুমি গোপীদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বাক্পটুতা প্রকাশ করিয়াছ । তাঁহাদের মিষ্ট বাক্য শ্রবণের লালসায় তুমি তাঁহাদিগকে পাতিব্রতহানি প্রভৃতির ভয় দেখাইয়াছ । (২৬৩) এইভাবে তুমি তাঁহাদের চিত্তে মহাপীড়ার সৃষ্টি করিয়াছ । তাঁহাদিগকে তুমি যথেষ্ট রোদন করাইয়াছ । গোপীগণ-কর্তৃক তোমার অঙ্গসঙ্গ প্রার্থিত হইলে তুমি তাঁহাদের কাক্তি শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছ । (২৬৪) গোপী-

দের অবহিতা- (ভাব-গোপন) সূচক বাক্যে তুমি পরিত্যক্ত হইলে তোমার যথেষ্ট চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হইল । হে ধূর্তশিরোমণি ! হে কামমুগ্ধ ! হে মুহুমধুর-হাস্যশালিন্ ! এই সকল দিব্য রসে আমার মনোনিবেশ করাইয়া আমাকে রক্ষা কর । (২৬৫) অনন্তর গোপীদের প্রত্যুত্তরে তোমার প্রহর্ষ হইলে তোমার অন্তর্নিহিত ভাবটি পরিস্ফুট হইল । হে পরমমনোজ্ঞ ! তখন কামোদয়ে তোমার নেত্রদ্বয় চঞ্চলায়মান হইল । তোমার কটাক্ষ-বিক্ষেপ গোপীদের মন হরণ করিল । তুমি শতশত গোপিকায়ুথের অধিপতি হইয়া বিরাজ করিয়াছ—তাহাদের সকল ছুঃখ দূর করিয়া অধরামৃতাতির আদান-প্রদানে চুষ্মন-আলিঙ্গনাদি অশেষ রসে নিমগ্ন হইয়াছ । (২৬৬) তোমার কণ্ঠে বৈজয়ন্তী মালা—তোমার মুখ শরচ্চন্দ্র-সদৃশ নির্মল ; যমুনা-পুলিনে আসীন হইয়া তুমি গোপীদের সহিত বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছ । এই লীলাবিনোদ অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে স্ফুরণ করাইয়া আমার প্রতিপালক হও—এই প্রার্থনা । (২৬৭) তুমি সাক্ষাৎ মন্থন-মথন—কামশাস্ত্র-পারদর্শী । প্রথমতঃ গোপীদের মান বৃদ্ধি করিয়াছ ; তদনন্তর [সন্তোষগরসের পুষ্টি বিধান জন্ত বিপ্রলম্ব রসের অঙ্গীকার করতঃ] গোপীদিগকে নিরতিশয় প্রসাদিত করিতে অন্তর্ধান-লীলা প্রকটিত করিয়াছ ॥ **পঁয়ষড়ি** ॥

ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

(২৬৮) তুমি অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ তোমাকে প্রতি দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—তঁাহারা অশ্বখাদি বৃক্ষের নিকট তোমার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুলসী, মালতী, মল্লিকা ও যুধিকাদি লতারাজির নিকট তোমার দর্শন-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন । (২৬৯) তৎপরে পৃথিবীতে স্নিগ্ধ ছূর্বাঙ্কুরাদির উদগম দেখিয়া তঁাহারা অনুমান করিলেন যে অবশ্যই তুমি তথায় গমন করিয়া থাকিবে । হরিণীগণের দর্শনাভিনিবেশে, পৃষ্ট বৃক্ষ সমূহের ফল-পুষ্পাদি ভার-হেতু নম্রতায় এবং অপৃষ্ট লতারাজির কৃষ্ণ-সঙ্গজনি উচ্চ পুলকাঙ্কুরাদি দ্বারা তোমার তত্রতা আগমন সংস্চিত হইয়াছে । (২৭০) গোপীগণকে উন্মত্তীকৃত করিয়া তঁাহাদের দ্বারা নিজ

নীলানুসরণ করাইয়াছ । এইভাবে গোপীগণে আবিষ্ট হইয়া তুমি তাঁহা-
দিগের মধ্যে নিজভাব সমর্পণ করিয়াছ । (২৭১) তাঁহারা তোমার চরণ-
পদ্মের অসাধারণ চিহ্নসমূহের অনুসরণ করিতে করিতে তোমার গমনপথে
চলিলেন । অশ্রু জ্বীর সহিত মিলিত তোমার পদ চিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা
সাতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ **ছিষটি** ॥

(২৭২) তুমি শ্রীরাধা কর্তৃক সম্যক প্রকারে আরাধ্য বা বশীকৃত হইয়াছ,
তুমি রাধার সর্বেষ্টদায়ক, রাধার প্রাণবল্লভ, রাধারমণ এবং রাধার প্রেমের
নিতান্ত বশীভূত । (২৭৩) তুমি রাধাতে নিজ যৌবন মন ও প্রাণাদি যথা
সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছ ; লোকশিক্ষার জন্ত আবার জ্ঞীদের ছুরাত্মতা এবং
কামিগণের দৈন্ত্যাদি অবস্থা দর্শন করাইয়াছ । কাজেই রাধার অনুতাপকর
ও সম্মোহকর তোমার অন্তর্ধান ও কোতুক । (২৭৪) সখীগণ শ্রীরাধার
দর্শন পাইয়া তাঁহার মুখে তোমার সর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন । তোমার
ঈদৃশ চেষ্টা-পরম্পরা তাঁহাদের বিশ্বয়করই বটে । রাধার সহিত গোপীগণ
মিলিয়া তোমার উদ্দেশ্যে মুহুমুহু অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । হে কৃষ্ণ !
আমাকে বিরহ-সাগর হইতে উদ্ধার কর ॥ **সাতষটি** ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

(২৭৫) গোপীগণ পুনরায় পুলিনে আসিয়া সঙ্গীত-দ্বারা তোমার আবি-
র্ভাব প্রার্থনা করিলেন—তুমি জন্মমাত্রই ব্রজের শোভা সমৃদ্ধি দান
করিয়াছ ; এক্ষণে নিজকে অন্বেষণ করাইয়া স্বজনদিগকে আর্তি দিতেছ ।
(২৭৬) নয়ন-কমলের আঘাতে হস্তমান জীগণের বধে তোমার হৃদয়ে
কোনও শঙ্কা নাই ; তুমি ত পূর্বে ব্রজবাসিগণকে বিষ-জল, রাক্ষস প্রভৃতি-
কৃত বহুবিধ দুঃখ হইতে ত্রাণ করিয়াছ । তুমি স্বীয় গোপীগণের আর্তির
কথা অবগত আছ, যেহেতু তুমি সকলের অন্তরের খবরও জান । (২৭৭)
বিশ্বের রক্ষার জন্তই তোমার এই অবতার—তোমার হস্ত এই ভক্ত গোপী-
গণের অভয়দানকারী ; তোমার স্বজনগণ তোমার সংস্পর্শ প্রার্থনা
করিতেছে । তোমার চরণকমলে প্রণত-লোকের পাপহারিত্ব প্রভৃতি
বহুবিধ গুণরাজি বর্তমান আছে । (২৭৮) তোমার আলাপ চিত্তাকর্ষক

ও অমৃতবৎ মিষ্ট, কাজেই তুমি দাসীগণকে বিশেষভাবে মোহিত করিয়া থাক । তোমার কথামৃত শ্রবণ-রসায়ন এবং তোমার বিরহতাপে খিন্ন জন-গণের প্রাণদ ও সর্বাভীষ্টদায়ক । (২৭৯) তোমার সুন্দর হাস্য, প্রেমদৃষ্টি, বিহার ও রহঃ কথা-প্রভৃতির মাধুর্য্য মনের ক্ষোভকর । এক্ষণে তুমি মৃদুল চরণে বনপর্য্যটন করিতেছ—তোমার নিমেষাৰ্দ্ধ বিরহও যুগবৎ মনে হয় ; তোমার অধরামৃত সুরতবর্দ্ধন, শোকনাশন এবং ইতররাগ-নিবর্তকাদি গুণে মনোহরণ করে । (২৮০) পতিপুত্রাদি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াই গোপীগণ তোমার প্রপন্নজনত্রাণকারী স্বভাবের প্রার্থনা করিতেছে । ঐ ত্যাগের হেতুও তোমার মহামোহন সৌন্দর্য্যাপঞ্চক—রতিপ্রার্থনাব্যঞ্জক সন্তাষা, গোপীদর্শন-জনিত কামভাব, প্রহসিত বদন, সপ্রেম দৃষ্টিপাত এবং শোভাস্পদ প্রশস্ত বক্ষঃস্থল । তোমার প্রাকট্য ত এই ব্রজবাসিগণের সর্ব-দুঃখ-নিরসনের জন্তই । তুমি স্বজনগণের প্রার্থনীয় হৃদরোগনাশন ঔষধও ত দান কর । (২৮১) অতি কোমল চরণে এক্ষণে তুমি কণ্টকময় অরণ্যে ভ্রূগম ভূমিতে গোপীগণের জীবনাকর্ষক হইয়া বিচরণ করিতেছ । হে কোতুকী গোপীজনবরভ ! গোপীগণকে দর্শন দান করিয়া তাঁহাদের দাসী আমাকে রক্ষা কর ॥ **আটষষ্টি** ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

(২৮২) গোপীদের দুঃখহেতুক অত্যুচ্চ রোদনে তোমার ইন্দ্রিয়-সমূহ অতি ব্যাকুলিত হইয়াছে । অতএব তুমি পুনরায় গোপীদের নয়নগোচর হইয়া মৃদুমধুর হাস্য-শোভিত মুখপদ্ম ধারণ করিয়াছ । (২৮৩) মাল্যাদি বিবিধ ভূষণে এবং বৈদগ্ধ্য-মাধুর্য্যাদির প্রকটনে তুমি পরম শোভাসমৃদ্ধি ধারণ করিয়াছ । তুমিই সাক্ষাৎ মন্থথমদন । গোপীগণকে ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া নিজের সাক্ষোচ সূচনা করিবার জন্তই বুদ্ধি তুমি গলদেশে বা আপাদ-মস্তকে পীতবস্ত্র ধারণ করিয়াছ ॥ প্রীতিভরে বিকসিত-নয়না গোপীগণ কণ্টক তুমি বেষ্টিত হইয়াছ । তাঁহারা মুচ্ছা-পন্ন হইলে তুমি স্বদর্শনামৃতে তাঁহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছ । (২৮৪) [প্রথরা দক্ষিণা পদ্মা নামিকা] গোপীর স্তনদ্বয়ে তুমি চরণ নিহিত করিয়াছ । [প্রথরা অত্যন্ত

স্বাধীনা বামা কাস্তা শ্রীরাধা-নামিকা] গোপীর নেত্রপদ্মযুগলের তুমি মত্ত মধুকর হইয়াছ । এইরূপে দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বারা তুমি গোপস্রীদেব বিরহ-জনিত আত্তির নাশ করিয়াছ । নিজদর্শনানন্দ-বিতরণে বল্লবীদিগের চিরকাল-বিধৃত মনোরথ পূরণ করিয়াছ । (২৮৫) গোপীদের বস্ত্রাঞ্চলে সমাসীন হইয়া তাঁহাদিগের উপহৃত ভাস্কুলসেবায়, নর্মলাপে, ও কটাক্ষাদি দ্বারা তুমি সম্মানিত হইয়াছ । গোপীদের সভামধ্যে তুমি বিবিধ অসমোক্ত মাধুরী প্রকটন করিয়া শোভা পাইতেছ । তোমার জয় হউক ॥ **উনসত্তর**

(২৮৬) তুমি বিদগ্ধ গোপীগণের নিগূঢ় রহস্ত-সূচক প্রশ্নত্রয়ের উত্তর দান করিয়াছ । [এই প্রশ্ন তিনটির তাৎপর্য এই—গোপীগণে তোমার প্রীতি, ঔদাসীনা অথবা দ্রোহ-সম্ভাবনা আছে কিনা, ইহাই নিজমুখে বলিতে হইবে] তুমি গোপীগণের অভিপ্রায় [নিজের মুখেই নিজের কৃত্যতা প্রকাশ] জানিতে পারিয়াছ ; কিন্তু তুমি উহাদের কৃত প্রশ্নের একটিকেও স্পর্শ না করিয়া উত্তর দিয়াছ বলিয়া মহাচাতুর্য্যই প্রকাশ করিয়াছ । (২৮৭) নিজের কথায় নিজের অকৃতজ্ঞতাদি দোষ পরিহার করিয়া নিজের অসাধারণ প্রেম ও কারুণ্যই স্থাপন করিয়াছ । (২৮৮) তোমার জন্ত যাহারা লৌকিক ও বৈদিক মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদের নিজবিষয়ক আত্মগত্য বৃদ্ধির জন্ত ক্ষণিক বিরহ দান করিলেও কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ কর না ; তুমি নিজকে দান করিয়াও তৃপ্ত হইতে পার না ; প্রেমসীদের উপকার করিতে তুমি সর্বদাই ব্যগ্রচিত্ত এবং এইজন্তই বিরহ দ্বারা প্রেমকে বৃদ্ধি করিয়া থাক ॥ **সত্তর** ॥

ব্রহ্মস্প্রিংশৎ অধ্যায়ঃ ।

(২৮৯) গোপীগণের বিরহ-সম্ভাপনাশন আলিঙ্গনে তুমি পটু । অতঃপর রাসকীড়ায় নৃত্যগীত-চুস্বন-আলিঙ্গনাদিময় রসে তুমি আকৃষ্ট ও গোপীপ্রেমবশ হইয়া তাঁহাদের প্রিয়াচরণ করিয়াছ । তোমার জয় হউক । (২৯০) তখন রাসোৎসব সম্যক্ প্রকারে আরম্ভ করিয়া তুমি গোপীমণ্ডলে মগ্নিত হইয়াছ । তুমি তাঁহাদিগকে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছ বলিয়া মনে হয় যেন (গোপীরূপ) হেমমণিরাজির মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনীল-

মণি বিরাজমান হইয়াছে !! (২৯১) তাঁহারা তোমাকে নিজ নিজ পার্শ্ব-
দেশেই অবস্থিত জ্ঞান করিয়া আনন্দিতমনে তোমাকে বেষ্টন করিয়া-
ছিলেন । তখন দেবগণ গীতবাখ্যাদি ও পুষ্পবর্ষাদি করিয়া তোমার সুন্দর
সেবা করিয়াছেন । হে রাসরসবিনোদিন! তোমাকে নমস্কার । (২৯২)
গোপিকাগণের উচ্চ গীত শ্রবণ করিয়া তোমার পরমপ্ৰীতি হইয়াছিল ।
নৃত্যগীতে তোমারও বেশ বিচক্ষণতা আছে । নিজ মুখ হইতে তুমি
(শৈব্যাকে) তাহ্মূল-চর্চিত দান করিয়াছ এবং রাসে ক্লান্তা (শ্রীরাধা)
তোমার স্কন্ধদেশে গ্রহণ করিয়াছেন । (২৯৩) [রূপ, গুণ, নৃত্য ও
গীতাদিতে] নিজের অনুরূপ ব্রজবালাদের নৃত্যগীতাদিতে তুমি আনন্দিত
হইয়াছ । অদৃষ্টপূর্বক সেই রাসক্ৰীড়া-দর্শনে বিমুগ্ধ করিয়া চন্দ্র-নক্ষত্রাদিকেও
তুমি স্থগিত করিয়াছ ; বহুক্ষণ যাবৎ স্বচ্ছন্দক্ৰীড়াভিলাষে একটি মাত্র
রাত্রিকেও তুমি সুদীর্ঘ করিয়াছ । (২৯৪) বিদগ্ধ গোপললনাদের নখদন্ত-
ক্ষতাদি বিবিধ সুরত-চিহ্নে তোমার অঙ্গ অঙ্কিত হইয়াছে । রতি-
শান্ত ব্রজবধূদের মুখমার্জনে তৎপর হইয়া তত্রত্য ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ স্বীয় পরম-
সুখাশ্রয় করকমলে দূর করিয়াছ ॥ **একান্তর ॥**

(২৯৫) তুমি জল-কেলিতে অতি কুশল ; তোমার মাল্যরাজিস্থিত
ভ্রমরসকল তোমাকে বেষ্টন করিয়াছে । গোপিকাগণ হান্ত-সহকারে
তোমার অঙ্গে জলসেচন করিতেছেন । (২৯৬) তুমি জলমধ্যে স্বীয় অঙ্গ
লীন করিয়াছ ; কালিন্দীতে জলবিহার করিতে করিতে তুমি চঞ্চল
হইয়াছ । তৎপরে বনবিহার করিবার ইচ্ছায় তুমি যমুনাতীরে সঞ্চরণ
করিয়াছ । যেহেতু যমুনাতীরে কুঞ্জসমূহে সুরতক্ৰীড়া তোমার প্রীতিপ্রদ ।
(২৯৭) তুমি শ্রীরাধায় আসক্ত অর্থাৎ তৎকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া
বিপরীত বিহারাদি সম্পাদনে স্নেহে বিলাস কর । তুমি চন্দ্রাবলীতে রত
(সুরতক্ৰীড়া) করিয়াছ ; পদ্মার মুখপদ্মপানে মত্তভ্রমর তুমি ললিতার
অপাঙ্গ-বিক্ষেপে লালিত (পরম প্রীত) হইয়াছ । (২৯৮) বিশাখার
প্রেমধনের জন্ত তুমি বিশেষ লালায়িত, শ্রামলায় তোমার রতি নির্মল,
ভদ্রার ভদ্র (শৃঙ্গার) রসে তুমি অধীন হইয়াছ এবং ধন্যার প্রাণ ও ধনের
ঈশ্বর (স্বামী) তুমি । (২৯৯) এইভাবে তুমি গোপকুলে জাতা নিত্য-
প্রিয়াদিগের সহিত নিরন্তর বিলাস করিয়াছ । হে গোপীলম্পট ! তুমি
গোপীগণের স্তনলিপ্ত কুঙ্কমে ভূষিতদেহ হইয়াছ ॥ **বায়ান্তর ॥**

(৩০০) পরীক্ষিৎ মহারাজের সভাস্থ বিবিধ বাসনা-বিশিষ্ট কর্মী, জ্ঞানী ও যোগিদের সন্দেহ-নিবারণ-মানসে ঐ মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে রাসের প্রয়োজন-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন । তদুত্তরে শ্রীশুকদেব তোমার ঐশ্বর্য্যাসমূহেরই উল্লেখ করিয়াছেন । তোমার সচ্চিদানন্দময়ী লীলা—মুমুকু, মুক্ত ও ভক্তদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয় । (৩০১) পরদারত্ব প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া গোপীদিগকে তুমি শ্রীশুকদেব-মুখে মহা-মহিমা দান করিয়াছ । গোপগণও নিজ নিজ পার্শ্বে স্ব স্ব স্ত্রী বিদ্যমান আছে মনে করিয়া তোমার প্রতি অসুখ্য প্রকাশ করেন নাই । পরন্তু তাঁহারা তোমাতেই গৃহ, পুত্র, স্ত্রী এবং প্রাণ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া-ছেন । হে রাসবিহারিন্ ! প্রসন্ন হইয়া আমাকে ঐ রাসলীলায় প্রবেশাধি-কার দান কর, বা তত্রত্য সেবাধিকারী কর ॥ **তিয়াত্তর ॥**

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

(৩০২) তৎপরে তুমি বহুবিধ দ্রব্য-সম্ভার সহ অম্বিকা বনে সরস্বতী-তীরে গমন করিয়াছ ; তথায় সরস্বতীর জলে স্নান করিয়াছ । তোমার পিতা নন্দ মহারাজকে মহা অজগর সর্প গ্রাস করিলে তুমি সেই সর্পকে চরণকমলের স্পর্শদান করিয়াছ । (৩০৩) তাহাতেই সর্পবপুধারী বিছা-ধরেন্দ্রের শাপ-নাশ হইল এবং নন্দ মহারাজেরও সর্পকবল হইতে মুক্তিলাভ হইল । তুমি ব্রজবাসিগণকে সর্পের প্রাচীন কথা শুনাইয়াছ এবং সেই শাপগ্রস্ত সূদর্শনকেও মুক্তি দিয়াছ । তোমার জয় হউক ॥ **চুয়াত্তর ॥**

(৩০৪) বলদেবের সহিত হোরিকা ক্রীড়া করিয়া তুমি প্রদোষকালের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছ । মনোহর মহাসঙ্গীত করিয়া তুমি গোপীগণকে মোহিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছ । (৩০৫) তৎপরে ‘শঙ্খচূড়’ নামক দৈত্যের ভয়ে সন্ত্রস্তা শ্রীরাধার (বা গোপীগণের) ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তুমি ধাবিত হইয়াছ । স্ত্রীগণের রক্ষার জন্ত তুমি বলদেবকে নিযুক্ত করিয়া শঙ্খচূড়ের মস্তক ছেদন করিয়াছ । (৩০৬) তুমি শঙ্খচূড়ের শিরোরত্নটী লইয়া অগ্রজ বলদেবকে দিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ । ইহাতে গোপীদের মধ্যে সাপত্ত্য-বিরোধ নিবারণ করিয়াছ অর্থাৎ ঐ মণি-

প্রাপ্তির জন্ত ঔৎসুক্যবতী গোপীদের মধ্যে কাহাকেও প্রদান করিলে, অত্যাশ্রয় সকলের মাৎসর্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সর্বমাত্ৰ বলদেবকে দেওয়ার কোনও ব্রজাঙ্গনারই আর অসুয়ার অবকাশ রহিল না । **পাঁচাত্তর।**

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

(৩০৭) [রাত্রিকালে গোপীদের সহিত বহুপ্রকারে মিলন হইয়া থাকে, কিম্বা] দিবাভাগে বিরহসন্তপ্ত ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গীত দ্বারা তোমার গুণলীলাদি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । অতএব শোকসাগরের পারগমনেচ্ছ-গণের পক্ষে তোমার নাম-গুণাদির উচ্চকীর্ত্তনই প্রকৃষ্ট উপায় । (৩০৮) বাম বাহুর উপরে বাম গণ্ড বিস্তার করিয়া তুমি বদনপদ্মকে আনমিত (বজ্রীভূত) করিয়াছ । বামচরণের উপরে দক্ষিণচরণ অর্পণ করায় চরণ-পল্লবের বিপর্য্যয়-সাধন করিয়াছ অর্থাৎ ত্রিভঙ্গ্যামে দণ্ডায়মান হইয়াছ । তোমার ভ্রুয়ুগল ও অপাঙ্গদেশ নর্ত্তন করিতেছে । (৩০৯) তুমি রূপে সকল জীবের অথবা সমগ্র বিশ্বের মোহনকারী ; সিদ্ধজীগণও তোমার বেণুনাде কাম-মোহিত হইলেন । ব্রজবনের বৃষ, মৃগ ও গবাদি পশুসমূহ চিত্রাপিতবৎ অবস্থান করে । (৩১০) নদী সকল ভগ্নগতি বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে । লতাদিও মধুধারা বর্ষণ করে । তোমার বেণুনাद দূরস্থিত জলচর হংসাদি পক্ষিসকলকে নিকটে আনয়ন করে ; মেঘ ছত্র হইয়া তোমার সেবা করে । (৩১১) তোমার এই বেণুধ্বনি ব্রহ্মাদিদেবগণেরও অচিন্ত্য । তোমার বিলাসরস-পূরিত দৃষ্টিপাতে ব্রজযুবতিগণেরও চিত্তে কাম উদ্বেলিত করে । ধ্বজব্রজাঙ্কুশ প্রভৃতি শোভিত নিজচরণ-চিহ্নদ্বারা তুমি ব্রজমণ্ডলের (গবাদির খুরাক্রমণজনিত) ব্যথা হরণ কর । আর ব্রজবনিতাগণকে তুমি তরুভাব অর্থাৎ জাড়া দান কর । (৩১২) হৃদচিত্তা মৃগীগণ অপরাহ্নে তোমার গোসস্তালনকালে তোমার সমীপে আসিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করে । যমুনায় স্নান করিয়া তোমার অঙ্গ রমণীয় হইয়াছে । স্নগন্ধি শীতল ধীর সমীর তোমাকে প্রকৃষ্ট রূপে সেবা করিতেছে । (৩১৩) ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার চরণ বন্দনা করে এবং সহচরণগণ পূতনামোক্ষণাদি লীলা গান করিতে থাকিলে তুমি তাহাদের

আনন্দ বর্দ্ধন কর । মদভরে তোমার নয়নযুগল রঞ্জিত বা বিবর্ণিত হইতেছে । তোমার বদন-কমল সহস্র । (৩১৪) বনমালায় তোমার অঙ্গ সুশোভিত, গজেন্দ্র-লীলায় গমনে তুমি অতি সুন্দর । গোপিকাগণ যশোদা মাতার নিকট তোমার গুণাবলী গান করিলে মাতা আনন্দিতা হইয়াছেন । তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ **ছিয়ান্তর ॥**

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

(৩১৫) অরিষ্টাসুর কর্তৃক উপদ্রুত নিখিল ব্রজবনের তুমি আশ্বাস-দায়ক । আমাকে রক্ষা কর অর্থাৎ আমার ভজন্যরিষ্ট নাশ কর । নিজ ভুজের আক্ষেপনে ও আহ্বানে তুমি ঐ বুধভাসুরের কোপ উৎপাদন করিয়াছ । (৩১৬) তুমি তাহার শৃঙ্গদ্বয়ের অগ্রভাগ (শৃঙ্গদ্বয়ই) উৎপাটিত করতঃ তাহা দ্বারাই সেই ভয়ঙ্কর বুধাসুরকে আঘাত করিয়াছ । এইরূপে তুমি গোকুলের অরিষ্ট (অমঙ্গল) নাশ করিয়াছ এবং অরিষ্ট নামক অসুরকেও বধ করিয়াছ ॥ **সাতান্তর ॥**

(৩১৭) [ব্রজলীলার সমাপ্তি নিশ্চয় করিয়া **মথুরালীলা** আবির্ভাব করিবার জন্ত কংসদ্বারা তোমাকে মথুরানয়নের যুক্তি-প্রদানে বিচক্ষণ] নারদ ঐ কংসকে সকল বার্তা জ্ঞাপন করিলে তুমি কংসের চিত্তে বসু-দেবাদির হত্যারূপ কুমন্ত্রণারই বৃদ্ধি করিয়াছ । কংস তোমাকে মথুরা-পুরীতে আনয়ন করিবার জন্ত অক্রুর মহারাজকে প্রার্থনা করিয়াছে । (৩১৮) শত শত দুষ্ট উপায় ও দুষ্ট উদ্যোগাদি দ্বারা রাজা কংসকে তুমি সান্তিশয় ব্যাকুলিত করিয়াছ । রাজা কংসের আজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া তুমি অক্রুরকে আনন্দ দান করিয়াছ । হে অক্রুরপ্রিয় ! তোমার জয় হউক ॥ **আটান্তর ॥**

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

(৩১৯) গোকুলের সংত্রাসকারী কেশীদৈত্যকে তুমি শতধনু (৪০০ হাত) পরিমিত দূরে নিঃক্ষেপ করিয়াছ । যেহেতু তুমি অমিতশক্তিশীল ।

সেই হরাসুরের মহাবদন-মধ্যে তুমি নিজের বিশাল ভূজ প্রবেশ করাইয়াছ । (৩২০) তৎপরে অবলীলাক্রমে সেই মহাদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছ । হে কেশিনিহদন ! হে কেশব ! হে কেশিমখন ! দেবতাগণ পুষ্পবর্ষাদি করিয়া তোমার অর্চনা করিয়াছেন । তোমার জয় হউক । তোমাকে বন্দনা করি ॥ **উনাশি** ॥

(৩২১) ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ তোমার সম্যক্ স্তুতি করিতেছেন ; “তুমি সর্বাঙ্গীত ও অনন্ত বলিয়া দিগ্দেশকাদিতে অপরিচ্ছিন্না নিত্য মূর্তি স্বীকার করিয়া থাক । প্রাপঞ্চিক ও প্রপঞ্চাতীত সকল জীবের সৃষ্টি-স্থিতি লয়কারী ব্রহ্মাদি অধিকারী পুরুষগণকেও তুমি নিয়ামক-রূপে শাসন কর । (৩২২) তোমার মায়াই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করে, তুমিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আদি গুণসমূহের সৃষ্টি কর ; তুমি সত্য-সংকল্প ।” দেববি নারদের বাক্যে কংস-বধাদি দেবকার্যের কথা তোমার স্মরণ হইয়াছে । (৩২৩) তদনন্তর নারদ-কর্তৃক বিজ্ঞাপিত অশেষ কার্য স্বীকার করিয়া তুমি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছ । তোমার দশনোৎসবে সম্যক্ আনন্দিত নারদ তোমাকে নমস্কার করিয়াছে ॥ **আশি** ॥

(৩২৪) [কয়েকজন গোপাল মেঘ হইল এবং অপর কতজন তাহাদের রক্ষক হইল] একদা তুমি মেঘবৎ আচরিত গোপালগণের পালন ও চৌর্যের ক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছ । তখন গোপবেশধর ব্যোমাসুর তোমার সখাগণকে চুরি করিয়াছিল । (৩২৫) তুমি ছুট্ট ব্যোমাসুরকে ধরিয়া তাহার বধসাধন করিয়াছ । তৎপরে ময়পুত্র সেই ব্যোমকর্তৃক নিরুদ্ধ গোপবালকগণকে উদ্ধার করিয়াছ । তোমার জয় হউক ॥ **একাশি** ॥

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

(৩২৬) অক্রুর তোমার মহামহিমারাশি ধ্যান করিতেছেন—তুমি অত্যুত্তম রূপালুতাদি-মহিমামণ্ডিত, অতএব ভাগ্যবান্ অক্রুরও তোমার দর্শন পাইতে পারেন, অথবা শুভপ্রভাতসূচক ধনাধিকারী মহাভাগ্যবান্ অক্রুরও তোমার দর্শনের প্রত্যাশা করেন । (৩২৭) তোমার চরণ-কমল-ধ্যানকারী অক্রুরের লালসা ও আনন্দ তুমি ক্রমশঃই বৃদ্ধি করাইতেছ ।

অক্রুর রথ লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন, তুমি তখন গোষ্ঠে গোদোহন করিতে আসিয়াছ । (৩২৮) ব্রজভূমির অলঙ্কার-স্বরূপ তোমার চরণচিহ্নসমূহ অক্রুরের নয়ন-পথের পথিক হইল । তখন তিনি তোমার চরণকমলের রজঃসমূহে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন । (৩২৯) তদনন্তর তুমি তাঁহার নয়নানন্দবর্দ্ধক হইয়াছ এবং তাঁহাকে উল্লঙ্ঘনে রথ হইতে অবতরিত করিয়া তৎকর্তৃক বন্দিতও হইয়াছ । (৩৩০) তুমি প্রীতিভরে অক্রুরকে আলিঙ্গন করিয়াছ । হে প্রণত-বৎসল ! তোমার জঘ্ন হউক । এইরূপে তুমি গান্ধিনী-নন্দনের অশেষ মনোবাসনা পূরণ করিয়াছ ॥ **বিরামি ॥**

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

(৩৩১) অক্রুরের মুখে কংসের নিখিল অত্যাচারের কথা শুনিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ ; দেবকী ও বশুদেব প্রভৃতির দুঃখ-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছ । (৩৩২) মথুরাগমনের জন্ত তুমি গোপেন্দ্র নন্দবাবাকে পরামর্শ দিয়া মথুরাগমন জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ । আগামী কল্যাই প্রাতঃকালে মধুপুরী-গমনের বার্তা শ্রবণ করাইয়া গোকুলবাসিজনগণকে ব্যাকুল করিয়াছ । (৩৩৩) যশোদা মাতার হৃদয়ে শত শত আশঙ্কা ও চিন্তাজ্বর প্রদান করিয়াছ এবং নিখিল ব্রজাঙ্গনাগণকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছ । হে কৃষ্ণ ! আমাকে বিরহ-সাগর হইতে উদ্ধার কর । (৩৩৪) জগৎকে শূন্য বলিয়া প্রতীতিকারিণী গোপীগণের জীবনকে তুমি বিরহাগ্নিতে জ্বলাইয়াছ !! অহো ! তখন গোপীগণের নয়নজলধারায় নদী-গণকেও সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাইয়াছ !!! **তিরামি ॥**

(৩৩৫) অনন্তর তুমি অক্রুরের রথে আরোহণ করিয়া গোপীগণের দুঃখে কাতর হইয়াছ । শকটাক্রান্ত নন্দাদি গোপগণ ও শ্রীদামাদি গোপাল-গণ তোমাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন । (৩৩৬) তুমি গোপীদের বিয়োগে সন্তপ্ত হইয়াছ, রাধিকার বিরহ কিন্তু তোমার অসহ্য হইয়াছিল । অতএব নিজের দূতাদি দ্বারা শীঘ্র আগমনসূচক মিষ্ট বাক্যে গোপীদের আশ্বাসদানে তুমি ব্যাকুল হইয়াছিলে । (৩৩৭) গোপীদের হাহাকারে, রোদনে ও আর্তিভরে

তুমি রথ হইতে লক্ষ্যপ্রদানে নীচে অবতরণ করতঃ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছ। তৎপরে মৃতপ্রায়া ব্রজবধুদিগকে চুষ্মন আলিঙ্গনাদি করিয়া তাঁহাদের প্রাণদান করিয়াছ। (৩৩৮) হে সাস্ত্রনাভিজ্ঞ ! শীঘ্র প্রত্যাবর্তন-বিষয়ে তুমি নানাবিধ শপথ করিয়া ‘পরশ্ব’ আসিব বলিয়া দিনও নির্দ্ধারিত করিয়াছ। এই আশা দিয়া তুমি তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। হে মথুরাবিনোদিন ! তোমার জয় হউক অর্থাৎ শীঘ্রই কংসাদি অসুরসমূহকে বিনাশ করিয়া ব্রজে পুনরাগমন পূর্বক ব্রজদেবীগণকে সুস্থ কর—এই প্রার্থনা ॥ চৌরাশি ॥

(৩৩৯) অক্রুর তখন তোমার রথ চালাইলেন—গোপাঙ্গনাগণ রথের পথে আসিয়া গমন-পস্থা নিরোধ করিলেন। তুমি মা যশোদার মহারোদনে জুঃখিত হইয়াছিলে ; তখন বাক্রহিত নন্দাদিগোপগণ তোমাকে ধরিয়া রাখিলেন ॥ হে কৃষ্ণ ! তোমাকে নমস্কার করি। (৩৪০) এই ব্যাপারে তুমি কত কত গোপস্ত্রীকে মারিয়াছ, কত কত স্ত্রীর মূর্ছা করাইয়াছ—কোন কোনও যুথকে উন্মাদিত করিয়াছ, আবার সহস্র সহস্র গোপীকে রোদন করাইয়াছ ॥ (৩৪১) মহার্ভুস্বরে (রোদন করায়) শত শত গোপ-বধূর কণ্ঠ-সংরোধ হইয়াছে ; আবার রথের পথমধ্যে বহু বহু অবলাকে পাতিত করিয়াছ ! (৩৪২) কোনও কোনও গোপীর প্রাণকে আশা-হুত্রে বদ্ধ করিয়া নিজের লীলাকীর্তন করাইয়াছ ! কোনও কোনও ব্রজাঙ্গনাকে আবার মথুরার পথ-দর্শনে ব্যাকুলিত করিয়া তাঁহাদের দ্বাণা বেষ্টিত হইয়াছ ॥ পঁচাশি ॥

(৩৪৩) তুমি যমুনাভূমিতে অক্রুরকে নিমজ্জিত করিয়াছ, অক্রুরের রথে বর্তমান থাকিয়াও আবার অক্রুরকর্তৃক জলমধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছ ॥ তুমি তাঁহাকে মহাশর্য্য-ঘটনাবলি দর্শন করাইয়াছ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

(৩৪৩) তুমি অক্রুরের স্তব-বিষয়ীভূত হইয়াছ ! তোমার কারণ নাই বলিয়া তুমি অনাদি। তুমি পদ্মনাভ ব্রহ্মারও আদিকারণ ; ব্রহ্মাদি সকল সৃষ্ট জাগতিক বস্তুই তোমার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না, অথচ তুমি

ভজনকারিজনগণেরই বোধ্য হইয়াছে । (৩৪৫) তোমার চরণ বহুবিধ অর্চ্য-
পদ্ধতিতে পূজিত হয় ; বিবিধ বিগ্রহে ও বিবিধ প্রস্থানে তুমি উপাসিত
হও । সর্বদিগ্দেশেই হইতে প্রসৃত নদীগণের যেমন সমুদ্রই গতি, তদ্রূপ
বিভিন্ন মার্গে উপাসকগণেরও তুমিই একমাত্র মুখ্যশ্রয় । তুমি সর্বদেবগণ
(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণেরও স্বরূপাধায়ক) এবং নিয়ন্তা । (৩৪৬) তোমার
সর্বাঙ্গই জগতের আশ্রয় । তোমার উদর ব্রহ্মাণ্ডরাজির গুহ্যরূপ আশ্রয় ।
তুমি অবতারবলিবীজ বলিয়া তোমার প্রত্যেক অবতারই শোকনাশন,
আনন্দদায়ক এবং সর্বশোভা-সমৃদ্ধির নিদান । (৩৪৭) নানাপ্রকারে নিজ
দৈন্ত-নিবেদনকারী মুমুক্শু অক্রুর তোমাকে বহু প্রার্থনা করিয়াছেন ।
তোমারই মুখ্য কৃপাতিশয়্য তোমাতে প্রেমভক্তি ও সংসঙ্গ দান করিতে
পারে । (৩৪৮) গোপীদের অবজ্ঞাকারী অতএব অপরাধী অক্রুর শুষ্ক
(ভক্তিহীন) স্তব করিয়া তোমার অভিবন্দনা করিয়াছেন । পিতৃব্য
অক্রুরকে তুমি তাহার বিশ্বয়ের বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ! হে অদ্বত-
সাগর ! তোমার জয় হোক ॥ ছিয়াশি ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

(৩৪৯) নন্দাদি স্বজনগণ মথুরার উপবনে উপনীত হইয়া তোমাকে
বেষ্টন করিলেন । ব্রজের দুঃখ-কারণ অক্রুরের গৃহে গমনজন্ত তাঁহার দ্বারা
প্রার্থনা করাইয়াছ । (৩৫০) অনন্তর স্তম্ভরূপে অলঙ্কৃত ও মহাশ্রদ্ধা মথুরা-
নগরীর দর্শনে তুমি আনন্দিত হইয়াছ । তুমি পুরজ্ঞীগণের নয়ন ও মন হরণ
করিয়াছ ; হে কৃষ্ণ ! তোমাকে নমস্কার করি । (৩৫১) দধি, অক্ষত প্রভৃতি
মঙ্গল দ্রব্যদ্বারা দ্বিজগণ তোমার পূজা করিয়াছেন ; মথুরাবাসিনীগণের
মুখে ব্রজাঙ্গনাগণের শ্লাঘা শুনিয়া তুমি অতিশয় সুখী হইয়াছ ॥ সাতাশি ॥

(৩৫২) মথুরাবাসী জনমণ্ডলী তোমাকে উত্তমরূপে দর্শন করিতে
লাগিল । তুমি রজকের নিকট বস্ত্র যাচঞা করিয়াছ ; তখন ছমুখ
রজকের সাটোপ বচনে তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছ ।
(৩৫৩) তৎপরে নিজের প্রিয় বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া বিভূষিত হইয়াছ
এবং রামাদিগোপগণও স্ব স্ব অতীষ্ট বস্ত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন,

তৎপরে তুমি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছ । (৩৫৪) তদনন্তর তন্তুবার-
কর্তৃক উপস্থাপিত বস্ত্রময় কটক, কুণ্ডল ও কেয়ূরাদি দ্বারা তুমি ভূষিত
হইয়াছ । তখন তুমি বিবিধ বেশভূষায় শোভিত হইয়া সেই বারককে
সারূপ্যাদি বর প্রদান করিয়াছ ॥ **অষ্টাশি** ॥

(৩৫৫) তৎপরে তুমি সূদামা নামক জনৈক মালাকারের গৃহে উপনীত
হইয়া তাহার প্রীতিতে পূজাদি স্বীকার করিয়াছ । তৎপ্রদত্ত মালাদ্বারা
ভূষিত হইয়া সেই মালাকারকর্তৃক ভক্তিভরে স্তুতও হইয়াছ । (৩৫৬)
সুগন্ধি নানাবিধ মালায় সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া তুমি সেই সূদামাকে
নিজেতে অচলা ভক্তি প্রভৃতি তাহার অতীষ্ট বর এবং লক্ষ্মী, বল, আয়ুঃ,
বশ, কান্তি ইত্যাদি বাঞ্ছাতিত বরও প্রদান করিয়াছ ॥ **উননব্বই** ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

(৩৫৭) সহস্র পরিহাসোক্তি ও জিজ্ঞাসা দ্বারা তুমি কুজার অনুলেপন
প্রার্থনা করিয়াছ । কুজা-প্রদত্ত অঙ্গরাগে তুমি সুশোভিত হইয়া রূপ-
মাধুর্য্য ও হাস্যলাপাদি দ্বারা সেই সৈরিকীর (কুজার) চিত্ত মোহিত
করিয়াছ । (৩৫৮) কুজা তোমার সর্বাত্মক অনুলেপন দিয়াছেন ; পত্রভঙ্গী-
রচনাক্রমে গণ্ড, বক্ষ ও ভুজাদিতে অনুলিপ্ত হইয়া তুমি ত্রিবক্রার বক্রতা
হরণপূর্ব্বক তাঁহাকে ঋজু করতঃ সৌন্দর্য্যদান করিয়াছ । (৩৫৯) তখন
কুজা তোমার বস্ত্র আকর্ষণ করিলে তুমি সেই বস্ত্র ধরিয়াছ এবং তাঁহার
ভাব-চেষ্টা দেখিয়া অতিশয় হাস্যসহকারে তাঁহাকে সমাখ্যাসন করতঃ
বর প্রদান করিয়াছ । তোমার জয় হউক ॥ **নব্বই** ॥

(৩৬০) তৎপরে বর্ণিকগণ তোমাকে নানাবিধ উপহার তাশুল ও গন্ধাদি
দ্বারা অর্চনা করিয়াছে । (৩৬১) তখন তোমার নয়নযুগল প্রফুল্ল হইল এবং
লীলায় হাস্যযুক্ত দৃষ্টিবিক্ষেপ হইতে লাগিল । মত্ত গজরাজের গমনভঙ্গী
অঙ্গীকার করিয়া তুমি নাগরীগণকে মোহিত করিয়াছ । (৩৬২) তৎপরে
পুরবাসিগণকে ধনুঃস্থান (ধনুর্মখশালা) জিজ্ঞাসা করিয়া (তথায় উপস্থিত
হইয়া) বিচিত্র বর্ণ এবং অনুলেপন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত বৃহত্তর
ধনু উত্তোলিত করিয়াছ । অবলীলাক্রমে তুমি সেই ধনুতে জ্যা-রোপণ

করিয়া কংসের ধনু খণ্ডখণ্ড করিয়াছ । (৩৬৩) তৎপর ধনুরক্ষকগণকে বিনাশ করতঃ কংসের প্রেরিত সৈন্তগণকেও নিধন করিয়াছ । এইরূপে কংসের চিত্তে ভীষণ ভ্রাস জন্মাইয়া তুমি শকটাবাসে প্রত্যাভর্তন করিয়াছ ॥ **একানব্বই** ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

(৩৬৪) কংসদ্বারা তুমি বহু মঞ্চ নির্মাণ করাইয়া সেই রঙ্গভূমিতে গমনোৎকণ্ঠিত হইয়াছ ; ‘কুবলয়াপীড়’ নামক গজরাজ তোমার পথ রোধ করিলে তুমি তাহাকে বিনাশ করিয়া সর্বচিত্তাকর্ষক গুণের আবিষ্কার করিয়াছ । (৩৬৫) তুমি ক্রুদ্ধ হস্তিপক-কর্তৃক নির্দিষ্ট হইলে (অর্থাৎ তোমার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হস্তিরাজকে চালাইলে) ঐ কুবলয়াপীড়কে ধরিয়া তুমি খেলাই করিয়াছ । তৎক্ষণাৎ ঐ গজবরকে বিনাশ করিয়া তুমি সিংহ-বীৰ্য্যের পরিচয় দিয়াছ । (৩৬৬) তখন সেই গজরাজের মহাদন্ত উৎপাটিত করতঃ তাহাকে তুমি সর্বোত্তম অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছ । কুবলয়াপীড়কে বিনাশ করিয়া তুমি ঐ হস্তিপককেও হত্যা করিয়াছ ॥ **বিরানব্বই**

(৩৬৭) রঙ্গমঞ্চে প্রবেশোপযোগী সুন্দর বীর-শ্রীদ্বারা তুমি বিভূষিত হইয়াছ । তোমার স্বন্ধে মহাদন্ত, হস্তিমদে ও রক্তবিন্দুতে তোমার অঙ্গ চিহ্নিত হইয়াছে । (৩৬৮) স্বেদকণা-সমূহে তোমার মুখকমল অলঙ্কৃত হইয়াছে ; রঙ্গমঞ্চস্থিত বহুবিধ লোকের বাসনানুসারে তুমি অশেষ রসের মূর্তিরূপে প্রতীয়মান হইয়াছ ॥ (৩৬৯) মল্লদিগের নিকটে তুমি মহাবীর ; পৌরগণের নিকটে পরম চমৎকাররূপগুণলীলাদিদ্বারা পরম দর্শনীয় ; জ্ঞীদের নিকট প্রিয়তারতির প্রকটনে মহাকাম, শ্রীদামাদি গোপগণের প্রিয়বয়স্ক, অসামু রাজ্যদের মহাশাসনকর্তা, নিজ পিতামাতা বসুদেব দেবকীর কিষ্কা নন্দবসুদেবের নিকট শিশুতা-প্রকটনে মহাবাৎসল্যোদ্দীপক, কংসের মহাকাল, অবিদ্বান্ অর্থাৎ তত্ত্বানভিজ্ঞ-জনগণের নিকট মহাগুরু (৩৭০) সনকাদি জ্ঞানিভক্তদের নিকট পরতত্ত্ব-ব্রহ্মরূপের প্রকাশনে মহাতত্ত্ব ; অক্রুর উদ্ধব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়দের মহাসেব্যরূপে তুমি তত্রত্য সর্ববিধ লোকের স্বস্বরুচি-বৈচিত্রী অনুসারে মহারসস্বরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হইয়া

সকলেরই মনোহরণ করিয়াছ । রঙ্গস্থিতলোকমণ্ডলী প্রেমভরে তোমার লীলা-বিলাসাদির মহাযশঃ কীর্তন করিতে লাগিল ॥ **তিরানববই** ॥

(৩৭১) তৎপরে কংসপ্রেরিত চাণুর তোমাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিলে তুমি ‘আমরা ভোজপতি কংসের প্রজা’ ইত্যাদি বলিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছ । তুমি তখন চাণুরের সহিত যুদ্ধে মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া মল্লযুদ্ধের স্বকৌশল দেখাইয়াছ । তোমাকে বন্দনা করি ॥ **চৌরানববই** ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ

(৩৭২) চাণুরের সহিত তুমি মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কারুণিক পুরঞ্জীগণ সহজ প্রীতিতে বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন । পুরঞ্জীগণকর্তৃক নিন্দিত সভ্য-গণের লজ্জা দেখিয়া তুমিও অতিশয় লজ্জিত হইয়াছ । (৩৭৩) তৎপরে ঐ জীগণ উচ্চকণ্ঠে তোমার মহিমাগান করিয়াছে । ব্রজাঙ্গনাদের ভাগ্য-বর্ণনা শ্রবণ করিয়া তুমি আনন্দিত হইয়াছ । পিতামাতা বসুদেব-দেবকীর বা নন্দ-বসুদেবের মনে তোমার বল-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা থাকায় তাঁহাদের যে অনুতাপ হইয়াছিল—তাহা তুমি জানিয়া চানুরকে বিনাশ করিয়া সর্বোৎকর্ষের আবিষ্কার করিয়াছ । (৩৭৪) তুমি শল ও তোষলকে সংহার করিয়াছ এবং বলদেবের হস্তে মুষ্টিককেও নিঃশেষ করিয়াছ । ইহাদের মৃত্যুদর্শন করাইয়া অত্যাচার মল্লগণকেও পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছ । আবার বলরামদ্বারা কূটনামক মল্লকেও তুমি বিনাশ করিয়াছ ॥ **পাঁচানববই**

(৩৭৫) তৎপরে উচ্চমঞ্চারূঢ় ছবৃত্ত কংসের ছুর্বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার ক্রোধ হইল । অসি ও চর্ম গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালনকারী কংসকে কেশে দৃঢ়রূপে ধরিয়া (৩৭৬) ভূমিতে নিপাতিত করতঃ সেই ভোজরাজের উপরে তুমি খেলা করিয়াছ । হে কংস-নাশন ! হে কংসারি ! হে কংস-নিহাদন ! তোমার জয় হউক । (৩৭৭) ইহাতে তুমি পৃথিবীর ভয়, ভার ও আত্তি এবং জগদ্বাসিগণের শল্যবিনাশ করিয়াছ । পিতামাতার আনন্দাতিরেক-সম্পাদন জন্ত তুমি কংসের মৃতদেহকেও বিকর্ষণ করিয়াছ !! (৩৭৮) ব্রহ্মশিবা দিবগণ আনন্দিত হইলেন ; পূর্বজন্মের কালনেমিকে (ইদানীন্তন কংসকে) তুমি বিমুক্তিদান

করিয়াছ এবং বলদেবদ্বারা কংসের অগ্নাত্ত অষ্ট ভ্রাতাকেও মৃত্যুমুখে
পাতিত করিয়াছ ॥ **ছিয়ানববই** ॥

(৩৭৯) কংসের স্ত্রীদিগকে সম্যক্ আশ্বাস দিয়া মৃতগণের সংক্রিয়া
করিতে আদেশ দিয়াছ । পিতামাতার পদে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া
তঁাহাদের বন্ধনমোচন করিয়াছ ॥ **সাতানববই** ॥

পঞ্চোচত্রাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

(৩৮০) ঈশ্বর-জ্ঞানে পিতামাতা বসুদেব-দেবকী তোমাকে আলিঙ্গন
করেন নাই, তুমি কিন্তু তঁাহাদের ভাব জানিয়াছ, তখন স্নেহ-বুদ্ধিকর মিষ্ট-
বাক্যে তঁাহাদিগকে প্রমোদ দান করিয়াছ । (৩৮১) তোমার বাক্যে মোহিত
হইয়া তৎপরে দেবকী বসুদেব তোমাকে আলিঙ্গন করিলে তুমি আনন্দিত
হইয়াছ । মাতাপিতার ক্রোড়ে আকৃষ্ট হইলে তঁাহারা স্নেহে বাক্বরুদ্ধ
হইয়া অশ্রুধারায় তোমার শিরোদেশ স্নান করাইয়াছেন । (৩৮২) এইভাবে
তুমি দেবকী বসুদেবকে পরমানন্দিত করিয়াছ, প্রেমস্বখে তঁাহাদের ঈশ-
জ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া তঁাহাদের হৃৎখরাশি বিদূরিত করিয়াছ । তোমার
জয় হউক ॥ **আটানববই** ॥

(৩৮৩) শ্রীমান্ উগ্রসেনকে সদ্বাক্যে আনন্দদান করিয়া তঁাহাকে রাজত্ব
সমর্পণ করিয়াছ । রাজ্যসম্পত্তি দিয়া তঁাহার আজ্ঞাবহও হইয়াছ ।
(৩৮৪) হে ভক্তবৎসলনামধর ভগবান্ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও । তুমি
ত্রিলোকের রত্নসমূহ উগ্রসেনের বশবর্তী করিয়াছ ॥ **নিরানববই** ॥

(৩৮৫) কংসের সম্ভ্রাসে দূরে প্রোষিত জ্ঞাতি-বান্ধবগণকে আবার
মথুরায় আনয়ন করিয়া সেই নিখিল যাদবগণকে যথোচিত সম্মান-দানে
পুনরায় নিজনিজ গৃহে সংস্থাপন করিয়াছ । (৩৮৬) তোমার দয়ায় ও
সহস্র দৃষ্টিপাতে যাদবগণ প্রত্যেকেই আনন্দিত হইয়াছেন । তোমার
সম্যক্ নিরীক্ষণে রোগ, জরা ও শ্রানি প্রভৃতি দূরে অপসারিত হয় । (৩৮৭)
হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; হে যাদবেন্দ্র ! হে বৃষ্ণিবংশ
ভূষণ ! আমাকে রক্ষা কর । হে দাশার্হাধিপতি ! হে মধুকুল মুকুট
মণি ! (৩৮৮) হে কুকুরাক্ষকবংশপাবন ! হে ভৈম-বংশবর্ধন-কারিন্ !

তুমি যযাতিকুলরূপ পদ্মের স্বরূপ । তুমি চন্দ্রবংশরূপ সাগরের-চন্দ্রমা ।
তোমাকে নমস্কার ॥ এক শত ॥

(৩৮৯) হে মথুরানাথ ! তোমার জন্ম হউক । তুমি মথুরার মঙ্গল-
নিধান প্রভু । মথুরার মূর্ত্ত মাধুর্য্য তুমি ; সর্বপ্রাধাত্তে তুমি মথুরা মণ্ডলকে
সংব্যাপ্ত করিয়াছ । (৩৯০) তুমি নিতাই মথুরায় বাস কর, মথুরার প্রকৃষ্ট
মাধুরী তোমার দ্বারাই বৃদ্ধি হইয়াছে । হে মথুরাবাসিদের মহাতাগ্য
মথুরাপতি ! তোমাকে নমস্কার ॥ একশত এক ॥

(৩৯১) ‘অদ্ভ ব্রজে যাইব, আগামী কল্যা যাইব’ ইত্যাদি ছলবাক্যে
তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দমহারাজকে তথায় রাখিয়াছ । মুহুমূহ আলিঙ্গন-দানে
নন্দমহারাজের সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যাকুল হইয়াছ । (৩৯২) নানাবিধ
বাক্যচাতুর্য্যে দীন নন্দকে তুমি অতিশয় রোদন করাইয়াছ । পুনঃপুনঃ
আলিঙ্গন করিয়া গোপগণের দুঃখাশ্রুধারা পাতিত করিয়াছ । (৩৯৩)
মুহুমূহ মূর্চ্ছাপন্ন ও ঞ্জলিতপদ বৃদ্ধ নন্দমহারাজের সাস্থ্যনাদি করিতে তুমি
ব্যস্ত হইয়াছ । তুমি যে ব্রজবাসিগণের জন্ম বস্ত্র, অলঙ্কার ও কাংশ্রপাত্ৰাদি
দান করিয়াছ, তাহাতে পক্ষান্তরে নন্দমহারাজকে মারিয়াই ফেলিয়াছ ।
(৩৯৪) হাহাকার-শব্দে উচ্চরোদনশীল গোপগণকে তুমি স্ববিরহ-দান
করিয়াছ ; জলসেকাদি বিবিধ উপায়ে তুমি নন্দরাজকে উজ্জীবিত করিয়াছ ।
আমার প্রতি প্রসন্ন হও অর্থাৎ এতাদৃশ কঠিন বিরহের শীঘ্রই উপসংহার
কর । (৩৯৫) ‘শীঘ্রই যাইতেছি’ এই শপথ করিয়া নন্দরাজের বিশ্বাস
উৎপাদন করিয়াছ । হে কৃষ্ণ ! এই সময় আমাকে তোমাদের পার্শ্বদেশে
রাখ, যাহাতে দৈন্ত্যসমুদ্ভ-নিমজ্জিত নন্দবাবাকে বা তোমাকে বৈকল্য বা
মোহ হইতে রক্ষা করিতে পারি । ‘দেখিতে যাইব’ ইত্যাদি স্মৃতিবার্ত্তা-
প্রেরণে তুমি যশোদামাতার দুঃখই বৃদ্ধি করিয়াছ । (৩৯৬) মুহুমূহ
প্রত্যাবর্ত্তনশীল নন্দবাবার অশ্রুধারায় তুমি সম্যক্ প্রকারে স্নাত হইয়াছ,
নন্দমহারাজের অনুগমন করিবার ছলে তুমি ব্রজের কাতর প্রাণিদের বেন
প্রাণই দান করিয়াছ । (৩৯৭) গোপীদের জন্ম তুমি নিজের ভূষা ও শপথ
বাক্য প্রভৃতি পাঠাইয়া অতিকষ্টে নিজের নেত্রকমলের বারিধারা নিবারণ
করিয়াছ । হে কৃষ্ণ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ একশত দুই ॥

ইতি শ্রীমদভাগবত ॥

শ্রীজগন্নাথের স্তব—(৩৯৮) হে শ্রীজগন্নাথ ! নীলাচলশিরোমণি ! হে দারুবক্ষ ! ঘনশ্রাম, হে পুরুষোত্তম ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও । (৩৯৯) হে প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে নবগনসমুদ্রতটের অমৃত ! হে গুটিকোদর * নানাভোগ-বিলাসিন্ ! আমাকে পালন কর । (৪০০) তুমি স্বভক্তগণকে নিজের অধরামৃত দান কর, ইন্দ্রজ্যোত্স্ন রাজা তোমার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন ; তুমি সুভদ্রার লালনে ব্যগ্র, হে রামানুজ ! তোমার চরণে নমস্কার । (৪০১) তুমি গুণ্ডিচারথষাভ্রাদি বিবিধ মহোৎসবের বিবৃদ্ধি করিয়াছ । হে ভক্তবৎসল ! হে গুণ্ডিচারথ-ভূষণ ! তোমাকে বন্দনা করি । (৪০২) তোমার চিত্ত সদাকালের জগৎ দীনহীন মহানীচ-জনকেও দয়া করিবার জগৎ উদ্যুক্ত থাকে । তুমি নিত্যই নূতন নূতন মহিমা প্রদর্শন করাও । হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় অথবা শ্রীচৈতন্যই তোমার প্রিয় কিম্বা তুমি চিন্ময় এবং সকলেরই বল্লভ । তোমার চরণে প্রণত হইতেছি ॥ একশত তিন ॥

শ্রীগৌরান্দের স্তব—(৪০৩) হে শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ! হে গৌরান্ধ-সুন্দর ! তোমাকে বন্দনা করি ! হে শচীনন্দন ! হে যতিচূড়ামণি ! প্রভো হে ! আমাকে ভ্রাণ কর । (৪০৪) তোমার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, তোমার বদনে মৃদুমধুর হাস্য, তুমি নীলাচলের বিভূষণ, জগতে তুমি অমৃত হইতেও পরমানন্দবৈচিত্রীযুক্ত ভগবন্নামকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছ । (৪০৫) তুমি অদ্বৈত-প্রকটীকৃত বলিয়া অদ্বৈত আচার্য্যকে কতই না শ্লাঘা করিয়াছ ! বাসুদেব সার্বভৌমকে কত প্রকারে আনন্দ দান করিয়াছ !! রামানন্দের সহিত প্রীতিবদ্ধ হইয়াছ, তুমি সর্ববৈষ্ণবেরই বান্ধব । (৪০৬) তোমা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলে প্রেমামৃতের মহাসমুদ্র প্রবাহিত হয় ;

* প্রবাদ আছে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'নব-কলেবর' ধারণ সময়ে বহুমূল্য বস্ত্রাদি-ভূষিত একমুণ্ডি শালগ্রাম তাঁহার উদরে স্থাপিত হয়েন, প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ হইতে ঐ শালগ্রাম জনৈক বস্ত্রারত-নয়ন সেবক স্থানান্তরে গুপ্তভাবে সংরক্ষিত করেন । পরে যথাসময়ে আবার নয়ন আবৃত করিয়া নবকলেবরের উদরমধ্যে সংস্থাপন করিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখেন । এইজন্তই বোধ হয় শ্রীজগন্নাথদেবকে 'গুটিকোদর' বলা হইয়াছে । শ্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধে অগাণ্ড-বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকিলে স্কন্দপুরাণ উৎকল খণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতিতে জগন্নাথ-মাহাত্ম্য দৃষ্টব্য ।

হে মহাপ্রভো ! তোমার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি । দীনাতিদীন আমাকে কি কখনও স্মরণ করিয়া থাক ? একশত চারি ॥

ভগবদ্বিভূতির স্তবঃ—(৪০৭) তুমি ব্রাহ্মণস্বরূপ, ভক্তস্বরূপ, পিপ্পলরূপ এবং গোরূপ, তোমাকে নমস্কার নমস্কার । (৪০৮) হে নন্দকিশোর ! তুমি বিবিধ তীর্থস্বরূপও হইয়াছ, তোমাকে নমস্কার । সর্বদা লোকরক্ষা করিবার জন্ত তুমি এই পঞ্চ (ব্রাহ্মণ, ভক্ত, পিপ্পল, গোও তীর্থ) রূপ ধারণ করিয়াছ । তোমাকে নমস্কার ॥ একশত পাঁচ ॥

ভগবদর্চামূর্ত্তির স্তবঃ—(৪০৯) হে প্রভো ! তোমার প্রতিমা সপ্তপ্রকার—পাষণময়ী, ধাতুজা, মৃণ্ময়ী, দারুময়ী, বালুকাময়ী, মণিময়ী ও লেখ্য । আবার সচলা ও অচলা বিগ্রহ (৪১০) এবং শালগ্রাম শিলা যে কোন স্থানেই (অণুচি স্থানেও) থাকুন না কেন—যে প্রকারেরই (ভগ্ন, খণ্ডিত অথবা ক্ষুটিতই) হউন না কেন—ভক্তগণ ভক্তিভরে যাহাকে পূজা করিয়া থাকেন—(৪১১) ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই তুমি অধিষ্ঠিত আছ—প্রত্যেকেই সচ্চিদানন্দরূপিণী—সাধুসজ্জনগণ ঐ সকলে তোমারই স্বরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন । অতএব হে সর্বার্চাময় ! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ একশত ছয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের স্তবঃ—(৪১২) হে সর্বশাস্ত্রসমুদ্ভূত (সার-সমন্বয় রূপ) অমৃত, সকল বেদের মুখ্য অত্যাৎকৃষ্ট ফল, সকল সিদ্ধান্তরত্ন-সম্পন্ন এবং মুক্ত, মুমুক্শু, বিষয়ী, ভক্ত প্রভৃতি সকল লোকের হিতোপদেশকর, সর্বদুঃখহরত্ব ও সর্বজ্ঞানপ্রদত্বরূপে মাংসচক্ষুর ব্যতিরিক্ত মুখ্য দৃষ্টিপ্রদায়ক ! (৪১৩) হে সর্বভাগবতের প্রাণ শ্রীমদ্ভাগবত ! হে প্রভো ! কলিযুগরূপ অন্ধকার-বিনাশে তুমি আদিত্যরূপে উদিত হইয়াছ । তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপ । (৪১৪) তোমার পাঠে পরমানন্দ লাভ হয় । তোমার প্রতি অক্ষর প্রেম বর্ষা করে, সর্বদা সকলেরই সেব্য তুমি । হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার চরণে আমার নমস্কার । (৪১৫) তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু, আমার সঙ্গী, আমার গুরু, আমার (প্রেম) মহাধন, আমার নিস্তারক, আমার ভাগ্য, আমার আনন্দ ; তোমাকে নমস্কার । (৪১৬) তুমি অসাধুকেও সাধুতা দান কর, অতি নীচজনকেও উচ্চত্ব (মহাত্ম্য) দান কর ! হা ! আমাকে কখনও ত্যাগ করিও না । আমার হৃদয়ে ও কর্ণে প্রেমভরে স্ফুরিত হও ॥ একশত সাত ॥

শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যের স্তবঃ—(৪১৭-৪২৫) হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার
 করুণার মহিমাকে আমি ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি । অহো ! যে করুণা নীচ,
 ছুরাচার, নিত্য-পাপাচার এবং শঠ আমাকেও সেই (রাজসেবকরূপী
 মহাজঘত) অবস্থা হইতে সদাচারপরায়ণগণের এই অবস্থা দান করিয়াছে—
 সেই বিষয়জনকলুষিত রাজদরবার হইতে এই সর্বমঙ্গলনিধান মথুরা-মণ্ডল-
 প্রাপ্তি করাইয়াছে, যে মথুরায় অজ্ঞানকৃত পাপের ত কথাই নাই, জ্ঞান-
 কৃত পাপরাশিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়—যে মথুরা চারিপ্রকারে [জন্ম, উপনয়ন,
 মৃত্যু বা দাহ দ্বারা] মানবের মুক্তি-দানে সমর্থ—যে স্থানে তুমি সর্বদাই
 সন্নিহিত আছ, যে ধামে নিজের অত্যাংকুষ্ঠ মাহাত্ম্য প্রকটনপূর্ব্বকই যেন
 সর্বদা বাস করিতেছ—যে স্থল নিজ মাধুর্য্য-সম্পত্তিভারে ‘মথুরা’ বলিয়া
 কথিত হয়—আর [যে করুণা] সেই রাজসেবি-ছুষ্টগণের সঙ্গ হইতে
 উদ্ধার করিয়া তোমার প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের সঙ্গ দান করিয়াছে—অধিক
 কি বলিব, তোমার যে কারুণ্য শ্রীনীলাচলে শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর
 সঙ্গও প্রাপ্তি করাইয়াছে—তথায় (নীলাচলে) রথোপরি তোমার পরম
 স্তম্ভের মুখদর্শন-কৌতুক দান করিয়াছে—যাহা আবার এই বৃন্দাবন এবং
 অত্রত্য ক্রীড়াস্থলীসমূহের সান্নিধ্যে আনিয়াছে—যে ব্রজমণ্ডলের সংকীর্ণি
 গাথা গোপিকাগণ গান করিয়াছেন—তুমিও যাহার মহামহিমা মুক্তকণ্ঠে
 ঘোষণা করিয়াছ—যাহার শ্রবণে দূরবর্ত্তিজনগণও কল্যাণময় হইয়া তোমার
 প্রেমধনে ধনী হয়, যাহার স্থাবর জঙ্গমাশ্রুক প্রাণিজাত তোমার প্রেম-
 ধারায় আপ্নত হইতেছে—যে স্থলে অত্মাপি নিত্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া
 বা নবনবায়মানরূপে পরিষ্ফুট ক্রীড়া করিতেছ—[তোমার যে কারুণ্য]
 আবার তোমারই প্রিয়জন আমার একমাত্র ধন প্রাণ ভাগবতবর শ্রীকৃষ্ণের
 পুনঃ সঙ্গ দান করিয়াছে—সেই কারুণ্য-মহিমাকেই ভূয়োভূয়ঃ নিত্য প্রণাম
 করিতেছি । (৪২৬-৪৩০) যে কারুণ্য-মহিমা এক্ষণে আমার মুখ হইতে
 তোমার নাম নিঃসরণ করাইতেছেন, যিনি কখনও কখনও তোমার
 চরণকমলও আমার হৃদয়ে ক্ষুণ্ণ করান,—যিনি আমার এই অধম
 দেহদ্বারাও তোমাকে এই নমস্কার করাইতেছেন—যিনি সকল আপদ
 হইতে আমাকে রক্ষা করেন এবং তোমার ভক্তিসম্পত্তি দান করেন—
 যিনি অজস্রভাবে তোমার প্রেম-স্মরণ-কীৰ্ত্তনও দিতে পারেন—যিনি
 আমাকে তোমার প্রেমকটাক্ষও প্রাপ্তি করাইতে পারেন—যিনি গো-

গোপ-গোপীজন-সমাযুক্ত তোমাকেও দর্শন করাইতে সক্ষম—এই প্রকারে
 যিনি এই হীন আমার সকল আশারই পরম অবলম্বন—বহুপূর্বের ঘাঁহার
 প্রাপ্তি হইলেও নিত্যই নূতনবৎ প্রতিভাত হইবেন—তোমার সেই সচ্চিদা-
 নন্দ মহাকাব্য-মহিমাতেই নিত্য ভূয়োভূয় দণ্ডবৎ করিতেছি ।

এক্ষণে গ্রন্থফল বলিতেছেন—(৪৩১-৪৩২) হে শ্রীকৃষ্ণ ! যিনি অর্থ-
 বোধপূর্বক এই তারক (কর্ণধার-স্বরূপ) ‘লীলাস্তব’ নামক স্তোত্রটি
 একশত আট প্রণাম করিয়া করিয়া কীর্তন করিবেন, সেই ভক্ত অচিরাৎ
 তোমার রূপাবলে তোমার রূপে (বিগ্রহে), নামে, লীলার ও বিহার-
 স্থলে (বৃন্দাবনে) পরমা রতি লাভ করুন—এই প্রার্থনা ॥ একশত আট ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

(শ্রীশ্রী) গিরিধারী-হরিদেবের চুম্বিয়া চরণ ।
 ‘লীলাস্তবের’ ভাষা অনুবাদ হ’ল সমাপন ॥
 সর্বভাগবতের করি চরণ-বন্দন ।
 সর্ব অপরাধ মোর করহ খণ্ডন ॥
 সর্বশ্রোতাগণের মুণ্ডি বন্দি শ্রীচরণ ।
 রূপায় মোর দুষ্ট চিত্তের করহ শোধন ॥
 তোমা সবার শ্রীচরণে এই নিবেদন ।
 গৌরগোবিন্দ লীলায় (বেন) কুরি নিশিদিন ॥
 গৌরবে গৌরান্ধগুণ গাই অনিবার ।
 ‘গদাধরের প্রাণ গোরা’ পদ করি সার ॥
 ‘শিরোমণি’ প্রভুপদ-কমল চিন্তিয়া ।
 স্নুখে বেন যাই এ ভবসংসার ত্যজিয়া ॥
 গিরিধারী-চরণ ভজে য়েই তার দাস ।
 জন্মে জন্মে হই বেন তাঁর দাসের দাস ॥
 তোমাদের উচ্ছিষ্ট-কণা দিয়া মোরে গ্রাস ।
 সফল করাহ নাম দাস হরিদাস ॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ 'হরিবোলকুটীর' হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়গৌরবগ্রন্থগুচ্ছঃ ।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃতঃ

১। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতং ২। আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধঃ
শ্রীপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃতঃ ৩। শ্রীশ্রীলীলা

শ্রীশ্রীমদ্ রূপগোস্বামি-প্রণীতঃ

৪। শ্রীকৃষ্ণাভিষেকঃ ৫। শ্রীবিক্রদাবলি-লক্ষণং

৬। শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যং

শ্রীশ্রীমদ্ জীবগোস্বামি-কৃতঃ

৭। শ্রীগোপালবিক্রদাবলী ৮। শ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ

৯। শ্রীমাধবমহোৎসবং মহাকাব্যং ১০। শ্রীরাধাকৃষ্ণচর্চনদী

১১। শ্রীযোগসারস্বত টীকা ১২। ধাতুসংগ্রহঃ

শ্রীশ্রীমৎ কবিকর্ণ পুরগোস্বামি-কৃতঃ

১৩। শ্রীকৃষ্ণাঙ্কিত-কৌমুদী

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রণীতঃ

১৪। শ্রীদানকেলিচিন্তামণিঃ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতঃ

১৫। শ্রীস্বরতকথামৃতং ১৬। শ্রীনিকুঞ্জকেলি-বিক্রদ

১৭। শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা ১৮। শ্রীগোপালতাপনী ।

শ্রীল রাধাদামোদর প্রভুপাদ কৃতঃ ১৯। ছন্দঃ

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃতঃ

২০। সিদ্ধান্ত দর্পণঃ ২১। শ্রীগোপালতাপনী টী

শ্রীল রঘুনন্দন গোস্বামি-প্রণীতঃ

২২। শ্রীগৌরান্ধবিক্রদাবলী

অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলিঃ—১। শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতং ২।

চম্পুঃ ৩। শ্রীকৃষ্ণবিক্রদাবলী ৪। শ্রীহরিভক্তিরসামৃতটীকা [

মুকুন্দদাস গোস্বামিকৃত] ৫। শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা ৬। লঘু :

ব্যাকরণং ৭। শ্রীমানন্দ-শতকং ৮। পরকীর্ত্তনসি

৯। শ্রীগৌরান্ধবচন্দ্রোদয়ঃ (বায়ুপুরাণ) ১০। মধুকেলিবল্লী ১১

১২। মুক্তাচরিতের পয়ারে অনুবাদ ।